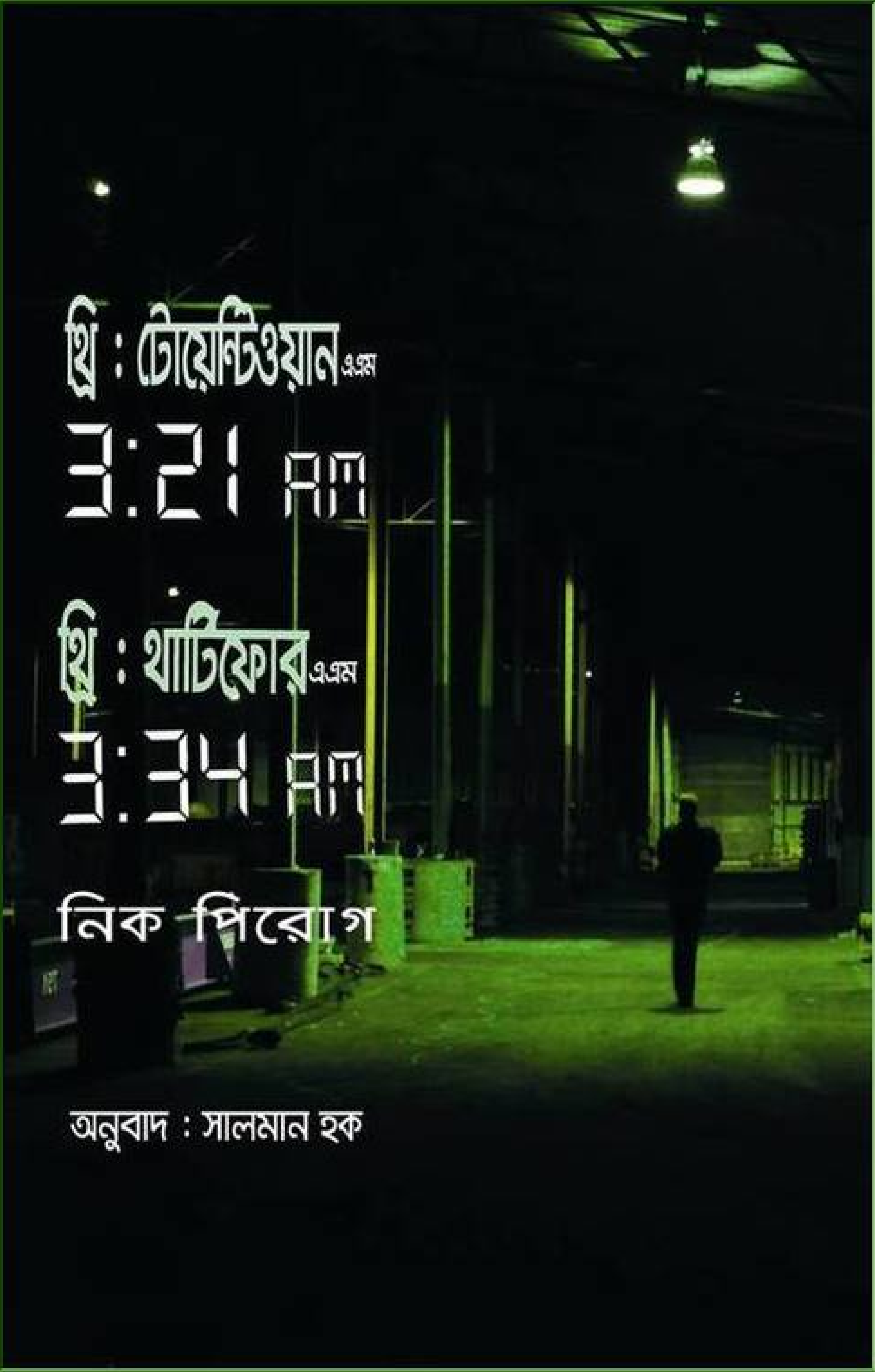
থ্রি : টোয়েন্টিওয়ান এএম
3:21 AM
থ্রি : থার্টিফোর এএম
3:34 AM
নিক পিরোগ
অনুবাদ : সালমান হক

আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে ৩০০০ মাইল দূরে, আলাস্কার ফেয়ারব্যাংকসে জীবনের প্রথবারের মত সূর্য দেখতে গেল হেনরি বিনস, সাথে ল্যাসি আর প্রেমিকা ইনগ্রিড। কিন্তু দু-দিন পরেই কেঁপে উঠল পুরো ধরণী। ৮০০ লোকের মৃত্যু। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেল হেনরি বিনস–তারপর? নিক পিরোগের জনপ্রিয় 'হেনরি বিনস' সিরিজের তৃতীয় বইটি পাঠককে পরবর্তি বইটি পড়তে বাধ্য করবে।

হেনরি বিনসের এবারের লড়াইটা অন্য কিছুর জন্যে নয়, নিজের মা'কে খুঁজে বের করা। সেজন্যে তাকে ডুব দিতে হবে সুদূর অতীতে। যে সত্যিগুলো বের হয়ে আসবে সেগুলো কি আসলেই জানতে চেয়েছিল সে? লাল ফ্ল্যাশড্রাইভটার খোঁজ করছে কেন সবাই?
এসব কিছুর সাথে প্রজেক্ট স্যান্ডম্যানের কি সম্পর্ক? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, হেনরির মা কি বলতে পারবেন কিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে সে?
হেনরি বিনসের দীর্ঘতম আর সবচেয়ে লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারে আপনাদের স্বাগতম ! !

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 98487 992-
9789848729922

সালমান হকের পৈতৃক নিবাস সিরাজগঞ্জে হলেও জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ঢাকা শহরে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও রাজউক কলেজ থেকে পাশ করে বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত আছেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশায় আসক্ত, সেই থেকেই লেখালেখির শুরু। থৃলার গল্প-উপন্যাসের প্রতি আলাদা ঝোঁক রয়েছে তার।

নিক পিরোগের *থ্রি এ এম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। *থ্রি : টেন এ এম* তার দ্বিতীয় অনুবাদ কর্ম।

জাপানি থৃলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনোর *দ্য ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স* তার অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। খুব শীঘ্রই বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে *দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপ্ড পায়জামাস* উপন্যাসটি।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক নিক পিরোগের জন্ম ১৯৮৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা প্রশাসনে। বেস্টসেলার ১১টি থৃলার উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। আমাজনে প্রতিটি উপন্যাসই অন্যতম বেস্টসেলার হিসেবে স্বীকৃত। হেনরি বিনস তার সৃষ্ট ব্যতিক্রমি একটি চরিত্র।
বর্তমানে তিনি আমেরিকার সান ডিয়েগোতে বসবাস করছেন।

থ্রি: টোয়েন্টিওয়ান এএম

3:21 AM

নিক পিরোগ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ : সালমান হক

বাতিঘর প্রকাশনী

থ্রি : টোয়েন্টিওয়ান এএম

মূল : নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

3:21 AM

Copyright © 2016 by Nick Pirog

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রথম ডিজিটাল প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্সঃ ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ :

চাচাআব্বুকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

১৮ই জুন
আলেক্সান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়া

ব্যাপারটা আমার প্রতিদিনকার রুটিনের অংশেই পরিণত হয়ে গেছে বলতে গেলে। মাঝে মাঝে শুধু নজর বুলাই, কিন্তু প্রায়ই খোলার উদ্দেশ্যে হাতে নিয়ে বসে থাকি। এভাবেই দুই তিন মিনিট চলে যায় প্রতিদিন। কিন্তু আমার জন্যে ঐ দুই তিন মিনিটই বিশাল ব্যাপার। কারণটা জানেন বোধহয়, প্রতিদিন আমার জন্যে মাত্র ষাট মিনিট বরাদ্দ থাকে। এই সময়টা হয়ত আমি ইনগ্রিডের সাথে কাটাতে পারতাম কিংবা ল্যাসির পেটে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম। বাবার সাথে কার্ড খেলেও পার করা যেত সময়টা। মোটকথা আমার দৈনন্দিন জীবন থেকে মহামূল্যবান দুই-তিন মিনিট নষ্ট করছি প্রতিদিন।

কিন্তু খামটা খোলার সাহস হয় না। তাই এমুহূর্তে ভেতরের লেখা আর ছবিগুলো কল্পনা করা ছাড়া আর উপায় নেই কোন।

"আমাদের বেরুতে হবে এখন। এয়ারপোর্টে যেতে বিশ মিনিট লাগবে," ইনগ্রিডের গলার আওয়াজ ভেসে এলো লিভিং রুম থেকে।

ফোনের দিকে একবার তাকালাম।

তিনটা বত্রিশ।

পটোম্যাক এয়ারফিল্ড এখান থেকে দশ মাইলের মতন দূরে হবে, নদীর ওপারে। আমরা যদি চারটা বাজার আগেই ওখানে পৌছাই, তাহলে সবার জন্যেই সুবিধা। যদিও আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ইনগ্রিড আগে থেকেই একটা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

যদি দরকার পড়ে!

"আসছি আমি," জবাব দিলাম। আমার দৃষ্টি এখনও লম্বা লাল খামটার ওপর। আলমারির মাঝখানের তাকে রাখা ওটা।

প্রায় আট মাস হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট সুলিভান আমাকে খামটা দিয়েছেন। দেবার সময় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "খামটা খোলার আগেই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, ওখানে কিন্তু বেশ স্পর্শকাতর কিছু

ব্যাপার বলা আছে। একবার দেখে ফেললে আর মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না ওগুলো।"

তিনি পড়েছেন ভেতরের লেখাগুলো। তিনি জানেন। জানেন, আমার মা আমাকে নিয়ে কি করেছেন।

কিন্তু আমি আসলে মা'কে নিয়ে চিন্তিত নই। আমার সব ভয় বাবাকে নিয়ে।

যদি সিআইএ'র প্রাক্তন পরিচালক লে'হাইয়ের কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মা একজন নামকরা টর্চার স্পেশালিস্ট। জিজ্ঞাসাবাদের ধরণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তিনি অত্যাচারের মাধ্যমে। আর তার কারণেই আমার এই অদ্ভুত অসুখ (আমি হেনরি বিনস, আর আমি হেনরি বিনসে ভুগছি)। মাত্র ষাট মিনিট পাই আমি প্রতিদিন। তিনটা থেকে চারটা। আমার মা যখন আমার এই হাল করছিলেন তখন বাবা কোথায় ছিলেন?

আমি এখন জানি, আমার মা জীবিত। কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধরে আমার সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। ভবিষ্যতে যোগাযোগ হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বাবা হচ্ছেন আমার জীবনের সবকিছু। তার জন্যেই আজকের এই আমি। এমন যদি হয়, বাবাও মা'কে ওকাজে সাহায্য করেছেন? গত ত্রিশ বছর ধরে কি ক্রমাগত মিথ্যে বলে যাচ্ছেন তিনি আমাকে?

"ওটা সঙ্গে নিও না।"

ঘুরে দাড়ালাম আমি।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইনগ্রিড। ওকে দেখে একটুও ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমি জানি, গত সাতাশ ঘন্টায় সে একটুও ঘুমায়নি। নীল জিন্স আর ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির একটা টিশার্ট পরে আছে ও। পায়ে সাদা-নীল নাইকি। আমাকে গত রাতে প্যাকিংে সাহায্য করার পরপরই ইনগ্রিড অফিসে চলে গেছিল। এর পরবর্তি বিশ ঘন্টায় সে দুটো কেস নিয়ে কাজ করেছে যাতে আগামি এক সপ্তাহের ছুটিটা নির্বিঘ্নে আমার সাথে কাটাতে পারে সে।

BanglaBook.org

"সামনের সপ্তাহটা শুধু তোমার আর আমার," আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

মাথা নাড়লাম। ঠিকই বলেছে ইনগ্রিড।

গত সাত মাস ধরে আমরা একসাথে থাকলেও প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিন থেকে চারঘন্টা দেখা হয় আমাদের। ডিউটির সময়ের প্রতি ওর নিজের কোন হাত নেই। যেকোন সময়ে ছুটে যেতে হয়ে অফিসে। মাঝে মাঝে

একটানা তিনদিন চলে যায়, কিন্তু আমাদের দেখা সাক্ষাত হয় না। শুনতে যতটা কঠিন মনে হয় বাস্তবে আমাদের সম্পর্কটাতে পরস্পরের সাথে মানিয়ে চলা অনেক বেশি কঠিন। আর গত পনের মাসে আমাদের জীবনে যা ঘটেছে, জেসি ক্যালোমেটিক্সের খুনের রহস্য, সিআইএ পরিচালকের ষড়যন্ত্র, এসব কিছুর কারণে আমরা নিজেদের একান্ত সময় বলে কিছু পাইনি বলতে গেলে।

আলমারির পাল্লাটা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিলাম।

"ঠিক বলেছ।"

"ভিভা মেক্সিকো," জবাবে হেসে বলল ও।

"আমরা আলাস্কা যাচ্ছি।"

"ওহ্! ভিভা আলাস্কা।"

ওকে কাছে টেনে নিয়ে লম্বা একটা চুমু খেলাম।

"চল এখন," আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ও। "তোমাকে ঠেলে ঠেলে প্লেনে ওঠানোর ইচ্ছে নেই আমার।"

হেসে দরজার দিকে রওনা দিলাম আমরা।

"ল্যাসি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বেচারাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল তখন। মনে হয় না সে যেতে চায় আমাদের সাথে। বরং তোমার বাবার ওখানে গিয়ে মারডকের সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছে তার।"

ল্যাসির অবস্থা আসলেও সুবিধার মনে হচ্ছে না। ব্যাটা এখন রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ঘাপটি মেরে বসে আছে। চোখ অর্ধেক বন্ধ।

"কীরে, কি সমস্যা তোর?"

মিয়াও।

"তোকে তো আগেই বললাম, মারডক অসুস্থ। ওকে সাথে নিলে কোন মজাই হবে না।" আসলে মারডক অসুস্থ না, কিন্তু আগামিকাল ওর অপারেশন। কিসের অপারেশন? শুনলে মজা পাবেন। গত কয়েকমাস ধরে ওর জ্বালায় বাবার বাসার আশেপাশের কুকুরগুলোর নাজেহাল অবস্থা (বিপরীত লিঙ্গের কুকুরের কথা বলছি)। অনেকেই অভিযোগ করেছে বাবার কাছে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে মারডকের ওপর ছুরি চালানো হবে। সোজা কথা, ওকে খোঁজা করা হবে। এ মুহূর্তে ল্যাসি সেখানে থাকলে তা কোনভাবেই সেটা সম্ভব না।

মিয়াও

BanglaBook.org

"আমি জানি না কি অসুখ। সর্দি হতে পারে। আমরা ফিরে আসার পরে বাবার ওখানে এক মাস থাকিস, যাহ্।"

চোখ বড়বড় করে আমার দিকে তাকাল ব্যাটা।

"আলাস্কায় গিয়ে আমরা অনেক মজা করব।"

মিয়াও।

"না, কোন ইগলু ঘরে থাকতে যাচ্ছি না আমরা। ওখানেও এখন গ্রীষ্মকাল। খুব সুন্দর আবহাওয়া।"

মিয়াও।

"হরিণের পিঠে? যদি চড়তে পারিস তাহলে চড়বি! আমি বাধা দিব না। কিন্তু ফেয়ারব্যাঙ্কসে হরিণ আছে কিনা সন্দেহ।"

জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলল ও জবাবে।

"কিন্তু ওখানে কি আছে জানিস..." ল্যাপটপ খুলে একটা ফোল্ডার ওপেন করলাম। এর ভেতরেই গত এক মাস ধরে আলাস্কার বিভিন্ন জিনিসের ছবি জামাচ্ছি আমি। যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেতে বেশি দেরি হল না। ওটায় ক্লিক করে মনিটরটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। "মেরু শিয়াল।"

আগ্রহে চোখটা বড় বড় হয়ে গেল হারামিটার।

"যাহ্ এখন, গুছিয়ে ফেল সবকিছু।"

দশ সেকেন্ড পর ওর ঝুনঝুনি লাগানো বলটা মুখে নিয়ে দরজার সামনে তৈরি ল্যাসি।

3:21 AM

"আলাস্কা দেখার আগেই মরার শখ নেই আমার।"

ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেও পর মুহূর্তে হেসে ফেলল ইনগ্রিড। গাড়ির গতি কমিয়ে দিল অনেকটা। এতক্ষন ঝড়ের বেগে চালাচ্ছিল। তারপরও অতিরিক্ত তিন মিনিট হাতে থাকতে থাকতেই পটোম্যাক এয়ারফিল্ডে পৌছে গেলাম আমরা।

একটা লোক গলফ কার্ট নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ব্যাগগুলো কার্টে উঠিয়েই টারমাকে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনটার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

এখন তিনটা আটান্ন বাজছে।

এই চার্টার্ড প্লেন আর ফেয়ারব্যাঙ্কসের সবচেয়ে বিলাসবহুল ক্যাবিনটা ভাড়া করতে কম খরচ হয়নি। কিন্তু স্টক মার্কেটে আমার বেশ ভালো সময়

BanglaBook.org

গেছে গত কয়েক মাসে। তাই গায়ে লাগেনি অতটা।

প্লেনটার পাশে রাখা হুইলচেয়ারটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু লাগবে না ওটা।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটা উনষাটে প্লেনের দরজার কাছে পৌঁছে গেল গলফ কার্টটা। আমরা তিনজন লাফিয়ে নেমে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মালপত্রগুলোর ব্যবস্থা লোকটা করবে। পাইলট আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ল্যাসিকে একবার আদর করে দিল।

তাড়াতাড়ি প্লেনের ভেতরের বড় দুটো সিটে বসে পড়লাম আমরা। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবার আগে ল্যাসি আমার কোলে উঠে পড়ল আর ইনগ্রিড আমার কপালে চুমু খেল একবার।

এরপর চোখ খুলব একদম আলাস্কায় গিয়ে।

সেই সঙ্গে তিনটা বেজে সাত মিনিটে জীবনে প্রথমবারের মত সূর্যটা দেখব আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২

১৯ শে জুন
সূর্যোদয় : সকাল ৩:০৭
ফেয়ারব্যাঙ্কস, আলাস্কা

আর্কটিক সার্কেল থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস ২০০ মাইল দক্ষিণে। আর্কটিক সার্কেল মূলত একটি কাল্পনিক রেখা যার দক্ষিণে সূর্য খুব বেশি সময়ের জন্যে অস্ত যায় না। বাইশ ঘন্টার মত দিনের আলো থাকে এখানে। বাকি দু-ঘন্টা সূর্য দেখা যায় না, কিছুটা অন্ধকার ভাব থাকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি। পুরো গা ঘামে ভিজে গেছে।

দুঃস্বপ্নের রেশটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

একটা সাদা ঘর।

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত একজন ডাক্তার।

আমার বাহুতে একটা আইভি লাগানো।

কোথায় ওটা?

আমি জানি না।

কোথায় ওটা?

কি কোথায়?

ফ্ল্যাশড্রাইভটা।

কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভ?

গোলাপি রঙের তরলে ভরা একটা সিরিঞ্জ।

আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

নলের মধ্যে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে চাপ দিল লোকটা।

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ঠিক এই সময়টাতেই ঘুম ভেঙে গেছে।

প্রায় এক মিনিট সময় নিলাম স্বাভাবিক হতে। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না। কারণ এরকম অচেনা এক বিছানায়, অচেনা এক ঘরে স্বাভাবিক হওয়া অতটা সহজ নয়। আমি এর আগে ইন্টারনেটে অবশ্য

BanglaBook.org

ঘরের ছবিটা দেখে রেখেছিলাম। কিন্তু তবুও মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে মনে হচ্ছে। এই মাস্টার বেডরুমটাতে আছে বিশাল দামি কাঠের বিছানা। জানালাগুলো ভারি পর্দায় ঢাকা। পর্দাগুলো বাইরের সূর্যের আলো থেকে অতিথিদের রক্ষা করবে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠবে সূর্য। এই ঘরটা ছাড়াও আরো দুটো ঘর আছে এই বিলাসবহুল কেবিনে। এখানে যখন পৌছুতে পেরেছি তার মানে সব কিছু নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে। এগার ঘন্টার ফ্লাইট, এরপরে একটা হুইলচেয়ারে করে ভ্যানে ওঠা, সেইনা নদীর পার ধরে বিশ মিনিটের রাস্তা পাড়ি দিয়ে আমাকে এখানে এই বিছানায় শুইয়ে দেয়া–কোন কিছুতে ঝামেলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিছানা থেকে নেমে জিন্স আর টি-শার্ট পরে নিলাম, ইনগ্রিড আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল এগুলো আমার জন্যে। এরপর বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানির ছিটা দিলাম। কিছুটা স্বস্তি লাগছে এখন। বাথরুম থেকে বের হয়ে জুতোটা পরে নিলাম।

ব্যাকনের সুস্বাদু গন্ধ এসে নাকে লাগল। পা বাড়ালাম ওদিকে।

"ঘুম ভাঙল তাহলে," রান্নাঘর থেকে আমার উদ্দেশ্যে বলল ইনগ্রিড।

"শুভ সকাল," জবাব দিলাম।

"ঠিক আছ তুমি?" ঘাড়টা একদিকে কাত করে আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যা, একদম।"

দুঃস্বপ্নটার ব্যাপারে ওকে বলতে চাই না আমি। এটা জানাতে চাচ্ছি না যে, গত কয়েকমাস ধরেই প্রতিরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি। আমাকে ওভাবে বেধে রেখে টর্চার করার পর থেকে শুরু এই ঘটনা।

ল্যাসি একটা মার্বেলের টেবিলের ওপর বসে বসে ইনগ্রিডের তৈরি করা ব্যাকন আর ডিম খাচ্ছে। ওকে একটু আদর করে ইনগ্রিডকে কাছে টেনে নিলাম। কিছুক্ষণ আমার চেহারার দিকে একটানা তাকিয়ে থাকল ও, আমি মিথ্যা বলছি নাকি পরীক্ষা করে দেখছে। একটু পর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও এবার।"

একটা ব্যাকন মুখে পুরে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। আসলেও অনেক বড় কেবিনটা। জায়গায় জায়গায় দামি কাঠ দিয়ে নকশা করা। একটা বিলাসবহুল কেবিন, যার সাপ্তাহিক ভাড়া চার হাজার ডলার হিসেবে যা যা থাকা দরকার, তার সবই আছে। ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি, অ্যান্টিক ছবি, ক্রিস্টালের ফুলদানি–কোনকিছুরই কমতি নেই। চারটা জানালা দিয়ে

BanglaBook.org

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ দেখা যাচ্ছে।

সূর্য উঠতে আর চার মিনিট বাকি।

ল্যাসি তার নিজের ভাগের নাস্তা শেষ করে কাতর চোখে আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ব্যাকন ওর প্লেটের দিকে ছুড়ে দিতেই লাফিয়ে পড়ল ওটার ওপর।

"কি করলে তোমরা দু'জন এতক্ষন?" জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে ইনগ্রিড কালকে আমি ঘুমিয়ে যাবার পর থেকে সব কিছু খুলে বলা শুরু করল। ফেয়ারব্যাঙ্কস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আমরা ল্যান্ড করেছি এখানকার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটায়। ভার্জিনিয়ায় তখন বাজছিল সাড়ে তিনটার মত। প্রায় এগার ঘন্টার ফ্লাইট। এর চল্লিশ মিনিট পরে আমরা এই কেবিনে পৌছাই। আমাকে এখানে শুইয়ে রেখে ইনগ্রিড আর ল্যাসি বের হয়েছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের মূল শহরতলি ঘুরে দেখতে। এখান থেকে মাত্র এক মাইলের মত দূরে হবে জায়গাটা। ওখান থেকে বাজার করে কেবিনে ফিরে রান্না সেরে সাড়ে নয়টার দিকে ঘুমুতে যায় দু'জনই। এই এক ঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে ইনগ্রিড।

"তো, আজকের মেনুতে আর কি আছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটা সারপ্রাইজ," মাথা নেড়ে জবাব দিল সে।

ফ্রিজের উদ্দেশ্যে আশেপাশে তাকালাম। কিন্তু সব জায়গায় খালি মোটা ওক কাঠের নকশা। ইনগ্রিড ওরকম একটা কাঠের পাল্লা খুলতেই জিনিসপত্রে ঠাসা ফ্রিজটা চোখে পড়ল। ওখান থেকে একটা জুসের বোতল নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে মারল ও।

"এটার রঙ সবুজ কেন?" বোতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ইসাবেলের রেসিপির সাথে অল্প একটু বাঁধাকপি যোগ করে দিয়েছি আমি।"

ইসাবেল হচ্ছে আমার বাসার কেয়ারটেকার-কাম-রাঁধুনি। আমার জন্যে জুস বানানো বাদেও আমি অন্য যা যা খাই সবই তৈরি করে রাখে সে। আমার একঘন্টা সময়টাকে যেন সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারি সেদিকেও তার সমান খেয়াল। এই যেমন ঘুম থেকেই উঠেই দেখব, ব্রাশে টুথপেস্ট লাগানো আছে, কিংবা দৌড়ানোর জুতোজোড়া দরজার সামনে করে রাখা আছে মোজাসহ।

জুসের বোতলে এক চুমুক দিয়েই নাক কুঁচকে ফেললাম।

"এই তোমার 'অল্প একটু'?"

BanglaBook.org

"আচ্ছা বাবা, একটু না-হয় বেশিই যোগ করেছি। কিন্তু তোমার শরীরের জন্যে ওটুকু দরকার আছে।"

গত প্রায় এক মাস ধরে ইনগ্রিড আমার শরীরের প্রতি একটু বেশিই নজর রাখছে। যেহেতু আমি দিনে তেইশ ঘন্টার মত ঘুমাই, তাই তার ধারণা আমি দরকারের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে পানি পান করি। খাওয়াদাওয়ার পরিমাণও নাকি যথেষ্ট কম। ইদানিং তাই ঘুম থেকে উঠেই এক বোতল পানি (সাথে অবশ্যই স্বাস্থ্যকর কিছু মেশানো থাকে), একটা এনার্জি বার আর ভিটামিন ট্যাবলেট গিলতে হয় আমাকে।

এত দিন এই 'মধুর' অত্যাচার চোখ বুজেই সহ্য করেছি, কিন্তু আজকে বাঁধাকপির জুসটা একটু অতিরিক্তই হয়ে গেছে।

"লক্ষ্মি ছেলের মত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো ওটা," হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বলল ইনগ্রিড, "যেতে হবে আমাদের।"

নাক বন্ধ করে গিলে ফেললাম জিনিসটা। এরপর বোতলটা সিঙ্কে রেখে দিলাম।

"এবার আসো আমার সাথে," একটু জোরেই বলল কথাটা ইনগ্রিড।

তিনটা পাঁচ বাজছে এখন।

ওকে অনুসরণ করে পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। একটা স্প্রে ক্যান হাতে নিয়ে আমার সারা শরীরে স্প্রে করল ইনগ্রিড। মশাদের দূরে রাখবে এটা। গ্রীষ্মকালে আলাস্কায় মশার উৎপাত বেড়ে যায় বহুগুণে। আমিও ওর গায়ে স্প্রে করে দিলাম।

এরপর আমাকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এলো সে। একটা কাঁচের স্লাইডিং দরজা খুলে বারান্দায় ঢুকে পড়লাম আমরা।

ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দাটা সেইনা নদীর একদম পাশেই। সামনে তাকালে প্রায় দুইশ ফিট চওড়া নদীটা একদম পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। নদীর তীর ঘেঁষে হাজার হাজার সবুজ রঙের গাছের সমারোহ। আর সেই সবুজের সমুদ্রের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল আর কমলা রঙের আকাশ।

বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছি।

দীর্ঘ একটা মিনিট ওভাবেই কেটে গেল।

"সময় হয়ে গেছে," আমাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল ইনগ্রিড।

আর তারপরই চোখে পড়ল ওটা।

BanglaBook.org

এক টুকরা ছোট্ট তীব্র সাদার ঝলকানি।

সূর্য।

"কখনো ভাবিনি এই দৃশ্য দেখব আমি," প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বললাম কথাগুলো।

এরপরের বিশ মিনিট এক রকম ঘোরের মধ্যে থেকে জীবনে প্রথমবারের মত সূর্যোদয় দেখলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে দিগন্তে বেরিয়ে এল সেটা। একসময় নদীর পানির একদম সমান্তরালে এসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিলাম ওদিকে। রশ্মিগুলো যেন অনুভব করতে পারছি।

"আসো, বসো এখানে,।"

আমি এতক্ষণে খেয়ালই করিনি, ইনগ্রিড মাঝে কিছু সময়ের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। ঘুরে তাকিয়ে দেখি দুটো চেয়ার আর প্লেটভর্তি খাবার সাজিয়ে ফেলেছে সে।

আমার চোখের কোণে পানি ওর নজরে পড়লেও সেটা নিয়ে কোন মন্তব্য করল না।

একটা ছোট প্লেটে ল্যাসির জন্যে খাবার বেড়ে দিল ইনগ্রিড। এরপর তিনজনই চুপচাপ খেতে লাগলাম।

তিনটা আটান্নর সময় ইনগ্রিডের ক্রিসমাসে উপহার দেয়া হাতঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল।

"ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত তোমার এখন।"

"আজকে এখানেই ঘুমাব আমি," ওর উদ্দেশ্যে বললাম আমি। "সূর্যের আলোয়।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

২০ শে জুন
সূর্যোদয়–৩:০৭

"আউচ," চিৎকার করে উঠলাম, একদম জ্বলে যাচ্ছে জায়গাটা।

"বাচ্চা না তুমি, চেঁচানো বন্ধ করো," আমার মুখের চারপাশে আর ঘাড়ে আরেক পরত অ্যালোভেরা জেল লাগাতে লাগাতে বলল ইনগ্রিড।

"আমার জায়গায় তুমি হলে বুঝতে, তোমার চেহারা তো আর জ্বলে যায়নি।"

"আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি কোন সানস্ক্রিম লাগানো ছাড়াই বারান্দায় গিয়েছিলে।"

"আর আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার মাথায় এটা আসলো না যে ছয়ঘন্টা ওভাবে বাইরে বসে থাকলে আমার চেহারা টমেটোর মতো লাল হয়ে যাবে।"

"বললামই তো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর তাপমাত্রা যে পঁচাশি ডিগ্রিতে উঠে যাবে এটাও জানা ছিল না আমার। হাজার হোক এটা আলাস্কা! এখানে তো ঠান্ডা হবার কথা!"

"আমি তো আগেই সাবধান করেছিলাম গরমের ব্যাপারে," এখানে আসার আগের দিন আবহাওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলাম আমি। ঐ বার্তায় বলা হয়েছিল আগামি দশদিন তাপামাত্রা থাকবে আশির ঘরে।

"আমি তো ভেবেছিলাম এখানকার গরম মানে চল্লিশ ডিগ্রির আশেপাশে।"

"এক মিনিট!" ওকে থামিয়ে বললাম আমি, "তুমিও যদি বাইরে ঘুমিয়ে পড়ো, তাহলে তোমার চেহারা এমন বহাল তবিয়তে আছে কিভাবে?"

"আমি সানস্ক্রিম লাগিয়ে নিয়েছিলাম," চোরের মত গলায় বলল ও।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লাম আমি। আসলেই বোকার মত কাজ হয়েছে সানস্ক্রিম না লাগিয়ে।

"তোমাকে একটা ভেজা তোয়ালে এনে দিচ্ছি আমি," এই বলে ভেতরে উধাও হয়ে গেল ইনগ্রিড।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে ল্যাসি হেলে-দুলে ঢুকল বাথরুমে। কিন্তু আমাকে দেখেই পিছিয়ে গেল।

"আরে, এটা সানবার্ন।"

মিয়াও।

"না, ইবোলা না এটা।"

মিয়াও।

"কারণ গত কয়েকমাসে আফ্রিকায় যাইনি আমি।"

মিয়াও।

"বললাম না সানবার্ন! সূর্যের নিচে অনেকক্ষণ থাকলে এমনটা হয়!"

মিয়াও।

"তোর হয়নি কারণ তোর গায়ে লোম ভর্তি।"

মিয়াও।

"কারণ মানুষের বুদ্ধি বিড়ালের চেয়ে বেশি। আর বেশি বুদ্ধির প্রাণীদের শরীরে লোম একটু কমই থাকে।"

মিয়াও।

"আমাকে কার মত দেখা যাচ্ছে?"

মিয়াও।

"এই ফ্রেডি ক্রুগারটা আবার কে?"

"চলে আসো," ভেতর থেকে ইনগ্রিড বলল। "খাবার তৈরি।"

ল্যাসি একলাফে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ফোনটা হাতে নিয়ে বাবাকে একটা মেসেজ করে বলে দিলাম, এখানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। আমার কল্পনার চেয়েও আসল সূর্য অনেক বেশি সুন্দর। মারডক কেমন আছে সেটাও জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমার ফোনে মারডকের একটা ছবি পাঠাল বাবা। কাউচে শুয়ে ক্যামেরার দিকে ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। ছবির নিচে লিখে দিয়েছে বাবা "ও জানে ওর সাথে কি করা হয়েছে।"

একবার ভাবলাম ছবিটা ল্যাসিকে দেখাই, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা।

আয়নায় তাকিয়ে একবার নিজের চেহারায় না নজর বুলিয়ে পারলাম না। আমার বাদামি চোখের চারপাশটা গাঢ় লাল হয়ে আছে। তার ওপরে সবুজ সবুজ জেলের পরত। মাথা নেড়ে বারান্দার উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করলাম।

BanglaBook.org

একটা বড় প্লেটে স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রেখেছে ইনগ্রিড। সাথে সবুজ রঙের জুস, লেমোনেড আর ক্যারামেল কর্ন। এসবকিছুই একটা সুন্দর পিকনিক টেবিলের ওপর রাখা। ছাতাও জুড়ে দিয়েছে ও।

"তোমার উচিত সূর্যের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা," আমার ঘাড়ের চারপাশে একটা ভেজা কাপড় জড়িয়ে দিতে দিতে বলল ইনগ্রিড। "টমেটো মানব।"

দু'জনেই হেসে উঠলাম আমরা। "ফ্রেডি ক্রুগারটা কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন?"

"ল্যাসি বলল আমাকে নাকি ফ্রেডি ক্রুগারের মত দেখাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" এই বলে ল্যাসির দিকে একবার নজর দিল ইনগ্রিড। সে এখন সকালের নাস্তা পরবর্তি নিদ্রায় মগ্ন। "ফ্রেডি ক্রুগার হচ্ছে *নাইটমেয়ার অন এল্ম স্ট্রিট* নামের হরর মুভির একটি চরিত্র। তার চেহারা পুরোপুরি ঝলসে যাওয়া। স্বপ্নে হানা দেয় সে, আর ওখানে যদি তার হাতে তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে বাস্তবেও মৃত্যু হবে।"

"তার মানে, ওসব সিনেমায় সহজে কেউ ঘুমোতে চায় না?"

"না।"

"আমার মত।"

"ফ্রেডি ক্রুগারের কিন্তু কোন সুন্দরি গার্লফ্রেন্ড নেই।"

"ওহ, তাও ঠিক," হেসে বললাম আমি।

দীর্ঘ একটা চুমুর পর দু'জনে হাত ধরে সূর্যোদয় উপভোগ করতে লাগলাম।

3:21 AM

পনের মিনিট পরে আমাদের সামনে দিয়ে দুটো ক্যানো আর তিনটা কায়াক নৌকা ভেসে গেল। ওগুলোর আরোহিরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লে আমরাও পাল্টা হাত নাড়লাম।

"আমাদেরও ওরকম একটা ক্যানো নিয়ে নদীতে নেমে পড়া উচিত আগামিকাল," ইনগ্রিড বলল।

"আমি ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করে রেখেছি," হেসে জবাব দিলাম। "নদীতে অন্তত তিন থেকে চার জায়গায় ক্যানো নিয়ে নামা যায়। এখানে সচরাচর এরকম গরম পড়ে না, কিন্তু যখন পড়ে তখন নদীতে নেমে পড়ে

BanglaBook.org

সবাই ক্যানো নিয়ে। পুরো জায়গাটা ক্যানোতে করে ঘুরে দেখতে চারঘন্টার মত সময় লাগে। কিন্তু আমরা কেবল শেষ দু'মাইল ঘুরব।

"আমি সানক্রিম আগে থেকেই ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখব," আমার পায়ে আলতো চাপড় মেরে বলল ও। "ফ্রেডি।"

এরকম হালকা খুনসুটি আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে গেলাম আমরা।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় আমার মনে হল, একটা ছোট সারপ্রাইজের বন্দোবস্ত করেছিলাম আমি।

"এখনই আসছি, দাঁড়াও," ইনগ্রিডের মাথায় হালকা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। "ডিনারের পরে ডেজার্টের ব্যবস্থা করেছি আমি।"

এখানে আসার আগে দামি এক বোতল স্কচ হুইস্কি উপহার দিয়েছে বাবা। স্যুটকেস হাতড়িয়ে বেয়াল্লিশ বছরের পুরনো *গ্লেনফিডিচ*-এর বোতলটা বের করলাম। রান্নাঘর থেকে দুটো টাম্বলার গ্লাস নিয়ে বারান্দায় ফেরত আসলাম আমি।

গ্লাস দুটোতে অল্প করে হুইস্কি ঢেলে একটা ইনগ্রিডের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু ওটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল না সে। এসময় আমার হাতের ঘড়িটা বেজে উঠল। আর দু'মিনিট আছে।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করলাম। "তোমার স্কচ ভালো লাগে না?"

এবার আস্তে করে গ্লাসটা নিল ও।

"ইচ্ছে না করলে জোর করে খাওয়ার দরকার নেই।"

জবাবে মাথা ঝাঁকালো ও। এরপরে যখন আমার দিকে তাকালো তখন দুই চোখে পানি টলমল করছে।

"হেনরি," মৃদু স্বরে বলল ও, "আমি প্রেগন্যান্ট।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

সূর্যোদয়–৩:০৭

আমি যখন রান্নাঘরে ঢুকলাম তখন ঘড়িতে বাজছে তিনটা দুই। ইনগ্রিড টেবিলের ওপর বসে, হাতে একটা ধোঁয়া ওঠা কফির মগ। আমার দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আমি কি বলি শোনার অপেক্ষায়।

"তুমি তো বলেছিলে বার্থকন্ট্রোল পিল নিচ্ছো।"

"নিচ্ছি," সায় জানিয়ে বলল ও।

"আসলেই নিচ্ছিলে?"

"প্রায় প্রতিদিনই।"

"প্রায়?"

"মাঝে মাঝে কাজের চাপে ভুলে গেছি।"

"কতদিন? কতদিন ধরে জানো তুমি ব্যাপারটা?"

"এক মাস।"

"এক মাস?"

"আমি একদম নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।"

"আর এখন তুমি নিশ্চিত?"

ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নেড়ে সায় জানালো ও।

লম্বা করে একবার শ্বাস নিলাম, এরপর বললাম, "আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি বাচ্চাকাচ্চা চাই না। বলেছিলাম না আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে এ ব্যাপারে?" আসলে ব্যাপারটা এমন না যে, আমি বাচ্চাকাচ্চা চাই না। বাচ্চাকাচ্চা ভালোই লাগে আমার কিংবা বলা যায় ওদের ব্যাপারে ভাবতে খারাপ লাগে না। কিন্তু আমি আমার এই অবস্থায় বাবা হতে চাই না। একটা বাচ্চাকে কিভাবে বড় করবো আমি, যেখানে আমার জন্যে সারাদিনে মাত্র এক ঘন্টা বরাদ্দ থাকে? "আমি দিনে মাত্র এক ঘন্টা জাগি!" চিৎকার করে বললাম। "এটা কি মাথায় ঢোকে না তোমার? মাত্র ষাট মিনিট! আর এখন আমাকে একটা বাচ্চার ভরণপোষণ করতে হবে?"

ঘুরে দাঁড়ালাম। ওর চেহারাও দেখতে চাই না আমি। আসলে চাই না আমার কথাগুলো শুনে ওর কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখতে। বেডরুমে ঢুকে

BanglaBook.org

জিন্সের প্যান্টটা খুলে একটা ট্রাউজার পরে নিলাম। একটা হুডি গায়ে চাপিয়ে দৌড়ানোর জুতোজোড়া খুঁজে বের করলাম।

জুতোর ফিতে বাধা ল্যাসিকে হাত গিয়ে গুঁতো দিলাম। এখনও ঘুমোচ্ছে ও।

"ওই ওঠ্‌! চল্‌ আমার সাথে।"

দ্রুত একবার আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে গেল ও।

এক মিনিট পরে, সূর্যের আলোয় গাছগাছালির ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আমি আর ল্যাসি। গন্তব্য ফেয়ারব্যাঙ্কস এর শহরতলী।

3:21 AM

জগিং ট্রেইলটা আমাদের ফেয়ারব্যাঙ্কসের একটা ছোট রাস্তায় নিয়ে আসলো। মূল শহরতলী থেকে দুই ব্লক দূরে। শক্ত কংক্রিটের রাস্তা ধরে সামনে এগোতে লাগলাম। পাশে ল্যাসি।

আমার চেহারায় যেন আগুন ধরে গেছে। রাগে আর কালকের সানবার্নের কল্যাণে। শেষ কবে এতটা রেগে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে না। আমার সাথে কিভাবে করতে পারল ও এটা? এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হল কিভাবে?

প্রেগন্যান্ট!

এখন কি আমাকে আমার প্রতিদিনের একঘন্টা ডায়পার বদলাতে বদলাতে কাটাতে হবে?

সেইনা নদীর পার ধরে শহরতলীর দিকে এগোতে লাগলাম। ছবিতে জায়গাটা যতটা সুন্দর লেগেছিল এখন আর অতটা ভালো লাগছে না। কেমন যেন শিল্পাঞ্চল বলে মনে হচ্ছে। চারিদিকে কেবল লম্বা লম্বা বিল্ডিং। একটা ষাট ফুট লম্বা চৌকোণো বিল্ডিং পাশ কাটালাম। ওটায় সোনালি রঙের একটা ব্যানার ঝুলছে। ব্যানারে একটা মেরু ভাল্লুক আর ছয়টা রিং।

প্রতি গ্রীষ্মে ফেয়ারব্যাঙ্কসে অলিম্পিক আয়োজন করা হয়।

এস্কিমো-ইন্ডিয়ান অলিম্পিকস।

প্রতিবছর প্রায় দু'হাজার লোক জমা হয় এখানে অলিম্পিক উপলক্ষে। খেলাগুলোও অদ্ভুত। কান টানা প্রতিযোগিতা, সিল মাছ ধরা, কম্বল ছোড়া প্রতিযোগিতা, এগুলো হচ্ছে তুলনামূলক স্বাভাবিকগুলোর নাম। কাল ভোরে সূর্যোদয়ের সময় উদ্বোধনি অনুষ্ঠান। আমি দ্বিতীয় দিনের টিকেট কিনে রেখেছিলাম। আশা করেছিলাম ইনগ্রিডের সাথে কোন একটা খেলা হয়ত একসাথে উপভোগ করব।

BanglaBook.org

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের একটা দল বাইরে খেলার বুথের কাজ করছে।

দুই ব্লক পার হয়ে কুশম্যান ব্রিজের কাছে পৌছে গেলাম। এখানে নদীটা চওড়ায় আমাদের কেবিনের বাইরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ব্রিজটা সোয়া মাইলের মত লম্বা। পটোম্যাক নদীর ব্রিজটার উপরে দাঁড়িয়ে যেদিন আমার মায়ের মৃত্যুর কথা ভেবেছিলাম তার পরে এটাই আমার দেখা প্রথম ব্রিজ। মনে আছে সেদিন কল্পনা করেছিলাম মা ব্রিজ থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। ভেবেছিলাম হয়ত আমাকে ওভাবে একা ফেলে চলে যাওয়ার অনুতাপ থেকেই কাজটা করেছেন তিনি। বাবার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

"ক্ষতি ওরই হয়েছে, আমাদের না।"

আমার বর্তমান অবস্থা কি মা'র থেকে খুব একটা ভিন্ন। হ্যা, আমার বাচ্চাটার আকার এখন হয়ত আমার আঙুলের নখের সমান। কিন্তু আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে ইনগ্রিড হয়ত আমাদের বাচ্চাকে বলবে, "ক্ষতি ওরই হয়েছে, আমাদের না।"

অবশ্য নদী থেকে যার লাশ পাওয়া গেছিল সেটা আমার মা'র ছিল না। তিনি এখনো জীবিত। বরং গত কয়েকমাসের ঘটনা থেকে যা বুঝতে পেরেছি, আমাদের ফেলে চলে যাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটার সাথে আমার মা জড়িত নন। এটা আমার আর ইনগ্রিডের ব্যাপার। আর আমাদের সন্তানের।

ল্যাসি আর আমি ব্রিজের উপর উঠে মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখান থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসকে অনেকটা বেশি রঙিন মনে হচ্ছে। পুরো ব্রিজটা রূপালি রঙের লাঠি দিয়ে সাজানো হয়েছে। লাঠিগুলোর মাথায় অলিম্পিকের চিহ্ন আঁকানো হলুদ রঙের পতাকা। একেকটা পতাকা একেকটা খেলার প্রতীক। আমার সবচেয়ে কাছে যেটা আছে সেটায় দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। একটা রাবার ব্যান্ড দু'জনের কানে জড়ানো। এটাই বোধহয় বিখ্যাত কান টানা প্রতিযোগিতা।

ব্রিজের রেলিং থেকে অনেকগুলো ফুলদানি ঝুলছে। নানা রঙের ফুলে ভর্তি ওগুলো। ব্রিজটা যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনের মোড়ে দুটো বহুতল হোটেল। একটার নাম হোটেল র‍্যাডিসন, তবে ওটার প্রতিযোগি হোটেলের নামটা বুঝতে পারলাম না। পার্কিংলটগুলো গাড়িতে ভর্তি। অলিম্পিকের কারণে হয়ত।

নদীর পাড়ে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে। পানিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওটার প্রতিফলনের আকার বাড়ছে।

BanglaBook.org

ল্যাসি আমার পাশে কংক্রিটের ওপরেই শুয়ে পড়ল। ও জানে কখন আমাকে থাকতে দিতে হয়।

ইনগ্রিডের কথা ভাবছি, কেবিনে ওর এখনকার অবস্থার কথা। একা, ভীত আর অবশ্যই হৃদয় ভেঙে চৌচিড়।

"আমি একটা গাধা," নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম। মনে হল এক মিনিটের মধ্যে ইনগ্রিডের পাশে ছুটে যাই। ওকে বলি কতটা দুঃখিত আমি।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা একুশ বাজে।

"চল," ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম। কিন্তু ও মাথা নেড়ে না করে দিল, বেশি ক্লান্ত। আমি নিচু হয়ে তুলে নিলাম ওকে।

পায়ের নিচে কংক্রিটে কাঁপুনি অনুভব করাতে পেছনের দিকে ঘুরে তাকালাম। ভেবেছিলাম বড়সড় কোন ট্রাকের দেখা পাব কিন্তু একটা গাড়িও চোখে পড়ল না।

আবার কেঁপে উঠল ব্রিজটা। এবার বেশ জোরে। এতটা জোরে যে রেলিং ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে বাধ্য হলাম।

"কি হল এটা!" ল্যাসিকে এক হাতে শক্ত করে ধরে আর আরেক হাতে রেলিং ধরে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াও।

"আমিও জানি না।"

এরপর আরো ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো ব্রিজটা। তাল সামলাতে না পেরে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। রেলিং থেকে একটা ফুলের টব ত্রিশ ফিট নিচে পানিতে পড়ে গেল। রাস্তার মাঝামাঝি চলে গেলাম।

"ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!"

এখানে আসার আগে আলাস্কা সম্পর্কে রিসার্চ করার সময় একটা পরিসংখ্যান চোখে পড়েছিল। আমেরিকায় প্রতি বছর যতগুলো ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তার অন্তত অর্ধেক হয় এই আলাস্কায়। কিন্তু আলাস্কার জনসংখ্যা একদমই কম হওয়াতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সব সময়ই নগণ্য হয়ে থাকে।

আমার বামপাশে র‍্যাডিসন হোটেলটা বিপজ্জনকভাবে দুলছে। এটা যদি ভেঙে পড়ে তবে ফলাফল ভয়ঙ্কর হবে, অনেক লোক মারা যাবে।

আবার দুলে উঠল ব্রিজটা। ল্যাসিকে এখন ধরে রেখেছি এক হাতে। তীরের অনেকগুলো গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নদীতে পড়ে গেল।

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন পায়ের নিচের কংক্রিটের রাস্তাটাকে প্রচন্ড জোরে ঝাঁকাচ্ছে। ভয়ানক একটা আওয়াজ ভেসে আসল এসময় আমার পঞ্চাশ ফিট পেছন থেকে। ঘুরে দেখি ব্রিজের বড় একটা অংশ ভেঙে নদীতে পড়ে যাচ্ছে। সদ্য তৈরি হওয়া ত্রিশ ফিটের ফাঁকা জায়াগাটার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলাম।

খুব সাবধানে উঠে দাঁড়ালাম। যেভাবেই হোক ব্রিজ থেকে নেমে যেতে হবে। আমার একদম ডানপাশের খুঁটিটা এসময় পতাকাসমেত পানিতে পড়ে গেল ভেঙে। গড়ান দিয়ে ওখান থেকে সরে গেলাম। তাড়াহুড়োয় হাত থেকে ছুটে লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে গেল ল্যাসি। হুডির ওপর দিয়েও ওর নখের আঁচড় বুঝতে পারলাম। আরেকটা খুঁটি পড়ে গেল। মনে হচ্ছে যেকোন সময় পুরো ব্রিজটাই ধ্বসে পড়বে।

এসময় শহরের দিক থেকে একটা ধুলোর কুণ্ডলি উড়তে দেখলাম, সাথে ভয়ানক আওয়াজ। একটা বিল্ডিং ধ্বসে পড়েছে। ভেতরে কতজন মানুষ আছে, কতজন মানুষ মারা গেল কে জানে।

ঐ ধুলোর কুণ্ডলির দিকেই রওনা দিলাম। কিন্তু আমার সামনের ব্রিজের অংশটুকুও ধ্বসে পড়ল এ সময়। লাফিয়ে পেছনে সরে এলাম। পাশের রেলিঙটা কোনমতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন দুটো বড় ফাঁকা জায়গার একদম মাঝখানে, যেখানে দ্বীপের মত টিকে আছে ব্রিজের ভাঙা অংশটুকু।

আমার ঠিক নিচে নদীতে বড় বড় ঢেউ চোখে পড়ল। কাঁপুনি থেমে গেলে এসময়। বড় করে একবার শ্বাস নিলাম।

"ল্যাসি!"

মিয়াও।

ও আমার দু'পায়ের মাঝে কাঁপছে থরথর করে। তুলে নিলাম ওকে। একহাত রেলিঙে রেখে সাবধানে চারপাশে তাকালাম। বিশ কদম পেছনে একটা ত্রিশ ফিটের ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, যেখানকার অংশটুকু নদীতে তলিয়ে গেছে। দশ কদম সামনেও ব্রিজের বড় একটা অংশ উধাও। যে বিশটি খুঁটি লাগানো হয়েছিল সমগ্র ব্রিজ জুড়ে, ওগুলোর মধ্যে কেবল দুটো টিকে আছে এখন। কোনটার মাথাতেই পতাকা লাগানো নেই। ধুলোর কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো হোটেলই মাটির সাথে মিশে গেছে। সাথে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোও।

কেবল একটা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। আর কতগুলো বিল্ডিং ধ্বসে

BanglaBook.org

পড়েছে চিন্তা করলাম। মৃতের সংখ্যা নিশ্চয়ই কয়েকশো ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে কেবল একজনের কথাই মাথায় ঘুরছে আমার।

ইনগ্রিড।

আমাদের কেবিনটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে তো? ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে ও কি যথেষ্ট দূরে ছিল? যদি কেবিনটা ধ্বসে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ও কি চাপা পড়েছে? অসহায়ভাবে আমাকে ডাকছে?

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা একুশ বাজছে। প্রায় দু'মিনিট ধরে ভূমিকম্প হয়েছে।

আমি সামনের দিকে এগোলাম, ভেবেছিলাম যেখানে ত্রিশ ফিটের ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তার নিচের দিকে কিছুটা অংশ হলেও ঝুলে থাকবে, যার ওপর লাফিয়ে নামব। কিন্তু ফুলে ফেপে ওঠা নদীর স্রোত ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

পেছনে গিয়ে দেখি সেখানেও একই অবস্থা।

মিয়াও।

"না, লাফ দিতে পারব না আমি।"

মিয়াও।

"আমি কার্ল লুইস না!"

আবার নদীর দিকে তাকালাম। ভূমিকম্পে কোন বাধ ভেঙে গেছে কিনা কে জানে, না-হলে স্রোত এত বেড়ে গেল কিভাবে? মনে হচ্ছে যেন নদীতেই সুনামি ঘটছে। যদি এমন কিছুটা হওয়া আদৌ সম্ভব হয় আর কি। কিন্তু খয়েরি রঙের পানির স্রোত বাড়ছে তো বাড়ছেই। সেই সাথে ঢেউগুলো বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। দুই তীর ছাপিয়ে পানি ওপারে উঠে গেছে। তীরবর্তি সবগুলো গাছ উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ঐ গাছগুলো এসে আমি ব্রিজের যে ছোট অংশটুকুতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে জোরে জোরে গুঁতো দিতে লাগল। এসময় একটা আস্ত কেবিন ভেসে এসে নিচের ব্রিজের পিলারে ধাক্কা দিল।

কেঁপে উঠল সম্পূর্ণটা। বড় একটা অংশ তলিয়ে গেল নিচে। এই দ্বীপের মত জায়গাটাও ভেঙে যাবে যখন তখন। পিলারের একদম ওপরে গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিং ধরে। সাহায্য না আসা পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব।

আবার ঘড়ি দেখলাম। তিনটা আটাশ।

উদ্ধারকারি ট্রাকগুলো কোথায়। হেলিকপ্টারগুলোই বা কোথায়?

ব্রিজটা ঝাঁকুনি খেল এই সময়। নিচের দিকে তাকালাম।

BanglaBook.org

পানিতে ভেসে আসা ভারি জিনিসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গাছের পর গাছ, একটা নৌকা, গাড়ি। আশেপাশের সব জিনিস টেনে এনেছে পানি। ব্রিজের এই অংশটুকুতেও ফাটল ধরছে বুঝতে পারলাম। আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ব্রিজের অন্যপাশে এসে নিচে তাকালাম। এদিকে পানিতে বেশি জিনিস নেই, তবে অনেক ভেসে আসা জিনিস ব্রিজের সাথে আটকে আছে। চাপ সৃষ্টি করছে পিলারে, যেন একটা হাতি হেলান দিয়ে আছে বেড়ার গায়ে। যেকোন সময় ছিটকে যাবে।

মিয়াও।

"আমাদের পারতেই হবে।"

মিয়াও।

"না-হলে এসবের সাথে আমরাও ধ্বসে যাব।"

মিয়া–

আবার কেঁপে উঠল ব্রিজটা। ভূমিকম্পের আফটারশক।

ল্যাসি কলার ধরে আর কিছু না ভেবে নিচে লাফ দিলাম।

3:21 AM

মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে বরফশীতল পানির ওয়াশিং মেশিনে ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। তুমি একটা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছ মাত্র, এক সময় না এক সময় ভেসে উঠবেই।

কিন্তু শান্ত থাকতে পারলাম না। শ্বাস নিতে হবে আমাকে। এখনই! মোচড় দিলাম পানিতেই। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলাম। পাগলের মত হাত ছুঁড়তে লাগলাম দু'পাশে। একসময় হাতদুটো ভেসে উঠল পানির ওপর, হাপড়ের মত শ্বাস নিতে লাগলাম।

আমার বাম হাতে ল্যাসির কলারটা এখন শক্ত করে ধরে রাখা। ওকেও পানি থেকে উঁচু করে ধরলাম। বেচারার হলুদ চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। জোরে জোরে বাতাস টানতে লাগল ও।

পেছনে ব্রিজের বেঁচে যাওয়া অংশটুকুর দিকে তাকালাম।

কিন্তু কিছুই নেই ওখানটাতে। খালি।

এই শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি পানিতে আমি কতক্ষন টিকতে পারব জানি না, কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশি হবে বলে মনে হয় না। তবে ওতে কিছু যায় আসে না, কারণ তার আগেই যদি আমার ঘুম এসে পড়ে তবে সব জঞ্জালের চাপে পিষে ভর্তা হয়ে যাব আমরা।

BanglaBook.org

ল্যাসিকে ডান কাঁধের ওপর রেখে তীরের দিকে সাঁতরানোর চেষ্টা করলাম। দীর্ঘ দশ সেকেন্ড পরে বুঝতে পারলাম আমাদের পক্ষে সম্ভব না ওখানে পৌছানো। আমরা এখন পুরোপুরি স্রোতের মর্জির ওপর। সেটা আমাদের কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে তার ওপর আমাদের কোন হাত নেই। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কেবল একদিকেই যাওয়া সম্ভব। নিশ্চিত মৃত্যু!

আবার তলিয়ে গেলাম পানিতে, কষ্ট করে ভেসে উঠলাম। ল্যাসিকে ঘাড়ের ওপর রেখে স্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটাও কষ্টের। এসময় ওগুলো চোখে পড়ল আমার।

নদীর তীরের সাথে সমান্তরাল করে একটা ডকের সাথে অনেকগুলো ক্যানো আর কায়াক বাঁধা। একেকটার সাইজ একেকরকম। নিশ্চয়ই এখান থেকে ক্যানোগুলো ভাড়া দেয়া হয়। কতগুলো কায়াক আর ক্যানো এরমধ্যেই নদীতে ভেসে গেছে কে জানে। বাকিগুলোও ভেসে যাবে নিশ্চিত।

একটা সবুজ ক্যানোকে বাদামি রঙের পানিতে ভেসে যেতে দেখলাম এসময়। নৌকাগুলো দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম। আমার পেশিগুলোতে টান লাগছে এখন। মনে হচ্ছে যেকোন সময় খিঁচুনি ধরে যাবে। কাপড়চোপড় ভিজে ভারি হয়ে গেছে।

স্রোত নিচের দিকে টানছে আমাকে।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম।

ল্যাসি নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে।

আর সম্ভব না। সব কিছুর সমাপ্তি এখানেই।

কিছু একটা হুশ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এ সময়।

আরো দশ ফিট সামনে চলে যাওয়ার পরে বুঝতে পারলাম ওটা একটা ক্যানো।

ঘুরে তাকালাম। আরেকটা ক্যানো চলে গেল। মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা এসে লাগল।

দুটো কায়াক নৌকা উজানের দিকে ভেসে চলেছে। দুটোই নীল। আমার পঞ্চাশ ফিট বাম দিয়ে চলে গেল ওগুলো।

আরেকটা কায়াক। লাল রঙের। উপুড় হয়ে ভেসে ভেসে আমাদের দিকেই আসছে।

হাত বাড়িয়ে ওটাকে আটকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার

BanglaBook.org

আঙুলগুলো জমে গেছে একদম। ধরতে পারলাম না। মনে হচ্ছে যেন বক্সিং গ্লাভস পরে টুথপিক ধরার চেষ্টা করছি।

লাল রঙের কায়াকটাকে দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যেতে দেখলাম।

বাল!

আবার ঘুরে তাকালাম। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল।

এবার সবগুলো নৌকা একসাথে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই যেখানটাতে ওগুলো বাধা ছিল ওটুকু ভাসিয়ে নিয়েছে পানি।

একটা নীল কায়াক ধরার উদ্দ্যেশ্যে হাত বাড়ালাম। বাম হাত দিয়ে ওল্টানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেল ওটা। আর আমি পানিতেই ভাসতেই লাগলাম।

আরো আটটা নৌকা ভেসে গেল। কোনটাই দশ ফিটের মধ্যে না।

এরপর সবগুলোই চলে গেল।

না! না! না!

আমার বাম পা প্রায় অবশ হয়ে গেছে। খুব কষ্ট করে ভাসিয়ে রেখেছি আমাদের।

মিয়াও।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম।

একটা ক্যানো। সবুজ রঙের। ঠিক আমাদের দিকেই আসছে, যেন আমাদের জন্যেই নদীতে ভাসানো হয়েছে ওটাকে।

আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

দাঁত দাঁত চেপে ধরলাম।

পঞ্চাশ ফিট।

চল্লিশ।

ত্রিশ।

বিশ।

দশ।

পাঁচ।

দুই।

পা দিয়ে জোরে পানিতে ধাক্কা মেরে সামনে এগোলাম। প্রথমে বাম হাত এরপর ডানহাত ওটার ওপর তুলে দিলাম। ল্যাসিকে ভেতরে ফেলে দিলাম। আমার ওজনে ক্যানোটা দুলছে। ভালোমত চড়ে বসার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পুরো শরীর জমে গেছে।

BanglaBook.org

বাম হাতটা ছুটে গেল।

যদি ডানহাতটাও ছুটে যায় তবে নিশ্চিত মৃত্যু।

ইনগ্রিডের কথা ভাবলাম। ওর পেটে আমাদের সন্তানের কথা ভাবলাম।

বাম হাতটা আবার ক্যানোর ওপরে তুলে দিলাম। আমার ওজনে ক্যানোটা দুলছে, আমিও দুলছি ওটার সাথে। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে ওপরে চড়ার চেষ্টা করলাম। অর্ধেকটা শরীর উঠে গেল নৌকায়। দাঁতে দাঁত চেপে আবার ধাক্কা দিলাম পানিতে সর্বশক্তি দিয়ে। এবারে কাজ হল। উঠে পড়লাম নৌকাটাতে।

কোনমতে ল্যাসির পাশে গিয়ে ওর কলারটা শক্ত করে হাতের সাথে পেঁচিয়ে নিলাম। চিত হয়ে শুয়ে আছি। ফুসফুস কাজ করে যাচ্ছে পাগলের মত।

ওভাবেই শুয়ে থাকলাম প্রায় তিন মিনিট। ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে আসলাম। অবাক হয়ে গেলাম।

তিনটা সাইত্রিশ।

ষোল মিনিট আগে ভূমিকম্পটা হয়েছে। এত কিছু! মাত্র ষোল মিনিটের ব্যবধানে।

যেটুকু শক্তি বাকি ছিল ওগুলো জড়ো করে উঠে বসলাম। কিছু একটা করতে হবে আমাকে। এভাবে এখানে পড়ে থাকলে হাইপোথার্মিয়ায় মরে যাব। আগামি তেইশ মিনিটের মধ্যে আমাকে তীরে পৌছুতে হবে। যেভাবেই হোক।

কিন্তু পরক্ষণেই পড়ে গেলাম।

একটুকুও শক্তি অবশিষ্ট নেই আর আমার মধ্যে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

সূর্যোদয়–৩:০৭
আলাস্কার কোথাও

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। মনে হচ্ছে যেন আবার পানির নিচে আমি, ডুবে যাচ্ছি। হাঁসফাঁস করছি শ্বাস নেবার জন্যে। পাক্কা এক মিনিট লাগল স্বাভাবিক হতে। এরপরে আরো এক মিনিট লাগল কি ঘটেছিল তা মনে করতে। ভূমিকম্প। ব্রিজ। নদী। ক্যানো।

সারা শরীরের প্রতিটা মাংসপেশিতে যেন আগুন ধরে গেছে।

কিভাবে এখনও জীবিত আছি তা মাথায় ঢুকল না। হাইপোথার্মিয়ায় আমার অবস্থা তো এতক্ষণে করুণ হবার কথা। এর একমাত্র ব্যাখা হচ্ছে এই দাবদাহ। এই তাপমাত্রাই আমাকে ঐ ছয় মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ড বরফ শীতল পানিতে ডুবে থাকার পরবর্তি প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

সোজা হয়ে দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। আকাশটা কেমন হলদেটে হয়ে আছে। শান্তভাবে পানির ওপর ভাসছে ক্যানোটা। নদীর প্রস্থও আগে যেটুকু দেখেছিলাম তার তুলনায় দ্বিগুণ বলে মনে হচ্ছে। তীরবর্তি এলাকাগুলোতে দেখা যাচ্ছে বালুতট আর লম্বা লম্বা ঘাস।

এবার ক্যানোটার দিকে মনোযোগ দিলাম। প্রায় পনের ফিটের মত লম্বা এটা। তিন ফিট চওড়া। বসার জন্যে দুটো জায়গা আছে, তবে ঠাসাঠাসি করে তিনজন বসতে পারবে।

"ল্যাসি?"

দু-হাতে ভর দিয়ে পা-দানির ওপর চড়ে বসলাম।

"ল্যাসি?"

অন্য পাশটাতে খুঁজলাম এবার। ও নেই।

পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। খুব কষ্ট করে সবকিছু উগড়ে দেয়া থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখলাম।

কি আশা করেছিলাম আমি? ঘুম থেকে উঠে দেখব ব্যাটা আমার বুকের ওপর শুয়ে আছে? ওর ওজন মাত্র পাঁচ পাউন্ড। কোন সন্দেহ নেই আমার, ও জমে মারা গেছে এতক্ষণে। হয়ত উঁচু কোন ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়েছিল আমাদের নৌকা, তখন ভসিয়ে নিয়ে গেছে ওকে।

BanglaBook.org

নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম, ও একটা বিড়াল ব্যতীত কিছু নয়। তেমন একটা যায় আসবে না ওর অনুপস্থিতিতে।

লম্বা করে শ্বাস নিলাম। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল।

"ধুর!"

হয়ত বেঁচে আছে ও। নৌকাটা হয়ত তীরের কাছাকাছি গেছিল তখন লাফ দিয়ে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাইলাম। কিন্তু ভেতরটা সায় জানাল না।

ল্যাসির মৃত্যুতে যতটা না খারাপ লাগছে, তার চেয়ে বেশি খারাপ লাগছে ইনগ্রিডের কথা ভেবে। পেটে আমাদের বাচ্চাটা নিয়ে কেবিনে চাপা পড়ে আছে নিশ্চয়ই মেয়েটা। ওকে খুঁজে বের করতে হবে । বাঁচাতে হবে।

মনে মনে কিছু হিসাব কষে নিলাম। সেইনা নদীতে যদি চার ঘন্টায় বারো মাইল পাড়ি দেয়া যায়, তবে প্রতি ঘন্টায় তিন মাইল করে ভেসে এসেছে নৌকাটা। তবে ভূমিকম্পের কারণে স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যেতে দেখেছিলাম, তখন নিশ্চয়ই নৌকার গতিও দ্বিগুণ হয়ে গেছিল। এরপরে আবার নৌকাটা কোথাও আটকেও থাকতে পারে অনেক সময়। এখন আবার অনেক আস্তে আস্তে চলছে। ঘন্টায় দু'মাইলের মত করে। সব কিছু মাথায় রেখে নৌকার গড় গতিবেগ ঠিক করলাম ঘন্টায় চার মাইল। আর প্রায় তেইশ ঘন্টার মত ভেসে চলেছে নৌকাটা। তারমানে, প্রায় একশ মাইলের কাছাকাছি।

যদি আমার কাছে সময় থাকত তবে এক সপ্তাহে এই দূরত্ব পারি দিতে পারতাম আমি। ট্রেডমিলে প্রায় দশ মাইল প্রতি ঘন্টা বেগে দৌড়াই আমি। কিন্তু এই দুর্গম জায়গায় ঘন্টায় চার মাইল যেতে পারব কিনা সন্দেহ। প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ ভেসে এসেছে ক্যানোটা, সেটুকু পাড়ি দিতে আমার এক দিন করে লাগবে।

তেইশ দিন।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা চার।

সূর্য উঠবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর এতক্ষণে শীতের তীব্রতা টের পেলাম। আশা করি সূর্য ওঠার পর তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বাড়বে।

BanglaBook.org

3:21 AM

নদীর গভীরতা প্রায় কোমর সমান। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বরফ শীতল পানির মধ্যে দিয়ে সামনে এগোতে লাগলাম। ডান হাত দিয়ে ক্যানোটা ধরে রেখেছি। এখন পানির গভীরতা কম। আমার হাঁটু অবধি। বালুর ওপর উঠে

এসে হুডি আর ট্রাউজারটা খুলে ফেললাম। জুতো আর মোজাজোড়া আগেই খুলে ফেলেছি। বালুতে শুঁকোতে দিলাম ওগুলো। এসব করতে করতে পাশের পাহাড়গুলোর আড়াল থেকে সূর্য বের হয়ে আসল।

শান্ত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আমার উদ্ধার হবার সম্ভাবনা কতটুকু? আমি নিশ্চিত, ঘটনার পরের দিন প্লেন আর হেলিকপ্টারে ছেয়ে ছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের আশেপাশের আকাশ। রেড ক্রস, ন্যাশনাল গার্ড এসব উদ্ধারকারি দলও এসে গেছে এতক্ষণে, সাথে করে নিয়ে এসেছে ত্রাণ সামগ্রি, পানি আর সৈন্য। ধ্বংসস্তূপের ওপরে নিশ্চয়ই খবরের চ্যানেলের হেলিকপ্টারগুলো চক্কর দিচ্ছে। কিন্তু সেগুলোর কোন একটা আমি যেখানে আছি সেদিকে আসার সম্ভাবনা একদম নেই বললেই চলে।

বরং পানিপথে উদ্ধার হবার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে। গ্রীষ্মকালে এখানে ক্যানো আর কায়াকের অবাধ চলাচল থাকে। ওগুলোর কোন একটা যেকোন সময় আমার পাশ দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানেও একটা ব্যাপার আছে। নৌকা নিয়ে যারা নদীতে নামে তাদের বেশিরভাগই পর্যটক না-হলে স্থানীয় অতি উৎসাহি কিছু লোক, যাদের সবার আবাসস্থল ফেয়ারব্যাঙ্কস। এরকম ভূমিকম্পের পর তারা এখন হয়ত মৃত, আহত কিংবা অন্যের সাহায্যে ব্যস্ত। কেউ কেউ নিশ্চয়ই পরবর্তি প্রথম ফ্লাইটেই উড়াল দিয়েছে টাম্পার উদ্দেশ্যে। আর নদীর অবস্থাও সুবিধার নয়। দুনিয়ার জঞ্জাল ভাসছে ওটার ওপরে। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে সামনে এগোনো একরকম অসম্ভব।

একমাত্র ব্যক্তি যে আমার খোঁজ করবে সে হচ্ছে ইনগ্রিড, যদি সে আদৌ বেঁচে থাকে। ভূমিকম্পের পরবর্তি একঘন্টায় ও যদি আমার খোঁজ না পায় তাহলে সব আশা ছেড়ে দেবে। কল্পনায় দেখতে পেলাম উদ্ধারকারি দলকে আমার অবস্থা বোঝাচ্ছে ইনগ্রিড। আমি হয়ত যেকোন জায়গায় ঘুমিয়ে আছি।

"হেনরি বিনস আবার কি?" তারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। "কখনো শুনিনি তো আগে।" এরপরে নিশ্চয়ই আমার ব্যতিক্রমি মেডিকেল কন্ডিশনটার কথা বুঝিয়ে বলবে ও। বলবে, দিনে মাত্র এক ঘন্টা জেগে থাকি আমি। আর তাই হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সূর্য দেখতে এসেছি এখানে।

নাহ, কোন আশা নেই। প্রথম বিল্ডিংটা ভেঙে পড়েছিল প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আগে। আর এর আটচল্লিশ ঘন্টা পর, অর্থাৎ কালকে আমাকে মৃত বলে ধরে নেবে সবাই।

আমাকে আমার নিজেই উদ্ধার করতে হবে।

BanglaBook.org

পেটের ভেতর থেকে ডাক দিয়ে ওঠায় সম্বিৎ ফিরে এলো আমার। শেষ খাবার খেয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টা আগে। স্যান্ডউইচ আর সবুজ রঙের জুস।

দীর্ঘক্ষণ খাবার না পেয়ে আমার শরীর অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম কতটা ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত আমি। আরো এক সপ্তাহ হয়ত খাবার ছাড়া থাকতে পারব, কিন্তু পানি দরকার এখনই।

নদীর দিকে তাকালাম। টলটলে পরিস্কার পানি। হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি উঠিয়ে মুখের সামনে নিলাম। কেমন যেন একটা গন্ধ। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছে না আমার ভার্জিনিয়ার বাসার কলের পানির সাথে কোন পার্থক্য আছে। কিন্তু তার মানে এ নয়, পানিতে ব্যাক্টেরিয়া গিজগিজ করছে না। ফেলে দিলাম হাতের পানিটুকু। ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা তের বাজছে।

বালুতীরে রাখা ক্যানোটার দিকে তাকালাম। নদী বেয়ে আরো সামনে এগোলে কি হবে? স্রোতে ভাসতে ভাসতে হয়ত তীরবর্তি কোন জনবসতির দেখা পাব। অন্য কোথাও হলে হয়ত সুযোগ নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু আলাস্কা, যেখানে একটা জনবসতি আরেকটা জনবসতির দূরত্ব কয়েকশো মাইল সেখানে এটা অনেক বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে।

কাছাকাছি তিনটা বড়সড় পাথর চোখে পড়ল। ওগুলোর দুটোতে মেলে দিলাম আমার কাপড়চোপড়গুলো। তিন নম্বর পাথরটার ওপরে দাঁড়িয়ে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। সব দিকেই পাহাড়।

"বালের একটা জায়গায় ফেঁসে গেছি," পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে নিজেই নিজেকে বললাম।

একটা গাছের চিকন ডাল পড়ে থাকতে দেখে ওটা তুলে নিয়ে আগাটা চোখা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। সারাজীবনে আমি মোটমাট ষোলটা সিনেমা দেখেছি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে *কাস্ট অ্যাওয়ে*।

আসলে পুরোপুরি শেষ করিনি সিনেমাটা। লোকটা যখন উইলসনকে হারিয়ে ফেলে তখন বন্ধ করে দেই। অবশ্য তার আগেই দু'একটা জিনিস শিখে নিয়েছিলাম।

আমার পক্ষে খাবার ছাড়া অনেকক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব। এরকম পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়া কঠিন হবে না আমার জন্যে।

এরপরের বিশ মিনিট ধরে বালুতটে বড় বড় করে 'সাহায্য চাই' কথাটা লিখলাম।

BanglaBook.org

তিনটা পঞ্চাশের সময় আমার কাপড়চোপড়গুলো হাতে নিয়ে দেখলাম হুডিটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পরে নিলাম ওটা। অন্য সব কিছু এখনও ভেজা। কিন্তু পাথরগুলো গরম হতে শুরু করেছে সূর্যের তাপে। কাল নাগাদ শুকিয়ে যাবে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা দৌড়াচ্ছে এখন।

পানিশূন্যতার ফলাফল।

আরেকদিন পানি ছাড়া থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নদীর পানি খেলে হয়ত অসুস্থ হব, কিন্তু না খেলে মারা যাব। এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখে দিলাম। দুধ খাবার পরে আবার ঐ গ্লাসেই পানি খেলে যেমন লাগে পানির স্বাদ ওরকম ঠেকল আমার কাছে। পেট পুরে পানি খেলাম। নাকেমুখে ছিটা দিলাম।

তিনটা চুয়ান্নর সময় ক্যানোটাকে তিন নম্বর পাথরের দিকে নিয়ে আসলাম।

আগামি তেইশ ঘন্টা একটানা সূর্যের নিচে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই ওটাকে উল্টে নিচে ছায়ায় ঘুমানোর প্ল্যান আমার।

উল্টে দিতে লাগলাম ওটাকে। টুপ করে কিছু একটা নিচে পড়ল ভেতর থেকে। নৌকার সামনের দিকে কুঠুরির মত একটা জায়গা আছে। ওখানটায় নিশ্চয়ই গরম, এজন্যেই ওখানে ছিল ও।

ক্যানো ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

"ল্যাসি!"

চোখ পিটপিট করে অর্ধেক খুলল।

নদীর তীরে ওকে নিয়ে যেয়ে হাতে করে পানি নিয়ে ওর মুখের কাছে ধরলাম। পুরোটুকু শুষে নিল একবারে।

এক মিনিট পরে ক্যানোর তলায় ঢুকে গেলাম। ল্যাসি আমার বুকের ওপর। আমার ঘুমে তলিয়ে যাবার আগেই ও ঘুমিয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

২৩শে জুন
সূর্যোদয়–৩:০৮

পেটের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। অন্তত এটা আশা করছি, ওটা পেটের গর্জনই হবে। না-হলে আশেপাশের যেরকম বুনো পরিবেশ অন্য কিছুর গর্জনের কথা ভাবতেই কেমন যেন লাগল।

কিন্তু ক্ষুধার চেয়ে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে।

আমার পা।

গড়ান দিয়ে ক্যানোর নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম।

"ধ্যাত্।"

অন্তত হাজারটা মশার কামড়ের দাগ। প্রতিটা ইঞ্চি লাল হয়ে ফুলে আছে। নখ দিয়ে পাগলের মত চুলকালাম কিছুক্ষণ।

এতটা গাধার মতন কাজ করলাম কিভাবে আমি? ঐ ভেজা কাপড়গুলোই পরে ঘুমানো উচিত ছিল আমার।

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম। ল্যাসি এখনও ক্যানোর নিচে গুটিসুটি মেরে আছে।

"না, কুষ্ঠরোগ হয়নি আমার," এই বলে আরেকবার চুলকালাম। "শালার মশার দল বিনামূল্যে খাবার পেয়ে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছে।"

মিয়াও।

"আমার চেহারা? ওটায় আবার কি সমস্যা?"

হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম কপালের আশেপাশে। শুকনোমত কী যেন উঠে এল। চামড়া। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম ওখানেও একই অবস্থা।

মিয়াও।

"না, সাপের মত খোলস বদলায় না মানুষ।"

মিয়াও।

"বিড়ালও না।"

মিয়াও।

"হ্যা রে, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে," একটা জুসের জন্যে কী না করতে পারি এখন আমি। এমনকি ঐ জঘন্য সবুজ রঙের জুস হলেও চলবে।

BanglaBook.org

মিয়াও।

"নাহ, ভালো কোন খাবারের বন্দোবস্ত নেই আমার কাছে। তুই গিয়ে নাস্তার জন্যে কিছু একটা শিকার করে নিয়ে আসছিস না কেন?"

মিয়াও।

"তোর পা? কি হয়েছে তোর পায়ে?"

এই প্রথম ভালোমত খেয়াল করে দেখলাম কিভাবে বসে আছে ল্যাসি। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, সামনের ডান পা'টা ভেতরের দিকে গোটোনো।

নিচু হয়ে আলতো করে হাত বুলালাম ওটাতে।

গুঙিয়ে উঠল ও।

"কিভাবে হল?"

মিয়াও।

"আমার জন্যে? আমি কিভাবে করলাম?"

মিয়াও।

"আমি তোকে মোটেও মাইকেল জর্ডান যেভাবে বাস্কেটবল ছুড়ে মারে ওভাবে ক্যানোর ভেতর ছুড়ে মারিনি।"

মিয়াও।

"আরে, ওটা তো তোকে বাঁচানোর জন্যেই করেছিলাম। নাড়াতে পারছিস পা'টা?"

একটু নাড়ানোর চেষ্টা করে আবার গুঙিয়ে উঠল বেচারা। না ভাঙলেও নিশ্চয়ই ভালোমত মচকে গেছে পা'টা। যাই হোক না কেন, কয়েকদিনের মধ্যে কিছুই শিকার করতে পারবে না ও।

আরো তিরিশ সেকেন্ড পা চুলকানোর পর উঠে গিয়ে পাথরের ওপর থেকে ট্রাউজারটা হাতে নিলাম। শুকিয়ে গেছে। পরে নিলাম, আশা করছি ওগুলোর সংস্পর্শে চুলকানি কিছুটা হলেও কমবে। একটুও কমল না। জুতো মোজা পরে ক্যানোর কাছে ফিরে গিয়ে ল্যাসিকে তুলে নিলাম।

"আমাদের দুটো রাস্তা আছে," বললাম তাকে। "হেটে রওনা হতে পারি ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা প্রায় একশ মাইলের মত দূরে আছি। এক দিনে সর্বোচ্চ চার মাইল যেতে পারব আমি, বালুতট ধরে হাটলে সর্বোচ্চ পাঁচ মাইল। তার মানে, এক মাসের কাছাকাছি। আর তা না-হলে আবার ক্যানোতে চেপে বসতে পারি আমরা। ওটাতে অনেক দ্রুত এগোতে পারব, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। এমনও হতে পারে, কয়েকশো মাইল যাওয়া সত্ত্বেও কোন জনবসতির দেখা মিলল না।"

BanglaBook.org

মিয়াও।
"এখন গরমকাল। আর এখানে কোন ইগলু মানব নেই।"
মিয়াও।
"জানি না, হয়ত কুড়েঘরে থাকে।"
"আমাদের যেতে হবে এখন। তো, তুই কি বলিস? পানি নাকি ডাঙা?"
ডাঙাতে আমি জানি সামনে কি পড়বে। নদীর তীর ধরে যদি পূর্বদিকে হাটতে থাকি তাহলে এক সময় না এক সময় ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌছে যাব। এমনকি পথিমধ্যে কারো সাথে দেখাও হয়ে যেতে পারে। আর ক্যানোতে করে পশ্চিমে এগোলে অজানার উদ্দেশ্যে পারি জমাতে হবে। সামনে হয়ত দেখা যাবে আরো খরস্রোতা নদীর সাথে মিলেছে সেইনা নদী, কিংবা ঝর্ণা। সোজা কথা তখন আমাদের ভাগ্য পুরোপুরি নদীর হাতে।
মিয়াও।
"নাহ, আমার মনে হয় ডাঙাই ভালো হবে।"
মিয়াও।
"তুই হাটতে পারবি? নাকি ক্যানোতে দাড় বাইতে পারবি?"
মিয়াও।
"তাহলে তোর ভোট গোণায় ধরা হবে না।"
এরপরের পাঁচ মিনিটে ক্যানোর কাছাকাছি বালুতে একটা সাহায্য বার্তা লিখে পূর্বদিকে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম।

হেনরি বিনস, ২৩শে জুন

মিয়াও।
"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।"
...সাথে ল্যাসিও আছে।
সঙ্গে কি কি আছে হিসেব করে নিলাম। একটা ট্রাউজার, একটা হুডি, একটা টিশার্ট, জুতা, মোজা, একটা লাঠি, একটা ঘড়ি আর একটা বিড়াল।
"ঠিক আছে তাহলে," নিচু হয়ে ল্যাসিকে তুলে নিলাম। "চল্, যাওয়া যাক।"
নদীর পানি কম এখন, বালুতট সূর্যের তাপে শুকিয়ে আছে। হাটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। এরকম শুকনো বালু আর নুড়ি পাথর যদি পুরোটা তীর জুড়ে থাকত তাহলে হয়ত দুই সপ্তাহেই পৌছে যেতাম আমরা। কিন্তু তা নেই। আধ মাইল পরপর বালুতট উধাও হয়ে যায় আর

BanglaBook.org

আমাকে বাধ্য হয়ে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে সামনে এগোতে হয়। পাশে থাকে বার্চ, পাইন গাছ। প্রতিটা পদক্ষেপ বুঝে শুনে ফেলতে হয়। গতি আরো কমে যায় পোকামাকড়ের কারণে, অনবরত ঘাড়ে, হাতে, চেহারায় কামড় বসানোর চেষ্টা ওগুলোর।

ল্যাসিকে বাম হাতে আগলে রেখেছি। ঠাস করে ঘাড়ে একটা চাপড় বসালাম ডান হাত দিয়ে। এরপর সূর্যের আলোয় পরীক্ষা করলাম। পোকাটার আকার প্রায় ছোটখাট একটা পাখির সমান।

মিয়াও।

"না, এটা বাদুড় না," হেসে বললাম। "খুশি থাক যে, তোর সারা গায়ে ওরকম খাড়া খাড়া লোমে ভর্তি।"

মিয়াও।

"আরে, মজা করছিলাম। কিন্তু মারডকের কিন্তু ওরকমই।"

মিয়াও।

"হতে পারে। হয়ত সে এখন আরামসে একটা কাউচে শুয়ে আছে।"

মিয়াও।

"বিড়ালদের সর্দি লাগে না। গুল মারবি না একদম। কোন প্রমাণ দেখাতে পারবি?"

নেই কোন প্রমাণ ওর কাছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ল্যাসির উদ্দেশ্যে বললাম, "তোকে একটা কথা বলতে চাই আমি।"

মিয়াও।

"আমি তোকে মিথ্যে বলেছিলাম। মারডকের সর্দি লাগেনি।"

মিয়াও।

"ওকে খোঁজা করা হয়েছে।"

মিয়াও।

"মানে, ওর অণ্ডকোষ দুটো ফেলে দেয়া হয়েছে।"

ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার মুখে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল।

শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওকে চেপে ধরে রাখলাম।

"আরে, ওটা আমি করিনি।"

মিয়াও।

"কারণ ও পাশের বাসার কুকুরটাকে আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিল।"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"হ্যা, লোলাকে।"

মিয়াও।

"না, ওর শারীরিক কোন অসুবিধা হবে না। ওর ওজন শুধু দুই পাউন্ড কমে যাবে, এই আর কি।"

মিয়াও।

"ওর পৌরুষ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার বাবার নেই মানে? উনি ওর মালিক। ওর জন্যে যেটা ভালো সেটাই করেছেন। যাই হোক, তোকে সত্যিটা জানাতে চেয়েছিলাম," একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

কোন কারণে যদি আমরা লক্ষ্যে না পৌছাই? এটাই যদি আমাদের একসাথে কাটানো শেষ দিন হয়?

এখন মনে হতে লাগল ইনগ্রিডকে এরকম পরিস্থিতিতে আমি কি বলতাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা বত্রিশ।

কি বলতাম আমি ওকে যদি আমাদের হাতে মাত্র আটাশ মিনিট থাকত?

বলতাম এই দুনিয়ায় সবকিছু থেকে ওকে বেশি ভালোবাসি আমি। মাঝে মাঝে ওর কারণেই নিজের এই মাত্র ষাট মিনিটের দিনের কথা ভেবে নিজের ওপর রাগ লাগে। কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান, এই সীমিত মিনিটগুলো ওর মতন একটা মেয়ের সাথে কাটাতে পারি। আর আমি দুঃখিত ওর সাথে ওভাবে কথা বলার জন্যে। বাচ্চা নিলেও আমার ওর পক্ষেই থাকতাম আমি। সেটা আমার জন্যে যত কঠিনই একটা কাজ হোক না কেন, ঐ ষাট মিনিটের জীবনেই বাচ্চার সাথে সবকিছু গুছিয়ে নিতাম আমি। স্বার্থপরের মত এটা ভাবতাম না যে, বাচ্চাটা আমার জীবনের মিনিটগুলো নষ্ট করছে কোনভাবে। আর আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে বাচ্চাটা বড় হলে তার জীবনে কি কি ঘটবে ওগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সময়ও নষ্ট করতাম না। সব পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতাম বাচ্চাটার জীবনে। একটা সাইকেল নিয়ে প্লেনের সাথে পাল্লা দেয়ার মত করে হলেও। আর ওতে ইনগ্রিডের কোন দোষ নেই।

হতাশায় মাথা নাড়তে লাগলাম আমি।

আবার ইনগ্রিডের দোষের কথা কিভাবে ভাবতে পারলাম? এতটা স্বার্থপর আমি?

BanglaBook.org

একটা স্বস্তিদায়ক দৃশ্য দেখে আমার চিন্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। সামনে আবার বালুতট দেখা যাচ্ছে। হাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় দেড় মাইলের মতন সামনে এগোলাম।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় থেমে গেলাম আমরা। মনে মনে হিসেব কষে দেখলাম প্রায় পাঁচ মাইলের মত এগিয়ে গেছি আজ।

ল্যাসিকে নদীর পাড়ে নামিয়ে দিয়ে দু-জনই পানি খেয়ে নিলাম।

ল্যাসি সামনের পা-টা আস্তে করে নিচে রাখার চেষ্টা করেই আবার ব্যথায় গুটিয়ে নিল।

"দরকার নেই," আমি বললাম ওকে, "তোকে নিয়ে হাটতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার," তিনদিন না খেয়ে থাকার পর ওর ওজন কমে চার পাউন্ড হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

মিয়াও।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম ওর সাথে। আমারও প্রচন্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

আমাকে আরেকটা লাঠির খোঁজ করতে হবে। আগেরটা মশা তাড়াতে তাড়াতে ভেঙে গেছে। আশেপাশে তাকিয়ে নদীর তীরে ওরকম একটা লাঠি পড়ে থাকতে দেখলাম। আগাটা চোখাই হয়ে আছে। তবুও একটা পাথরের গায়ে ঘষে ওটাকে আরো চোখা করলাম যাতে একটা মাছ অন্তত গাঁথতে পারি।

জুতা-মোজা খুলে ট্রাউজারটা হাটু অবধি গুটিয়ে পানিতে নেমে সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। ঠাণ্ডা পানির প্রভাবে মশার কামড়ের জায়গাগুলোতে একটু আরাম লাগছে। এসময় পানিতে একটা রঙিন মাছকে সাঁতরে বেড়াতে দেখে চট করে লাঠিটা ছুড়ে দিলাম।

কাছাকাছি দিয়েও গেল না সেটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

সূর্যোদয়–৩:০৯

ঘুমিয়ে পড়ার সময়ই ক্ষুধায় পেট চো-চো করছিল। ওঠার পর কেমন লাগছে সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

ল্যাসি আমার পাশেই ঘাসের ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। পাঁজরের প্রতিটা হাড্ডি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমার নিজের অবস্থাও এই কয়দিনে বেশ খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার শরীর এরকম দীর্ঘক্ষণ খাবার না পেয়ে অভ্যস্ত। অন্যদিকে ল্যাসি একটা ছোটখাট বিড়াল, বেচারার শরীর খাবার ছাড়া একদম দূর্বল হয়ে পড়ছে।

উঠে বসে পাইনের কাঁটাগুলো শরীর থেকে ঝেড়ে ফেললাম। ঘাড়ে, হাতে আর পায়ের কিছু জায়গায় ভয়ঙ্কর চুলকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলাম। ইচ্ছে করছে পাইনের কাঁটাগুলো দিয়ে যেসব জায়গা চুলকাচ্ছে সেখানে ফালা ফালা করে ফেলি। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছি।

দশ সেকেন্ড পর আর আটকাতে পারলাম না। দীর্ঘ এক মিনিট চুলকাতে চুলকাতে লাল করে ফেললাম জায়গাগুলো। এরপর আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে কাঁধের ওপর থেকে দুটো পাইনের কাঁটা নিয়ে মুখে দিলাম। খুব কষ্ট করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করছি। উঠে আসতে চাইছিল কয়েকবার, কিন্তু তা হতে দিলাম না। নিচে তাকিয়ে দেখি ল্যাসি তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"কিরে? তুইও খেয়ে দেখবি নাকি?"

মিয়াও।

"না, এগুলো খেতে জেলিবিনের মত লাগছে না মোটেও।"

মিয়াও।

"না, আমার কাছে কোন জেলিবিন নেই আপাতত।"

মিয়াও।

"মনে হয় না কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে।"

ওকে তুলে নিয়ে নদীর পারে গিয়ে প্রতিদিন সকালে আমরা যা করি সেটা সারলাম। আমার হৃৎপিণ্ড এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেগে

BanglaBook.org

স্পন্দিত হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে যেন কেউ আমার চোখে অটোফোকাস লেন্স ফিট করে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই ঝাপসা দেখছি। শেষ কখন ভালো কিছু মুখে দিয়েছিলাম?

এটুকু মনে আছে, স্যান্ডউইচ, জুস আর ক্যারামেল কর্ন খেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কি পাঁচ দিন আগে? নাকি ছয়দিন? আমার মগজ, যেটা কিনা ব্রুস লি'র মত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে, এখন একটা সুমো রেসলারের চেয়েও ধীরে কাজ করছে। একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে উপরের উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম।

"চার দিন," মাথা নেড়ে বললাম, "চার দিন হয়ে গেল কিছু খাইনি।"

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম।

3:21 AM

মাছ দুটোই প্রায় এক ফিটের মত লম্বা হবে। একটা রূপালি আরেকটা লাল। পানিতে একটা বৃত্ত সৃষ্টি করে সাঁতার কেটে চলেছে। নদীর মধ্যে একটা তিন ফিট লম্বা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। হাতে লাঠিটা, আরো চোখা করে নিয়েছি ঘষে ঘষে। ল্যাসি তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে দেখছে। ওর চোখজোড়া আমাকে নীরবে আকুতি জানাচ্ছে যেন একটা মাছ ধরতে পারি ওর জন্যে।

আরো কিছুক্ষণ মাছ দুটোর বিচরণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে ওদের সম্ভাব্য অবস্থান বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেন একদম ঠিক মুহূর্তে ঠিক জায়গায় লাঠিটা ছুড়ে গেঁথে ফেলতে পারি। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না। চুলোয় যাক!

"তোদের থেকে যেকোন একজন আজ রাতে আমাদের খাবার হতে যাচ্ছিস," চিবিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বললাম।

দুবার লম্বা শ্বাস নিয়ে হাতের বর্শাটা ছুড়ে মারলাম চাকতে।

"শিট!" চেঁচিয়ে উঠলাম

রূপালি মাছটা ছটফট করছে লাঠির মাথায়।

"ধরে ফেলেছি!"

আমি চাই না মাছটা আবার পানিতে পড়ে যাক। আস্তে আস্তে লাঠিটা ওঠালাম। চোখা মাথাটা মাছটার পেট ভেদ করে ওপাশে তিন ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। ঘুরে গর্বিত ভঙ্গিতে ল্যাসিকে দেখালাম। যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি। ও দু-পায়ে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে বসে আছে। চোখ চকচক করছে।

BanglaBook.org

মাছটা পানির নিচে যতটা বড় মনে হয়েছিল আসলে অতটা বড় নয়। তবে আট ইঞ্চির কম হবে না। আর ওজনে এক পাউন্ডের একটু বেশি। আরাম করে খাওয়া যাবে।

মিয়াও।

"আসছি, আসছি! শান্ত হয়ে বস্," আমাকে এখনও ত্রিশ ফিটের মত হাটু পানি মাড়িয়ে তীরে পৌছতে হবে। সাবধানে এগোতে লাগলাম।

ল্যাসির দিকে তাকিয়ে না হেসে পারলাম না। উত্তেজনার চোটে ও একদম কিনারায় এসে পড়েছে।

মিয়াও।

"বল্লা? ওটা আবার কি? মাছের নাম?"

মিয়াও।

"আচ্ছা বাবা। বল্লা মাছের নাম, মানছি," এই বলে আরেকটু সামনে এগোলাম।

মিয়াও।

"একটা বল্লা মানে?"

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম।

আমার বিশ ফিট পেছনে, প্রায় দেখা যায় না এমনভাবে একটা বিশাল বল্লা হরিণ পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আসলেই বিশাল। কমসেকম হাজার পাউন্ড। শিংগুলো পাঁচ ফিটের মতন লম্বা। সরাসরি আমার দিকে দৃষ্টি ওটার। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনফিট, পাঁচ ফিট, দশ ফিট এগিয়ে গেলাম।

আর অর্ধেক পথ বাকি আছে এমন সময় পেছনের দিকে তাকালাম।

পুরো বল্লা হরিণটার শরীর এখন পানির ওপর উঠে এসেছে। আমার চেয়ে পনের ফিট পেছনে থাকলেও দূরত্বটা দ্রুতই কমছে। ওর উদ্দেশ্য আমাকে শিং দিয়ে গুতো মেরে নিচে ফেলে দেয়া, এরপর পা দিয়ে আটার মত কাই করা।

হোঁচট খেলাম এমন সময়। একদম পানির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। বাম হাতের ওপর শরীরের সব ভর পড়ল। কিন্তু তখনও ডান হাত দিয়ে মাছ সমেত লাঠিটা শক্ত করে পানির ওপরে উঠিয়ে রেখেছি। ঠিক এমন সময়ে পানির ওপর বিশাল একটা ছায়া দেখে বুঝতে পারলাম ভুল হয়ে গেছে। একটা শিং ঠিক আমার হাটুর নিচে দিয়ে এসে আমাকে উপড়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পানির ওপর ভাসমান অবস্থায় থেকে আবার পানিতেই

BanglaBook.org

ডুবে গেলাম। বাকি পথটুকু কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে তীরে এসে হাঁপাতে লাগলাম।

উঠে দেখি বল্গা হরিণটা আমার ঠিক ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ আমার লাঠিটার ওপর।

রূপালি মাছটা তখনও কাতরাচ্ছে। দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে এই দুনিয়ায় আর কোন চিহ্নও থাকল না ওর।

আমার দিকে কিছুক্ষণ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল বল্গা হরিণটা। এরপর গাছগাছালির দিকে ছুট দিল।

3:21 AM

"মাছটার জন্যে দুঃখিত।"

মিয়াও।

"হ্যা, কিন্তু কিছু একটা খেতে পারলে আসলেই ভালো লাগত।"

মিয়াও।

"কি? আমি ওভাবে তোর দিকে তাকাচ্ছি কেন মানে?"

মিয়াও।

"আমি মোটেও তোকে খাবারের দৃষ্টিতে দেখছি না!"

মিয়াও।

"আমারই বরং তোকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমি দিনে তেইশ ঘন্টা ঘুমাই। কোনদিন উঠে দেখব দুটো আঙুল গায়েব।"

কোন জবাব দিল না ও।

"ও কথা মাথায়ও আনবি না।"

মিয়াও।

"প্রমিস কর, আমরা একজন আরেকজনকে খাব না।"

ও আমার আঙুলে ওর একটা আঙুল ছুয়ে প্রমিস করল।

"একটা জিনিস ভেবে অবাক হচ্ছি। তুই হরিণটার সাথে কোন লাইন মারার চেষ্টা করলি না।"

মিয়াও।

"পরের বার? দেখবনে।"

এক মিনিট পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আর জেগে উঠব কিনা সন্দেহ আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

সূর্যোদয় ৩:১১

মুখের ওপর থেকে টি-শার্টটা সরিয়ে ফেললাম। সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। এখনও সূর্য ওঠেনি, অনেকটাই অন্ধকার। সেই আবছা আলোয় হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তালুরেখাগুলো একবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আবার পরমুহূর্তেই ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসলাম। ল্যাসি আর আমি বালুর ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মুখের ওপর টিশার্টটা দিয়ে রেখেছিলাম যাতে সানবার্ন না হয় আবার। টিশার্টটা নিচ থেকে তুলে মাথার পেছন দিকে লেগে থাকা বালুওগুলো মুছে ফেললাম।

নিচু হয়ে বাম পায়ে হাত বোলালাম। বড় একটা জায়গা কেটে গেছে। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ হতে পারত পরিস্থিতি। বল্গা হরিণটা আমাকে অল্পের ওপর দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। কেবল মাছটার দিকে নজর ছিল ওটার।

নদীর ধারে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারলাম।

এরপর জাহাজের ক্যাপ্টেনের লগবুকে লিখে রাখার মত করে বললাম, "আজ ২৫শে জুন। আলাস্কার বুনো অঞ্চলে চতুর্থ দিন। কোন প্রকার খাবার ব্যতিত পঞ্চম দিন। দশ মাইল পাড়ি দিয়েছি আমরা। ল্যাসির পক্ষে এখনও হাটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে একটা বল্গা হরিণ আক্রমণ করেছিল। প্রতি রাতে মশারা রক্ত খেয়ে চলেছে। অসহ্য রকমের চুলকানি..."

আরো কিছুক্ষণ এরকম বকে যখন ঘড়ির দিকে তাকালাম তখন তিনটা ছয় বাজছে। ঘুরে ল্যাসি যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেদিকে হাটা দিলাম। কিন্তু কাছাকাছি পৌছেই থমকে গেলাম আমি। ভালোমত দেখার চেষ্টা করলাম।

"এটা কিভাবে সম্ভব?"

আমি আর ল্যাসি যেখানে ঘুমিয়েছিলাম তার পাঁচ ফিট ওপরে নুড়ি পাথরের মত কালো কালো কী যেন স্তুপ করে রাখা। নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। নুড়ি নয় ওগুলো। একধরণের বেরি জাতীয় ফল।

BanglaBook.org

ল্যাসিকে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। আস্তে করে চোখ খুলল ও।

"কোথায় পেলি তুই এগুলো?"

মিয়াও।

"এই যে, এই ফলগুলোর কথা বলছি। কোথায় পেলি এগুলো? আর কিভাবে? আমি তো ভেবেছি তুই হাটতে পারিস না।"

মিয়াও।

"আমি আনিনি এগুলো।"

তাহলে কি নদীতে ভেসে এসেছে এগুলো? নাকি কোন গাছ থেকে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে এসে জমা হয়েছে?

না, এটা সম্ভব না। তাহলে এরকম স্তুপাকারে সাজানো থাকত না।

প্রায় একশোটার মত হবে।

যেখান থেকেই আসুক, খাওয়া গেলেই হল।

মিয়াও।

"তুই আগে একটা খা।"

মিয়াও।

"মাঝে মাঝে মনে হয় তুই আসলেই গিনিপিগ হলে ভালো হত।"

মিয়াও।

"কালো মানেই মৃত্যুর রঙ না।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "দু'জনই একই সময় মুখে দিব।"

ওকে একটা দিলাম।

মিয়াও।

"আমাকে একটার বেশি খেতে হবে কেন?"

মিয়াও।

"আচ্ছা, একটার বেশিই খাবো আমি। যাতে দু'জন একই সাথে মরতে পারি।"

মুঠো করে কয়েকটা ফল হাতে নিলাম।

"এক...দুই...তিন।"

মুখে পুরে দিলাম।

মিষ্টি ফলগুলো, সেই সাথে মেটে একধরণের গন্ধ। আগে কখনো এরকম বেরি খাইনি আমি। কিন্তু এটা বোঝা গেল না, এগুলো বিষাক্ত কিনা।

ল্যাসি আর আমি একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছি। অপেক্ষা করছি কার দেহে আগে বিষক্রিয়া দেখা দেবে।

BanglaBook.org

এক মিনিট পরে বুঝতে পারলাম ওগুলো আসলেও বিষাক্ত নয়। ক্যালোরির প্রভাব সাথে সাথে পড়ল আমার শরীরে। চোখে ঝাপসা দেখা বন্ধ হয়ে গেল।

এখন যখন পেটটা একটু হলেও ঠাণ্ডা হল, তখন আবার আগের প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। বেরিগুলো আসলো কোথা থেকে?

উঠে দাঁড়ালাম।

সূর্য উঠে গেছে। সেই আলোয় আশেপাশের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হেটে বালুতটের কিনারায় ঘন ঘাসের জঙ্গলের কাছে গেলাম।

উত্তরটা এখানেই শুয়ে আছে।

আসলেই শুয়ে আছে।

নরম ঘাসের উপর, গুটলি পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে।

একটা ছোট্ট এস্কিমো ছেলে।

3:21 AM

ছেলেটার পরণে একটা হলুদ রঙের টি-শার্ট। ওটার গায়ে অলিম্পিকের রিঙগুলো আঁকা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা রেড ইন্ডিয়ান, এস্কিমো নয়। প্রথমে বুঝতে পারিনি কারণ আমার মাথায় ছিল আলাস্কা মানেই হয়ত এস্কিমো হবে।

পা টিপে টিপে ল্যাসি যেখানে বসে আছে সেখানে ফেরত আসলাম, "ঘাসের ওপর একটা ছোট্ট ছেলে শুয়ে আছে। ওর গায়ে একটা ইন্ডিয়ান-এস্কিমো অলিম্পিকের টি-শার্ট। তারমানে, স্রোতে ভেসে গেছিল ছেলেটা ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে।"

মিয়াও।

"এই অলিম্পিকে অদ্ভুত কিছু খেলায় অংশ নেয় ওরা। ভূমিকম্প যেদিন হল, তার পরের দিন শুরু হবার কথা ছিল ওটার।"

মিয়াও।

"হ্যা, আমার মনে হয় এটা ছেলেটারই কাজ। না-হলে অন্য কে এখানে এত বেরি রেখে যাবে আমাদের জন্যে?"

মিয়াও।

"না, ওর পকেট হাতড়ে দেখতে পারব না আরো আছে কিনা," আবার তীরের দিকে হাটা দিলাম। "এখানে অপেক্ষা কর, আমি দেখি ছেলেটাকে জাগানো যায় কিনা।"

BanglaBook.org

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

আমার দিন শেষ হতে আরো একচল্লিশ মিনিট বাকি।

আস্তে আস্তে হেটে ঘাসের কাছে গেলাম। মনে মনে আশা করেছিলাম গিয়ে দেখব, ছেলেটা নেই। আছে ছেলেটা, হাত দিয়ে হাটু চেপে ধরে গোল হয়ে শুয়ে আছে। ওর কাছাকাছি পৌছে গেলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটার গায়ের রঙ হালকা বাদামি আর চুল একদম কালো। পরণে একটা হলুদ টিশার্ট–যেটার কথা আগেই বলেছি, সাদা হাফপ্যান্ট, সাদা মোজা–যেটা গোড়ালির একটু ওপরে উঠে শেষ হয়ে গেছে। অনুমান করলাম ছেলেটার বয়স হবে পাঁচ।

দুই কদম সামনে গিয়ে বললাম "এই বাবু?"

নড়লও না ছেলেটা।

আরো কয়েক কদম সামনে এগিয়ে গেলাম, একদম ছেলেটার পাশে। বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে। নিচু হয়ে সাবধানে ওর ডান কাঁধে হাত রেখে আলতো করে ঝাঁকুনি দিলাম।

চট করে খুলে গেল ছেলেটার চোখ।

ভেবেছিলাম ছিটকে পেছনে সরে যাবে ছেলেটা, কিন্তু তা করল না। বরং গাঢ় বাদামি রঙের চোখজোড়া আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে এরপর আমি ওর কাঁধে যেখানে হাত রেখেছি সেখানে তাকাল।

সরিয়ে নিলাম হাতটা।

আস্তে করে উঠে পা ভাজ করে বসল ও। তাকিয়েই আছে আমার দিকে।

"হ্যালো।"

উত্তরে কিছু একটা বলল। কিন্তু ওরকম শব্দ আগে কোনদিন শুনিনি আমি।

"তুমি কি ইংরেজি বলতে পার?"

আরো কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ।

ওহ্ খোদা।

মাটির ওপর থেকে কিছু একটা তুলে মুখে দেয়ার ভঙ্গি করে বললাম, "বেরিগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।"

উত্তরে হাসল ছেলেটা।

দাঁতগুলো ছোট ছোট, সমান।

BanglaBook.org

উঁচু হয়ে দাঁড়ালাম।

সে-ও দাঁড়াল।

বড়জোর আমার কোমর অবধি লম্বা হবে ছেলেটা।

হাটা শুরু করলাম। কয়েক কদম হেটে পেছনে তাকিয়ে দেখি ছেলেটা এখনও ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। "আসো আমার সাথে, একটা জিনিস দেখাব," এই বলে হাত দিয়ে ইশারা করলাম। আমার কথা না বুঝলেও ইশারায় কাজ হল। দৌড়ে আমার পাশে চলে আসলো ছেলেটা। হাটতে লাগল একসাথে।

দশ সেকেন্ড পরে বালুতটে ফিরে আসলাম।

"পুসি!" ছেলেটা জোরে বলে উঠল।

ল্যাসির কাছে দৌড়ে গেল ও, যার মুখটা এখন ভয়ে হা-হয়ে আছে। কিন্তু আহত পা নিয়ে নড়তেও পারছে না ব্যাটা। হাটু গেড়ে বসে পড়ে ল্যাসিকে চেপে ধরে আদর করতে লাগল ছেলেটা।

"পুসি [হিব্রু ভাষা-হিব্রু ভাষা] পুসি [হিব্রু ভাষা- হিব্রু ভাষা] পুসি।"

আমি হাসলাম। মনে হচ্ছে একটা এস্কিমো শব্দ শিখে গেছি।

ল্যাসি ভাগ্যের হাত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আদর খেতে লাগল।

দীর্ঘ এক মিনিট পরে ওকে ছাড়ল ছেলেটা।

ইশারা করে ওর দিকে দেখাল ল্যাসি। আরো বেরি চায় হারামিটা।

একটু আগে বেরিগুলো দিয়ে ছোটখাটো একটা ভোজের পর একটু স্বাভাবিক হয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষুধা বেড়ে গেছে বহুগুণে। "আরো বেরি কোথায় পাব?" মুখে জিজ্ঞেস করলেও হাত দিয়ে গাছ থেকে বেরি ছিড়ে মুখে দেয়ার অভিনয় করে দেখালাম।

মাথা নেড়ে ছেলেটা পাহাড়ের দিকে দেখাল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা একত্রিশ।

উনত্রিশ মিনিট।

নিচু হয়ে ল্যাসিকে তুলে নিয়ে তিনজন মিলে ঝোপগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

3:21 AM

বেরির ঝোপগুলো বেশি দূরে নয়। পাহাড়গুলোর দিকে পাঁচ মিনিট হাটলেই।

BanglaBook.org

ল্যাসি ছেলেটার কোলে যাওয়ার জন্যে জোর করায় ওকে দিয়ে দিয়েছি ছেলেটার কাছে। যাওয়ার পথে অর্ধেক রাস্তায় পোকামাকড়ের দল ঘিরে ধরে আমাকে। হুডটা মুখের উপর তুলে দিলেও হাত আর পাতলা ট্রাউজারের ভিতর দিয়ে ঠিকই শুড় ঢুকিয়ে কামড় দিতে লাগল ওগুলো। কিন্তু ছেলেটার আশেপাশে একটা পোকামাকড়ও নেই। যেন পকেটে করে সে একটা অদৃশ্য স্প্রে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষন পরে পোকামাকড়ের উৎপাত একটু কমে আসলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। ওদের চেয়ে পেছনে পড়ে গেছিলাম আমি।

ছেলেটা একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা থেকে একটা লাল বেরি ছিড়ে নিয়ে কী যেন বলল। একটা শব্দ না বুঝলেও ছেলেটার মাথা ঝাঁকানো দেখে যা বুঝলাম, ওগুলো খাওয়া যাবে না। এরকম আরো কয়েক ধরণের বেরি দেখাল ছেলেটা যেগুলো খাওয়া যাবে না। তারপর কতগুলো দেখাল যেগুলো খাওয়া নিরাপদ। আমার হুডিটা থলের মত করে পেঁচালাম। আর এরপরের দশ মিনিট ধরে যে বেরিগুলো খাওয়া যাবে সেগুলো দিয়ে ভর্তি করতে লাগলাম ওটা।

বালুতটে যখন পৌছলাম তখন তিনটা পয়তাল্লিশ বাজছে।

দেখলাম ছেলেটা ল্যাসির দিকে একটা বেরি বাড়িয়ে ধরে একদম শেষ মুহূর্তে ওটা সরিয়ে নিল। রাগ করে ছেলেটার উদ্দেশ্যে আস্তে করে থাবা দিল ও। এরপরে ছেলেটার মুঠো থেকে একটা বেরি মুখে চালান করল।

নদীর কাছে গিয়ে এক আঁজলা পানি উঠিয়ে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমার ঠোঁট পানি স্পর্শ করবে এমন সময় তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম।

ছেলেটা দৌড়ে আমার কাছে আসলো। মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোরে জোরে।

ও চায় না আমি এই পানিটা খাই।

"গত চারদিন ধরে তো এই পানিই খাচ্ছি আমরা," চার আঙুল দেখিয়ে বললাম।

আমার পেটে হাত বুলিয়ে আবার মাথা ঝাঁকালো ছেলেটা। এরপরে বালুতটের কাছে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে খুঁড়তে লাগল হাত দিয়ে। দুই মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন ফুটের একটা গর্ত খুড়ে ফেলল।

ওর পাশে এসে গর্তের ভেতরে তাকালাম।

দীর্ঘ এক মিনিট কিছুই হল না।

এরপরে আস্তে আস্তে গর্তটা পানি দিয়ে ভরে উঠতে লাগল। নিচ দিয়ে উঠছে পানি। বালি ফিল্টারের মত কাজ করছে এখানে।

BanglaBook.org

ওখান থেকে পানি নিয়ে মুখে দিল ছেলেটা। আমাকে ইশারা করলে আমিও ওর পথ অনুসরণ করলাম।

আগের চেয়ে অন্যরকম লাগছে এখন পানির স্বাদ। শুকনো বালুর মধ্যে দিয়ে আসায় পলিমাটির টুকরো নেই পানিতে। সরাসরি নদী থেকে পানি খাবার তুলনায় এভাবে পানি খাওয়াটা কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার। কিন্তু হাজার বছরের এস্কিমো পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আমি কে?

তিনটা আটান্নর সময় আমার ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল।

ছেলেটা হাতে করে ল্যাসিকে পানি খাওয়াচ্ছে।

একটা লম্বা শ্বাস নিলাম।

এখন এই বাবুটাকে কিভাবে বোঝাব আমি, আগামি তেইশ ঘন্টা আমাকে ঘুমিয়ে কাটাতে হবে? কিভাবে বলব, আমাকে এখানে রেখে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে ওর উদ্ধার হবার সম্ভাবনা বেশি? কিভাবে বলব, আমি একটা বোঝা ছাড়া কিছু না?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অন্য চিন্তা মাথায় ভিড় জমাল।

ইনগ্রিড কোথায়? ও কি ভূমিকম্পে মারা গেছে? নাকি বেঁচে আছে, আমাকে হন্য হয়ে খুঁজছে? আমার বাবার কাছে কি খবর পৌছেছে? আমি বেঁচে ফিরলে কি হবে? আমাদের বাচ্চাটা হলে কি হবে? কিভাবে ওকে বলব আমি, ওর বাবা এখন তেইশ ঘন্টার জন্যে ঘুমোবে?

ছেলেটা ল্যাসির আহত পা'টা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ল্যাসি হালকা কেঁপে উঠলে ওর উদ্দেশ্যে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

একটা লাঠি নিয়ে ওদের দিকে গেলাম আমি।

কাছাকাছি পৌছে এস্কিমো স্টাইলে (নাকি ইন্ডিয়ান স্টাইল?) পা ভাজ করে বসলাম। হাতটা সামনে বাড়িয়ে ঘড়ির দিকে ইশারা করে বললাম, "আমার এখন শুয়ে থাকতে হবে," হাতদুটো একসাথে করে তার ওপর বালিশের মত মাথা রাখার ভঙ্গি করে বললাম, "আগামি তেইশ ঘন্টা ঘুমোতে হবে আমাকে।"

ছেলেটা ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকল আমার দিকে।

আমার ঘড়ির দিকে আবার দেখালাম। ওটা একই সাথে ডিজিটাল আর অ্যানালগ। ঘন্টার কাঁটার ওপর আঙুল দিয়ে বললাম, "এটা দু-বার পুরো ঘুরে আসা অবধি ঘুমোবো আমি," এই বলে দু-বার আঙুল ঘুরিয়ে দেখালাম।

BanglaBook.org

কিন্তু ছেলেটা বুঝলো না আমি কী বলতে চাচ্ছি।

প্রথমে দুই আঙুল, এরপরে তিন আঙুল দেখালাম, "এতক্ষণ ঘুমাব আমি।"

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

বুঝতে পারেনি। বোঝার কথাও না। অর্ধেক মানুষই ঠিকমতো বোঝে না, আর ও তো একটা বাচ্চা। তা-ও ইংরেজি না জানা একজন।

আমি ওর দিকে ইশারা করলাম, এরপর নদীর দিকে হাত নাড়লাম, "তুমি এগোতে থাকো, আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। যাবে না।

"যাও," ওকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে বললাম, "যেতেই হবে তোমাকে।"

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। এরপর বন্য হরিণটার মত ঝোপঝাড়ের মধ্যে দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৯

সূর্যোদয়–৩:১৩

অবশিষ্ট বেরিগুলো দিয়ে নাস্তা সারছি আমি আর ল্যাসি।

বেরিগুলো অর্ধেক শেষ হবার পরে আমার দিকে তাকাল ও। কিছু একটা বলতে চায়।

"কিরে? জিজ্ঞেস করলাম, "ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন আমার দিকে?"

মিয়াও।

"কি মিস করছিস?"

মিয়াও।

"ওপিক (opik) আবার কি? কোন বিড়ালের খাবারের নাম?"

মিয়াও।

"বাচ্চা ছেলেটা? ওর নাম ওপিক বলছিস কেন?"

মিয়াও।

"সে বলেছে তোকে? এখন তুই এস্কিমোও শিখে গেছিস নাকি?"

মিয়াও।

"আমি মোটেও ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করিনি। আমাদের ছাড়াই ওর বাঁচার সম্ভাবনা বেশি। আমরা বোঝা ছাড়া কিছু না।"

মিয়াও।

"আচ্ছা। আমি একটা বোঝা ছাড়া কিছু না, খুশি?"

মিয়াও।

ওর দিকে একট বেরি বাড়িয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিলাম।

মিয়াও।

"ছেলেটা করাতে তো খুব খুশি হয়েছিলি।"

মিয়াও।

"কি এক না?"

জবাবে কেবল মাথা নাড়ল ও।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও

BanglaBook.org

ওপিকের শূন্যতা অনুভব করছি। যদিও আমি ওকে চলে যেতে বলেছি, বলেছি তোমাকে যেতেই হবে। তবুও আশা করিনি, আসলেই চলে যাবে ছেলেটা। কতটা স্বার্থপর আমি? মনে মনে চাইছিলাম যাতে আশেপাশে থেকে সাহায্য করে আমাদের ছেলেটা। এটা জানা সত্ত্বেও যে, আমাদের ছাড়াই নিরাপদ থাকবে ও। এতক্ষণে হয়ত কেউ খুঁজে পেয়েছে ওকে। হয়ত বসে বসে অলিম্পিকের অদ্ভুত কোন খেলা দেখছে।

কিন্তু ওসবে কিছু যায় আসে না এখন। চলে গেছে ও।

ল্যাসিকে তুলে নিলাম, কিন্তু ও আমার হাতে বারবার নড়াচড়া করে বিরক্তি প্রকাশ করতেই লাগল।

"অবুঝের মত আচরণ করিস না।"

মিয়াও।

"ও তোর সর্বকালের সর্বসেরা বেস্টফ্রেন্ড না মোটেও," বললাম আমি। "কষ্ট পেলাম কিন্তু কথাটা শুনে।"

বেরি ঝোপগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি। ওখানে পাঁচ মিনিট নানা রকমের বেরি সংগ্রহ করে ফিরে আসলাম আমাদের ক্যাম্পে।

এখন তিনট সতের বাজছে।

বালুতে একটা গর্ত খুঁড়লাম, ওপিকের গর্তটা থেকে দুই ফিট দূরে। বেশ খানিকটা পানি খেলাম ওখান থেকে। ল্যাসিকে নিয়ে গর্তের কাছে ধরলাম। ব্যাটা মুখ পেঁচার মত করে রেখেছে। বললাম, "খা, সামনে বালুতট পাব নাকি জানি না।"

চুকচুক করে পানি খেতে লাগল ও।

একটা লাঠি নিয়ে বালিতে লিখলাম :

২৬ শে জুন। নদীর পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছি। হেনরি বিনস আর ল্যাসি

BanglaBook.org

মিয়াও।

"না, ওপিকের নাম যোগ করব না আমি।"

মিয়াও।

"কারণ ও চলে গেছে। এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে ও এখন।"

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম।

ওপিক দাঁড়িয়ে আছে বহাল তবিয়তে।

হাসছে।

আর ওর হাতে দুটো তাজা মাছ।

3:21 AM

ল্যাসি আর আমি দেখছি ওপিক কিভাবে চোখা লাঠি দিয়ে মাছের পেটটা ফেড়ে ফেলল। ভেবেছিলাম নাড়িভুঁড়ি পরিস্কার করার জন্যে ও কাজ করছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, নাড়িভুঁড়ি সহজে বের করে আনার জন্যে কাজটা করেছে। ওগুলো বের করে এনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"না, তুমিই খাও," মাথা নেড়ে বললাম। "তুমি ধরেছ ওগুলো।"

জীবনে একবারই শুশি খেয়েছিলাম, আর ওতেই শিক্ষা হয়ে গেছে।

মাছের নাড়িভুঁড়ি, ধীরে ধীরে গলা দিয়ে নামছে।

না, মাফ চাই।

ওপিক ল্যাসির দিকে বাড়িয়ে দিল ওগুলো। মুহূর্তে সাবাড় করে ফেলল ব্যাটা।

ওপিক যখন বুঝতে পারল, মাছের চোখ, হৃৎপিণ্ড, কিডনি খাওয়ার প্রতি কোন আগ্রহ নেই আমার, তখন মাছের পেট থেকে বড় একটা অংশ কেটে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

হাতে নিলাম, সম্পূর্ণ সাদা মাছের ভেতরটা। চামড়ার ওপর দিয়েই কামড় দিলাম।

পাঁচ দিনের অভুক্ত থাকার পরে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেললাম ওটুকু। এমনকি মাছের কিডনিও মুখে দিলাম। যতটা ভেবেছিলাম অতটা খারাপ না। কিন্তু চোখ পর্যন্ত গেলাম না। বললাম, "পরে না-হয়..." সাথে সাথে ল্যাসি চালান করে দিল ওটা পেটে।

ওপিকের ঘাড়ে আস্তে করে হাত রেখে বললাম, "ধন্যবাদ।"

ও হাসল জবাবে।

"আমার নাম হেনরি," নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, "হেনরি।"

"ওন-রি," ও বলল।

"কাছাকাছি।"

"ওপিক," নিজের দিকে নির্দেশ করে বলল ও।

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে আমিও বললাম ওর নামটা।

এবার ল্যাসির দিকে দেখিয়ে বললাম, "ল্যাসি।"

"পুসি!" উৎসাহের সাথে বলল ছেলেটা।

"কাছাকাছি," হেসে বললাম।

ল্যাসিও কিছু মনে করেছে বলে মনে হল না। ওপিক যদি এভাবে খাবার এনে দেয় আর পেটে আদর করে দেয় তাহলে তার যা খুশি তা-ই ডাকতে পারে।

ওপিক ঝোপের ওদিকে গিয়ে আমার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ওকে অনুসরণ করতে বলল।

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে বললাম, "চল্ পুসি।"

আমি ওপিকের পেছন পেছন যেতে লাগলাম। ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ওকে ঘড়িটা দেখালাম। চারের ঘরের ওপর টোকা দিয়ে বললাম, "আমাকে চারটার আগেই ফেরত আসতে হবে।"

ও মাথা নাড়ল জবাবে।

ও কি বুঝেছে নাকি আমি কি বললাম? এটা কি সম্ভব, কাল চলে যাওয়ার পর ও ঠিক এমন সময়ই ফেরত আসলো যখন আমি ঘুম থেকে জেগেছি। তা-ও তেইশ ঘন্টা পর।

না, কাকতালিয় হতে পারে না এটা।

ওপিকের পেছন পেছন যেতে যেতে বুনো ঘাসের ময়দানে চলে আসলাম। পেট ভরা থাকার কারণে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছি। ভূমিকম্পের পরে বোধহয় এই প্রথম আবার সূর্যের কারিশমায় মুগ্ধ হলাম। কি সুন্দর সোনালি রঙের আভা ছড়াচ্ছে পাহাড়ের পেছন থেকে।

আমার হাতে কে যেন টোকা দিল।

ওপিক।

ওর সাথে গেলাম, ছোট্ট হাতটা আমার মুঠোয়।

দশ মিনিট পর একটা ঘন ঝোপের কাছে পৌছলাম আমরা। ওপিক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঝোপটা দেখতে লাগল। কী যেন খুঁজছে।

"কি খুঁজছ, বাবু?" জিজ্ঞেস করলাম।

আরো বেরি খুঁজছে? নাকি আলু গাছে ধরে? বাদাম? ঝোপের ভেতরে কোন প্রাণি নেই তো? সাবধান হয়ে গেলাম।

ওপিক একটা হলুদ রঙের ফুল ছিড়ল। এরপর গন্ধ শুকে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

BanglaBook.org

আমি মাথা ঝাকালাম।

আবার আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা। এবার গন্ধ নিলাম। মিষ্টি একটা গন্ধ।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে ফেলে দিল ফুলটাকে।

পঞ্চাশ ফিট সামনে গিয়ে আরেকটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এগুলোর গায়ে বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুল। গন্ধ শুকল, এবার সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বুনো একটা গন্ধ।

একটা ডাল ভেঙে নিল ও, লম্বা লম্বা পাতাসহ।

বালুতটে যখন ফেরত আসলাম আমরা, তখন বাজছে তিনটা সাতচল্লিশ।

ওপিক পানির কাছে দাঁড়িয়ে ডাল থেকে পাতা আলাদা করছে। প্রায় বিশ পঁচিশটার মত পাতা জমেছে ওর পাশে।

ল্যাসি আর আমি চুপচাপ বসে ওর কাজ দেখছি।

মিয়াও।

"জানি না, হয়ত ওগুলো খেতে হবে আমাদেরর। কোন ঔষধি গুণ আছে।"

ইনগ্রিডের কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় মেয়েটা? ও কি আশা ছেড়ে দিয়েছে, আমি বেঁচে আছি? আলেক্সান্দ্রিয়ায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেছে এতদিনে? কাজে ফিরেছে? আজ রাতে কি খাবে ও?

ওপিক ফুলসহ ডালটা নদীতে ফেলে দিল। এরপরে নিচু হয়ে পাতাগুলো তুলে পানিতে ভেজাল। হাত দিয়ে পিষতে লাগল যতক্ষণ না সবুজ রঙের জেলের মত কিছু একট গড়াতে লাগল পাতাগুলো থেকে। এরপরে আমাদের কাছে এসে বসে পড়ল। হাতে পাতার জেলের মত পদার্থ। ল্যাসির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর থাবা।

ভয়ে ভয়ে থাবাটা সামনে বাড়িয়ে দিল ল্যাসি।

ওপিক ওর পুরো পায়ে সবুজ জেল লাগিয়ে দিল ভালোমত। থাবাটা হাতে নিয়ে কী যেন বলল বিড়বিড় করে, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখনও ফেরত আসেনি ও।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

২৭ জুন
সূর্যোদয়–৩:১৫

ঘুম থেকে জেগে দেখি আমাদের চারপাশে রাজ্যের খাবার সাজানো। মাছ, বেরি ফল, নানা জাতের বাদাম।

আমাদের থেকে বিশ ফিট দূরে ওপিক লক্ষ্মি ছেলের মত ঘুমাচ্ছে। হাতদুটো মাথার নিচে বালিশের মত করে রাখা। ঠিক যেমনটা সিনেমায় দেখা যায়। এই আবছা অন্ধকারে নিষ্পাপ মুখটাকে আরো নিষ্পাপ মনে হচ্ছে। কোন পঙ্কিলতার ছোয়া নেই ওখানে। কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম বাবারও কি এমন লাগত?

ল্যাসিকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে। গত পাঁচদিনে এমন লাগেনি।

ভ্রু কুঁচকে গেল।

চুলকানি।

কোথাও চুলকাচ্ছে না। আমার কাপড়ের দিকে তাকালাম। ওগুলোর ওপরে এক ধরণের সাদা রঙের পাউডার ছিটানো। আমার হাতেও দেখলাম একই অবস্থা। না হেসে পারলাম না।

এগুলো যা-ই হোক না কেন, গত তেইশ ঘন্টা যাবত মশাদের ঠিকই দূরে রেখেছে।

ওপিকের পাশে গিয়ে ওর আলতো করে ওর ঘাড়ে হাত রাখলাম।

চোখ খুলল ও।

"বাবু।"

সুন্দর একটা হাসি দিল।

"ঐ পাউডারের জন্যে ধন্যবাদ," আমার কাপড়চোপড়ের দিকে ইশারা করে বললাম।

জবাবে ও ওর হাত গলার চারপাশে জড়িয়ে ধরল।

"বুঝতে পেরেছি, মশাদের দম বন্ধ করে দেয়।"

ওকে উঠে দাঁড়ানোয় সাহায্য করে খাবারের পাশে এসে বসলাম

BanglaBook.org

দু'জনে। এরপর খাবারের স্তূপ থেকে খাওয়া শুরু করলাম। ওপিক ল্যাসির পা কোলে নিয়ে দেখতে লাগল। ল্যাসির মতে এখন নাকি একটু ভালো লাগছে। বাকি পাতাগুলো দিয়ে আবার জেল বানিয়ে ল্যাসির পায়ে মুড়ে দিল ছেলেটা। আমি নদীর দিকে দুই আঙুল দিয়ে হাটার ইশারা করে দেখালাম।

তিনটা সাতের সময় ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হলাম আমরা।

আগামি পঞ্চাশ মিনিটে বেশ ভালো দূরত্ব অতিক্রম করে, বালুতটে সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে পেলাম শোবার মত। ল্যাসি আর ওপিক ঝোপের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা হল না যে, আমার অবর্তমানে ওরা দু-জন কী করবে। যতক্ষণ ওরা খাবার জোগাড় করছে আর এই জাদুর পাউডার বানাচ্ছে ততক্ষণ চিন্তা করার কিছু নেই।

আর সেটাই করেছে ওরা।

পরের দিন উঠে দেখি তিনটা মাছ, নানা জাতের বেরি আর ক্যাকটাস জাতীয় একটা গাছ (যেটার ভেতরের শাঁসটা খেতে দারুণ সুস্বাদু) অপেক্ষা করছে।

সকালে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নেই আমরা। এরপর যাত্রা শুরু করি, একদিনে যতটা সম্ভব বেশি দূরত্ব পাড়ি দেয়া যায়। ল্যাসি ওর তেইশ ঘন্টা ওপিকের সাথে কিভাবে কাটাল এগুলো আবার আমার কাছে রিপোর্ট করে। কিভাবে ওপিক একটা গাছে উঠে সুস্বাদু বাদাম পাড়ল। কিভাবে ল্যাসির পায়ে সুন্দর মতন ম্যাসাজ করে দিল। এখন নাকি ঐ পায়ে ভরও দিতে পারে ও। সবচেয়ে অবাক হলাম ওপিক কিভাবে মাছ ধরে সেটা শুনে। হাত দিয়ে আলতো করে টোকা দেয় পানির ওপরে। ঠিক যেমনটা একটা পোকা বসলে হয়। মাছ আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশে ঘোরা শুরু করে। তখন লাঠি দিয়ে জোরসে একটা বাড়ি দিয়ে অসার করে দেয়। তারপর ছোঁ মেরে তুলে আনে।

আমার হিসেবমতে গত তিন দিনে গড়ে ছয় মাইল করে পাড়ি দিয়েছি আমরা। আর ওপিকের সাথে দেখা হবার আগে আরো আট-দশ মাইল। এখন যেভাবে সবকিছু চলছে, তাতে আগামি দশদিনে আমরা ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌছে যাব।

আমার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে গেল যখন ল্যাসি নদীতে একটা পতাকা ভাসতে দেখাল। ব্রিজের ওপর ঝোলান পতাকাগুলোর একটা বলে মনে হল।

BanglaBook.org

ঠিক পথেই যাচ্ছি আমরা।

আরো এক মাইল বালুতট ধরে হাটলাম। এরপর বালুতট কমতে কমতে নদীর সাথে মিশে গেল একসময়। সামনে ঘাস।

লম্বা বুনো ঘাসের ওপর দিয়ে হাটতে আমার অস্বস্তির কথা বুঝতে পেরে হাতটা ধরল ওপিক। এই ঘাসের মধ্যে যে কোন কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে। এই যেমন বল্গা হরিণ! সেদিন আরেকটু হলেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল। বালুতটের ওপর দিয়ে হাটলে আশপাশটা অন্তত ঠিকমতো নজর দেয়া যায়। হঠাৎ করে কিছু বেরিয়ে আসলে প্রস্তুতির একটা সময় থাকে। কিন্তু এই ঘাসের মধ্য নিজেকে কেমন যেন আফ্রিকার বুনো অংশে শিকার হবার অপেক্ষায় থাকা হরিণের মত মনে হয়।

ঘন ঝোপঝাড় ভেঙে সামনে এগোচ্ছি আমরা। কখনো পাথরের ওপর দিয়ে, কখনো আবার ডাল আঁকড়ে ধরে।

তিনটা তেতাল্লিশের সময় ওটাকে দেখলাম আমরা।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

ওটার আশেপাশে এমনভাবে বুনো গাছগাছালি জন্মেছে, দেখে মনে হয় জঙ্গলেরই অংশ। কিন্তু ভুল হবার অবকাশ নেই।

একটা কাঠের কেবিন।

3:21 AM

কেবিনটার পুরো ভগ্নদশা।

কাঠগুলো শুকিয়ে ধূসর হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ছাদের কাঠ ধ্বসে পড়েছে। আর মেঝেতে বেশ কয়েকটা গর্ত, সাবধানে পা ফেলতে হয়। ঠিক থাকতে মনে হয় দশ ফিটের মত লম্বা ছিল। এখন ছয় ফিট। কাঠের দেয়ালের একপাশে একটা মই ঠেস দিয়ে রাখা। জানালা আর দরজাগুলোর জায়গায় ফাঁকা।

ওপিক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লে আমি আর ল্যাসিও ওর পিছু পিছু গেলাম।

জানালা আর ছাদের খালি জায়গাগুলো দিয়ে বেশ ভালো আলো বাতাস ঢুকছে।

বাইরের ভগ্নদশার তুলনায় ভেতরটা বেশ গোছানো মনে হল। ঝুলঝাড়, মাকড়সার জাল আর কিছু ছোট আগাছার কথা বাদ দিলে ভেতরটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, আগে যে-ই থাকুক না কেন, খুব সাজানো গোছান

BanglaBook.org

ছিল। দেয়ালের সাথে একটা আয়না আর একটা ঝুলন্ত শেলফে কিছু হার্ডকভার বই ঝুলছে। আয়নার ওপরে হাত বুলিয়ে তিন ইঞ্চি ধুলোর আস্তরণ সরালাম। আমার মুখটা দেখা যাচ্ছে। প্রতি দুই দিন অন্তর অন্তর ইলেক্ট্রিক্যাল রেজর দিয়ে শেভ করতাম আমি। আর সবসময় চাপদাড়ি থাকত। কিন্তু এই আটদিনে বেয়ারাভাবে বেড়ে উঠেছে দাড়ি। আর সূর্য থেকে বাঁচার জন্যে মুখের ওপর কাপড় দিয়ে ঘুমালেও গতানুগতিকের চেয়ে পাঁচগুণ কালো দেখাচ্ছে।

আমাকে দেখতে একজন স্বাভাবিক খেটে খাওয়া মানুষের মত লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে না, আয়নার ভেতর থেকে যে তাকিয়ে আছে সে দিনে তেইশ ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটায়।

আপনমনে একবার হেসে ঘরের এক কোনায় রাখা স্টোভের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাসন কোসনগুলো এখনও তাকে গুছিয়ে রাখা। পাশে লবণ আর গোলমরিচদানি। বেশ কয়েকটা ক্যানজাত খাবারের কৌটো দেখলাম। কোনটায় ছাতা ধরে গেছে আবার কোনটা মরিচায় জরাজীর্ণ। ওগুলোর পাশে একটা কাঁচের বোতল রাখা। হাত দিয়ে ওটার গায়ের ধুলো পরিস্কার করে মৃদু হাসলাম।

ল্যাসি আর ওপিককে ডাক দিলাম।

তথ্যটা কোথায় দেখেছিলাম মনে নেই। এই পৃথিবীতে একটা খাবার কখনো নষ্ট হয় না।

মধু।

ক্যাপ খুলে এক আঙুলে ভরিয়ে মুখে দিলাম অল্প একটু। একদম ঠিকঠাক।

বোতলটা ওপিকের হাতে দিয়ে দিলাম। ওখান থেকে কিছুটা নিজে খাবার পর বাকিটা আঙুলে ভরিয়ে ল্যাসিকে খাওয়াতে লাগল ও। জানালার নিচে একটা বড় কুঠুরি দেখতে পেলাম। ওটার হাতল ধরে জোরে বেশ কয়েকবার টান দিতেই খুলে গেল। একটা জুতো, পশমি জ্যাকেট আর লণ্ঠন–ওরকম বিশেষ কিছু না। কিন্তু একটা জিনিস দেখে বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। একটা ম্যাপ!

3:21 AM

এখন তিনটা সাতান্ন।

দৌড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর ম্যাপটা বিছালাম। এর আগে বেশ

BanglaBook.org

কয়েকবার রাস্তার ম্যাপ দেখেছি। এটা ওগুলো থেকে এক দিয়ে অন্যরকম। নদীর ম্যাপ এটা।

ওপিক আর ল্যাসি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা কালো বিন্দুর চারপাশে বৃত্ত আঁকা দেখে ধারণা করলাম ওটাই এই কেবিনটা। দীর্ঘ এক মিনিট ম্যাপটার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকলাম।

"হায় ঈশ্বর।"

হাত দিয়ে জোরে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলাম। ল্যাসি লাফ দিয়ে ওপিকের কোলে উঠে গেল।

"আমরা ভুল নদী ধরে এগিয়ে গেছি!" চিৎকার করে বললাম।

আমি ধারণা করেছিলাম, এতদিন সেইনা নদীর পাশ দিয়েই এগিয়ে গেছি। সেরকম নয় মোটেও।

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সেইনা নদী হচ্ছে একটা উপনদী যেটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে তানানা নদীর সাথে মিশেছে। তানানা নদী আবার উত্তর-পশ্চিমে নব্বই মাইলের মত গিয়ে ইয়োকু নদীতে পড়েছে যেটা কানাডা থেকে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বেরিং সাগরে।

আমি যখন ক্যানোতে ভাসছিলাম তখন ইয়োকু নদীতে ছিলাম। এরপরে আমি আর ল্যাসি উল্টোদিকে দশ মাইল হেটে ওপিককে পাই। এরপরে নদীর উত্তর পাশের তীর ধরে উল্টোদিকে হাটছিলাম আমরা। এক পর্যায়ে বালুতট শেষ হয়ে যাওয়াতে ঘাসের ভেতর দিয়ে হাটতে বাধ্য হই, যেকারণে টানানা আর ইয়োকু নদীর মোহনা চোখে পড়েনি আমাদের। সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা হয়েছে ইয়োকু নদী ধরে উত্তর পূর্বদিকে যাওয়া, যেখানে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল দক্ষিণপূর্বদিকে তানানা নদী ধরে। তাহলে কিছু পরে সেইনা নদীর দেখা পেতাম আমরা। আর তার কিছু পরেই ফেয়ারব্যাঙ্কস।

হলুদ পতাকাটার কথা ভাবলাম। ওটা মোটেও ভেসে আসেনি এদিকে। কারণ স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসা অসম্ভব। অন্য কোন পতাকা ওটা।

ম্যাপের ডানদিকে দূরত্ব মাপার ছকের ওপর হাত রেখে আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসের দূরত্ব মাপলাম।

"একশ বিশ মাইল," হতাশ হয়ে টেবিলের ওপরেই শুয়ে পড়তে পড়তে বলতে লাগলাম, "একশ বিশ মাইল!।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

২৯ শে জুন
সূর্যোদয়–৩:২০
ইয়োকু নদীর তীর

রান্নাঘরের টেবিলটাতেই ঘুম ভাঙল আমার। উঠে দেখি আশেপাশে ল্যাসি আর ওপিক নেই। ম্যাপটা আগের জায়গাতেই আছে।

ম্যাপের ওপর ঝুঁকে আবার দূরত্বটা পরিমাপ করলাম, আশা করছিলাম, এবার হয়ত কমে আসবে ওটা। এক ইঞ্চি মানে হয়ত দু-মাইল হবে, বিশ মাইল না। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। ম্যাপ অনুযায়ি নদীপথে ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে ছয় ইঞ্চির দূরত্বে আমরা। তারমানে পাক্কা একশ বিশ মাইল। মাঝখানে অনেক পাহাড়, যেগুলোকে ঘিরে এঁকেবেঁকে চলেছে নদীগুলো। ফিরতি পথে যেকোন সময় হারিয়ে যেতে পারি আমরা। যার কারণে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত দেরি হয়ে যেতে পারে।

আমাদের নদীপথ ধরে এগোতে হবে। যার মানে :

১. ইয়োকু নদীর উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরে যাওয়া।

২. এরপরে উল্টোদিকে পনের মাইল উজানে যেতে হবে, যেখানে তানানা আর ইয়োকু মিলেছে।

৩. তানানা নদী ধরে নব্বই মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে সেইনা নদী বরাবর যাত্রা।

৪. সেইনা নদী ধরে উত্তর-পূর্বে আরো পনের মাইল গেলে পড়বে ফেয়ারব্যাঙ্কস।

আজকে রওনা দিলেও একমাস লাগবে। জুলাইয়ের শেষদিকে পৌছুতে পারলেও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে গেল মুখ থেকে অজান্তেই। এতটা পরাজিত মনে হয়নি কখনো নিজেকে। এখন ইনগ্রিডের সাহচর্য খুব দরকার আমার। ওকে বুকে চেপে ধরে এই ষাট মিনিট যদি কাটাতে পারতাম!

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা চার বাজে।

টেবিলটার ওপরে উঠে ফের শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। প্রার্থনা করতে লাগলাম যাতে খুব তাড়াতাড়ি চারটা বেজে যায়।

BanglaBook.org

বাজল না।

আমার ঘাড়ে কে যেন হাত দিয়ে ধাক্কাচ্ছে।

চোখ খুললাম আমি। ওপিক আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিল। ওর হাতে বাদাম বা বেরি জাতীয় কিছু একটা, যেটা এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি। ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে মাথা নেড়ে না করে দিলাম। খেতে ইচ্ছে করছে না।

খাবারটা আমার পাশে রেখে টেবিলের ওপর উঠে গেল ও। এরপর দুই হাত দিয়ে আমাকে ঠেলতে লাগল।

"থামো।"

আমার নিচ থেকে ম্যাপটা নিয়ে নেমে গেল ও।

এক মিনিট পর।

"অন-রে! অন-রে!"

চোখ খুললাম আমি।

হাত দিয়ে ম্যাপে টোকা দিল ও।

উঠে বসলাম। "কি?"

হাত নেড়ে আমাকে টেবিল থেকে নেমে আসার জন্যে ইশারা করল।

আমি নেমে আসার পর ম্যাপটা আরো ঠিকমত বিছালো ও। এরপর একটা কাঠের চেয়ারে উঠে হাটুতে ভর দিয়ে বসল। যে কালো বিন্দু কেবিনটাকে নির্দেশ করছে ওটার দিকে দেখাল প্রথমে। এরপর ইয়োকু নদীর ওপর দিয়ে আট ইঞ্চি দূরে আরেকটা কালো বিন্দুর দিকে দেখাতে লাগল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

নদীর ওপর জায়গাটা দেখিয়ে এস্কিমোতে কিছু বলা শুরু করল।

"কি বলছ বাবু? বুঝতে পারছি না তো।"

জবাবে মাথা নাড়তে লাগল। এরপরে হঠাৎ ভ্রু দুটো উপরে উঠে গেল। নিজের পরনের শার্টের ওপর নির্দেশ করে ইন্ডিয়ান শব্দটা দেখাতে লাগল।

"এখানে ইন্ডিয়ানরা থাকে?"

মাথা নাড়ল ও। ইন্ডিয়ান শব্দটা বুঝতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের জন্যে আশার আলো দেখতে পেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আট ইঞ্চি মানে তো আগের চেয়েও বেশি দূরে।

BanglaBook.org

"বেশি দূর," এই বলে আঙুল দিয়ে আগের রাস্তাটা দেখালাম ওকে, "এদিক দিয়ে গেল ভালো হবে।"

জোরে জোরে মাথা ঝাকালো ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার দেখানো রাস্তাটার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাল একবার। এরপরে ইয়োকু নদীর ওপরে ওর রাস্তাটা দিয়ে হাত বোলাল। এবার অনেক তাড়াতাড়ি।

আরো এক মিনিট কিছুই বুঝলাম না আমি।

যতক্ষণ না পর্যন্ত ও আমার হাত ধরে কেবিন থেকে বের হয়ে নদীর তীরে নিয়ে গেল।

ল্যাসিকে দেখলাম ওখানে।

একটা নৌকার ওপর বসে আছে।

3:21 AM

মিয়াও।

"পাহারা দিচ্ছিস নৌকাটা?"

মিয়াও।

নৌকাটার দিকে দেখিয়ে বললাম, "এটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কয়েক বছর ধরে এখানে পড়ে আছে। তোর কি মনে হয় এখন কেউ চুরি করতে আসবে এটাকে? ওপিক আমাকে ডাকতে যাওয়ার মাঝখানে?"

মিয়াও।

"ভাল্লুক? চাপা মারিস না!"

মিয়াও।

"তুই মোটেও দুইবার ভাগিয়ে দিসনি ওটাকে।"

আমার কব্জিতে কে যেন টোকা মারল।

ওপিক। আমার ঘড়িতে টোকা দিচ্ছে।

এখন তিনটা আঠার বাজছে।

ও জানে, আমার হাতে সময় বেশি নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে চায়।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

ওপিকের উপস্থিতি সবকিছু বদলে দিয়েছে। নৌকা চালানোর ব্যাপারে যদি ওর খাবার সংগ্রহ আর মাছ ধরার মত জ্ঞান থেকে থাকে তাহলে ওর ওপর ভরসা করা যায় নির্দ্বিধায়। হালে ওকে বসিয়ে রেখে দু-দিনে ঐ

BanglaBook.org

ইন্ডিয়ান গ্রামটায় পৌছে যাব আমরা। পত্রিকার শিরোনামটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সাইত্রিশ বছরের এক লোক আর তার বেড়ালকে উদ্ধার করল পাঁচ বছরের এক এস্কিমো বালক।

ওপিক আর আমি কেবিনে দৌড়ে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সব কিছু নিয়ে ফেরত আসলাম।

আমরা যখন সবকিছু নৌকায় সাজিয়ে রাখছি তখন আকাশে গোলাপি আভা দেখা দিয়েছে। একে একে ম্যাপ, মধুর বোতল, লণ্ঠন, জ্যাকেটটা তুলে ফেললাম। এরপরে নৌকাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। সবকিছু ঠিকঠাকই মনে হল। উপরি পাওনা হিসেবে একটা বৈঠা দেখতে পেলাম পাটাতনে ওপর।

আমি আর ওপিক দু-জনেই নৌকার একপাশে গিয়ে ওটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালাম। ধাক্কা মারতে হবে।

"এক...দুই-"

এমন সময় বিকট একটা গর্জন শুনে আমরা দু-জনই চমকে ফিরে তাকালাম। ঠিক যেমনটা ছবিতে দেখেছিলাম। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ হা করা। তীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবা দিয়ে বাতাসে খামচাচ্ছে।

মিয়াও।

হ্যা, আগেই বলেছিলি।

"কি করব আমরা এখন?" কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

ওপিক একটা পাথর নিয়ে বাদামি গ্রিজলি ভাল্লুকটার দিকে ছুঁড়ে মারল। এতে মনে হয় আরো বেশি রেগে গেল ওটা। বাতাসে আগের চেয়ে জোরে জোরে খামচাতে লাগল। থাবার আঘাতে একটা গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল।

পানি থেকে আমাদের দূরত্ব মাপলাম। কমসেকম পাঁচবার ধাক্কা দিতে হবে। নদীতে নৌকাটা পড়লেই চলতে শুরু করবে স্রোতের টানে। কিন্তু তখন ওটার ভেতরে তখন তিনজনকেই থাকতে হবে আমাদের।

ভাল্লুকটা পনের ফিট দূরে। যদি আসলেই নৌকাটা চায় ও, তাহলে ঠেলতে দেখলে সাথে সাথে তেড়ে আসবে।

বাবার বলা একটা কৌতুকের কথা মনে পড়ে গেল এসময়।

দুই বন্ধু বনের ভেতরে ঘুরছিলো। এমন সময় একটা ভাল্লুক তাড়া করা শুরু করে ওদের। প্রথম বন্ধু প্রাণপণে দৌড়ানো শুরু করাতে অন্য বন্ধুটা বলে, "একটা ভাল্লুকের সাথে পাল্লা দিতে পারবি না তুই।" উত্তরে অন্যজন

BanglaBook.org

বলে, "ভাল্লুকের সাথে কে পাল্লা দেয়, আমি তোর আগে থাকতে পারলেই হল।"

"উঠে পড়," আমি ওপিককে বললাম।

কথা শুনল ও।

নৌকার অন্য পাশে চলে গেলাম, আমার ইচ্ছে বৈঠাটা দিয়ে একটা বাড়ি মেরে ভয় দেখাব ওটাকে। কিন্তু তার চেয়েও একটা ভালো বুদ্ধি মাথায় আসল এ সময়। নৌকার ভেতর ওটার খোঁজে হাতড়াতে লাগলাম। এরপর ওটা নিয়ে আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

ল্যাসি গুঙিয়ে উঠল। প্রথমে ভাবলাম হয়ত আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে ওরকম করছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ওর যাবতিয় চিন্তা আমার হাতের মধুর বোতলটাকে নিয়ে।

যতটা সম্ভব মধু বের করে বোতলটার আশেপাশে মাখলাম। এরপর ওটা ছুঁড়ে মারলাম ভাল্লুকটার উদ্দেশ্যে।

বোতলটা ধরতে পারল নাকি সেটা দেখার পেছনে সময় নষ্ট করলাম না। পেছনে ঘুরে সর্বশক্তি দিয়ে নৌকাটা ঠেলতে লাগলাম। এক চুলও নড়ল না।

ঘুরে তাকালাম। ভাল্লুকটা মধুর বোতলের ওপর ঝুঁকে আছে, বিশ ফিট দূরে। আবার ধাক্কা দিলাম। এবার দুই ইঞ্চি নড়ল বলে মনে হল। ওপিকের হাবভাব দেখে মনে হল নেমে সাহায্য করতে চাচ্ছে।

হাত দিয়ে থামার নির্দেশ দিলাম, "ভেতরেই থাক।"

পেছনে তাকালাম আবার।

ভাল্লুকটা দুই পায়ে খাড়া হয়েই তাড়া করা শুরু করল।

চিৎকার করে উঠলাম।

ধাক্কা দিতে লাগলাম প্রাণপণে। এবার নৌকাটা সামনে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালুর ওপর দিয়ে মসৃণ ভঙ্গিতে গড়াতে লাগল। শেষ পাঁচ ফিট যাওয়ার সময় পেছনে গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ কানে আসলো। এরপর লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে গেলাম।

3:21 AM

ল্যাসি আমার হাত চেটে স্বান্তনা দিচ্ছে।

"ধন্যবাদ।"

BanglaBoi.org

জবাবে ও আমার চেহারার দিকে তাকালে আবারো বুঝতে পারলাম, আমার ভালো থাকা না থাকা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় সে। বরং আমার হাতে লেগে থাকা মধুর দিকেই যাবতিয় মনোযোগ।

হারামি কোথাকার।

ওপিক নৌকার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। "অন-রে," আমাকে ওর দিকে যাওয়ার ইশারা করে বলল। জিনিসপত্র সরিয়ে ওর কাছে পৌছুলাম। নৌকার একটা অংশ দেখাল ও যেখানে অনেকটা চলটে উঠে গেছে।

"আকলার্ক," বলল ও।

কিছুটা সময় লাগল বুঝতে। নৌকার গায়ে সমন্তারাল চারটা দাগ।

ওপিক ওর আঙুলগুলো গুটিয়ে থাবা দেয়ার ভঙ্গি করতে লাগল।

আকলার্ক।

মানে ভাল্লুক।

ভাল্লুকটা নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্যে থাবা চালিয়েছিল। কিন্তু একটুর জন্যে ফসকে গেছি।

বুকটা ধকধক করতে লাগল।

আরেকটু হলে গেছিলাম আজকে। আর প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় আসল : এই কাহিনী ইনগ্রিডকে বলতেই হবে।

3:21 AM

তিনটা তেপ্পান্নর সময় খাবারগুলো ভাগ করে খেলাম।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় পশমি কোটটা মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়লাম।

তিনটা ছাপ্পান্নয় আমার বুকের ওপর উঠে আসল ল্যাসি।

তিনটা সাতান্নয় নৌকাটা ডোবা শুরু করল।

"এত পানি কোথা থেকে আসছে?"

প্রথমে আস্তে আস্তে পানি উঠছিল, এখন অনেক জোরে উঠছে। ওপিক আর আমি ফুটোর খোঁজে নৌকার মেঝে পরীক্ষা করতে লাগলাম।

মিয়াও।

"নাহ, পানিতে লাফ মারব না আমরা," আমি বললাম। "ফুটোটা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে।"

তিরিশ সেকেন্ড পরে একটা ছোট গর্ত খুঁজে পেলাম দুটো কাঠের বোর্ডের মাঝে। "এখানে!" এক পা দিয়ে ফুটোটা জোরে ঢাকতে ঢাকতে

BanglaBook.org

বললাম। জোরে একটা আওয়াজ হয়ে আমার পা নৌকার তলা ভেদ করে চলে গেল। একটা বিরাট গর্ত সৃষ্টি হল ঐ জায়গায়।

পানি আগের চেয়ে আরো বেশি বেগে ঢুকতে লাগল ভেতরে। পা'টা গর্ত থেকে তুলে বৈঠা নিয়ে নিলাম ওপিকের কাছ থেকে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম তীরের দিকে। আমরা তীর থেকে পঞ্চাশ ফিট দূরে আছি এখন। আর আমার হাতে এক মিনিটেরও কম সময় আছে। এরপর কাটা কলাগাছের মত পড়ে যাব।

বৈঠা জোরে জোরে চালাতে লাগলাম। "ল্যাসিকে ধর," ওপিকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম।

বিভ্রান্তের মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা।

"পুসি!"

এবার ল্যাসিকে তুলে নিল ওপিক।

আর অল্প দূরত্ব বাকি আছে। নদীর স্রোত আমাদের সাহায্য করছে কিন্তু আর তিনবার বৈঠা মারার পরেই নৌকার সামনের দিকের নাকটা ডুবে যেতে লাগল।

"যাও!"

অর্ধেক ডুবে গেছে নৌকা। যেকোন সময় পুরোটা ডুবে যাবে।

ওপিক ল্যাসিকে নিয়ে তীরের ঝোপঝাড়ের ওপর লাফিয়ে নেমে গেল। আমি ওর হাতে বৈঠা আর পশমি কোটটা তুলে দিলাম। আরেকবার পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম, ম্যাপটা নিরাপদ আছে। এরপর লম্বা ঘাসের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিলাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম নৌকার শেষ ইঙ্গিতটাও ডুবে গেল পানিতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

সূর্যোদয়–৩:২৩

কারো ফোঁপানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। বিশ ফিট দূরে একটা গাছের পাশে ল্যাসি আর ওপিক বসে আছে।

এরকম আওয়াজ আগেও শুনেছি। ল্যাসি দুঃস্বপ্ন দেখার সময় এরকম শব্দ করে সাধারণত। প্রায়ই ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বুকের ওপর থেকে এরকম আওয়াজ আসছে। ল্যাসি চোখ বন্ধ করে ফোঁপাচ্ছে।

ওদের দু-জনের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিন্তু ল্যাসিকে দেখলাম আরামসে ঘুমাচ্ছে।

ওপিক হাটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। থেকে থেকে পুরো শরীর কেঁপে উঠছে।

আমি একটা গর্দভ। একবারও মাথায় এটা এলো না যে, ফোঁপানোর আওয়াজটা ওপিকও করতে পারে। আসলে এতদিনে সব প্রতিকূলতার মাঝেও ওর অমন সাহস দেখে ধরে নিয়েছিলাম কোন কিছুতেই বিচলিত হয় না ছেলেটা। এটা আমার মাথাতেই আসেনি, ওপিকও ওর মা-বাবা আর ভাইবোনদের শূন্যতা অনুভব করতে পারে।

আস্তে করে একটা হাত ওর কাঁধে রাখলাম।

"কি হয়েছে বাবু?"

জবাবে নাক টানার আওয়াজ ভেসে আসল কেবল।

"আমার দিকে তাকাও তো একটু," ওর মাথাটা তোলার চেষ্টা করে বললাম।

কিন্তু ও আগের অবস্থাতেই রইল।

"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ফিরে যেতে পারব এক সময়।"

আমি জানি ও আমার একটা কথাও বুঝবে না। আর বুঝতে পারলেও কতটা বিশ্বাস করত তাতে আমার কথা সন্দেহ আছে। কিভাবে বিশ্বাস করবে একজন মানুষের কথা যে কিনা দিনে মাত্র ষাট মিনিট সময় দেয় ওকে আর ওর কষ্ট করে জোগাড় করা খাবার দিয়েই গত এক সপ্তাহ পার

BanglaBook.org

করেছে। তবুও বলতেই হত কথাগুলো, কারণ কেন জানি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমার।

হাত দিয়ে ওর মাথাটা তুললাম।

বাধা দিল আমাকে, ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে আছে বেচারার।

ওর কান্নারত চেহারা আমাকে দেখাতে চায় না। এস্কিমো সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব একটা জানা নেই আমার, কিন্তু এটা নিশ্চিত, পৌরুষত্বকে অনেক বড় করে দেখা হয় সেখানে। এরকম দুর্গম পরিবেশে দিনাতিপাত করা একটা জাতির জন্যে সেটাই স্বাভাবিক।

বেশ খানিকক্ষণ ওর পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট পর মাথা তুলল ও। চোখের চারপাশ ফুলে আছে। সুন্দর বাদামি চোখজোড়া রূপালি বর্ণের দেখাচ্ছে এই আলোছায়ার খেলায়।

"কান্নার মধ্যে কাপুরুষতার কিছু নেই," ওকে বললাম। "আমি তো সবসময়ই কাঁদি।"

আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

দু-হাত চোখের কাছে নিয়ে নাক টেনে টেনে কান্নার অভিনয় করে দেখালাম।

ছোট্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল ছেলেটার মুখে।

ল্যাসি জেগে উঠে ওপিকের কোলে চড়ে বসল। গাল থেকে চোখের পানিগুলো চেটে চেটে পরিস্কার করে দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একটু স্বাভাবিক হল ওপিক। যদিও চোখের দিকে তাকালে অসহায় একটা ভাব নজরে পড়বে। ল্যাসির চোখেও একই প্রতিফলন দেখলাম। যেন আমাদের সব আশা ভরসা নৌকাটার সাথে ডুবে গেছে। আমারটুকু ডুবে গেছে এটা জানি।

কিন্তু একটা কথা মনে পড়ল এ সময়।

ক্যানোটার কথা তো ভুলেই গেছিলাম!

BanglaBook.org

3:21 AM

ইনগ্রিড আর আমি একবার পিকশনারি খেলেছিলাম। এই খেলায় আপনাকে একটা সূত্র দেয়া হলে ওটা এঁকে অন্যজনকে বোঝাতে হবে। কিন্তু আমার আঁকার হাত একেবারেই জঘন্য, কারণ কোন স্কুলের আর্ট ক্লাসে যাওয়া হয়নি আমার। একটা জিনিসই ঠিকমত আঁকতে পেরেছিলাম, স্টক মার্কেটের গ্রাফের ছবি।

তাই একবার যখন আমার চিরকুটটায় লেখা দেখলাম 'হাঁচি' তখন কল্পনাও করতে পারছিলাম না, কী করব, কীভাবে আঁকব। রাগের মাথায় ইনগ্রিড ওর সব কাপড়...থাক সে অন্য কথা।

তো, এবার যখন বালিতে একটা ক্যানো আঁকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, অন্তত হাঁচি থেকে সোজা হবে এটা আঁকা। কিন্তু অবস্থা বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না।

ওপিক বেশ খানিকক্ষণ আমার আঁকা ক্যানোটার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বুঝতে পারছে না।

"এটা একটা ক্যানো," পঞ্চমবারের মত ওকে বললাম, "ক্যা-নো।"

মিয়াও।

"না, এটা কলা না।"

হাত দিয়ে মুছে আবার শুরু থেকে আঁকলাম।

আমার মাথায় পরিস্কার ক্যানোটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আঁকতে গেলেই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।

মিয়াও।

"মারডকেরটার মতন মানে?"

মিয়াও।

"বদ কোথাকার!"

ওপিক আমার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে নিল। আমি দেখতে লাগলাম ও দক্ষ হাতে একটা ক্যানোর ছবি আঁকল বালুতে। বৈঠা হাতে দু-জন আরোহিসহ।

"ক্যা-নেউ," ও বলল।

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

3:21 AM

BanglaBook.org

আমরা যখন পচিশ মাইল দূরে ক্যানোটার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম তখনও আবছা অন্ধকার চারপাশে। বিশ মিনিট পরে ফের বালুতটের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। বাকিটা সময় প্রায় দৌড়ে এগোলাম, এরপর ক্যাম্প করার জন্যে থামলাম। যে পাউডারগুলো মশাদের দূরে রাখে ওগুলোর কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ায় মশারা ইচ্ছেমত কামড় বসাতে লাগল আমাকে।

কিছুক্ষণ পর মশাদের ভিড় একটু কমলে ওপিকের কাছে অনুনয় করতে লাগলাম আবার ঐ পাউডারের ব্যবস্থা করার জন্যে।

কিন্তু মাথা নেড়ে না করে দিল ও।

একবারের বেশি ওটা লাগাবে না, কোন ধরণের কুসংস্কার হবে হয়ত। জানতেও পারলাম না কোন গাছের পাউডার।

ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ আগে ওপিককে মাছ ধরতে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। প্রথমে লাঠি দিয়ে কয়েক জায়গায় ছোয়া দিল, এরপর গায়ের জোরে বাড়ি বসাল। আমার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অবশ্য কোন মাছ ধরা পড়ল না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখব, আমার জন্যে দুটো মাছ ঠিকই অপেক্ষা করছে।

আমার ধারণা ঠিক প্রমাণিত হল।

আমার হাতের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা। আর এক হাত দিয়ে ল্যাসির লেজ ধরে রেখেছে। উঠে বসতে চাইলাম, কিন্তু ওকে তখনই জাগাতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ দেখতে লাগলাম ওর ছোট বুকটা ঘুমের তালে ওঠা নাম করছে। আরো পাঁচ মিনিট পরে দু'জনকে ডেকে তুললাম ঘুম থেকে।

আমার হিসেব অনুযায়ি ইয়োকু আর তানানা নদীর মিলনস্থলে পৌছুতে আর দশ মাইল পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এরপর ওখান থেকে ক্যানোর কাছে পৌছুতে আরো আট নয় মাইল।

খেতে খেতেই দৌড়োতে লাগলাম আমরা।

এর পরের দিনটাও একই রকম গেল। একটাই পার্থক্য–আগের দিনের চেয়ে তিন মিনিট কম সূর্যালোক।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ল্যাসির ভাষ্যমতে আমি ঘুমিয়ে পড়ার বারো ঘন্টার পর থেকে ঝড় শুরু হয়। এর এক ঘন্টা পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে।

ভাগ্যিস বালুতটে উঁচু জায়গায় ঘুমিয়েছিলাম আমি। না-হলে নদীর বাড়তি পানি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত আমাকে। পানির উচ্চতা আগের দিনের চেয়ে তিন ফিট বেড়ে গেছে দেখলাম, আর আগের দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হচ্ছে স্রোত।

এই বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচানোর মত কোন আশ্রয়ই নেই আশেপাশে। মাছ ধরা আর ফল সংগ্রহ করাও অসম্ভব। পুরো দিন না খেয়ে থাকতে হল।

BanglaBook.org

৩ জুলাই
সূর্যোদয় ৩:৩২

ভারি বর্ষণের কারণে ঝোপঝাড়গুলোর অবস্থা একদম করুণ। ওপিক যে কয়টা ফল খুঁজে পেল সবগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে, আর না-হলে চেনা যাচ্ছে না। নদীর পানি এত ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যে, মাছ ধরার সুযোগও পাচ্ছে না ছেলেটা।

আমিষের স্বল্পতার প্রভাব টের পাচ্ছি। বুকের প্রতিটা পাঁজর হাত দিয়ে গুণতে পারি আমি। ওগুলোর ওপর দিয়ে মসৃণভাবে আঙুল বোলানো যায় না, আটকে যায়। আমার ট্রাউজার ঢিলে হয়ে যাওয়াতে শক্ত করে বেধে রেখেছি। তা-ও মাঝে মাঝে কোমর থেকে নেমে যাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলাস্কার বুনো অঞ্চলে এগার দিন কাটানোর পরে আমার ওজন প্রায় পনের পাউন্ড কমে গেছে।

গত দিন বৃষ্টির মাঝে হাঁটার মধ্যেই তানানা আর ইয়োকু নদীর মিলনস্থল পেছনে ফেলে এসেছি। এবার বুঝেছি গতবার কেন চোখে পড়েনি। ওখান দিয়ে ঘন হয়ে জন্মেছে ঘাস। ভালো মত না তাকালে বোঝাই যায় না অন্যপাশে কি আছে।

বৃষ্টি তুলনামূলক কম হওয়াতে ইয়োকু নদীর পানিও কমে গেছে। ফলে আবার বালুতটের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটতে পারছি আমরা।

ল্যাসি আমার হাতে থাকে আর ওপিক পেছন পেছন পেছন দৌড়ায়। মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্যে ল্যাসিকে ওপিকের কোলেও দেই। সবসময় এই আশায় থাকি যে কখন ঐ তিনটা পাথর আর উল্টিয়ে রাখা ক্যানোটা চোখে পড়বে।

তিনটা চল্লিশের সময় পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য বেরিয়ে এল।

এক মাইল পর থামলাম আমি।

"ওখানে," এই বলে হাতের বৈঠাটা দিয়ে বাঁকের অন্যপাশের তিনটা পাথরের দিকে দেখালাম।

কিন্তু কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে।

ক্যানোটা।

চিহ্নও নেই ওটার।

3:21 am

BanglaBook.org

“নদীতে ভেসে গেছে,” বলতে লাগলাম, “ভেসে গেছে।”

এখন পাথরগুলোর প্রায় পনের ফিট নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। কিন্তু ভারি বর্ষণের ফলে নিশ্চয়ই উচ্চতা বেড়ে গেছিল বহুগুণে। এটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল আমার। কিন্তু আসেনি, অতিরিক্ত আশাবাদি আমি!

ওপিক একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওখানেই ক্যানোটা রেখেছিলাম আমি দু'সপ্তাহ আগে। বেচারার মাথায় কি ঘুরছে কে জানে? হয়ত আমার মাথায় যা ঘুরছে সেটাই, আবার আগের অবস্থাতেই ফেরত গেছি আমরা। নাকি একশ চল্লিশ মাইল দূরের ইন্ডিয়ান গ্রামটার কথা ভাবছে?

ম্যাপটা খুলে সামনে বিছালাম।

এর এক মিনিট পরে একটা কাঠি নিয়ে বালিতে লেখা শুরু করলাম।

হারিয়ে গেছি। আজ ৩ জুলাই। এখন নদীর পার ধরে ফেয়ারব্যাঙ্কসের দিকে রওনা হচ্ছি। হেনরি বিনস, ল্যাসি আর ওপিক।

লেখা শেষ করে বললাম, “চল, আবার শুরু করা যাক।”

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৩

৪ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৩৫

ঘুম থেকে উঠে শুনি ল্যাসি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর ওপিকের মুখ আমার থেকে এক ইঞ্চি দূরে। এর আগের দিন বিশ মিনিটের মত দৌড়ানোর পর বালুতটে ঘুমোনোর জন্যে ভালো একটা জায়গা বের করে ক্যাম্প করি আমরা।

"কি হয়েছে?" লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম। "বল্গা হরিণ? নাকি ভাল্লুক?"

মিয়াও।

"তোরা খুঁজে পেয়েছিস ওটাকে?"

মিয়াও।

"ক্যানোটার সন্ধান পেয়েছিস তোরা?" ল্যাসির উদ্দেশ্যে এটা বলে ওপিককে কোলে তুলে নাচতে লাগলাম। গতদিন একারণেই ইয়োকু নদী ধরে এদিকটায় রওনা হয়েছিলাম। স্রোতের টানে নৌকাটা ভেসে এদিকে আসার সম্ভাবনাই বেশি। কিনারার ভাসমান গাছের গুড়িগুলোর সাথে আটকে থাকতে পারে ওটা।

অন্তত একবারের জন্যে হলেও তো ভাগ্য আমাদের সহায় হল!

দ্রুত ক্যাম্প গুটিয়ে ইয়োকু নদী ধরে দৌড়াতে লাগলাম আমরা। এখনও অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি চারপাশে। সূর্য উঠতে আরো প্রায় তিরিশ মিনিট। তবে এই হালকা আলোতেও নদীর অপর তীরে ক্যানোটা দৃষ্টি এড়াল না।

বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে কাপড়চোপড় খুলে, শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যারটা পরে পানিতে ঝাঁপ দিলাম, হাতে বৈঠাটা। পানি একদম ঠান্ডা। হাড্ডি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে অপর পাড়ে পৌছানোর জন্যে সাঁতার কাটতে লাগলাম।

প্রায় আধমাইল সাঁতরে অন্যপাশে পৌছে ক্যানোটা যেখানে আটকে আছে সেখানে দৌড়ে গেলাম। পাঁচ মিনিট লাগল ঝোপঝাড় থেকে ওটাকে

BanglaBook.org

মুক্ত করতে, আরো পাঁচ মিনিট লাগল বৈঠা মেরে ওটাকে এপাশে নিয়ে আসতে। ল্যাসি আর ওপিক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘড়িতে এখন তিনটা আটাশ।

ঠান্ডায় আমার হাত পা কাঁপছে। ওপিক দ্রুত আমার গায়ে কেবিন থেকে সংগ্রহ করা পশমি কোটটা চাপিয়ে দিল।

দশ মিনিটের জন্যে উধাও হয়ে গেল ছেলেটা। যখন ফিরে আসল তখন হাত ভর্তি বাদাম। মাথা নেড়ে বোঝাল এটুকুই জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে।

আমাদের মধ্যকার ভাব প্রকাশের ধরণটা আসলেও অদ্ভুত। আমি মাত্র দশদিন ধরে আছি ছেলেটার আশেপাশে, তবুও ও যখন হাত পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাল, তুমি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আমি দেখি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কিন, এরপরে আলো ফুটলে ক্যানোতে চড়ে রওনা হব আমরা–বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তিনটা বিয়াল্লিশের সময় সূর্যের সোনালি আভায় যাত্রা শুরু করলাম আমরা।

৫ জুলাই
সূর্যোদয় ৩:৩৯

পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখনও আমরা ইয়োকু নদীতে। ওপিকে ক্যানোর পেছনের সিটটাতে বসে আছে, হাতে বৈঠা। ওর কাছে গিয়ে বৈঠাটা আমাকে দেয়ার জন্যে ইশারা করলাম।

"একটু বিশ্রাম নাও তুমি।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ও।

আশেপাশে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। নদীর প্রস্থ বেড়ে গেছে আগের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলছে ক্যানোটা। কিন্তু অন্য কোন মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ল না। না কোন আগুন, না কোন মাছ ধরার নৌকা।

একদম একা আমরা। ভাবতে লাগলাম ওপিক আর ল্যাসি কোন এক পর্যায়ে ক্যানোটা তীরে ভিড়িয়েছিল কিনা। একটু পরেই উত্তর পেয়ে গেলাম যখন ওপিক আমার দিকে অনেকগুলো বাদাম আর ফলমূল বাড়িয়ে দিল। দ্রুত খেয়ে নিয়ে ওকে বললাম, "এবার ঘুমোও একটু।"

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল ও জবাবে। আমার কোলে এসে বসল ল্যাসি।

"তোদের চোখে উদ্ধার পাবার মত কিছু পড়েনি তাহলে গতকাল।"

মিয়াও।

"আচ্ছা। তুই ঠিক আছিস?

মিয়াও।

"ওহ্, ডায়রিয়া।"

লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। আসলে আমি অবাকই হয়েছি, পেটের অসুখ হতে এত সময় লাগল। প্রথম দু-দিন সরাসরি নদীর পানি খাওয়ার পর ভেবেছিলাম তখনই অসুবিধা হবে কিন্তু কিছুই হয়নি। এরপরে তো ওপিকের পদ্ধতিতে পানি খেয়েছি আমরা, যা মোটামুটি নিরাপদই বলা চলে। আমার মনে পানি থেকে না, অন্য কোন খাবার থেকে এরকমটা হয়েছে। হয়ত আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় ডাঙায় নেমে কিছুতে মুখ দিয়েছিল ও কিংবা আসলেই কিছু একটা হয়েছে।

আমার কথা প্রমাণ করতেই যেন বমি করা শুরু করল ল্যাসি। বমি করে কিছুক্ষন আমার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকল।

আলেক্সান্দ্রিয়ায় থাকলে এতক্ষণে ওকে নিয়ে স্কুটারে করে পশু ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হতাম।

ওকে সাহায্য করতে পারব না আমি এ মুহূর্তে, কিন্তু ইন্ডিয়ান গ্রামটায় পৌছানোর আগ পর্যন্ত সাহস জোগাতে পারব। ওকে কোলে তুলে নিলাম।

আস্তে আস্তে গোঙাতে লাগল বেচারা।

"কালকেই সাহায্য খুঁজে পাব আমরা, দেখিস।"

মিয়াও।

"সুযোগ হল না? কিসের সুযোগ?"

মিয়াও।

"মেরু শিয়ালের সাথে কি?"

মিয়াও।

"তুই আর ঠিক হলি না," একমাত্র ল্যাসির পক্ষেই এমন পরিস্থিতিতে এই কথা ভাবা সম্ভব।

ওপিকের দিকে তাকালাম। শান্ত ভঙ্গিতে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা।

নিচু হয়ে ঝুঁকে মুখটা ওর কানের কাছে নিয়ে আস্তে করে বললাম, "আমার আর ইনগ্রিডের ছেলেটা যেন একদম তোমার মত হয়।"

ভূমিকম্পের পরে ঠিক আছে তো ইনগ্রিড আর আমাদের বাচ্চাটা?

BanglaBook.org

এরপরের আধা ঘন্টা বৈঠা বাইলাম দ্রুতগতিতে, আর আশেপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগলাম।

পৌনে চারটার সময় নদীর দক্ষিণ তীরে নৌকা ভিড়ালাম এই আশায় যে, বালুতটের দেখা পাব, কিন্তু গিয়ে দেখি কেবল বুনো ঝোপঝাড়।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় ওপিককে ডেকে তুললাম।

"এবার তোমার পালা।"

হেসে আমার হাত থেকে বৈঠাটা নিয়ে নিল ও।

আমি তীরের দিকে দেখালে মাথা নাড়ল।

সামনে বালুতট চোখে পড়লে নৌকা ভিড়িয়ে বিশ্রাম করবে।

হাত দিয়ে পানিতে বাড়ি মারার ভঙ্গি করে দেখালাম।

"ফিশি!" হেসে বলল ও।

নিচু হয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

৬ জুলাই
সূর্যদোয়–৩:৪৩

ঘুম থেকে জেগে দেখি পুরোপুরি ভিজে গেছি আমি।

ঠান্ডায় কাঁপতে লাগলাম। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে উঠে বসলাম আমি।

একটা বিশাল ঢেউয়ের ওপর উঠে গেল নৌকাটা। পরমুহূর্তেই পড়ে গেল নিচে। আবার পানির ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিল পুরো শরীর। নৌকার ভেতরেই তাল হারালাম।

ভয়ানক দুলছে ক্যানোটা, মনে হচ্ছে উল্টেই যাবে।

আবার উঠে বসলাম।

ওপিক ভয়ে গুটিয়ে আছে, আতঙ্কে চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেছে। ওর পাশে বসে থাকা ল্যাসিরও একই অবস্থা।

"কি হচ্ছে–"

ঠিক এই মুহূর্তে আরেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের ওপর। কোনমতে সোজা হয়ে ভেসে থাকল নৌকাটা।

শক্ত করে ক্যানোর পাটাতন ধরে বসে থাকলাম। নদীর একটা সরু অংশ দিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। আমরা এখন পুরোপুরি ঢেউ আর পাথরের মর্জিতে আছি। একজন দক্ষ গাইডকেও এই দুর্গম অংশ দিয়ে নৌকা চালানোর সময় কয়েকবার ভাবতে হত।

কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে। ওপিকের দিকে ফিরে তাকালাম।

"বৈঠাটা কোথায়?"

জবাবে মাথা ঝাঁকাল ও।

নেই।

বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে বসলাম। আরেকদফা বিরাট ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

পাঁচ সেকেন্ড পরে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল নদীটা।

পরের সোয়া মাইলের মত শান্তই থাকবে মনে হয়। কিন্তু তবুও ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।

BanglaBook.org

"ল্যাসি তুই ঠিক আছিস," আমার দুই সহযাত্রির দিকে নজর দিতে দিতে বললাম।

পুরোপুরি ভিজে গেছে ও। কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে, ওজন দুই পাউন্ডও হবে কিনা সন্দেহ।

"তোর কি এখনও শরীর খারাপ লাগছে?"

কোন উত্তর এল না।

মোটেও ভালো লক্ষণ নয় এটা।

ওপিক কাঁদছে। আমি জানি না বৈঠাটা কিভাবে হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেটার জন্যে অপরাধবোধে ভুগছে ছেলেটা।

"ঠিক আছে, কোন ব্যাপার না। ওটুকু পার হয়ে এসেছি আমরা।"

আমি বৈঠার মত করে হাত দিয়ে পানিতে ধাক্কা দিতে লাগলাম। নদীর প্রস্থ এখানে কম। আমরা যদি তীরের পনের ফিটের মধ্যেও যেতে পারি, তাহলে একটা গাছের ডাল ধরে তীরে ভিড়তে পারব। ওখান থেকে একটা গাছের ডাল ভেঙে না-হয় বৈঠা বানিয়ে নিব।

"শিট!"

সামনে এই অন্ধকারের মধ্যেও ফেনা দেখা যাচ্ছে পানির ওপর।

তীরে ভেড়ার মত সময় নেই আমাদের হাতে।

"সামনের দিকে যাও," হাত নেড়ে জোরে নির্দেশ দিলাম ওপিককে।

সামনের বসার জায়গাটাতে চলে গেল ও।

আমি পেছনের দিকে থাকলে একটা ভারসাম্য থাকবে এই ভেবে পেছনে গিয়ে বসলাম দ্রুত। একহাতে ল্যাসির কলার ধরে রেখেছি। বললাম, "শক্ত করে ধরে বস।"

ঠিক এই সময়ে দুটো পাথরের ভেতরে ঢুকে গেল নৌকাটা। জোরে বাড়ি খেয়ে তীব্র স্রোতের প্রভাবে সামনেই যেতে লাগল। বড় একট ঢেউ এসে ধাক্কা দিল নৌকাটাকে। ডানদিকে ঘুরে গেল সেটা, একটা পাথরের গায়ে বাড়ি খেল।

ওপিক তাল সামলাতে না পেরে উধাও হয়ে গেল নৌকা থেকে।

"ওপিক!"

ক্যানোটা লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এ সময়। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালাম। ওপিকের ছোট মাথাটা ভাসতে দেখলাম একবার। এরপর আবার ডুবে গেল।

হায় ঈশ্বর!

BanglaBook.org

ক্যানোটা সামনে এগোতে লাগল। আমি ওপিকের খোঁজে পানিতে চোখ বোলাতে লাগলাম।

"কই গেল!"

অবশেষে আবার দেখতে পেলাম ওকে। আমাদের থেকে চল্লিশ ফিট বামে, অসহায়ের মত হাত ছুঁড়ছে। ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। এই বুনো অঞ্চলে টিকে থাকার সব পদ্ধতি জানলেও সাঁতার জানে না ছেলেটা।

একবার ল্যাসির দিকে তাকালাম, তারপর ওপিকের দিকে।

মিয়াও।

"অসম্ভব!"

মিয়াও।

"কিভাবে–

মিয়াও।

লাফ দিলাম ক্যানো থেকে।

দুই সেকেন্ড পরে ওপিকের শরীর আমার সাথে ধাক্কা খেলে ধরে ফেললাম ওকে।

ল্যাসিকে শেষবারের মত দেখলাম ক্যানোর ওপর থেকে অসহায়ের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

3:21 AM

যখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর তখন একদিন বাবার সাথে লড়েছিলাম আমি। বাবা এখন যে বাসাটাতে থাকেন সেটারই ড্রয়িং রুমে। নাস্তা শেষ করে সেদিন কেবলই অংক করতে বসেছি, বাবা এটা ভালো মতনই জানেন যে প্রতিদিনকার জন্যে বরাদ্দ ষাট মিনিট থেকে বিশ মিনিট অঙ্ক করতে কতটা বিরক্ত লাগে আমার। তাই তিনি বলতেন আমি যদি কুস্তির লড়াইয়ে তাকে হারাতে পারি তাহলে আগামি দিনের 'শাস্তি' থেকে আমার মুক্তি।

বেশ কয়েকবারই লড়েছি আমরা। কিন্তু প্রতিবারই ঐ ছোটখাটো মানুষটা মেঝেতে ধরে চেপে ধরতেন আমাকে আর গুনতেন, "এক হাজার এক...এক হাজার দুই...এক হাজার তিন!" এরপর বিজয় নৃত্য জুড়ে দিতেন।

এটা আমি জানতাম, আমাকে অল্পের ওপর দিয়েই পার পেয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু সেদিনকার লড়াইয়ে তিনি এটা জানতেন না, গত ছয়মাস ধরে

Banglabook.org

আমি ওনাকে অল্পের ওপর দিয়ে পার হয়ে যেতে দিচ্ছি। ঐ ছমাস আমি আমার 'ব্যক্তিগত' দশ মিনিট বুক ডন করে কাটিয়েছি। যদিও আমাকে দেখে কেউ বুঝবে না, কিন্তু স্বাস্থ্যের একটু হলেও উন্নতি হয়েছে। শক্তিও বেড়েছে।

আর সেদিনই সব অনুশীলন কাজে লাগিয়েছিলাম।

চুলোয় যাক বীজগণিত।

"এতদিন লুকিয়ে কি খাচ্ছিলে তুমি?" বাবা দুই মিনিট পরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হেসে তার প্যাঁচ থেকে বের হয়ে গেলাম।

এরপরের বাবার দুবারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলাম অনায়াসেই। বুঝতে পারলাম , ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তিনি।

তার ওপরে উঠে গেলাম, এরপর দুই পা দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে আটকে ফেললাম প্যাঁচে। নড়তেও পারছে না।

"তুমি কি আমাকে আটকে ফেললে নাকি?" বাবা মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলেন।

"ইয়েস স্যার," আরো শক্ত করে আটকে ধরে বললাম।

"এক হাজার এক...এক হাজার দুই...এক হাজার তি–"

শেষ মুহূর্তে এক ঝটকায় ছুটে গিয়ে আমাকে নিচে চেপে ধরলেন বাবা। এরপর ওপর থেকে বললেন, "তুমি কি আসলেও ভেবেছিলে আমাকে হারিয়ে দেবে?"

"ধুর," হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

আমার ওপর থেকে সরে যেতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সরার সময় তার পুরো ভর গিয়ে পড়ল আমার ডান পায়ের পাতার ওপর। মট করে শব্দ করে ভেঙে গেল ওটা।

দশ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পৌঁছে যাই আমরা। ডাক্তাররা হাড্ডি ঠিকমত বসিয়ে প্লাস্টার করে দেয়।

ততক্ষণে চারটা বেজে যায় আর পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি বিছানায়।

পায়ের সাদা প্লাস্টারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিলাম। আগেরদিন ভেবেছিলাম ওখানে সাইন করে দেয়ার মত কেউ নেই। কিন্তু বাবা সারা হাসপাতালে হুইল চেয়ারে করে ঘুরিয়েছিলেন আমাকে আর সবাইকে দিয়ে সাইন করিয়েছিলেন ওখানে।

BanglaBook.org

কিন্তু ওপিকের কোন প্লাস্টার নেই সাইন করার মত।

পানিতে পড়ে যাবার পরে কোন এক সময় ওর পা নিশ্চয়ই শক্ত কোন পাথরের সাথে বাড়ি খেয়েছিল অনেক জোরে। বাম পাটা গোড়ালি থেকে বিশ ডিগ্রি বিশ্রিভাবে ঘুরে আছে। কিন্তু ওটুকুই সব নয়, পেটের কাছটাতে বিরাট একটা ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়েছে। হা হয়ে আছে জায়গাটা, গলগল করে রক্ত পড়ছে।

আমি আমার টি-শার্ট ছিড়ে ওটা দিয়ে কেটে যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরলাম।

ওপিক চিৎকার করে উঠল।

ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটা এগার।

উনপঞ্চাশ মিনিট।

আরো পাঁচ মিনিট ওর ক্ষতস্থানে টিশার্টটা চেপে ধরে রাখলাম। এরপরে সরিয়ে নিয়ে দেখি রক্তে ভিজে গেছে ওটা। এখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। তবে এই অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারছি যে ক্ষতটা মারাত্মক। চামড়া ফেড়ে আছে, ভেতরে হাড্ডি পর্যন্ত ফুটে উঠেছে।

ওপিক চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

পায়ের ব্যথায় নাকি কাটা স্থানের জ্বালাপোড়ায় তা বুঝলাম না।

অসহায়ের মত লাগছে। কি করব কিছুই বুঝছি না।

ওকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া দরকার এখনই। পনেরটার মত সেলাই লাগবে আর পা-টাও ঠিকমত ঘুরিয়ে দিতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরি ভিত্তিতে লাগবে ব্যথার ওষুধ।

কি কি করতে হবে মনে মনে ঠিক করে নিলাম।

ওপিকের হাতটা নিয়ে টিশার্টের ওপর রেখে বললাম, "চাপ দিয়ে রাখো!"

এরপর ওর পায়ের কাছে চলে গেলাম।

"ব্যথা করবে ভীষণ," বললাম ওর উদ্দেশ্যে।

এরপর জুতো ধরে ওর পা-টা ঘুরিয়ে দিলাম।

ওপিকের এবারের চিৎকারের কাছে আগের চিৎকারটা কিছুই না।

ওর পায়ের নিচে বালি দিয়ে দিলাম, যাতে উঁচু হয়ে থাকে ওটা।

"আমি জানি খুব ব্যথা করছে বাবু," ওর হাতে চাপ দিয়ে বললাম। "কিছু জিনিস জোগাড় করতে হবে আমাকে। এখনই আসছি!"

দাঁত চেপে কোনমতে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

BanglaBook.org

তিনটা বাইশ বাজছে।

দিনের আলো ফুটতে এখনও বিশ মিনিট। কিন্তু চলাফেরা করার মত যথেষ্ট আলো আছে। দশ মিনিট লাগল ঝোপটা খুঁজে বের করতে যেটার পাতা থেকে জেল বানিয়ে ল্যাসিকে লাগিয়ে দিয়েছিল ওপিক।

পাতাসহ দুটো ডাল তাড়াতাড়ি ভেঙে নিলাম। এরপর আরো শক্ত দেখে গাছের ডাল খুঁজতে লাগলাম যেটা থেকে লাঠি বানানো যাবে।

ওপিকের কাছে বালুতটে যখন পৌছলাম তখন ঘড়িতে সময় তিনটা তেতাল্লিশ।

বাচ্চাটা এখনও কাঁদছে।

এখনও চিৎকার করছে।

দুটো লাঠি ওর ভাঙা পা'টার দুপাশে রেখে জুতোর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তাহলে নড়াচড়া কম হবে। পাগলের মত কাতরাচ্ছে ছেলেটা।

এরপর পাতাগুলো ছিড়ে পানিতে ভিজিয়ে হাত দিয়ে পিষতে লাগলাম যতক্ষণ না জেলের মত পদার্থ না বের হয়।

ওপিকের ক্ষতস্থানটা থেকে টি-শার্টটা সরিয়ে পানি দিয়ে পরিস্কার করে দিলাম। সূর্যের আলোয় এখন ওটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চার ইঞ্চির মত হা হয়ে আছে জায়গাটা। হাতের জেলগুলো আস্তে করে ওখানে লাগিয়ে দিতে থাকলাম। প্রতিবার হাত ছোঁয়ানোর সাথে চিৎকার করে উঠছে ছেলেটা। কিন্তু এখন একটু নেতিয়ে পড়েছে।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় ওর মাথাটা আমার কোলের ওপর নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

"ঠিক হয়ে যাবে, বাবু।"

দুই মিনিট পরে কান্না বন্ধ হয়ে গেল ওর।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

৭ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৪৭

সূর্য আর মশা দুটোই ঝাল মিটিয়েছে আমার খোলা পা-টার ওপর। বালিতে উঠে বসতে বসতে চুলকে নিলাম জায়গাটা। ওপিক যেখানে শুয়ে আছে সেদিকে গেলাম। ওর বাম পা ফুলে আছে বেঢপভাবে। কালচে নীল হয়ে আছে ওপরের আকাশের মত।

ওর পাশ থেকে বালিতে গভীর একটা দাগ শুরু হয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওটা দেখে বুঝলাম এক পর্যায়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ওখানে গেছিল ছেলেটা। কতটা কষ্ট সহ্য করে কাজটা করতে হয়েছে ভাবতেই খারাপ লাগল। অথচ পাশেই কাজ সারতে পারত ও।

এরপরে কিছুক্ষণ খাবারের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরলাম। কিন্তু অল্পসংখ্যক বেরি ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। ওখান থেকে দুটো নিজের জন্যে রেখে বাকিটুকু ওপিককে খাওয়াতে লাগলাম। চোখ বন্ধ করে গিলতে লাগল ও। বালিতে গর্ত করে ওখান থেকে একটু একটু করে পানি নিয়ে খাওয়ালাম ওকে। তারপর কোলে করে লম্বা একটা পাথরের পাশে নিয়ে গেলাম ওকে। ওর ওজন মাত্র চল্লিশ পাউন্ড। কিন্তু আমার এই দূর্বল অবস্থায় ওটাকেই একশ কেজি বলে মনে হচ্ছে।

একটা লাঠি নিয়ে নদীতে নেমে পড়লাম। ওপিক যেভাবে মাছ ধরে সেভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না।

BanglaBook.org

৮ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৫১

ইনগ্রিডের সাথে বসে কেবিনের বারান্দা থেকে প্রথমবারের মত সূর্য দেখার দিনটাকে এখন মনে হচ্ছে কয়েক যুগ আগের ঘটনা। সূর্যের মাহাত্ম্য তখনও ঠিকমতো বুঝিনি আম। হ্যা, আমার সাদাকালো জীবনকে সেদিন কিছুটা রঙ্গিন করেছিলো ঠিকই, কিন্তু এই কয়দিনে আলাস্কার এই বুনো অঞ্চলে দিনাতিপাত করে ওটার গুরুত্ব আরো ভালোমত বুঝতে পেরেছি

আমি। এই সূর্যালোকের কারণেই বেড়ে উঠেছে গাছগুলো, যার ফল খেয়ে বেঁচে আছি আমি।

আমার দেখা সূর্যের শেষ আলোটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করতে ইচ্ছে করছে। কারণ কাল থেকে আমার জাগ্রত থাকা অবস্থায় আর সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি পারছি না উপভোগ করতে। কারন এই সূর্যের আলোতেই ওপিকের ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে। ইনফেকশন হয়ে গেছে ওখানে। আস্তে করে হাত রাখলাম ওর কাঁধে। ওর চিৎকারের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৮ জুলাই
সূর্যোদয়, ৩:৫৮

পাথরদুটো সজোরে বাড়ি লাগালাম। একবার স্পার্ক করল কিন্তু ঘাসে আগুন জ্বলল না। আবার চেষ্টা করলাম। আবার। আবার। হাত থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

আবার ঘষা দিলাম জোরে।

"জ্বল্, জ্বল্!"

এবার একটা ঘাসে আগুন ধরল। ওর ওপর আরো কিছু শুকনো ঘাস ছড়িয়ে দিলাম। ওগুলোও জ্বলতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরে গাছের ডালটা সাবধানে রাখলাম আগুনের ওপর। ফুঁ দিতে লাগলাম। ওটাতেও ধরল আগুন। এরপর আশেপাশে থেকে জোগাড় করা সবগুলো ডালপালা একে একে ছড়িয়ে দিলাম আগুনের ওপর।

দুই মিনিট পরে দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো ওগুলো। দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত টিকতে হবে এই আগুনকে।

ওপিকের পাশে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখনও জ্বলছে আগুন।

BanglaBook.org

১০ জুলাই
সূর্যোদয়, ৪:০০

ওপিকের কপাল থেকে কালকের ঐ আগুনের মতই উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ঐ আগুন দেখে কেউ উদ্ধার করতে আসেনি আমাদের। গত দু-দিনে আমরা কেউই কিছু খাইনি। ওর গোল গালদুটো শুকিয়ে হাড্ডি বেরিয়ে এসেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও কমে গেছে।

হাত দিয়ে পানি খাওয়ালাম ওকে।

"সব ঠিক হয়ে যাবে," মিথ্যে বললাম। "আমাদের কেউ না কেউ উদ্ধার করবেই। আমাকে আর তোমাকে।"

প্রতিটা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট করতে হচ্ছে আমাকেও। আবারো সবকিছু ঘোলা ঘোলা দেখছি। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর তীরে গেলাম।

দুই চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

"কেউ আছেন? সাহায্য করুন আমাদের! খাবার দরকার আমাদের! আর অ্যান্টিবায়োটিক! কেউ শুনতে পাচ্ছেন?" চিৎকার করতে লাগলাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। সংখ্যাগুলো নাচতে লাগল আমার চোখের সামনে।

তিনটা আটত্রিশ। তিরিশ মিনিট ধরে চিল্লাচ্ছি আমি।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এরপর আরো সোয়া মাইল গেলাম তীর ধরে। হাতদুটো গোল করে শুকনো ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলাম।

"কেউ আছেন?"

১১ জুলাই
সূর্যোদয়, ৪:০৫

"ওপিক, ওপিক," ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম। উঠে বসতে চাই আমি। ওর ওপর নজর রাখতে চাই, যদিও জানি এতক্ষণে মারা গেছে ও। তবুও না দেখলে তো নিশ্চিত হতে পারব না।

নিশ্চিত হতে পারব না এ ব্যাপারে যে, ওকে বাঁচাতে পারিনি আমি।

শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলা শুরু করলাম, "আমার বাসায় লাল রঙের বড় একটা খাম আছে।"

এটুকু বলে লম্বা একটা শ্বাস নিলাম।

"আমার মা'র ফাইল আছে ওটার ভেতরে। খুব খারাপ খারাপ কাজ করেছেন তিনি। অন্যদের প্রতি, আমার প্রতিও। ওনার কারণেই সারাদিনে মাত্র একঘন্টার জন্যে জেগে উঠি আমি। স্লিপ অ্যামপ্লিফিকেশন না কী যেন করেছেন তিনি। নিজের ছেলের সাথে কেউ করে এমনটা? কিন্তু ওটা নিয়ে ভাবিও না আমি। ওপিক? তুমি কি শুনছ ওপিক? আমি মা'র সম্পর্কে সত্যটা জানতে চাই না। আমি যদি খামটা না খুলি তাহলে একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, তিনি হয়ত আসলে অতটা খারাপ নন, যতটা ওরা বলেছে। তিনি শুধু আমাদের ফেলে চলে গেছেন।"

BanglaBook.org

"এখান থেকে ফিরতে পারলে তিনটা কাজ করব আমি। ইনগ্রিডকে খুব করে আদর করব। এরপরে বলব, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, আমি খুশি, আমরা বাবা-মা হতে যাচ্ছি। তারপর দোকানে গিয়ে একটা বিড়াল কিনব। একটা পুসি। ল্যাসিকে পাওয়ার আগে আমি জানতামও না, একটা বিড়ালকে এতটা ভালোবাসা যায়। ওর মত আর কেউ নেই। যদিও একটু বদ টাইপের। তা-ও। তোমার কি মনে হয় ওপিক? এসব করার পর কি করব জানো? ঐ খামটা খুলব।

"আমাকে জানতেই হবে, বুঝেছ। জানতে হবে, তিনি আসলেও খারাপ কিনা। আর শুধু ওটাই না। বাবার সম্পর্কেও জানবো। আমার ওপর যখন এক্সপেরিমেন্ট করছিল মা, তখন কোথায় ছিলেন তিনি? বেজমেন্টে? ঐ ফালতু বেজমেন্টটাতে? যেখানে ওনার একেকটা অদ্ভুত রকম শখের জিনিসগুলোর কবর দেয়া হয়। ওখানে কি লুকানো আছে জানো? সারি সারি বাক্স। হয়ত আমার মা'র জিনিসপত্র। একবারে ক্রিসমাসে আমরা, মানে আমি, ল্যাসি আর ইনগ্রিড গেছিলাম ওগুলোর ভেতরে কি আছে দেখতে। ও হ্যা, মারডক ও ছিল। শুনতে পাচ্ছ? ওপিক? কি দেখলাম জানো? বাক্সগুলো গায়েব।

"ওপিক। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? এর পরের দিন প্রায় খুলেই ফেলেছিলাম খামটা। কিন্তু খুলতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। যদি আজ পর্যন্ত আমার বাবা সম্পর্কে যা যা জানি ওগুলোও মিথ্যে হয়?"

ওপিকের উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মারা গেছে ও।

ইনগ্রিড।

ল্যাসি।

ওপিক।

সবাই মৃত।

"ওখানে। দেখতে পাচ্ছি!"

"পেয়েছি মনে হয় ওদের। নদীর তীরে, দেখে মনে হচ্ছে দু'জন।"

চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করলাম।

একটা আলো এসে পড়ল আমার চোখে।

"হেনরি? কেউ জিজ্ঞেস করল।

পরিত্রাণ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

২০শে জুন

"হেনরি?"

চট করে চোখ খুলে গেল আমার। ঘরটা পুরোপুরি সাদা। আমার ডান হাতের সাথে একটা আইভি নল লাগানো।

"কোথায় আমি?" জিজ্ঞেস করলাম। "এটা কি ফেয়ারব্যাঙ্কসের হাসপাতাল? ওপিক কোথায়? ও কি বেঁচে আছে?"

একজন ডাক্তার ঝুঁকে আছেন আমার ওপর। তার পরণে নীল রঙের অ্যাপ্রন, আর মুখে সাদা মাস্ক।

"ঘুম ভালো হয়েছে আপনার?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। আমার মাথা ঠিকমত কাজ করছে না, কিন্তু ওটাই স্বাভাবিক। "হ্যা, ভালোই ঘুমিয়েছি। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে ধন্যবাদ।"

তিনি ঘাড় বাঁকা করে আয়নার ওপাশে কার দিকে যেন তাকালেন। তার মাস্ক আর মাথার ক্যাপের মধ্যে দিয়ে শুধু কুঁচকানো ভ্রু জোড়া দেখা যাচ্ছে।

"ওপিক আছে এখানে? ইনগ্রিড?"

আমার কথা কানেও তুললেন না তিনি।

এসময় দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে ঢুকল।

কালো স্যুট পরা একজন লোক আমার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যালো, মি. বিনস।"

"আপনিই কি আমাদের খুঁজে পেয়েছেন নদীতীর থেকে?"

তার প্রতিক্রিয়াও ডাক্তারের মতনই হল। ঘাড় কাত করে ভ্রুজোড়া কুঁচকিয়ে রাখলেন।

"আপনি কি জানেন আজ কত তারিখ, মি. বিনস?"

কিছুক্ষণ ভাবলাম, "জুলাইয়ের বারো তারিখ।"

আবারো একই প্রতিক্রিয়ার পুণরাবৃত্তি।

"ইনগ্রিড কোথায়? ও কি ঠিক আছে?"

ঘুরে চলে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

দীর্ঘ দুই মিনিট পার হল। খেয়াল করে দেখলাম আমার কেবিনটাতে কোন চেয়ার কিংবা টেলিভিশন নেই।

ইন্টারকমে একটা আওয়াজ ভেসে আসল এই সময়, "ইনগ্রিড নিরাপদে আছে।"

"ভূমিকম্পের হাত থেকে বেঁচে গেছে ও?"

একটা দীর্ঘ বিরতি।

"কোন ভূমিকম্প হয়নি," জোরে ইন্টারকম থেকে উত্তর এলো।

"হয়েছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব! নিজের চোখে বিল্ডিংগুলো ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি।"

একটা দরজা খুলে গেল। পায়ের আওয়াজ শুনলাম। এবার একজন মহিলা। তার পরনে একটা লম্বা জ্যাকেট। ধূসরাভ চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা। মুখের ওপর সার্জিক্যাল মাস্ক।

"ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌঁছুনো সম্ভব হয়নি তোমার পক্ষে।"

"হ্যা, আমি পৌঁছেছিলাম।"

"পাইলটরা তোমাকে আমাদের ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে এসেছিল, মনে নেই?"

"আপনি পাগল নাকি? আমি ফেয়ারব্যাঙ্কসে গেছিলাম। এরপরে একটা মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল। আমি যে ব্রিজের ওপর ছিলাম সেটা ভেঙে নদীতে পড়ে যাই ল্যাসিসহ। এরপরে ওখান থেকে প্রায় একশ মাইল ভেসে আলাস্কার বুনো অঞ্চলে চলে আসি। সেখানেই ছিলাম গত একুশ দিন। বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে।"

"তোমাকে দেখে কেউ বলবে না, আলাস্কার বুনো অঞ্চলে তিন সপ্তাহ কাটিয়েছ।"

আমার হাতের দিকে তাকালাম, ওগুলো দেখে মনে হচ্ছে না, একটা মশাও ছুয়েছে আমাকে গত একুশদিনে। পরনের গাউনটা বুক পর্যন্ত খুলে ভিতরে তাকালাম। আশা করছিলাম হাড্ডিসার পাঁজর চোখে পড়বে। কিন্তু ওরকম কিছু দেখলাম না। সব স্বাভাবিক। গালে হাত দিলাম। লম্বা দাড়ি নেই! তার বদলে দু-দিনের না কামানো চাপদাড়ি অনুভব করলাম।

"কি হচ্ছে এসব?"

"কতদিন আলাস্কায় ছিলে তুমি?"

এত কিছুর মাঝে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা কঠিন। বুনো অঞ্চলে ছিলাম একুশ দিন, তার সাথে ভূমিকম্পের আগের দু-দিন। "তেইশ দিন।"

BanglaBook.org

"এর মাঝে কত ঘন্টা জেগে ছিলে তুমি?"

"তেইশ ঘন্টা," ঢোক গিলে বললাম।

মহিলাটা মাথা নেড়ে বলল, "তেইশ ঘন্টা আগে প্লেনে চড়ে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু প্লেনটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

মেরুদণ্ড বরাবর ঠাণ্ডা একটা স্রোত প্রবাহিত হল।

"মানে? কেন? ইনগ্রিড কোথায়? আর এখানে মানে, কোন্ জায়গা?"

"ইনগ্রিড নিরাপদে আছে। বিড়ালটাও। তাদের মৃদু চেতনানাশক দিয়ে প্লেন ছাড়ার আগে গাড়িতে তুলে দেয়া হয়েছিল।"

মৃদু চেতনানাশক? গাড়িতে তুলে দেয়া হয়েছিল?

"আচ্ছা! কিন্তু আমি এখানে কি করছি?" জিজ্ঞেস করলাম। "কোথায় এটা?"

গাঢ় সবুজ চোখের মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো।

"এটা হচ্ছে সর্বাধুনিক জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্রস্থল!"

সবকিছু পরিস্কার হয়ে গেল।

গত তেইশ ঘন্টা ঘুমিয়েছি আমি।

আর আমাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল।

আমার নিজের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে নির্যাতন।

আগের কথা ভাবলাম।

একটা সাদা ঘর।

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত একজন ডাক্তার।

আমার বাহুতে একটা আইভি লাগানো।

কোথায় ওটা?

আমি জানি না।

কোথায় ওটা?

কি কোথায়?

ফ্ল্যাশড্রাইভভটা।

কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভভ?

গোলাপি রঙের তরলে ভরা একটা সিরিঞ্জ।

আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

আইভি নলের মধ্যে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে চাপ দিল লোকটা।

BanglaBook.org

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ওটা স্বপ্ন ছিল না মোটেও, বাস্তবে ঘটেছে। বাকি সবকিছু, কেবিন, সূর্যোদয়, প্রেগন্যান্সি, ভূমিকম্প, নদী, ক্যানো, বল্গা হরিণ, ওপিক, ভাল্লুক, রাগ, ক্ষুধা, যন্ত্রনা, মৃত্যু ওসবই...কল্পনা।

"কি ইনজেক্ট করা হয়েছিল আমাকে?"

"আমাদের গত চল্লিশ বছরের গবেষণার ফসল।"

"দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করে ওটা?"

"অনেকটা ওরকমই।"

দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। জানে, আমার মাথায় কি চলছে। "দুঃস্বপ্নটা আমরা তৈরি করি না। আমাদের কাজ শুধু ঘুমের মধ্যে কিছু ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা। বাকিটা কাজ সাবজেক্টের মস্তিষ্কই করে।"

ভূমিকম্পের পরিসংখ্যান, এস্কিমো-ইন্ডিয়ান অলিম্পিক, বল্গা হরিণ, ভাল্লুক, এসবই ইন্টারনেটে দেখেছিলাম আমি। ইনগ্রিডের প্রেগন্যান্ট হওয়া, ল্যাসির অসুস্থ হয়ে পড়া, ওপিকের মৃত্যু, বাবার সম্পর্কে ভুল জানা–এসব হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় ভয়গুলো।

আমি নিজেই ঐ পৃথিবীটা তৈরি করেছিলাম।

মুখের সার্জিক্যাল মাস্কটা নামিয়ে ফেলল মহিলা।

ডানদিকে রাখা আমার হার্ট-রেট মনিটরটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠল।

শব্দ করে ঢোক গিললাম।

"সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে স্বাগতম," আমার মা বললেন। "অনেক দিন পরে এখানে আগমন ঘটল তোমার।"

3:21 AM

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত ডাক্তারটা ফেরত এলো এ সময়।

"আমি আবার জিজ্ঞেস করছি," মা বললেন। "ফ্ল্যাশড্রাইভটা কোথায়?"

"কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভ? আমি জানি না কিসের কথা বলছেন আপনারা।"

"ফ্ল্যাশড্রাইভটার কথা," এই বলে থামলেন তিনি।

ডাক্তার একটা সিরিঞ্জ তুলে ধরল।

"প্রেসিডেন্ট যেটা দিয়েছে তোমাকে।"

BanglaBook.org

শেষ

লেখকের কথা :

আমি জানি আপনাদের অনেকেই হয়ত এতক্ষণে বইটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কিংবা কুটি কুটি করে ছেঁড়ার কথা ভাবছেন। আশা করি ঐ ভাবনা পর্যন্তই, পরের কাজটা আর করেননি। একটা জিনিস জেনে অবাক হবেন, এই বইয়ের বেশিরভাগ ঘটনাই বাস্তবসম্মত। আলাস্কার সূর্যোদয়ের সময়গুলো আসল, আর সত্যিই আমেরিকার ৫০% ভূমিকম্প আলাস্কাতেই হয়।

আলাস্কাতে বল্গা হরিণ, বাদামি ভাল্লুক আর মেরু শিয়াল (আর্কটিক ফক্স)-এর বসবাস।

সব বেরি ফল আর বাদামের কথাগুলোও সত্যি।

২১ দিন অল্প খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব। *ন্যাকেড অ্যান্ড আফ্রেইড* দেখতে পারেন প্রমাণস্বরূপ।

আর এস্কিমোদের সম্পর্কে বেশিরভাগ কথাবার্তাই সত্যি। বেশিরভাগ।

নদীগুলোর বর্ণণাও সঠিক আশা করি।

ইন্ডিয়ান-এস্কিমো অলিম্পিক প্রতি বছর ফেয়ারব্যাঙ্কসে সংঘটিত হয়। আর অদ্ভুত অদ্ভুত খেলাগুলো আসলেও খেলে লোকজন।

সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অংশটুকু নেয়া হয়েছে একসময়কার সিআইএ'র টপ সিক্রেট প্রজেক্ট MKUltra থেকে। উইকিপিডিয়ায় খোঁজ নিতে পারেন।

হেনরির মা আর সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের বড় একটা ভূমিকা থাকছে আগামি বইতে। এখন দ্রুত সেই বইটা পড়ে ফেলুন। ওটা পড়লেই এটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।

ধন্যবাদ সবাইকে।

নিক পিরোগ

ডিসেম্বর ১, ২০১৪

থ্রি:থার্টিফোর এএম - পরবর্তী পাতায়

থ্রি:থার্টিফোর এএম

3:34 AM

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রারম্ভিকা

আবার ঐ সাদা ঘরটাতে আমি। মা সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। উজ্জ্বল সবুজ চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে যেন। ধূসর চুল পনিটেইল করে বাঁধা। ডান হাতটা ওপরে ওঠালে দেখলাম শক্ত করে একটা হাতুড়ি ধরা সেখানে, যার হাতলটা শুকনো রক্ত জমে খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। হাতুড়ির মাথা অবশ্য একদম চকচক করছে। নিয়মিত ব্যবহার করা হয় বোঝাই যায়। বাঁধন থেকে মুক্ত হবার বৃথা চেষ্টা করলাম আরেকবার।

আমার বামহাতের ওপর সজোরে নেমে এল হাতুড়িটা। হাড্ডি ভাঙার শব্দ কানে আসল। কয়টা ভেঙেছে বুঝতে পারলাম না।

দ্বিতীয়বার নেমে আসল হাতুড়িটা।

এরপর তৃতীয়বার।

বাম হাতের প্রতিটা হাড্ডি না ভাঙা পর্যন্ত বাড়ি দিতেই থাকলেন তিনি। একটা রক্তাক্ত মাংসের দলায় পরিণত হল ওটা।

ব্যথার পরিমাণ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। অকল্পনীয়। আপনি ধারণাও করতে পারবেন না, এই ধরণের ব্যথার অস্তিত্ব আছে।

এবার হেটে অন্যপাশে চলে আসলেন তিনি। তার পুরো ল্যাবকোট আমার রক্তের ছিটায় ভিজে গেছে। কিছু রক্ত তার গলায় আর গালে লেগে আছে এই অত্যাচারের প্রমাণস্বরূপ।

"এই শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি," যান্ত্রিক স্বরে বললেন তিনি, "ফ্ল্যাশড্রাইভটা কোথায়?"

মাথা ঝাঁকালাম কেবল। জানি না আমি। আর কতবার এ কথা তাকে বলতে হবে আমার? প্রেসিডেন্ট আমাকে কোন ফ্ল্যাশড্রাইভ দেননি। সত্যি বলছি।

আবার হাতুড়িটা ওঠালেন তিনি। নামিয়ে আনলেন সর্বশক্তিতে।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম।

বিশ সেকেন্ড সময় লাগলো বুঝতে যে, স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। ঐ সাদা ঘরটাতে দু-সপ্তাহ ধরে পা পড়েনি আমার। যেখানে মা'কে দেখেছিলাম তিরিশ বছর পর।

উঠে বসে নাইটস্ট্যান্ডের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

তিনটা এক।

BanglaBook.org

৭ জুলাই।

৬৯ ডিগ্রি।

যে বিছানায় ছেলেবেলার বেশিরভাগ দিনগুলো কাটিয়েছি সেই বিছানায় আমি। বাবার বাসায়।

আমার অ্যাপার্টমেন্ট এখনও বসবাসের অনুপযোগি। পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল ওটাকে ফ্ল্যাশড্রাইভটার খোঁজে। সামনাসামনি দেখিনি আমি, কিন্তু ইনগ্রিড ছবি দেখিয়েছে ফোনে। প্রতিটা ক্যাবিনেট ভেঙে ফেলা হয়েছে, প্রতিটা খাবারের ক্যান খুলে দেখা হয়েছে, ছিড়ে ফেলা হয়েছে প্রতিটা কুশন। প্রতিটা কোনায় কোনায় ফ্ল্যাশড্রাইভটার খোঁজে চিরুনি অভিযান চালানো হয়েছে।

আমার মা'র লোকেদের হাতে সময়ের অভাব ছিল না। জুনের আঠার তারিখের রাত চারটা থেকে পরদিন রাত দশটা পর্যন্ত সময় পেয়েছিল তারা ফ্ল্যাশড্রাইভটার খোঁজ করার জন্যে। প্রায় আঠারো ঘন্টা। চেতনানাশকের প্রভাব কাটতে এতটাই সময় লেগেছিল ইনগ্রিড আর ল্যাসির।

ওরা যখন অচেতন অবস্থায় গাড়িতে পড়ে ছিল আমাকে তখন প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অচেনা কোন জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে। ঐ সাদা ঘরটাতে, যেখানে আমাকে রাসায়নিকের প্রভাবে প্রায় তেইশ ঘন্টা দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করা হয়। ঐ তেইশ ঘন্টাকে তেইশ দিন মনে হয়েছিল আমার–তেইশ দিন আলাস্কার বুনো অঞ্চলে বেঁচে থাকার চেষ্টা।

প্রায় আধ মাস পরেও আমার এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, সব ঘটনা কাল্পনিক ছিল। কেবল আমার মস্তিষ্কের সৃষ্টি। ভূমিকম্প, কেবিন, ওপিক, ভাল্লুক, সবকিছু মিথ্যা! স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অংশ ওগুলো। আমার নিজের মা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, আবারো।

চোখ বন্ধ করলে এখনও ওপিকের অসাড় দেহটার ছবি ভেসে ওঠে। ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে, পেটের ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ল্যাসির অসহায়ভাবে নৌকায় বসে থাকার দৃশ্যটা বারবার মাথায় ঘোরে।

বামদিকে তাকালাম, যেখানে আমার কোমরের কাছে ঘুমিয়ে আছে বেড়ালটা।

আদর করে দিলাম ব্যাটাকে। ওকে আসলেই হারিয়ে ফেললে কি হত?

যাই হোক, চেতনা ফিরে আসার পর প্রাইভেট এয়ারফিল্ড থেকেই পুলিশে ফোন করে ইনগ্রিড। প্লেনটা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর দেখা যায় একদম যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওটা। কোন রাডারেই অস্তিত্ব নেই ওটার।

BanglaBook.org

আর তার সাথে হেনরি বিনস।

ইনগ্রিড অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানকার ধ্বংসযজ্ঞের কথা কেউ জানতো না। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়ে বেশি ভাবেনি কেউ।

কারণ আমাকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ইনগ্রিড ওর পরিচিত সবাইকে ফোন করেছে আমাকে খুঁজে বের করার জন্যে। রাজ্য পুলিশ, এফবিআই যাকে যেখানে পেয়েছে, বলেছে। আমার উধাও হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা পর থেকে আশেপাশের দু-শ মাইলের মধ্যে প্রতিটা পুলিশ অফিসার খোঁজ করেছে আমার জন্যে। কিন্তু বেশিক্ষণ খুঁজতে হয়নি তাদের। পরদিন সকাল আটটায় হদিস মেলে আমার। জুনের বিশ তারিখে। একজন কৃষক তার টমেটো ক্ষেতে ঘুমন্ত অবস্থায় পায় আমাকে।

ল্যানসিংয়ের একট হাসপাতালে ঘুম ভাঙে আমার। এর আগেও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারণে চোখ খুলে নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করেছি আমি, তবুও চিৎকার করা থেকে নিজেকে থামাতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম তখনও ঐ সাদা ঘরটাতেই আছি।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে সর্বশেষ যে স্মৃতিটা ছিল আমার, তা হল, মা আমাকে ফ্ল্যাশড্রাইভভের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। আর তার পাশে একটা লোক গোলাপি রঙের তরল ভর্তি সিরিঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আশা করছিলাম, হয়ত আমাকে আবার ঐ তেইশ ঘন্টার দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস হয়েছিল ওদের কিংবা আমার প্রতি করুণা অনুভব করেছিলেন মা। আমার ওরকম পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে অপরাধবোধও জেগে উঠতে পারে তার মনে। এতগুলো বছর ঠকিয়েছেন আমাকে, এটুকু তো আশা করতেই পারি।

আবার এটাও হতে পারে, ছেড়ে দেয়াটা একটা চাল। তাদের ধারণা মুক্তি পেয়ে সরাসরি ফ্ল্যাশড্রাইভটার খোঁজে লেগে যাব আমি। তাই আমকে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। এক কৃষকের টমেটো ক্ষেতে ফেলে গেছেন।

সৌভাগ্যবশত ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়টাতে হাসপাতালেই ছিলেন বাবা, ইনগ্রিড আর ল্যাসি। তবুও আমার হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক করতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগে।

এরপর যখন আসল ঘটনা প্রকাশিত হল, সবাই জানতে পারল, আমাকে সিআইএ'র সবচেয়ে নামকরা টর্চার স্পেশালিস্ট তুলে নিয়ে গিয়েছেন, যে কিনা এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় পলাতক আসামিদের একজন, তখন সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার সাথে কথা বলার জন্যে।

BanglaBook.org

ইনগ্রিডের অনেক প্ররোচনার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রাজি হই **আমি**। তিন ঘন্টা, মানে তিনদিন আমাকে একটা ভিডিও ক্যামেরার সামনে প্রশ্ন করে ইনগ্রিড, সিআইএ'র নতুন পরিচালক আর প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান রেড।

সিআইএ'র নতুন পরিচালকের বিশেষ আগ্রহ ছিল আমার মা স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ব্যাপারে কি কি বলেছেন তার ওপর। যদি আসলেও ওটার কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটা তার কিংবা তার কোন সহকর্মির জানা নেই।

সাদা ঘরটা সম্পর্কে ভালোমত বর্ণনা করি আমি। কিন্তু বলার মত বেশি কিছু ছিল না। যেহেতু আমাকে মিশিগানে পাওয়া যায়, তাই এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোতেই খোঁজ চালায় সিআইএ। যদিও সাদা ঘরটার অবস্থান আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে আকাশ পথে চার ঘন্টার যেকোন দূরত্বে হতে পারে। প্রায় দু'হাজার বর্গমাইল সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে।

সিআইএ পরিচালক চলে যাওয়ার পরে আমি ইনগ্রিড আর রেডের কাছে খোলাসা করে বলি, মা কোন সাধারণ ফ্ল্যাশড্রাইভের খোঁজ করছিলেন না। তিন এমন একটা ফ্ল্যাশড্রাইভভের খোঁজে ছিলেন যেটা স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমাকে দিয়েছেন। রেড, যে কিনা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রেসিডেন্টের বন্ধু, আমাকে নিশ্চিত করে বলে, এরকম কোন ফ্ল্যাশড্রাইভভ আমাকে দেননি প্রেসিডেন্ট। আর কনর সুলিভানের সাথে অল্প সময়ের আলাপচারিতায় তিনিও এই কথার পুণরাবৃত্তি করেন।

এই তথ্যটা বাদে আমি অন্য যা যা বলেছি সব কিছু রেকর্ড করে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় জরুরি ভিত্তিতে।

সিআইএ তার পেছনে লেগেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তার পেছনে লেগেছে। এমনকি এফবিআই'র লোকজনও হন্য হয়ে খুঁজছে তাকে।

কিন্তু তাদের চেয়েও আমি বেশি তাগাদা অনুভব করছি মা'কে খুঁজে বের করার জন্য। তার কারণেই আজ আমার এই অবস্থা। তাকে পেলে হয়ত এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ মিলবে।

আর তাকে খুঁজে পাওয়ার একটা রাস্তাই মাথায় **আসছে আমার**। ফ্ল্যাশড্রাইভভটা আমাকে তার আগে উদ্ধার করতে হবে।

তাহলেই আমার কাছে আসতে বাধ্য হবেন তিনি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১

"কিরে?"

ল্যাসি ওর হলুদ চোখদুটো খুব কষ্ট করে খুলে আমার দিকে তাকাল, এরপর থাবা বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল আমাকে। ওর মুখে একটা ফুঁ দিলাম, জানি এতে খুবই বিরক্ত হয় ও। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল জবাবে।

"উঠে পড়।"

মিয়াও।

"দুঃস্বপ্ন দেখেছিস তুই? কি নিয়ে?"

মিয়াও।

"জাস্টিন টিম্বারলেক মারা গেছে? এই তোর দুঃস্বপ্ন?"

মিয়াও।

"ওহ্, মারা যায়নি। শুধু প্যারালাইজড হয়ে গেছে, তাই আর নাচতে পারছে না। হ্যা রে, আসলেও অনেক ভয়ের স্বপ্নটা। এটার কাছে আমার হাড্ডি ভাঙার দুঃস্বপ্নটা তো কিছুই না।"

"মিয়াও।"

"হ্যা, তখনও নাচার সুযোগ থাকবে বটে আমার।"

ওকে উল্টিয়ে দিয়ে পেটে কাতুকুতু দিতে লাগলাম। আরো এক মিনিট হুটোপুটি চালিয়ে গেলাম ওর সাথে। এরপরে নেমে গেল ও বিছানা থেকে। ঘড়ির দিকে তাকালাম, তিনটা চার বাজছে। কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার ছেলেবেলার ঘরটা আমি চলে যাওয়ার এক যুগ পরেও খুব একটা বদলায়নি। ঘর ভর্তি ছবি, ট্রফি কিংবা পুরনো ভিডিও গেম কন্সোল নেই কিন্তু। ওসবের জন্যে কোন সময় ছিল না আমার। তবে প্রিন্সের একটা বড় পোস্টার ঝোলানো আছে এক পাশে। আর আছে একটা হোয়াইট বোর্ড। আমি যখন অনলাইন ট্রেডিং শুরু করেছিলাম তখন যে স্টকগুলো কিনব সেগুলো লিখে রাখতাম, দামের তারতম্যের গ্রাফ আঁকতাম ওটাতে। এদুটো জিনিসস ছাড়া বাকি দেয়ালগুলো পুরো ফাঁকা।

আসবাব বলতে একটা ছোট ড্রেসার, বিছানা, ক্লোজেট আর একটা নাইটস্ট্যান্ড। ক্লোজেটের পাশে দুটো ডাম্বল রাখা।

অনেকটা দমবন্ধ করা পরিবেশ।

BanglaBook.org

আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যেতে তর সইছে না।

যে কন্ট্রাক্টর রিমডেলিংয়ের কাজ করছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটার, তার মতে আরো দু-সপ্তাহ লাগবে সব কাজ শেষ হতে। দু-সপ্তাহের আগে আমি আর ইনগ্রিড ওখানে ফিরে যেতে পারছি না।

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি কখন দু-সপ্তাহ পার হবে। প্রতিটা সেকেন্ড গুণছি। অবশ্য সারাটা জীবনই আমি সেকেন্ড গুণে গুণে পার করেছি। এটা নতুন কিছু না।

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। বাবার ঘরটা আমারটা থেকে বের হয়েই বামদিকে, একবার উঁকি দিলাম ভেতরে। বিছানার ডানপাশে গভীর ঘুমে অচেতন তিনি। আর বামপাশে শুয়ে আছে তার একশ ষাট পাউন্ড ওজনের বিশাল কুকুর, মারডক।

একটা বক্স ফ্যান ঘুরছে ঘরটাতে। তবুও ভার্জিনিয়ার এই চিটচিটে গরম খুব কমই দূর করতে পারছে ওটা।

আলেক্সান্দ্রিয়ায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যেতে চাওয়ার আরেকটা কারণ হল ওটা পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার হাত থেকে নেমে বিছানায় মারডকের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মারডক ওর বিশাল চোখগুলোর একটা খুলে দেখল ল্যাসিকে, এরপর থাবা দিয়ে কাছে টেনে নিল।

দরজাটা ভিড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকলাম।

এখানে আসার পর প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতাম বাবা একটা কফির মগ নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলটাতে বসে আছেন।

"কেমন ঘুম হল, হেনরি?" তিনি জিজ্ঞেস করতেন। "দুঃস্বপ্ন দেখনি তো বেশি?"

হেনরি বিনসে ভোগার এটাই একটা সমস্যা। খুব খারাপ দুঃস্বপ্ন দেখলেও ঘুম থেকে জেগে ওঠা যায় না।

প্রথমদিকে কিছু মনে না করলেও কয়েকদিন পরে ঐ একই প্রশ্ন শুনতে আর ভালো লাগছিল না। কারণ প্রতি রাতে ঘুম থেকে জাগার পর দেখা যেত স্বপ্নটা নিয়ে কথা বলতে বলতেই পুরো এক ঘন্টা (আমার জন্যে পুরো একদিন) চলে যাচ্ছে।

ভাগ্য ভাল যে গত দু-দিন যাবত আমার জেগে থাকার সময়টা ঘুমিয়েই পার করছেন বাবা। তাই আমারো হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না।

হাসপাতালে যেদিন জেগে উঠেছিলাম, এক লাফে এসে আমাকে

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরেছিল ইনগ্রিড। দু-জনের চোখেই পানি ঝরছিল। কিন্তু সেদিন আর বেশি সময় একসাথে কাটাতে পারিনি আমরা। এরপরের তিনদিন চলে যায় জিজ্ঞাসাবাদে। চতুর্থ দিনে কিছুটা একান্ত সময় পাই নিজেদের মত করে কাটানোর জন্যে। ঐদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে যখন ওকে পাশে আবিষ্কার করি, তখন আলাস্কার ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। ও প্রেগন্যান্ট শোনার পর কিভাবে আমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম!

যে এক ঘন্টা জেগে থাকি আমি ঐ এক ঘন্টা বাচ্চার পেছনে দিতে হবে এটা ভেবেই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

"আমি দিনে মাত্র এক ঘন্টা জাগি!" চিৎকার করে বলেছিলাম। "এটা কি মাথায় ঢোকে না তোমার? মাত্র ষাট মিনিট! আর এখন আমাকে একটা বাচ্চার ভরণপোষণ করতে হবে?"

হ্যা, ওটা হয়ত বাস্তব ছিল না। কিছু রাসায়নিক আর স্টিমুলেশনের প্রভাব ছিল মাত্র, কিন্তু কথাটা যদি আসলেও সত্যি হত তাহলে একই ব্যবহারই করতাম আমি।

এরপর ঐ ভূমিকম্পের ব্যাপারটা তো আছেই। আর আছে ওপিক।

ওপিকের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনি আমি। একটু বেশিই বেদনাদায়ক ব্যাপারটা আমার জন্যে। তাছাড়া আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম না, আমার দুঃস্বপ্নটাতে এই ছোট্ট এস্কিমোর আগমন ঘটল কিভাবে। আর তার নাম ওপিকই বা দিলাম কেন আমি? এরকম হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘোরে।

যাই হোক, ঐ কাল্পনিক ছেলেটাই আমার মানসিক অবস্থার ওপরে অনেক প্রভাব ফেলেছে।

দুঃস্বপ্নটা দেখার পর অবশ্য একটা ব্যাপার পরিস্কার হয়ে গেছে আমার কাছে, বাবা হতে আর কোন আপত্তি নেই আমার।

এই ব্যাপারটা আমার ভালোবাসার মানুষটার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ওকে কিছু বলার আগে উত্তর চাই আমার।

আমার মা'র ব্যাপারে।

আর বাবার ব্যাপারে।

BanglaBook.org

3:34 AM

প্রতি দু-দিন অন্তর অন্তর ইসাবেল একবার করে বাবার বাসায় এসে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে যায়। প্রথমদিকে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন বাবা, অবশ্য যুক্তিও ছিল। ইসাবেলের এখানে আসায় তার হয়ত মনে

হচ্ছিল, তিনি তার নিজের ছেলের খেয়াল রাখতে পারেন না। অথচ এই **কাজটাই** সাতাশটা বছর নির্বিঘ্নে করেছেন তিনি। কিন্তু ইসাবেলের পাস্তা **একবার** মুখের দেয়ার পর আর ঘুম থেকে জেগে উঠে পুরো বাসা চকচকে অবস্থায় দেখে তার কথার সুর পাল্টে গেছে। এখন তিনি ইসাবেলের সবচেয়ে বড় গুণমুগ্ধদের একজন।

ফ্রিজ খুলে ইসাবেলের একটা বিখ্যাত রুবেন স্যান্ডউইচ বের করে রান্নাঘরের টেবিলে গিয়ে ল্যাপটপ খুলে বসলাম।

তিনটা সতেরোয় আমার ইমেইল অ্যাড্রেস এ লগইন করে দেখলাম এএসটি (AST) থেকে একটা ইমেইল এসেছে। এএসটি হচ্ছে অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং, যে প্রাইভেট কোম্পানিটা আপনাকে টাকার বিনিময়ে যে কারো সম্পর্কে তথ্য বের করে দেয়।

ওদের কাছ থেকে শেষ ইমেইলটা পেয়েছিলাম গত অক্টোবরে, যেটা পাঠিয়েছিল স্বয়ং ওদের মালিক, মাইক ল্যাং। গত তিন বছর ধরে ওদেরকে টাকা দিয়ে আসছিলাম আমি। আমার মা'কে খুঁজে বের করার জন্যে।

আর সেটা পেরেছিল ওরা।

পটোম্যাক থেকে উদ্ধার করা একটা অচেনা মহিলার লাশকে আমার মায়ের বলে মনে হয়েছিল তাদের। আমি আর খোলাসা করে কিছু বলিনি মাইককে। বলিনি যে, লাশের আঙুলের ছাপ আর আমার মায়ের আঙুলের ছাপের সাথে পুরোপুরি মিলে গেলেও ওটা প্রেসিডেন্ট সুলিভনের একটা চাল ছিল মাত্র। ব্ল্যাক সাইটগুলোকে খুঁজে বের করতে আমাকে ব্যবহারের একটা চাল।

এবার অবশ্য মা'র ব্যাপারে খোঁজ নিতে মাইকের সাথে যোগাযোগ করিনি আমি। করেছি বাবার ব্যাপারে খোঁজ নিতে।

একটা জিনিস ভেবে অবাক হয়েছিলাম। মা যখন আমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিলেন তখন বাবা কোথায় ছিলেন? তিনি কি প্রেমে এতটাই অন্ধ হয়ে গেছিলেন যে, চোখের সামনে যা ঘটছে সেটা দেখেও দেখেননি? কিভাবে সম্ভব এটা?

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারে খটকা লাগতে শুরু করেছে আমার। বাবা সবসময়ই এটা বলে আসছেন, জন্মের পরের দিনই আমাকে বাসায় নিয়ে এসে তারা বুঝতে পারেন, মাত্র একঘন্টার জন্যে ঘুম থেকে জেগে উঠছি আমি। তারমানে, জন্ম থেকেই হেনরি বিনস কন্ডিশনে ভুগছি। কিন্তু সিআইএ'র প্রাক্তন পরিচালক আর আমার মা'র কথা বিবেচনা করলে এটা ভুল তথ্য।

BanglaBook.org

কিছু একটা গোলমাল আছে।

ইমেইলের রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করে লিখলাম :

মাইক,

নতুন একটা কাজ আছে তোমার জন্যে। বাবার জন্মদিন উপলক্ষে সারপ্রাইজ হিসেবে একটা স্ক্র্যাপবুক বানানোর কথা ভাবছি আমি। এজন্যে তার জন্মসনদটা দরকার আমার, সেই সাথে আমারটাও, যদি পাও তাহলে আরো ভালো (ওটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না আমি)। আর আমার দাদা-দাদি সম্পর্কে কোন তথ্য পেলে সেগুলোও পাঠিয়ে দিও।

বাবার পুরো নাম রিচার্ড উইলিয়াম বিনস। জন্ম–৮/১/১৯৫০, ডেস মোইনেস, আইওয়া অঙ্গরাজ্যে (যতদূর জানি)। কত খরচ হবে আমাকে জানিও।

হেনরি

পাঠিয়ে দিলাম মেইলটা।

এরপর আমার ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাট্রেসটা সরিয়ে একটা লুকোনো জুতোর বাক্স বের করে নিলাম। এখানেই লুকোনো আছে লাল রঙের খামটা যেটা প্রেসিডেন্ট সুলিভান আমাকে দিয়েছিলেন।

ইনগ্রিড যখন আমাকে বলেছিল, লাল খামটা আমার বাসার সেইফে সহি-সালামত আছে তখন কিছুটা অবাক না হয়ে পারিনি। সব কিছু লণ্ডভণ্ড অবস্থার মাঝে সেইফটার মধ্যে অক্ষত অবস্থায় পড়ে ছিল খামটা!

সেইফে খামটার সাথে ছিল ল্যাসির দুটো বল (ঝুনঝুনি লাগানো)। কিন্তু কোন এক শয়তান তল্লাশি করার সময়ে নিয়ে গেছে ওদুটো।

যদি বলি ল্যাসি শুধু কষ্ট পেয়েছিল ব্যাপারটাতে, তাহলে কম বলা হবে। এর আগে আমি জানতামও না যে, ওর পক্ষেও কাঁদা সম্ভব।

নিচে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা পিনাট বাটার স্মুদি বের করে বাবার পুরনো কাউচটাতে গিয়ে বসলাম আরাম করে।

ল্যাসি হেলেদুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার কোলে উঠে বসল।

"কিরে?" ওর কানের পেছনে চুলকে দিয়ে বললাম। "আরামেই তো ছিলি এতক্ষণ। নামলি কেন?"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"মারডক খালি নাক ডাকে?"

মিয়াও।

"বাবাও?"

মিয়াও।

"হ্যা, ওভাবে ঘুমানোর কারণে হতে পারে এটা।"

মিয়াও।

"ঘুমানোর আগে মারডক সাতটা রুবেন স্যান্ডউইচ খেয়েছে? বাহ্, এটা তো জাতীয় রেকর্ড হয়ে যাবে!"

ওকে একটু পিনাট বাটার স্মুদি দিলে চেটেপুটে শেষ করল ওটুকু। এরপরের পাঁচ মিনিট ওকেই খাওয়ালাম। খেয়েদেয়ে আবার আমার কোলের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল ব্যাটা।

খালি গ্লাসটা পাশের ছোট টেবিলটার ওপরে রেখে লাল খামটা তুলে নিলাম ওখান থেকে। ভেতরে একটা বড় ফাইল। গত সাতদিন ধরে প্রতিদিন দশ মিনিট এটা পড়ে কাটিয়েছি আমি।

প্রথম পাতায় আমার মা'র আট বাই দশ ইঞ্চির একটা বড় ছবি। ছয়জন লোকের সামনে বড় একটা সবুজ মাঠের মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লোকগুলোকে দেখে দক্ষিণ আমেরিকান মনে হচ্ছে, কারো গায়েই শার্ট নেই। মা একটা বন্দুক তাক করে রেখেছেন তাদের দিকে। তার পরনে জিন্সের প্যান্ট আর সাদা শার্ট। ক্যামেরার দিকে দৃষ্টি তার, সবুজ চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে পড়ন্ত বিকেলের সূর্যালোকে। চেহারায় পূর্ব ইউরোপিয় একটা ছাপ আছে।

ফাইলটা থেকে এটা জানতে পেরেছি, ছবিটা হন্ডুরাসে তোলা হয়েছিল ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮'র মধ্যবর্তি কোন এক সময়ে। সেসময়টা তিনি হন্ডুরাসের সরকারকে শেখাচ্ছিলেন কিভাবে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

উল্টিয়ে ফাইলের পরের পাতায় চলে গেলাম।

আমার মা, এলেনা জানেভের জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৩শে এপ্রিল, তৎকালীন যুগোস্লোভিয়ায়, এখনকার মেসোডোনিয়া। এগার বছর বয়সে একটা জাহাজে চড়ে আমেরিকার ভারমন্টে পাড়ি জমান তিনি। তার এক চাচা ছিলেন এখানে, যে তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিকে ঘষে মেজে চলনসই করে তোলেন। হাইস্কুলে নিজের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবি শিক্ষার্থি ছিলেন তিনি। সব পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে এমআইটি'তে পড়ার জন্যে ফুল

BanglaBook.org

স্কলারশিপ জোগাড় করে ফেলেন। সেখানে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেন, সেই সাথে মাইনর করেন সাইকোলজিতে। ১৯৭০ সালে সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন তিনি, ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ দিকে। ওরকম অসাধারণ রেজাল্টের কারণে চাকরির সুযোগের অভাব ছিল না তার সামনে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)। ১৯৭১ সালে ভার্জিনিয়ায় ল্যাংলিতে সিআইএ প্রশিক্ষণ শুরু করেন তিনি।

প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তাকে নিয়োগ দেয়া হয় এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেন্ডিশন প্রোগ্রামে, যেটা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদের একটা বাহারি নাম মাত্র। সোজা কথা, নির্যাতন করে তথ্য আদায় করা।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮১'র মধ্যবর্তি সময়টা খালি, কিছু নেই ওটুকুতে। কিন্তু আমার ধারণা করতে বেশি অসুবিধা হয় না, কি ঘটে থাকতে পারে ঐ সময়ে। এজন্যে সিআইএ'র প্রাক্তন পরিচালকের একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য।

আমার মা একটা গোপন প্রজেক্টে যোগদান করেন, যেটার লক্ষ্য ছিল বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্যে সবচেয়ে কার্যকর উপায়টা খুঁজে বের করা। যার নাম স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম।

আর ঠিক ঐ সময়গুলোতেই সিআইএ তার ব্ল্যাক সাইটগুলো তৈরি করছিল–গোপন জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্র–দেশের ভেতরে এবং বাইরে। এতে করে মা'র হাতে বড় সুযোগ আসে নতুন নতুন পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে দেখার।

এরপর, বাবার ভাষ্যমতে, তার সাথে মা'র দেখা হয় ১৯৭৬ সালে। তিনি তাকে চিনতেন স্যালি পেট্রোকোভা নামে। এর একবছর পরে তার নাম হয় স্যালি বিনস। আমার জন্ম হয় ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বরের বার তারিখে।

বাবার কথা অনুযায়ি, এই অদ্ভুত কন্ডিশনটা নিয়েই জন্মেছিলাম আমি। কিন্তু লে'হাই আর মা'র কথা অনুযায়ি এই তথ্যটা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য।

ফাইলে এর পরে যে তারিখটা সম্পর্কে লেখা আছে সেটা হল ১৯৮১ সালের এপ্রিলের ১৫ তারিখ, যেদিন তিনি আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। ঐ সময় সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ চলছিল পুরোদমে আর মা সেখানে ছয় সপ্তাহ কাটান। আমার মা প্রায়ই লম্বা সময়ের জন্যে বাসার বাইরে থাকতেন, কিন্তু ছয় সপ্তাহ নিজের তিন বছরের ছেলেকে ফেলে বাইরে থাকার পক্ষে অনেক বড় একটা সময়। আমার এখনও আবছা আবছা মনে আছে সেই সময়কার কথা (আমার অবশ্য এতদিন ধারণা ছিল তিনি একটা তেল কোম্পানির হয়ে কাজ করতেন। এটা আমার মাথাতেও

BanglaBook.org

আসেনি যে, তিনি ঐ সময়টা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ওয়াটার বোর্ডিং করে তথ্য আদায়ে ব্যস্ত)।

পরবর্তি চার বছর আবার ফাঁকা। এরপরের তথ্য অনুযায়ি ১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে হন্ডুরাসে পাড়ি জমান তিনি, যেখানে এর পরের তিন বছর থাকতে হয় তাকে।

এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যের সাথেও মিলে যায়। কারণ তাকে আমি শেষ দেখেছিলাম আমার ষষ্ঠ জন্মদিনে, ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে।

১৯৮৮ থেকে ২০০১ এর মধ্যবর্তি সময়টুকু ফাঁকা।

এরপর ২০০১ সালের নভেম্বরে, টুইন টাওয়ারের ঘটনাটার দু-মাস পর মা'কে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়। নিশ্চয়ই আল-কায়েদার লোকদের কাছ থেকে তথ্য বের করে লাদেনকে ধরার উদ্দেশ্যে। তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন পনের মাস পর।

ফাইলে এর পরের তারিখটা ২০০৭ সালের ১৯ শে আগস্ট।

লে'হাইয়ের ভাষ্যমতে আমার মা একটা কমবয়সি ছেলেকে টর্চার করে মেরে ফেলেন, কিন্তু পরে জানতে পারেন, ছেলেটা আসলেই নির্দোষ ছিল। পরদিন উধাও হয়ে যান তিনি।

এরপরে আর কেউ দেখেনি তাকে।

একমাত্র আমি বাদে।

3:34 AM

তিনটা আটান্নর সময় ল্যাসিকে তুলে নিয়ে ফিরে গেলাম আমার ঘরে।

যাওয়ার পথে বাবার ঘরে আরেকবার উঁকি দিয়ে গেলাম। নাক ডাকার আসর বসেছে যেন ওখানে। ল্যাসি হাসার মত একটা শব্দ করল।

বিছানায় উঠে ইনগ্রিড মেসেজ দিয়ে বললাম, কাল দেখা হচ্ছে। ঘড়িতে চারটা যতই এগিয়ে আসতে থাকলো আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো। ঘুমাতে চাই না আমি। আমি জানি, আগামি তেইশ ঘন্টা আবারো মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে যাবে।

আমার মা আমাকে তাড়া করে বেড়াবেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

গত এক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আগে জেগে উঠলাম।

দুটো সাতান্ন বাজছে ঘড়িতে।

তিন মিনিট বাড়তি।

আগে হলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে চিন্তা করা শুরু করতাম, এই তিন মিনিট কিভাবে খরচ করব। গোসলে বাড়তি তিরিশ সেকেন্ড, ব্যায়ামে বাড়তি এক মিনিট কিংবা এক মিনিট বেশি *গেম অব থ্রোনস* দেখতাম। কিন্তু আজ নয়। দুঃস্বপ্নটার রেশ কাটতে কাটতেই বাড়তি সময়গুলো চলে গেল।

এবারের স্বপ্নে আমার শরীরে আবার ঐ ভয়ঙ্কর তরল ইনজেক্ট কর হয়েছিল।

সমুদ্রে হারিয়ে গেছিলাম। একটা ছোট নৌকায়। সাথে একটা বাঘ।

হুম জানি, *লাইফ অব পাই*-এর সাথে অদ্ভুত মিল আছে স্বপ্নটার। বইটা আমি পড়েছিলাম অনেক আগে (প্রতিদিন চার মিনিট করে দুইশ ছয় দিন যাবত)। কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, বাঘটা আসলে অন্যান্য বাঘের মত ছিল না। ল্যাসিরই একটা বড় প্রতিকৃতি ছিল মাত্র।

আশেপাশে তাকিয়ে খুঁজলাম বিলাই মহাজনকে।

নিঃশ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে আসার পরে হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার মুখ আর দু-হাত কেমন যেন জ্বালাপোড়া করছে।

উঠে বসে আলো জ্বালিয়ে নজর দিলাম হাতে। নখের আঁচড়ে ভরে আছে ওদুটো। লাফ দিয়ে নেমে বাথরুমের আয়নার সামনে দৌড়ে গেলাম। আমার মুখ, কান, ঘাড়ে, সব জায়গায় একই অবস্থা। লাল হয়ে ফুলে আছে আঁচড়ের কল্যাণে। একটা দানবের মত দেখাচ্ছে আমাকে।

"ল্যাসি!"

দুই মিনিট লাগলো ওকে খুঁজে বের করতে। লন্ড্রিরুমের কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ছিল ব্যাটা। আমাকে দেখে কাপড়ের আরো গভীরে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার আগেই কলার ধরে টেনে উঠালাম ওকে।

মিয়াও।

BanglaBook.org

"আমি পাগল? আমি পাগল?" বললাম, "তুই আমাকে খামচে শেষ করে ফেলেছিস! আর বলছিস আমি পাগল?"

মিয়াও।

"আমি আগে তোকে আক্রমন করেছিলাম? কি বলছিস এসব?"

মিয়াও।

"আমি মোটেও এটা বলিনি, 'তোকে এখন খাব আমি'–এরপর তোর কানেও কামড় দেইনি!"

জবাবে আমাকে দেখাল ও। কানের কাছে শুকনো রক্ত।

এরপরেই সব মনে পড়ে গেল আমার।

দুঃস্বপ্নটা! কিভাবে দু-সপ্তাহ অনাহারে থাকার পরে বাঘটা, ওরফে বড় ল্যাসিকে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই আমি। ঝাপিয়ে পড়ি ওটার ওপর, একটা কামড়ও বসাই। কিন্তু আমাকে থাবা দিয়ে ফেলে দেয় ওটা, এরপর খেয়ে ফেলে।

"ওহ্ ঈশ্বর!"

আমি ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, আসলে কি ঘটেছিল। ঘুমের ঘোরে ওসব করেছি আমি।

"আমি দুঃখিত, তোকে খাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।"

আমাকে মাফ করে দিল ও। প্রতিদানস্বরূপ একটা স্লিম জিম বিফ জার্কি'র টুকরো দিলাম ওকে। বিশেষ বিশেষ দিনের জন্যে তোলা থাকে এটা। এরপর নিওস্পোরিন বের করে সারা শরীরে আচড়ের স্থানগুলোতে লাগালাম

তিনটা সাতে নাস্তা করতে বসলাম।

এক মিনিট পরে দরজা খুলে ইনগ্রিড ঢুকল বাসার ভেতর। একটা জিন্স আর নীল রঙের ট্যাঙ্ক টপ পরনে। চুলগুলো পনি টেইল করে বাঁধা, কাজের সময়ের স্টাইল। একটা মাঝারি সাইজের কার্ডবোর্ডের বাক্স ধরে আছে দু-হাতে। চোখদুটো স্বাভাবিকের তুলনায় ফুলে আছে।

লাফিয়ে উঠলাম। "কি হয়েছে? কোন সমস্যা?"

বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, নাক টেনে বলল, "মা স্ট্রোক করেছে।"

"কি বলো? কখন?"

"এই তো, একটু আগেই বাবার সাথে কথা হল আমার। এক গ্লাস পানি খাবার জন্যে উঠেছিল মা, এরপরেই বাবা জোরে একটা আওয়াজ শুনতে পায়।"

BanglaBook.org

আমাকে দুই ইঞ্চি সরিয়ে মুখের দিকে **তাকিয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ,** "তোমার মুখে আবার কি হয়েছে?"

"ল্যাসির সাথে লেগে গেছিল একটু।"

"কি নিয়ে?"

"ঐ, ওকে খেয়ে ফেলা আর আমার দুঃস্বপ্নটা নিয়ে। লম্বা কাহিনী," ও ব্যাপারে আর কিছু না বলে জিজ্ঞেস করলাম, "এখন তোমার মা কোথায়?"

"আটলান্টার এক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।"

"কি হয়েছে?" নীল রঙের একটা নাইট রোবের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

"ওর মা স্ট্রোক করেছে," বললাম আমি।

"আহ্-হা, বেচারি," তিনি বললেন।

ইনগ্রিড আমাকে ছেড়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

"ঠিক হয়ে যাবে সব," বাবা নরম সুরে বলতে লাগলেন, "আটলান্টায় দেশের সবচেয়ে ভালো ডাক্তাররা আছেন। তোমার মা'র ভালো যত্ন নেবেন ওনারা।"

ইনগ্রিডের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে মনোযোগ দিলেন এবার, "আর তোমার কি হয়েছে?"

"ল্যাসি আমার মুখটাকে নখ ধার করার জন্যে ব্যবহার করেছে।"

জোরে একটা শব্দ হল, এরপর মারডক লাফিয়ে নেমে আসল ওপর থেকে। এতক্ষণ ঘুমানোর পরে বেশ সজীব মনে হচ্ছে ওকে। ইনগ্রিডকে আমার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে ওর মুখটাও কালো হয়ে গেছে। যেন বলতে চাইছে, কি হয়েছে? সবাই এত দুঃখি কেন? কি কি...

দৌড়ে গিয়ে ইনগ্রিডের গায়ে মাথা ঘষতে লাগল ও। ইনগ্রিডও নিচু হয়ে বসে চোখের পানিগুলো চেটে পরিস্কার করতে দিল ওকে।

"থ্যাংকস মারডক," হাসি আর কান্নার মাঝামাঝি অবস্থা থেকে বলল।

আমি একটা চেয়ার টেনে ওটায় বসিয়ে দিলাম ইনগ্রিডকে। ল্যাসি লাফ দিয়ে কোলে উঠে গেল ওর।

"তো, ডাক্তাররা কিছু বলেছেন?"

"বেশি কিছু না। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তারা এখন। বাবা বলল মা'র অবস্থা নাকি এখনও আশঙ্কাজনক।"

"হ্যান কিভাবে সামলাচ্ছে সব কিছু?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

দু-মাস আগে থেকে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ করা শুরু করেন ইনগ্রিড আর আমার বাবা। ব্যাপারটা একটু কেমন যেন ঠেকে আমার

BanglaBook.org

কাছে। আমার গার্লফ্রেন্ডের বাবার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছেন বাবা, অথচ আমার একটা কথাও বলা হয়নি তার সাথে।

"ভালোই সামলাচ্ছেন আপাতত। আমার রিটা ফুপি পাশেই থাকেন। তিনিই শান্ত রেখেছেন তাকে।"

"তোমার ওখানে যাওয়া উচিত," আমি বললাম।

"হ্যা, যাব," মাথা নেড়ে সায় দিল ও। এরপর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি যদি আমাকে এয়ারপোর্টে ড্রপ করে দিয়ে আসেন তাহলে সকাল পাঁচটার ফ্লাইটটা ধরার চেষ্টা করতাম আমি।"

"অবশ্যই, মা।"

"ওটা কিন্তু ডালাসের বাইরে," ইনগ্রিড বলল। ওখানে পৌছাতে চল্লিশ মিনিটের মত লাগবে। চার মাইল দূরে অবস্থিত রিগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তুলনায় প্রায় আধঘন্টা বেশি।

"কোন সমস্যা নেই," বাবা মাথা নেড়ে বললেন। "আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত তাহলে।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা তেইশ বাজছে।

বাবা ঘরে কাপড় বদলাতে গেলেন।

"কি একটা দিন!" বলল ইনগ্রিড। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার গালে আলতো করে একটা চুমু দিল।

আমাকে বলতে লাগল কিভাবে ওকে সব কেস থেকে সরিয়ে নিয়ে ৩৫ বছরের পুরনো অমীমাংসিত একটা কেসে লাগিয়ে দিয়েছেন ওর ক্যাপ্টেন। "আমাকে প্রায় পাঁচঘন্টা কাটাতে হয়েছে কাগজপত্র ঘাটতে আর বর্তমান কেসগুলো সম্পর্কে নতুন অফিসারদের বুঝিয়ে বলতে।"

"বিলি করতে পারত না ওটা?"

বিলি হচ্ছে ওর পার্টনার, অল্প বয়সি আন্তরিক একটা ছেলে। বেশ লাগে আমার ওকে।

"তোমাকে বলিনি আমি? বিলিকে দু'সপ্তাহের জন্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এক সন্দেহভাজন আসামির মুখে ঘুষি মেরেছিল ও।"

"ঐ লোকটার নিশ্চয়ই পাওনা ছিল ওটা?"

"মেয়েটার।"

"একটা মেয়েকে ঘুষি মেরেছে ও?"

"হ্যা। আর ওটা পাওনাই ছিল মেয়েটার। বিলির দু-পায়ে মাঝে জোরে লাথি কষিয়েছিল মেয়েটা। এরপর মুখে থুতু দিতে যাচ্ছিল। বিলি ঘুষি দেয়নি ওকে, কেবল সরিয়ে দিতে চেয়েছিল জোরে। ভুলে হাত লেগে

BanglaBook.org

গেছিল মুখে। কিন্তু মেয়েটা বলেছে, ওকে ঘুষি মেরেছে বিলি, দু-জন সাক্ষিও নাকি ছিল। তাই বিলিকে সাসপেন্ড করেছে অফিস থেকে।"

"ধুর।"

"আর আমাকে যেহেতু আগামি দু-সপ্তাহ পার্টনার ছাড়া কাজ করতে হবে তাই এই অমীমাংসিত কেসটা দিয়ে ফাঁসানোর জন্যে আমার চেয়ে ভালো কোন অফিসার নেই এমুহূর্তে অফিসে।"

"ঠিক আছে তাহলে," বাবা নেমে এসে বললেন, "যাওয়া যাক এখন।"

উঠে দাঁড়িয়ে ইনগ্রিডকে লম্বা একটা চুমু খেয়ে ওদের দু'জনকে সামনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা উনত্রিশ।

মারডক আর ল্যাসি দু-জনেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"মনে হচ্ছে, পুরো বাড়িটা কিছু সময়ের জন্যে আমাদের দখলে," এই বলে ওদের দু-জনকে তাড়া করা শুরু করলাম।

3:34 AM

দুই মাস্তানের সাথে তিন মিনিট দৌড়াদৌড়ি করার পরে বাবার ঘরে চলে গেলাম। যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেতে বেশি সময় লাগলো না। ওটা একটা খামে পুরে উঠোনের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। ইসাবেলকে মেসেজ দিয়ে কি কি করতে হবে বলে সাথে আরো যোগ করলাম, ওর যদি কষ্ট না হয় তাহলে যেন স্প্যাগেটি আর মিটবল রান্না করে আমাদের জন্যে।

তিনটা চল্লিশের সময় বেজমেন্টের সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলাম। আগের অবস্থাতেই আছে জায়গাটা। আমার বাবার সর্বশেষ শখটা হচ্ছে ওনার আগের শখের জিনিসগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। ওনার মতে, বেজমেন্ট সাজানো পরিকল্পনা। কিন্তু আশেপাশে পরিকল্পনার কোন ছাপ চোখে পড়ল না। শুধু একটা জিনিস থেকে অন্যটা যতদূরে সম্ভব সরিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র।

ওগুলোর মাঝে দিয়ে হাঁটার একটা সরু পথ। জিনিসপত্র মাড়িয়ে খুব সাবধানে হাঁটতে লাগলাম ওখান দিয়ে।

শেষবার এখানে এসেছিলাম সাত মাস আগে। দু'জন লোক পিছু নিয়েছিল আমার, ওদের থেকে বাঁচার জন্যেই বাবার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বাবার গাড়িটা ঢাকার মত একটা পর্দা দরকার ছিল আমার, একটা পেয়েওছিলাম এখানে। আর ঐ নীল পর্দাটার নিচে ঢাকা ছিল দুটো

BanglaBook.org

বাক্স। এত সুন্দরভাবে গোছানো যে, আমার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল, **ওগুলো** বাবার।

ওগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্যে বাবার বাসায় আসার পর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। গত দু-দিনে উনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু নিঃশব্দে কাজ সারতে পারব কিনা সন্দেহ ছিল সে ব্যাপারে। যেন এই কথা প্রমাণ করতেই আমার পায়ের গুঁতো লেগে একটা বাক্স পড়ে গেল বিকট শব্দ করে।

ওপরতলা থেকে মারডক ডেকে উঠল জোরে।

ওর ডাকাডাকি থামতে থামতে আমি বেজমেন্টের অন্যপাশে চলে আসলাম। নিচু হয়ে বসে খেয়াল করলাম আশেপাশের ধুলোবালির মধ্যে দুটো ফাঁকা জায়গা চকচক করছে।

বাক্সগুলো নেই।

3:34 AM

বাকি সময়টুকু বেজমেন্টে বাক্স দুটোর খোঁজে কাটালাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না ওগুলো।

তিনটা আটান্নর সময় হাতঘড়ির অ্যালার্মটা বেজে উঠল। কোনমতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে রান্নাঘর থেকে একটা এনার্জি বার নিয়ে দুই কামড়ে শেষ করে ফেললাম। এরপর দৌড়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

শেষ কয়েকটা সেকেন্ড বাক্সগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওদুটো?

নাকি লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩

"কি করছেন?" বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

অনেকগুলো কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রান্নাঘরের টেবিলটায় বসে আছেন তিনি।

"শুভ সকাল," নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করতে করতে বললেন তিনি, "ঘুম কেমন হল?"

"ভালোই," সত্যি কথাটাই বললাম। দুঃস্বপ্ন দেখলেও ওটার কথা মনে পড়ছে না আজকে। আর ল্যাসির মতে আজ ওকে কামড় বসানোরও কোন চেষ্টা করিনি।

"গতকাল. এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে তোমার গায়ে আরেকবার নিওস্পোরিন লাগিয়ে দিয়েছিলাম।"

এজন্যেই খামচির দাগগুলো এত তাড়াতাড়ি চলে গেছে। বোঝাই যাচ্ছেনা কিছু।

"ধন্যবাদ।"

"গায়ে দাগ বসে গেলে ভালো দেখাত না।"

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "কি করছেন আপনি? কোন ফাইনাল পরীক্ষা আছে নাকি সামনে?"

"ওহ্, এটা?" টেবিলের ওপর হাত ঘুরিয়ে বললেন তিনি, "এটা একটা কেসের কাগজপত্র, অমীমাংসিত। ইনগ্রিড এটা নিয়েই কাজ করছিলো এখন। কাল এয়ারপোর্টে যাবার পথে আমাকে যখন বলল তখন ওকে কথা দিয়েছিলাম যে ওর অবর্তমানে আমি একবার দেখব সবকিছু। যদি কিছু পাওয়া যায়?"

আমি মাথা নাড়লাম কেবল। বাবার নতুন শখ। অমীমাংসিত কেসের ডিটেক্টিভ।

"সবকিছু গুছিয়ে রেখেন আবার," একটু থেমে বললাম, "আপনি তো মাঝে মাঝেই ভুলে যান ব্যাপারটা।"

গত দিনের বেজমেন্ট তল্লাশির কথা মনে হল এ সময়।

বাক্সগুলো নেই।

ভাবছিলাম বাবাকে জিজ্ঞেস করব ওগুলোর কথা, কিন্তু তার মাঝেই বলে উঠলেন, "ইসাবেল কিছু খাবার দিয়ে গেছে," ফ্রিজের দিকে ইঙ্গিত

BanglaBook.org

করে বললেন তিনি, "নিয়ে এখানে এসে বসো। এগুলোর ব্যাপারে কিছু কথা আছে।"

ঐ দুই সিআইএ এজেন্টের চোখে ধুলো দিতে সাহায্য করার পর থেকে তাকে এতটা উৎসাহি হতে দেখিনি কোন কাজে।

ফ্রিজ খুলে স্প্যাগেটিরর বাটিটা বের করে ওভেনে গরম করতে দিলাম।

ওটা গরম হতে হতে ইসাবেলকে 'ধন্যবাদ' লিখে একটা মেসেজ পাঠালাম। আরো জানতে চাইলাম, অন্য কাজটা করতে পেরেছে কিনা।

সাথে সাথে সে জবাব দিল, করেছে কাজটা।

এরপর ইনগ্রিডের কয়েকটা মেসেজ পড়লাম আমি। আটলান্টায় পৌঁছেছে ও, কিন্তু ওর মার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। ওর বাবা সাহস হারিয়ে ফেলছেন। প্রচন্ড গরম ওখানে আর আমাকে মিস করছে ভীষণভাবে।

আমিও জবাব দিলাম মেসেজগুলোর আর বললাম কি ঘটছে জানাতে।

ল্যাসি আর মারডক খাবারের গন্ধে হাজির হল ওপর থেকে। ওদের দু-জনকেও স্প্যাগেটি ভাগ করে দিলাম যার যার প্লেটে। ল্যাসি ওর অংশটুকু দেখে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

মিয়াও।

"তোকে কম দিয়েছি কেন? কারণ তোর আকার মারডক থেকে অনেক ছোট।"

মিয়াও।

"তুই আসলেই ছোট। কাঠবিড়ালির চেয়েও।"

মিয়াও।

"হ্যা, আমার আঁচড়ের দাগগুলো কেবল শুকোতে শুরু করেছে। কি বলতে চাচ্ছিস?"

মিয়াও।

"না, ওরকম কিছু করবি না তুই।"

মিয়াও।

"প্রমিস?"

আমার একটা আঙুলের সাথে থাবা ছুঁইয়ে প্রমিস করল ও। এরপর আমার প্লেট থেকে বেশ খানিকটা স্প্যাগেটি নিয়ে ওর প্লেটে তুলে দিলাম।

"আমি যদি জেগে উঠে একটা আঁচড়ের দাগও পাই শরীরে, তাহলে মেওয়েদারকে দিয়ে খাওয়াব তোকে," মেওয়েদার হচ্ছে বড় একটা র‍্যাকুন, যে প্রায়ই জ্বালায় ল্যাসিকে।

BanglaBook.org

মিয়াও।

"চেষ্টা করে দেখিস কি হয়।"

বড় এক গ্লাস দুধ ঢেলে নিয়ে টেবিলে বাবার পাশে গিয়ে বসলাম।

তিনটা ছয় বাজছে ঘড়িতে।

"পাঁচ মিনিট আছে আপনার হাতে।"

হেসে শুরু করলেন তিনি।

3:34 AM

জেনিফার নিউবার নিখোঁজ জানিয়ে তার বাবা ১৯৮৫ সালের ১১ই জানুয়ারি রিপোর্ট করেন পুলিশে। এর একদিন পরে একটা পার্কে মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল তার। ওয়াশিংটনের কলম্বিয়া হাইটসে থিওডোর রুজভেল্ট হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রি ছিল জেনিফার। তাকে শেষবার দেখা গেছিল জানুয়ারির ১০ তারিখে স্কুল থেকে বের হয়ে যেতে। প্রত্যক্ষদর্শীর নাম মেগান নিউবার। জেনিফারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাজিন।

মেয়েটার বাবা-মার কিছুদিন আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল, তাই সে এবং তার ভাই কিছু সময় মায়ের সাথে কাটাত আর কিছু সময় কাটাত বাবার সাথে। দুটো বাসা তিন মাইলেরও কম দূরত্বে হওয়াতে রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মা'র বাসায় এবং বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বাবার ওখানে থাকতো ওরা দু-জন।

জেনিফার যখন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরল না তখন তার মা ধারণা করেছিলেন সে হয়ত বাবার বাসায় চলে গেছে, যেটা প্রায়ই করত মেয়েটা। মহিলা একবার ফোন করে খোঁজও নেননি, তার মেয়ে ঠিক আছে কিনা।

এরও চব্বিশ ঘন্টা পরে নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্টটা করে তার বাবা।

খুনের মোটিভ বের করতে তৎকালীন ডিটেক্টিভদের বেশি সময় লাগেনি। তার কাজিন, মেগানের মতে বিপজ্জনক একটা অভ্যাস ছিল জেনিফারের, যেটা করতে প্রায়ই নিষেধ করত সে।

শুরুটা অবশ্য হয়েছিল বিপদের সম্ভাবনা ছাড়াই। জেনিফার ছবি তুলতে খুব পছন্দ করত। একদিন ডাউনটাউন ওয়াশিংটনের রাস্তা দিয়ে হাটার সময় একটা ঝর্ণার ছবি তুলছিল সে—এটা ছিল তার খুবই পছন্দের একটি জায়গা। তো, সেই সময় এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে চোখে পড়ে তার। আসলে তাদেরকে পরকিয়ারত অবস্থায় দেখে ফেলে সে। সেই যুগলকে প্রায় দু-মাইল অনুসরণ করে মেয়েটা। সাথে ক্রমাগত ছবি তুলতে

BanglaBook.org

থাকে। একটা মোটেলে প্রবেশের আর বের হবার অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলে এভাবে। এর দু-দিন পর আগের জায়গায় গিয়ে ভদ্রলোকের অফিস থেকে বের হবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে ধৈর্য ধরে। যখন লোকটা বের হয় তখন তার কাছে গিয়ে জেনিফার বলে, "আপনার বিয়ের আঙটিটা কিন্তু খুব সুন্দর।"

অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে লোকটা জবাব দেয়, "ধন্যবাদ।"

"একটা জিনিস না খেয়াল করে পারিনি। দু-দিন আগে আপনার সাথে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন তার হাতে কিন্তু কোন বিয়ের আঙটি ছিল না।"

"কোন্ ভদ্রমহিলা?"

"ইনি," এই বলে একটা ম্যানিলা খাম তার দিকে বাড়িয়ে ধরে সে।

ছবিগুলো কিছুক্ষণ দেখে লোকটা গম্ভীরভাবে বলে, "কি চাও তুমি?"

"দুইশ ডলার।"

এমন কোন বড় অঙ্কের টাকা ছিল না ওটা। আর লোকটাও বিন্দুমাত্র দেরি না করে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে ফেলে।

"আমি কিভাবে নিশ্চিত হব, টাকার জন্যে তুমি আবার আসবে না?" টাকা দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করে সে।

"আসবো না," নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয় মেয়েটা। এরপর লোকটাকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে আসে।

জেনিফারের এই ব্ল্যাকমেইলের অভ্যাসটা খুব তাড়াতাড়ি লাভজনক ব্যবসায় রূপ নেয়। সব সময় সুযোগের খোঁজে থাকতো সে। খুব সাধারণ কয়েকটা নিয়ম মেনে চলত এ কাজে–এক, অল্প পরিমাণে টাকা দাবি করা। দুই, একজনের কাছে দ্বিতীয়বার দাবি না করা। তিন, যদি কেউ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কোন ঝামেলা না করে পরবর্তি শিকারের খোঁজে লেগে পড়া।

মেগানের মতে একবছরে প্রায় চার হাজার ডলার কামাই করে জেনিফার।

"তোমার কি ভয়ডর বলতে কিছু নেই?" মেগান বেশ কয়েকবার বলেছিল তাকে।

প্রতিবারই সোনালি চুলের মেয়েটা জবাব দিত, "আমার মত ছোট্ট, নিষ্পাপ একটা মেয়ের কে ক্ষতি করবে?"

কিন্তু কেউ একজন ভালোমতই ক্ষতি করেছিল তার। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা আছে, 'করোটির নিচে জোরে আঘাত করা হয়েছে।'

3:34 AM

BanglaBook.org

"সময় শেষ," এই বলে হাত নেড়ে থামতে ইশারা করলাম।

বাবা ফাইলটা নিচে নামিয়ে রাখলেন। দাঁত বের হয়ে এসেছে তার খুশিতে। এতক্ষণ একটানা কথা বলার ফলস্বরূপ হাঁপাচ্ছেন কিছুটা।

"এই বাচ্চা মেয়েটার খুনের কেসে এত মজা পাচ্ছেন দেখে ভালো লাগল।"

জবাবে মাথা নেড়ে হাসি থামানোর চেষ্টা করলেন তিনি।

"না, না," বললেন আমাকে। "মেয়েটার সাথে যা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে খারাপ। কিন্তু এইটুকুন একটা মেয়ে, এত বড় বড় ব্যবসায়িদের ঘোল খাইয়েছে...তুমিই বলো, একটু তো মজা লাগবেই।"

"তা ঠিক, কিন্তু একারণেই মারা গেছে মেয়েটা।"

আমি জানি, তিনি মেয়েটার খুনিকে বের করতে হবে ভেবে খুশি হচ্ছেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি খুশি হচ্ছেন কার্ডবোর্ডের বাক্সটার ফাইলগুলোতে আরো কত রহস্য লুকোনো আছে সেটা ভেবে।

এই বাক্সটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার গতরাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল আবার।

"তো বাবা," আমি এখনও নিশ্চিত নই, পরের কথাগুলো কিভাবে বলব, "মনে আছে, আমার পেছনে লেগে থাকা দু'জন লোককে ঘোল খাইয়ে দেবার জন্যে এখানে এসেছিলাম আমি?"

"কি বলো? কেন মনে থাকবে না? আতশবাজিগুলো যেভাবে ফুটেছিল! আর মারডক তো সামনের বাম্পারে বসে ছিল। এখনও হাসি পায় আমার," এই বলে হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন তিনি কিভাবে ভেসপায় চড়ে ঐ দু-জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন এখান থেকে।

তার মাঝখানেই বললাম আমি, "হ্যা। সেদিন গাড়িটা ঢাকার জন্যে যখন পর্দা খুঁজছিলাম তখন দুটো বাক্স চোখে পড়ে আমার।"

তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"কালকে বেজমেন্টে গেছিলাম আপনার বেজমেন্ট সাজানো পরিকল্পনা কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে তা দেখার জন্যে। তখন কিন্তু বাক্সদুটো চোখে পড়েনি আমার।"

"বাক্স, বাক্স," বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন তিনি। ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেছে। "বাক্স..."

আমি চোখ সরু করে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার সাথে গত বিশ বছর ধরে পোকার খেলছি আমি, তাই সব জারিজুরি জানা আছে আমার। অপেক্ষায় থাকলাম, তিনি নাক চুলকাবেন একবার, টেবিলে

BanglaBook.org

আঙুলগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িও দেবেন।

কিন্তু কোনটাই করলেন না।

"হ্যা, মনে পড়েছে," জোরে বলে উঠলেন, "সরিয়ে ফেলেছি ওগুলো।"

"সরিয়ে ফেলেছেন?"

"হ্যা, অসুবিধা হচ্ছিল ওগুলোর কারণে।"

জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, কিসে অসুবিধা হচ্ছিল ওগুলো কারণে। গোটা বেজমেন্টে একমাত্র ওদুটোই গোছানো অবস্থায় রাখা ছিল।

তা করলাম না। "কোথায়?" মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"কোথায়?"

"কোথায় সরিয়েছেন?"

"ওহ্," হেসে জবাব দিলেন তিনি, "বাগানের শেডে রেখে দিয়েছি ওগুলো।"

"শেডে?" একমাত্র ওখানটাই দেখা হয়নি।

"হ্যা। তোমার মা'র অন্যান্য জিনিসগুলোর সাথে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

"কি?!" এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে, মারডক পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

"তোমার মা'র অন্য জিনিসগুলোর সাথে শেডে রেখে দিয়েছি বাক্সদুটো," আবারো বললেন তিনি।

"প্রথমবারেই শুনেছিলাম। কিন্তু এতদিনে আমাকে একথা বলছেন কেন? আপনি জানেন, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি ঐ ব্ল্যাক সাইটগুলোর ঘটনাটার পর থেকে। কিভাবে আমাকে না জানিয়ে থাকতে পারলেন আপনি?"

"আমি আসলে ভাবিনি..."

"কি? আপনি ভাবেননি যে, মা'র জিনিসপত্র ভর্তি শেডের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করবে? গত বছর যখন তার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম তখনও তো এই শেডের ব্যাপারে কিছু বলেননি।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি টেবিল ছেড়ে, মুখটা লাল হয়ে গেছে।

"আমি চাইনি তুমি আবার ওগুলো নিয়ে ভাব। তোমার জীবনে এসবের পেছনে নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় নেই।"

"আমার সময় আমি কিভাবে নষ্ট করব সেটা তো আপনি ঠিক করে দিতে পারেন না। আমি যদি বাকিটা জীবন মা'র ওপর রাগ করে কাটাতে চাই, তাহলে সেটাও আমার ব্যাপার।"

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। ল্যাসি এসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিয়াও।

এখন মজা করার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার।

"আপনি কি জানেন ঐ মহিলাটা আমার সাথে কি করেছে? তার জন্যেই এই ফালতু কন্ডিশনটায় ভুগছি আমি। আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছে সে।" রাগের চোটে কথা বলতে পারলাম না আর। "একটা ফ্ল্যাশলাইট এনে দিন আমাকে।" অবশেষে বললাম তাকে।

বাবার চোখ ভিজে গেছে দেখলাম। কিন্তু ওসবের পরোয়া করি না এখন।

"যান, একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আসুন," হুকুমের মত করেই বললাম।

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্ল্যাশলাইট খুঁজতে লাগলেন তিনি। তিন-চারটা ড্রয়ারে **খোঁজার পর** একটা থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে আমার হাতে দিতে দিতে **বললেন**, "আমি শুধু–"

আমি মাথা নাড়াতেই চুপ করে গেলেন সাথে সাথে।

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে পেছনের উঠোনে বেরিয়ে এলাম। ল্যাসি আমার ঘাড়ের কাছে গিয়ে কান চেটে দিতে থাকলো। কোন এক কারণে ব্যাপারটা কিছুটা হলেও শান্ত করল আমাকে। এখন আর মনে হচ্ছে না, মগজ বিস্ফোরিত হতে চলেছে। শেডটার কাছে পৌছে গেলাম। কোন তালা লাগানো নেই, দরজাটা খুলে ফেললাম অনায়াসে।

একটা ভ্যাপসা গন্ধ এসে লাগল নাকে। বাবা নিশ্চয়ই বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে বাক্সদুটো সরিয়েছেন।

একবার কেশে উঠে দুই কদম সামনে এগোলাম। এরপর পনের ফুট বাই দশ ফুট বদ্ধ জায়গাটায় ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে দেখতে লাগলাম। একটা লন-মোয়ার আর বাগানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা ভেতরে। বেশিরভাগই কাজ করে না এখন।

কিছু একটা নড়ার আওয়াজ পেলাম। শেডের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা।

মিয়াও।

"না, আমার মনে হয় না কোন বেজি আছে বাগানে।"

মিয়াও।

"র‍্যাকুনও না।"

ও যখন নিশ্চিত হল, ওর সবচেয়ে বড় দুই শত্রুর কেউ নেই তখন হাত থেকে নেমে তাড়া করতে বেরিয়ে গেল বাইরে। বাক্সদুটো চোখে পড়ল এই সময়। অন্য তিনটা বাক্সের পাশে গাদাগাদি করে রাখা।

আমার মা'র জিনিসপত্র।

এক নম্বর বাক্সের টেপ খুলে ফেললাম।

কাপড়-চোপড়।

আটটা সোয়েটার আর দুটো জ্যাকেট।

দুই নম্বর বাক্সেও একই ধরণের জিনিস।

কয়েকটা জিনস আর টপস।

আবার ভেতরে ভরে রাখলাম ওগুলো। এই জিনিসগুলো রেখে দেয়ার মানে কি? তিনি কি এখনও আশা করেন, তিরিশ বছর আগে তাকে ছেড়ে যাওয়া মহিলাটা আবার ফিরে আসবে?

BanglaBook.org

তিন নম্বর বাক্সটা জুতোর। হিল, ফ্ল্যাট আর বুট। মোটমাট বারো জোড়া। একটা বাদামি রঙের বুট বের করলাম ওগুলোর ভেতর থেকে। শেষবার এটাই পরে থাকতে দেখেছিলাম তাকে। এটা পরেই আমাকে সাইকেল চালাতে শিখিয়েছিলেন।

জুতোগুলো বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে পরবর্তি তুলনামূলক ছোট বাক্সগুলোর দিকে মনোযোগ দিলাম।

একটার ভেতরে দুটো বিশাল ব্যাগ ভর্তি টুটসি রোল ক্যান্ডি। ভেবেছিলাম ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওগুলোর গায়ে ছত্রাকের আবরণ দেখতে পাব। কিন্তু ঠিকঠাকই মনে হল। যে প্রিজারভেটিভই ব্যবহার করা হয়ে থাকুক না কেন, এখনও কাজ করছে।

এগুলো নিশ্চয়ই চলে যাবার আগের বছর হ্যালোউইনের জন্যে কিনেছিলেন তিনি। আমার বয়স ছিল তখন পাঁচ। মা'কে পাইনি সেবার, যদিও স্বাভাবিকই লেগেছিল ব্যাপারটা। কারণ ততদিনে তার দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়েছি। মনে করার চেষ্টা করলাম সেবার হ্যালোউইনে কি সেজেছিলাম আমি।

একটা কঙ্কাল।

আমি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মুখে রঙ করে দিয়েছিলেন বাবা। আর একটা কালো রঙের ড্রেস পরিয়ে দিয়েছিলেন ঘুমাবার আগে। জেগে উঠেই রাস্তায় নেমে পড়ি আমি। বাবা আশেপাশের প্রতিবেশিদের টাকা দিয়ে জাগিয়ে রেখেছিলেন যাতে রাত তিনটার সময়ও আমি চকলেট নিতে যেতে পারি। অবশ্য বিনে পয়সায় সানন্দে কাজটা করতেও রাজি হয়েছিলেন অনেকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে শেডের দরজাটা দিয়ে মূল বাড়ির দিকে তাকালাম। ঐ লোকটার সাথেই কিনা বেয়াদবের মত ওভাবে চিৎকার করলাম আমি?

ক্যান্ডিগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে শেষ ছোট বাক্সটার দিকে হাত বাড়ালাম। নিশ্চয়ই আমার ইস্টারের ঝুড়িটা থাকবে এর ভেতর।

না।

আরো সোয়েটার।

"ধুর।"

ফোনের ঘড়িটা দেখলাম এসময়। তিনটা **ছেচল্লিশ। একটা দীর্ঘশ্বাস** বেরিয়ে এলো অজান্তেই। পুরো দিনটাই নষ্ট।

একটা ছায়া নড়ে উঠল দরজার কাছ থেকে।

ল্যাসি।

BanglaBook.org

মিয়াও।

"নাহ, কিছু জামা কাপড় আর তিরিশ বছরের পুরনো ক্যান্ডি ছাড়া কিছু নেই। তুই যাকে খুঁজছিলি পেয়েছিস?"

মিয়াও।

"কিন্তু তোর কাছে তো মেয়ে খরগোশদের ভালো লাগে বলেই জানতাম।"

মিয়াও।

"ওহ্, ওর বয়ফ্রেন্ড আছে।"

লাফ দিয়ে একটা বাক্সের ওপর উঠে গেল ও।

জুতো ভর্তি বাক্সটা। নামতে বললাম ওকে। নেমে গেল।

ইনগ্রিড যখন আমার বাসায় উঠে এসেছিল তখন ওর সবকিছু বাক্স থেকে বের করতে সাহায্য করেছিলাম আমি–যদিও মাত্র দশ মিনিটের জন্যে, তবুও, আর আমার দায়িত্ব ছিল ওর জুতোর বাক্সগুলো খোলা। অনেকগুলো জুতোর বাক্স। সবগুলো বুটের মধ্যে খবরের কাগজ ঠেসে রেখেছিল ও। পরে আমাকে বলেছে ওতে করে চামড়ার জুতোয় ভাঁজ পড়ে না।

একের পর এক বাক্সগুলো খুঁজে দেখার তাগিদে এটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছিল যে, আমার মা'ও একই কাজ করেছেন।

বাক্সটা ঠিকমত খুলে মা'কে যে বুটজোড়ায় শেষবারের মত দেখেছিলাম সেটা বের করলাম। ওগুলোর ভেতরে হাত দিয়ে দলা পাকানো খবরের কাগজ পেলাম, বের করে আনলাম ওগুলো। অন্য তিন জোড়া বুটের ভেতর থেকেও দোমড়ানো খবরের কাগজগুলো বের করলাম। আমার সামনে কাগজের ছোটখাট একটা স্তূপ জমে গেল।

ওগুলোর ভাঁজ খুলে সমান করলাম।

পাতাগুলো ওয়াশিংটন পোস্টের ১৯৮০ এবং ১৯৮৪ সালের দুটো পত্রিকার।

আমার মা চলে গেছেন ১৯৮৫ সালে।

তাহলে প্রায় পাঁচ বছরের পুরনো কাগজগুলো দিয়ে জুতো ভরে রেখেছেন কেন তিনি?

নিশ্চয়ই এগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। কোন এক বিশেষ কারণে।

১৯৮০ সালের পত্রিকাটার সবগুলো পাতা খুঁজে বের করে শিরোনামগুলো পড়তে থাকলাম। একদম প্রথম পাতাটা খুঁজে পাওয়ার পর

BanglaBook.org

বুঝতে পারলাম কেন এটাকে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। প্রধান শিরোনামে জায়গায় লেখা 'সিআইএ'র গোপনীয় এমকে-আলট্রা (MK-Ultra) প্রজেক্টের গোমড় ফাঁস।"

ধুলোময় মেঝেতে বসেই লেখাটার ওপর নজর বোলাতে লাগলাম :

প্রজেক্ট এমকে-আলট্রা হচ্ছে সিআইএ'র একটি গোপন প্রোগ্রাম যার লক্ষ্য বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্যে বিশেষ বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করা। তারা এমন অনেক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যাতে করে একজন মানুষের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার তারতম্য ঘটে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ নিয়ন্ত্রনের জন্যে অনেক সময় কিছু ড্রাগ, যেমন এলএসডি ব্যবহার করা হয়। আবার স্লিপ অ্যামপ্লিফিকেশন, আইসোলেশন কিংবা মানসিক ও যৌন নির্যাতনের মত কৌশলাদি প্রয়োগ করা হয় বন্দিদের ওপর।

"স্লিপ অ্যামপ্লিফিকেশন," আপনমনে বলতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে মা'র হারানো বছরগুলোর খোঁজ পেয়ে গেছি আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫

পরদিন জেগে উঠে বাবার সাথে দেখা হল না। তার পরের দিনও না। ঐ দু'দিন প্রায় পুরোটা সময় কম্পিউটারের সামনে বসে কাটালাম ইন্টারনেটে প্রজেক্ট এমকে আলট্রা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে।

আসলে এমকে আলট্রা প্রজেক্ট গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটা অবৈধ সিআইএ প্রোগ্রামের সমন্বয়ে। সরাসরি মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হত প্রোগ্রামগুলোতে, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন ড্রাগ কিংবা পদ্ধতি আবিষ্কার করা যার সহায়তায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় একজনের ইচ্ছেশক্তিকে। এতে করে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় কম সময়ে আর কার্যকরভাবে স্বীকারোক্তি কিংবা তথ্য আদায় করা যাবে।

প্রজেক্টটা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে। অফিশিয়ালভাবে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ১৯৫৩ সালে। ১৯৬৪ সালে কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক্সপেরিমেন্টের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয় আর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ি বন্ধ করে দেয়া হয় ১৯৭৩ সালে।

এমকে আলট্রার অতীত এবং তার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ ছিল, কারণ এই সংক্রান্ত সকল ফাইল ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু ১৯৫৫ সালের একটা ফাইল হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেলে হৈচৈ পড়ে যায়। ওখানকার লেখাগুলো ছিল ভীতিকর। এমকে আলট্রার প্রোগ্রামের কিছু সাবপ্রজেক্ট এবং এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেয়া ছিল ওটাতে। আর লেখা ছিল ওগুলোর মাধ্যমে কি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় সিআইএ।

সাবপ্রজেক্ট ১৯–এমন রাসায়নিক আবিষ্কার করা যার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ভিক্টিমের বয়স বেড়ে যাওয়ার গতি। ক্ষেত্র বিশেষে কমিয়েও দেয়া যাবে।

সাবপ্রজেক্ট ২৭–এমন রাসায়নিক উদ্ভাবন করা যা ভিক্টিমের মস্তিষ্কে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে এবং স্মৃতি মুছে দেবে।

সাবপ্রজেক্ট ৩৪–এমন রাসায়নিক উদ্ভাবন করা যা একজনের টর্চার সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে এবং মগজ ধোলাইয়ের হাত থেকে বাঁচাবে।

সাবপ্রজেক্ট ৩৯–এমন রাসায়নিক আবিষ্কার যা প্রয়োগের সময়কালীন তৈরি হবে অ্যামনেশিয়া।

সাবপ্রজেক্ট ৪৯–এমন রাসায়নিক আবিষ্কার করা যা প্রয়োগে দেহের

BanglaBook.org

বিভিন্ন জায়গায় ফোস্কার মত আস্তরণের সৃষ্টি হবে।

সাবপ্রজেক্ট ৫৩–এমন রাসায়নিক উদ্ভাবন করা যা প্রয়োগে ভিক্টিম জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিভ্রান্ত বোধ করতে থাকবে এবং আপনা আপনি তথ্য বলতে থাকবে।

যেহেতু এসব প্রজেক্ট ১৯৭৩ সালে বন্ধ করে দেয়া হয় সুতরাং আমি এসবের কোনটার অংশ ছিলাম না। আর মা-ও এসবের কোনটাতে অংশগ্রহণ করেননি।

দু-দিনের গবেষণার পরে একটা সম্ভাব্য দৃশ্যপট দাঁড় করিয়েছি আমি।

১৯৭০-এ মা সিআইএ'তে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়টাতে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

১৯৭৩ সালে প্রজেক্ট এমকে আলট্রা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ওটার ধ্বংসাবশেষ থেকে একটা প্রোগ্রাম ধীরে ধীরে সবার চোখের আড়ালে বেড়ে উঠতে থাকে। তিন বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং রসায়ন ও সাইকোলজি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশনের ফলে সেই প্রোগ্রামের জন্যে একদম সঠিক একজন ক্যান্ডিডেট ছিলেন আমার মা। এভাবেই জন্ম নেয় স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম।

এটাই মা'র ফাইলে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তি অজ্ঞাত আট বছরের যুক্তিযুক্ত ব্যাখা।

এই সময়টাতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষজ্ঞ এবং গোপন স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের প্রধান হিসেবে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। আমার জন্ম এর মাঝামাঝি সময়ে এবং আমাকেও তিনি এক্সপেরিমেন্টের কাজে ব্যবহার করেন। যার ফলে এই অদ্ভুত কন্ডিশন নিয়ে জন্ম হয় আমার।

১৯৮৫ সালে কিছু একটা ঘটায় এখান থেকে চলে যান তিনি। তারপর দু-মাস পর পাড়ি জমান হন্ডুরাসে।

কি হয়েছিল ১৯৮৫ সালে? কেউ না কেউ তো জানেই।

কিন্তু সিআইএ'র বর্তমান পরিচালকের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম সম্পর্কে তার প্রতিষ্ঠানের কেউ কিছু জানে না। অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, কারণ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুলিভান।

আর এমকে আলট্রা সম্পর্কেও খুব বেশি কিছু বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি। ১৪৯টা সাবপ্রজেক্ট ছিল এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ওগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট রিসার্চ ল্যাবে পরিচালনা করা হয়। একটা পরিসংখ্যান মোতাবেক ৮০টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৮৫ জন গবেষক অংশ নেয় এইসব সাবপ্রজেক্টে, যার মধ্যে দুটো নাম বারবার উঠে এসেছে।

BanglaBook.org

অ্যালেন জনসন এবং সিডনি ওয়েন।

অ্যালেন জনসন ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সিআইএ'র পরিচালক ছিলেন এবং কাজ করেছেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির অধীনে। সিআইএ তার নেতৃত্বাধীন থাকাকালীন সময়েই চালু হয় প্রজেক্ট এমকে আলট্রা। এই প্রজেক্টের স্পন্সর হিসেবে কাজ করে সিআইএ'র টেকনিক্যাল সার্ভিসেস স্টাফের সদস্যবৃন্দ।

জনসন এই প্রজেক্টের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন সিডনি ওয়েন নামের এক অফিসারকে। ওয়েনের জন্ম ১৯২৬ সালে ব্রনক্সের এক অভিবাসি হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি পরিবারে। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ১৯৫১ সালে রসায়নে পিএইচডি সম্পন্ন করেন তিনি। বিষের ওপর বিশেষ পারদর্শিতার কারণে টেকনিক্যাল সার্ভিস স্টাফের রসায়ন বিভাগে 'জাদুকর' নাম ছড়িয়ে পড়ে তার।

১৯৫৩ সালে সিআইএ পরিচালক জনসন তাকে প্রজেক্ট এমকে আলট্রার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপরের বিশ বছরে তার অধীনে প্রায় ১৫০ এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করা হয়। তার অধীনেই বিভিন্ন অবৈধ এবং ন্যাক্কারজনক কাজ চলতে থাকে এই প্রোগ্রামগুলোতে। বেশ কয়েকটি এক্সপেরিমেন্টে আমেরিকান এবং কানাডিয়ান নাগরিকদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় যার ফলে তাদের অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল বিভিন্ন সময়ে ওয়েনের নামে বিভিন্ন মামলা হলেও কোনটাতেই শেষ পর্যন্ত দোষি সাব্যস্ত করা যায়নি তাকে।

১৯৭২ সালে সিআইএ থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। সেই সাথে বলেন যে, তার কাজের ফলাফল তখন পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

আমি নিশ্চিতম এই দু-জন লোক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। অ্যালেন জনসন মারা যান ১৯৮৯ সালে। কিন্তু যা কিছু পড়েছি এই দু-দিনে সেগুলো মোতাবেক এখনও বেঁচে আছেন সিডনি ওয়েন।

BanglaBook.org

3:34 AM

সিডনি ওয়েনের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় আছে কিনা খোঁজ করতে লাগলাম, কিন্তু পেলাম না। সন্দেহ নেই লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে চাইবেন তিনি এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে খেলার পর। কেউ হয়ত প্রতিশোধ নিতে চাইতে পারে কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

আমার মত কেউ।

অনলাইনে যেসব আর্টিকেল পড়েছি ওগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতেই ওয়েনকে ডক্টর জোসেফ মেনগেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মেনগেলকে দায়ি করা হয় ইহুদিদের ওপর ঘৃণ্য সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য। কিন্তু এখানে বড় একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে, কারণ ওয়েন নিজেই একজন ইহুদি।

তিনি হয়ত মেনগেলের তুলনায় কম অপরাধ করেছেন, কিন্তু করেছেন যে, সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একজন মানুষরূপি দানবে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। আর তৈরি করেছিলেন তার চেয়েও নিষ্ঠুর আরেক দানবের।

আমার মা।

ল্যাপটপের কোণার দিকের ঘড়িতে তাকালাম।

তিনটা ছাপ্পান্ন।

ইমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে অ্যাডভান্সড সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং-এর মাইক ল্যাংয়ের কাছে একটা ইমেইল লিখলাম সিডনি ওয়েন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে। কিন্তু না পাঠিয়ে ডিলিট করে দিলাম মেইলটা। কারণ এখনও বাবা সম্পর্কে কিছু জানায়নি ওরা।

বাবা!

সিডনি ওয়েনের বয়স এখন ৮৯ এবং একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, বাবার মতই একঘেয়ে তার জীবন। বাবার হয়ত অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু শখ আছে, কিন্তু যখন তিনি ওসবে ব্যস্ত থাকেন না তখন তার হাতে একটা কাজই থাকে। ইন্টারনেটে নিত্যনতুন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা। বেশিরভাগ সময়ই ফেসবুকে কাটান তিনি। একটু পরপরই মারডকের অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবি পোস্ট করেন। আর না-হলে নতুন আরেকটা পছন্দের কাজ আছে তার, ডাবস্ম্যাশ।

ওটা সম্পর্কে কিছু বলার মত রুচিও আমার নেই। আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঢুকে সিডনি ওয়েন লিখে সার্চ দিলাম। সাতটা রেজাল্ট এলো। এর মধ্যে চতুর্থজন হচ্ছে কমলা রঙের একটা বিড়াল কোলে নিয়ে বসে থাকা বেশ বয়স্ক এক লোক।

পেয়ে গেছি!

দ্রুত একটা মেসেজ লিখে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

এরপরের দিন যখন রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম তখন তিনটা চার বাজছে।

বাবা টেবিলটার পাশে বসে আছেন। আস্তে করে একবার মাথা উঁচু করে আবার নামিয়ে নিলেন। মা'কে নিয়ে ওনার সাথে চিল্লাচিল্লি করার পর থেকে আর দেখা হয়নি আমাদের।

"কি খবর বাবা," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এই তো," আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

"কিছু পেলেন কেসটাতে?" ওভেনে খাবার গরম করতে দিয়ে বললাম।

চশমা খুলে আমার দিকে ঘুরে বসলেন তিনি।

"কেসটা আস্তে আস্তে আরো জটিল হচ্ছে। জেনিফার মেয়েটার একটা ডায়রি আছে যেটাতে সে তার ব্ল্যাকমেইলের শিকার লোকদের ওপর সব তথ্য টুকে রাখত।"

"তাই নাকি?"

"হ্যা, কিন্তু ডায়রির পাতাগুলো সব ছিড়ে ক্রাইম-সিনের চারপাশে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। গোয়েন্দারা পরবর্তিতে পাতাগুলো ক্রমানুসারে সাজানোর চেষ্টা করলেও আমার মনে হচ্ছে বেশ কয়েক জায়গায় ভুল হয়েছিল তাদের। গত দু-দিন যাবত ওগুলো পড়ে গোছানোর চেষ্টা করেছি আমি।"

মাথা নেড়ে ওভেন থেকে চিলির বাটিটা বের করে টেবিলে তার পাশে গিয়ে বসলাম।

বাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো দেখতে লাগলেন। আসলে দেখার ভান করতে লাগলেন বলাটাই ঠিক হবে। তার বারবার পা নাড়ানো দেখেই বুঝতে পারছি, নার্ভাস বোধ করছেন। কার্ড খেলার সময় তার হাতে ভালো চাল থাকলে এমনটাই করেন তিনি।

"বাবা," আমি বললাম।

তিনি হাত উঠিয়ে আমাকে থামার ইঙ্গিত করে বললেন, "না, আমি আগে বলি," এরপর লম্বা করে একটা শ্বাস নিলেন, "আমি দুঃখিত, বাক্সগুলোর ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলিনি। গত বছর যখন তুমি আমার কাছে তোমার মা'র ব্যাপারে সবকিছু জানতে চেয়েছিলে তখন তার ব্যাপারে যা যা জানতাম সব বলেছি। অবশ্য ওসব বেশি সাহায্য করতে পারেনি।"

BanglaBook.org

আসলেই বলেছিলেন তিনি। যদিও 'স্যালি বিনস' সম্পর্কে তার জানা বেশিরভাগ তথ্যই ছিল বানোয়াট। মা মিথ্যে বলেছিলেন তাকে।

একটাই সত্যি কথা জানতেন তিনি মা'র ব্যাপারে, তিনি সিআইএ'র হয়ে কাজ করতেন। আমার বয়স যখন দু-বছর তখন ভুলবশত মা'র একটা ভুয়া পাসপোর্ট খুঁজে পান তিনি। এরপরেও বেশি কিছু তাকে জানাননি মা। শুধু এটুকু বলেছিলেন, তিনি সিআইএ'র একজন এজেন্ট। বাবা ধারণা করেছিলেন মা হয়ত গুপ্তচর গোছের কেউ হবেন। অথচ মা ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা টর্চার বিশেষজ্ঞ।

আমার মনে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিভাবে এসবের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিভাবে এতগুলো মিথ্যে কথা মেনে নিতে পেরেছিলেন। জবাবে তিনি যা বলেছিলেন তা কখনো ভুলব না আমি :

"দেখো বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি যখন কাউকে মন থেকে ভালোবাসবে তখন এসব জিনিসের সাথে তোমাকে মানিয়ে নিতেই হবে। তোমার মা যতক্ষন আমার সাথে ছিলো, ততক্ষন তো তার পরিচয় ছিলো স্যালি বিনস। আমার আর তোমার প্রতি তার ভালোবাসাটা কিন্তু মিথ্যে ছিলো না। চাকরিক্ষেত্রে প্রয়োজনে যদি তাকে অন্য কোন বেশ ধারন করতে হয়, সেখানে তো আমি আর কিছু বলতে পারি না।"

আবার যখন বর্তমানে ফিরে এলাম তখনও কথা বলে যাচ্ছেন বাবা।

"...বাক্সগুলো দু'মাস আগে খেয়াল করি, সুতরাং তোমাকে জানানো উচিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম শুধু কাপড়চোপড় হবে...তোমার সামনে ওগুলো খুললে হয়ত পুরনো স্মৃতির কথা ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাবে।"

"আমি বুঝতে পেরেছি কেন দেখাননি। আমার আসলে আপনার সাথে ওভাবে রাগ দেখানোটা উচিত হয়নি। আমি দুঃখিত।"

"আমিও," তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বুকের ওপর থেকে পাথর নেমে গেছে। "বাক্সগুলোতে বিশেষ কিছু খুঁজে পেয়েছ নাকি তুমি?"

আমি তাকে খবরের কাগজ আর আর্টিকেলগুলো সম্পর্কে বললাম।

"এমকে আল্ট্রা," তিনি বললেন, "আশির দশকে বেশ শোরগোল হয়েছিল এটা নিয়ে।"

আমি তাকে মা'র হারানো বছরগুলোর ব্যাপারে আমার ধারণার কথা খুলে বললাম। কিভাবে তার প্রাক্তন স্ত্রী এসবের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং কেন ওয়েন তাকে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।

এরচেয়ে বেশি কিছু আর তাকে বললাম না। কারণ প্রতিবার আমি যখন উল্লেখ করি মা আমার সাথে কি করেছেন তখন কিছু সময়ের জন্যে নিজের

BanglaBook.org

বয়ে চলে যান তিনি। ব্যাপারটা তার জন্যে খুবই বেদনাদায়ক। আর তাকে ওভাবে কষ্ট পেতে দেখলে আমারো খারাপ লাগে।

টপিক পরিবর্তন করার জন্যে বললাম, "আমাকে এই কেসটা সম্পর্কে বলুন।"

উৎসাহে তার ভ্রুজোড়া লাফিয়ে উঠল।

আমার ফোনের দিকে তাকালাম। তিনটা দশ। আজকে একটু ভালো লাগছে আমার, তাই বললাম, "দশ মিনিট পাবেন।"

ডায়রির কতগুলো পাতা তুলে নিলেন তিনি। ওগুলোর বামদিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, উপড়ে ফেলা হয়েছিল ডায়রি থেকে।

3:34 AM

আজকে মি. ল্যানগন আবার আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন।

বদ লোক। ছয় বাচ্চার বাপ না আপনি? আমি যখন খাতা জমা দেব তখন আমার কাঁধ ধরার চেষ্টা করবেন না। আমি চাই না আপনার ঐ লোমশ হাতগুলো আমার পছন্দের নীল সোয়েটারটা ছুঁক।

উফ্।

মেগান বলল গত বছর ওর সাথেও নাকি একই কাজ করেছিলেন তিনি। ও ভেবেছিল নালিশ করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেনি। আমিও ভাবছি নালিশ করব কিনা।

বলব, প্রিন্সিপাল ডেরি, আপনার উচিত মানবিক বিভাগে নতুন একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া। আগেরজন কেবল ছাত্রিদের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যাই হোক, মেগান গত সপ্তাহে ওর লাইসেন্স পেয়ে গেছে, তাই আজ লাঞ্চ করতে ক্যাম্পাসের বাইরে গেছিলাম ওর গাড়িতে করে। ক্যাফেটেরিয়ার বোরিং খাবারগুলো থেকে অনেক ভালো। সাবওয়ে স্যান্ডউইচ খেয়েছি আমরা। জন ম্যাককানিস আর লুক সার্জেই বসেছিল আমাদের পাশের বুথটার। মেগান বলল লুককে নাকি গত বছর একবার চুমু খেয়েছিল ও। কিন্তু তখন ওদের দু-জনের দাঁতেই ব্রেস লাগানো ছিল। জঘন্য, তাই না? লুক ওর ব্রেস খুলে ফেলেছে আর দু-মাসের মধ্যে মেগানও ওরটা খুলে ফেলবে। তখন নাকি আবার চেষ্টা করে দেখবে।

কবে যে আমাকে কেউ চুমু খাবে!

পনের বছর হয়ে গেল আমার আর এখনও কাউকে চুমু খেলাম না। সামার ক্যাম্পের বেনির কথা গোনায় ধরছি না। তখন ক্লাস থ্রি'তে পড়তাম

BanglaBook.org

আমরা। আমি চাই না ওটা আমার জীবনের প্রথম চুমুর মর্যাদা পাক। ইয়াক!

আমি চাই আমার প্রথম চুমুটা হবে জ্যাসনের সাথে।

কী যে বলি, চতুর্থ বর্ষের কেউ কিনা আমাকে চুমু খাবে? আর ওর তো মার্থা নামে সুন্দরি একটা গার্লফ্রেন্ডও আছে।

স্বপ্ন দেখতে দোষ কোথায়?

3:34 AM

ফিরতে দেরি হবে, আজকেও। এটাই বলেছে মা। "ববকে বলো তোমাদের ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করে দিতে।" যেন ঐ বাসি খাবার খেতে খুব ভালো লাগে আমাদের।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী এমন কেসে ব্যস্ত তিনি যে, প্রতিদিন এত রাত করে বাসায় ফিরতে হয় তাকে। "তুমি তো জান সোনামণি, আমি আমার কেসগুলো নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে পারি না। নিষেধ আছে।"

হ্যা, জানি। আমার সাথে কোন ব্যাপারেই কথা বলতে পারো না তুমি।

ফুঁ।

বাহ্, মজার তো।

ফুঁ...

শিষ বাজানোর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ডায়রিটাই নিচে পড়ে গেল।

দুঃখিত।

এমন ভাব করছি যেন এই লেখাগুলো কেউ পড়বে!

হ্যা, মার্কাস তোমার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলছি আমি। এখনই আমার ডায়রি নামিয়ে রাখ। না-হলে পরেরবার ঘুমিয়ে গেলে মাথায় বাড়ি পড়বে তোমার।

হা-হা-হা-হা-হা।

আর কখনোই এটা খুঁজে পাবে না তুমি। লুকোনোর ভালো একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি।

তো যা বলছিলাম, মা'র কোন একটা সমস্যা হয়েছে।

গত দেড় মাস যাবত প্রতি সপ্তাহে এক বা দু'দিন অনেক রাত করে অফিস থেকে ফিরছেন তিনি।

মানে, এই ব্যাপারটা হয়ত অতটাও অদ্ভুত নয়, সেই সাথে তিনি অদ্ভুত আচরণও করছেন। যা একটু বেশিই অদ্ভুত।

BanglaBook.org

গত শনিবার যখন ফোনটা বেজে উঠল তখন বাইরে থেকে ছুটে এসে ওটা ধরলেন তিনি। এর আগে কখনো তাকে দৌড়াতে দেখিনি আমি। পয়তাল্লিশ বছরের একজন মহিলাকে ওভাবে দৌড়াতে দেখতে অদ্ভুত লাগে। এটা বলতেও চেয়েছিলাম তাকে। কিন্তু অভদ্রতা হবে ভেবে বলিনি।

রোববারেও একই ঘটনা।

বব তখন টিভিতে রেডস্কিনসের খেলা দেখায় ব্যস্ত ছিল তাই ওর নজর এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা।

তোমার স্ত্রী এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে আর তুমি কিনা খেলা দেখছ! একটু প্র্যাকটিক্যাল হও, বব।

ববের কথা থেকে মনে হল, খাবার তৈরি।

কালকের বাসি খাবার।

ইয়াক।

3:34 AM

মা পরকিয়া করছে!

মেগান আর আমি স্কুলের পরে মলে গেছিলাম। বাল্টিমোরের মলটাতে। ওর ক্লাসের একটা ছেলে ওকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। সেই উপলক্ষে গ্যাপ নামে একটা দোকান থেকে নতুন সোয়েটার কিনবে ও। বাল্টিমোরের মলটাতে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার। কিন্তু গেছিলাম কারণ ওদের ওখানে 'গ্রেট স্টেক এস্কেপ' নামে একটা দোকান আছে যেখানকার স্টেকের জন্যে যে কোন কিছু করতে পারি আমি। আর মেগান বলেছিল, আমাকে একটা খাওয়াবে।

(ছেলেটা ওকে নিয়ে একটা রোমান্টিক সিনেমা দেখতে যাবে)

ইয়াক।

আচ্ছা, একটু একটু হিংসা লাগছিল আমার। স্বীকার করছি। আমিও ওরকম একটা ফালতু সিনেমা দেখতে চাই কোন ছেলের সাথে। হবে হয়ত কোনদিন। ও আমাকে স্কুলের ইয়ারবুক থেকে ছেলেটার ছবি দেখিয়েছে। অতও সুন্দর না। কিন্তু সেটা বড় ব্যাপার না। বড় ব্যাপার হচ্ছে অন্যটা।

গ্যাপ থেকে শপিং সেরে যখন বের হচ্ছিলাম আমরা তখন আমার হাতে গুঁতো দিয়ে মেগান বলল, "ওটা তোমার মা না?"

আসলেই মা ছিল ওটা। আরেকটা লোকের সাথে। বাল্টিমোরের এক মলে। একটা ফুডকোর্টে!

আরো ভালোমত দেখার জন্যে কাছাকাছি গেলাম আমরা।

BanglaBook.org

'গ্রেট স্টেক এস্কেপ'-এ বসে খাচ্ছিল ওরা। শুধু পরকিয়াই না, এখন তার জন্যে আমি আর কখনো ঐ দোকানটায়ও খেতে পারব না।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার। লোকটা দেখতে একদম ববের মত। আমি প্রথম পাঁচ সেকেন্ড মনে করেছিলাম ওটা বুঝি ববই। কিন্তু বব কখনো স্যুট পরে না। আর ববের একটু ভুড়ি আছে। এই লোকটা চিকন কিন্তু তার চুল আর চেহারার গড়ন পুরোপুরি ববের মত। তার হাতটা ছিল আমার মা'র পায়ের ওপর!

ওখান থেকে হাত সরা হারামি!

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ঘুসি বসিয়ে দেই লোকটার মুখে। কিভাবে পারল মা? বব হয়ত দুনিয়ার সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নয়, কিন্তু তার মত ভদ্র আর কেউ নেই। মার সাথে কত ভালো আচরণ করে সবসময়। আমার আর মার্কাস এর সাথেও গত আট বছর ধরে কি সুন্দর মানিয়ে চলেছে। কিভাবে পারল সে ববের সাথে এমন করতে?

এরপর মা ঝুঁকে লোকটাকে চুমু খেল। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। ওনাকে ঘৃণাকে করি আমি। এই মাত্র বাসায় আসল মনে হয়।

বদ মহিলা।

3:34 AM

বিশ্বাস করবেন না, বদ মহিলাটা, মানে আমার মা কি করেছে।

আমি তাকে বলেছিলাম, কিছু জিনিস কিনতে মলে যেতে হবে আমাকে।

আমাকে গাড়ি চালাতে দিল সে। খুবই ভালো ব্যবহার করল। মনে হয় অপরাধবোধ থেকে অমন করছিল। ববের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে অপরাধবোধে ভুগছিল।

ওখানে পৌঁছে পার্কিংলটের একদম পেছনে গাড়ি নিয়ে যাই আমি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, কি উদ্দেশ্য আমার। আমি কান্না শুরু করে দিয়েছিলাম। চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারিনি। এত রাগ লাগছিল!

সে আমাকে জিজ্ঞেস করে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা? আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছি কিনা?

হ্যা, ঠিক বলেছ, মা। কোন ছেলেকে জীবনে চুমুই খেলাম না আর প্রেগন্যান্ট হয়ে বসে আছি!

আমি বলে দেই, ঐ লোকটার সাথে তাকে দেখে ফেলেছি আমি। দেখে ফেলেছি, গ্রেট স্টেক এস্কেপে বসে দু'জন চুমু খাচ্ছিল।

BanglaBook.org

আর তখন ঐ বদ মহিলা কি করল জানেন? না, ক্ষমা চায়নি। এমনকি বলল ও না, ঐ ব্র্যাড না চাক নামের লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকবে। সে বলল আমি যদি কাউকে এ ব্যাপারে না বলি তাহলে ষোলতম জন্মদিনে একটা গাড়ি কিনে দেবে আমাকে। একদম নতুন। যেটা চাই আমার। আমি বললাম আমার একটা রেঞ্জ রোভার চাই। সবুজ রঙের। রাজি হয়ে গেলেন তিনি!

এরপর আমি তাকে বলি...থাক, ওটা লিখে ডাইরি নষ্ট করব না আমি।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা বাসার পথে হাঁটা ধরি। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুঁকে দেখি বব টিভি দেখছে।

"তোমার স্ত্রী পরকিয়া করছে, বব।"

সব খুলে বলি আমি তাকে। ঐ লোকটার কথা, চুমুর কথা, রেঞ্জ রোভার গাড়ি কিনে দেয়ার প্রস্তাব, সব বলে দেই। শুনে কেঁদেই ফেলে বব। এরপর চলে যায়।

3:34 AM

দুঃখিত, অনেক দিন লিখতে পারিনি। খুব বাজে দুটো সপ্তাহ গেল। জীবনের সবচেয়ে খারাপ দুটো সপ্তাহ। মেগানদের বাসায় আছি আমি গত এক সপ্তাহ ধরে।

মা আর ববের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। বব একটা মোটেলে উঠেছে এখন। মার্কাস মা'র সাথে থাকছে। ওর ধারণা সব দোষ আমার। আমাকে ঘৃণা করে ও। ওকে কোন দোষ দেই না আমি।

আসলে গাড়িটা নেয়াই উচিত ছিল আমার।

3:34 AM

বাবা ডায়রি পড়া বন্ধ করে দিলেন। আরেকটু পড়ে শোনালে ভালো হত।

"বেচারা," বলে উঠি আমি।

আমি জানি না, বাবা ইচ্ছে করেই এই অংশটুকু পড়লেন কিনা, যাতে করে মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি জন্মে আমার। আর তার খুনিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করি তাকে।

তাই যদি হয়, তাহলে তার পরিকল্পনা কাজে দিয়েছে।

মেয়েটার মা'র ওপর আমার মা'র মতনই রাগ হচ্ছে। তিনি তার মেয়েকে গাড়ি ঘুষ দিতে চেয়েছেন যাতে সে ববকে কিছু না বলে (বব জেনিফারের সৎবাবা। যতদূর বুঝলাম, তাকে খুব ভালোবাসে মেয়েটা)।

BanglaBook.org

তার পরকিয়ার কারণে পরিবারটা শুধু ভেঙেই যায়নি, নিজের মেয়ের সাথে সারাজীবনের জন্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছিল। আর মেয়েটার ভাই তাকে ঘৃণা করা শুরু করেছিল এটা ভেবে যে, তার কারণেই সব ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ব্ল্যাকমেইল করার মত বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায় মেগান। যা এক সময় তাকে নিয়ে যায় মৃত্যুর কাছে।

বাবার সাথে কেসটাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। ডায়রির পরবর্তি লেখাগুলোও শুনতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এরচেয়েও বড় কাজ আছে আমার হাতে।

বাবাকে বললাম কেসটার প্রতি আরো মনোযোগ দিতে এবং কি পেলেন সেটা আমাকে জানাতে। এরপর ল্যাপটপ নিয়ে আমার ঘরে চলে আসলাম।

দুটো নতুন ইমেইল এসেছে।

প্রথমটা পাঠিয়েছে ইনগ্রিড। গত দু'দিন ওদের ওখানে যা যা ঘটেছে সব কিছুর বর্ণনা লেখা ওটাতে। ওর মা এখনও কোমায় আছেন কিন্তু অবস্থার উন্নতি ঘটছে ধীরে ধীরে। ওর বাবা এখনও শান্ত হতে পারছেন না। ইনগ্রিড ওনার ফোনে ক্যান্ডি ক্রাশ গেমটা ইন্সটল করে দেয়ায় ওটা খেলে কিছু সময়ের জন্যে স্ত্রীর অবস্থা ভুলে থাকতে পারছেন। পালা করে ওর মা'র দেখাশোনা করছে ওরা। একজন হাসপাতালে থাকলে আরেকজন বাসায় গিয়ে গোসল সেরে খাবার দাবার নিয়ে আসে। আমাকে ভীষণভাবে মিস করছে আর ওখান থেকে ফিরে একেবারে অ্যাপার্টমেন্টে উঠতে চায় ও। ল্যাসি, মারডক আর বাবার খেয়াল রাখতে বলেছে।

দ্রুত ওর ইমেইলের জবাব লিখে পাঠিয়ে দিলাম। এরপর দ্বিতীয় ইমেইলটা খুললাম।

এএসটি মাইক ল্যাং পাঠিয়েছে এটা।

হেনরি,
এটুকুই খুঁজে পেয়েছি আমি। কোন খাটুনি হয়নি, তাই খরচেরও দরকার নেই।

মাইক।

বি: দ্র তোমার দাদা-দাদির ব্যাপারটাতে দুঃখিত আমি। তা-ও ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে!

BanglaBook.org

ইমেইলের সাথে এটাচ করে দেয়া জিপ ফাইলটা খুললাম। চারটা পিডিএফ আছে ওটায়।

প্রথমটা আমার বাবার জন্মসনদ ডেস মোইনেস, আইওয়া। রিচার্ড জেফরি বিনস। জন্ম ৮/১/১৯৫০। অভিভাবক জ্যাক এবং মারগারেট বিনস।

দ্বিতীয়টা খুলে বুঝলাম এটার কথাই ইমেইলে লিখেছে মাইক। আমার দাদা-দাদি মারা যান সড়ক দুর্ঘটনায়। ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে ডিনার শেষে বাসায় ফেরার পথে এক মাতাল ট্রাক ড্রাইভার তাদের গাড়ির ওপর তুলে ট্রাক। আমার বাবার বয়স তখন একুশ। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরের পিডিএফটাতে তাদের মৃত্যু সনদও দিয়ে দিয়েছে মাইক। ওখানে তারিখ লেখা ২/১৪/৭১।

চতুর্থটা আমার জন্মসনদ।

ওটার সাথে আমার আলেক্সান্দ্রিয়ার বাসায় রাখা জন্মসনদটা মিলে যায় : ভার্জিনিয়া। হেনরি গ্রেসন বিনস। ৩/২০/১৯৭৮। অভিভাবক, রিচার্ড এবং স্যালি বিনস।

ওটার নিচের দিকে বাবার সইটাও ঠিক আছে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার বাবা আসলেও আমার বাবা।

ধন্যবাদ ঈশ্বর।

3:34 AM

তিনটা পঁচিশ।

আমার স্টকগুলো দেখলাম। গত দুদিনে প্রায় ষাট হাজার ডলার খুইয়েছি। ওগুলোর ব্যবস্থা করে ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ কোন ব্যয়াম করিনি। বিছানার নিচে থেকে নাইকি জোড়া বের করে নিলাম। জুতোর ফিতা বাঁধার সময় মনে হল একটা জিনিস দেখতে ভুলে গেছি। বাবার সম্পর্কে জানার পর এতটা স্বস্তি লাগছিল যে গত রাতে পাঠানো মেসেজটার কথা ভুলেই গেছি।

সিডনি ওয়েনকে মেসেজ দিয়েছিলাম আমি।

ফেইসবুকে লগইন করলাম। একটা নতুন মেসেজ এসেছে ওনার কাছ থেকে।

আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। গত রাতে আমি লিখেছিলাম :

মি. ওয়েন, আমার ধারণা আপনি জানেন আমি কে।

BanglaBook.org

আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার। এটা পাবার পরে আমাকে একটা মেসেজ দেবেন দয়া করে।

ওনার মেসেজটাতে ক্লিক করলাম।

মি. বিনস,
আপনার পরিচয় সম্পর্কে অবগত আমি, আর এটাও জানি, আপনি কোন কন্ডিশনে ভুগছেন। সত্যি কথা বলতে, আমি আসলে অবাকই হয়েছি, আমার সাথে যোগাযোগ করতে এত সময় লাগালেন কেন। আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি। তবে বলে রাখছি, ওগুলো শুনতে হয়ত ভালো না-ও লাগতে পারে আপনার।
সিডনি

বড় করে শ্বাস নিয়ে প্রশ্নগুলো লিখতে থাকলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুছে দিলাম সবগুলো। শুধু পাঁচটা শব্দ লিখলাম :

কাল দেখা করতে পারি আমরা?

সেন্ড বাটনে ক্লিক করে জুতোর ফিতা বেঁধে নিলাম। এসময় মারডক ভেতরে ঢুকল। আমি দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হতে থাকলেই কিভাবে যেন বুঝে যায় ও। ঘাড় কাত করে আমাকে দেখতে লাগল ও।

"হ্যা, আসতে পারিস তুই।"

খুশিতে লেজ নাড়তে লাগল ব্যাটা। দৌড়ে এসে আমার মুখ চেটে দিল

ল্যাসির খোঁজে একবার নজর বোলালাম আশেপাশে। কোথাও দেখলাম না ওকে।

তিনটা তেতাল্লিশ নাগাদ আমি আর মারডক বাবার বাসার পাশেই পার্কটার প্রায় অর্ধেক চক্কর দিয়ে ফেললাম। গত সপ্তাহের মত না হলেও গরম খুব একটা কমেনি। পুরো ঘেমে গেছিল আমি। প্রায় নয় বছর পরে এ পথে দৌড়াচ্ছি। নস্টালজিক লাগছে।

মারডকের চেইনটা ছেড়ে দিলাম। মোটামুটি বাধ্য ও এসব ব্যাপারে, ল্যাসির মত নয়। ল্যাসির সবসময়ের চেষ্টা থাকে চেইন ছাড়িয়ে নিয়ে এটা

BanglaBook.org

ওটা তাড়া করে বেড়ানো। মাঝে মাঝে আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে সামনে অপেক্ষা করে ও। এরপর আমি কাছাকাছি গেলে আবার দৌড় শুরু করে।

বাবার বাসার সামনের রাস্তায় ঢোকার সময় ফোনটা শব্দ করে উঠল একবার। বের করলাম ওটা।

বাসা থেকে বের হবার আগে ফোনে মেসেঞ্জার অ্যাপটা ইন্সটল করে নিয়েছি। ওটারই নোটিফিকেশন।

বুড়ো মনে হয় এখনও জেগে আছে। ইনগ্রিডের বাবার মত ক্যান্ডি ক্রাশ খেলছে। তার মেসেজটা একদম সাধারণ :

কাল দেখা হচ্ছে।

এরপর একটা ঠিকানা লেখা।

3:34 AM

বাসায় ঢুকেই বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কাজটা করবেন কিনা।

"অবশ্যই," কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই জবাব দিলেন তিনি।

আমি তাকে ঠিকানা বললে ওটা ফোনে টুকে নিলেন তিনি। বললেন দু-ন্টার মত লাগবে পৌঁছুতে।

বাবার বয়স যখন কম ছিল তখন আমাকে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে তুলতেন তিনি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে সাতটা হাড্ডি ভাঙার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন, তার একশ ষাট পাউন্ডের ছেলেকে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে ওঠানোর দিন শেষ।

তার মানে, আজ রাতে গাড়িতেই ঘুমোতে হবে আমার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা পঞ্চান্ন।

দৌড়ে আমার ঘরে গিয়ে এক মিনিটে গোসল করে নিলাম। এরপর একটা টি-শার্ট পরে হুডি আর জিন্স তুলে নিলাম ঘুম থেকে উঠে গায়ে চাপানোর জন্যে।

এক মিনিট বাকি থাকতে গ্যারেজে পৌঁছে গেলাম।

ল্যাসি আমার বাবার গাড়িটার হুডের ওপর বসে আছে। হুডের ওপর যে চকচকে বলটা লাগানো আছে সেটাকে নাড়াচ্ছে বারবার।

হেসে বললাম, "কি করছিস তুই?"

মিয়াও।

"এরকম করলে একটু শান্তি পাস?"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"কি?"

মিয়াও।

"গরীব মানুষের খেলার বল এটা? মানে, গরীব বিড়ালের খেলার বল?"

মিয়াও।

"বাসার কাজে আমাকে সাহায্য করলে তোকে হয়ত নতুন একটা বল দিলেও দিতে পারি আমি।"

ওর সাথে কথা বলতে থাকলে সারাদিন পার হয়ে যাবে। কিন্তু আমার হাতে আর কয়েক সেকেন্ড আছে মাত্র। দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সিটটাতে চড়ে বসলাম। ল্যাসি হুড থেকে নেমে লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠে গেল।

মিয়াও।

"বাসন মাজার কাজে সাহায্য করবি?"

মিয়াও।

"উঠানের ঘাস কাটতে কিভাবে সাহায্য করবি তুই, শুনি?"

এই সময় বাবা এসে আমার মাথার নিচে একটা বালিশ দিয়ে আমার আর ল্যাসির গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে দিলেন। এরপর ছোট একটা এনার্জি বার আর একগ্লাস পানি খাইয়ে দিলেন। পুরনো দিনগুলোর মত।

"ধন্যবাদ, বাবা," এই বলে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭

ভার্জিনিয়ার কালপিপার শহরটা বাবার বাসা থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে। ঐতিহাসিকদের কাছে এই শহরটার গুরুত্ব অনেক। আমেরিকায় একদম প্রথম দিকে হাতে গোনা যে-কয়টা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে এটি একটি।

আর এ কথাটা আমাকে কে বলেছে তা তো বুঝতেই পারছেন। বাবা। কিছু সময়ের জন্যে অমীমাংসিত কেসের গোয়েন্দা থেকে ঐতিহাসিক বনে গেছিলেন।

বাবাকে বলতে চাইছিলাম শহরের ১৮২৪৭ লোকের মধ্যে কেবল একজনের ইতিহাস জানলেই চলবে আমার। কিন্তু দু-ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি, আবার ফিরে যাওয়ার পথে দু-ঘন্টা গাড়ি চালাতে হবে। এটুকু ছাড় তো দেয়াই যায়।

মাথা নাড়তে নাড়তে সিটে বসে কাপড় বদলাতে লাগলাম। কাজটা সোজাই, কিন্তু মারডকের কারণে ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। সে এখন আমার মুখ চাটায় ব্যস্ত।

"এই দুই মাস্তানকে সাথে করে নিয়ে আসার কি খুব দরকার ছিল?" বাবার ইতিহাসের লেকচারের মাঝেই জিজ্ঞেস করলাম। তিনি এখন ব্যাখ্যা করছিলেন কেন শহরের নাম ফেয়ারফ্যাক্স থেকে বদলে কালপিপার রাখা হল।

এসময় ল্যাসি হাজির হল মারডকের মাথার ওপর।

মিয়াও।

"আচ্ছা, তুই বড় মাস্তান," বললাম আমি।

মিয়াও।

"তোর কথা মতই চলে মারডক, বুঝেছি।"

দু-জনকে আবার পেছনের সিটে পাঠিয়ে দিয়ে জিন্সের প্যান্টটা পরে নিলাম।

"ওটাই কি বাসাটা?" জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললাম। একটা বিশাল দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে বাইরে।

"হ্যা, ওটাই," মাথা নেড়ে জানালেন তিনি। "আমি একবার চারপাশ দিয়ে হেটে দেখেও এসেছি। মেইলবক্সের নম্বর আর আমাকে যে ঠিকানাটা

BanglaBook.org

দিয়েছিলে তুমি সেটা মিলে গেছে। গেটের কাছে দুটো ছাগল তো আমাকে ভয় দেখিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।"

বাসাটা বাইরে থেকে একদম ছিমছাম, শান্ত মনে হচ্ছে। ওটার ভেতরে যে মানুষটা বসবাস করছে তার একদম বিপরীত। বেড়ার ভেতর দিয়ে একটা সুন্দর বাগানও দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে।

"আমি কি তোমার সাথে আসব?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আসলে তাকে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার, আবার না-ও বলতে পারছি না।

"ঐ লোকটা যা বলবে তা আপনার বোধহয় পছন্দ হবে না।"

"ওটা নিয়ে ভেব না," তিনি শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, "সময় এসেছে তোমার মা'র আসল পরিচয়টা মেনে নেয়ার।"

"আপনাকে নিয়ে গর্বিত আমি," তার হাতে আলতো একটা চাপড় মেরে বললাম।

"আরে, এটা তো আমার কথা," মৃদু হেসে জবাব দিলেন তিনি।

ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকালাম।

তিনটা তিন।

"ল্যাসি, মারডক," আমি ওদের দিকে ঘুরে বললাম, "আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন ঝামেলা করবি না।"

ওরা ওদের সবচেয়ে নিরীহ মুখ করে বসে থাকল। যেন ভাঁজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না।

"আর মারডক, তোর ওপর সব দায়িত্ব। দেখবি ছোট মাস্তান যাতে বের না হয় গাড়ি থেকে।"

মিয়াও।

"তখন মিথ্যা বলেছিলাম আমি," এই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বের হয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

3:34 AM

ড্রাইভওয়ে ধরে বাসাটার কাছে পৌছুতে দুই মিনিট লাগল। চাঁদের আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছে বাড়িটা। তবে বয়সের তুলনায় একটু বেশিই জাঁকজমক দেখে মনে হচ্ছে এক পর্যায়ে হয়ত আবার রিমডেল করা হয়েছে।

বাবা এসময় আমাদের ডানদিকে একটা বার্চ গাছের নিচে দুটো ছায়ার দিকে ইঙ্গিত করল। গভীর রাতে খেতে বের হয়েছে ছাগলদুটো। আমাদের দেখে একবার মাথা উঁচু করে আবার ঘাস খাওয়ায় ফিরে গেল ওরা।

আর যাই হোক, পাহারাদার ছাগল না।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে কলিংবেল খোঁজার বৃথা চেষ্টা করলাম। ওরকম কিছু না পেয়ে দরজার বিশাল তামার রিং ধরে আস্তে করে বাড়ি দিলাম তিনবার।

তিরিশ সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। এরপর বাবা পাঁচবার নক করলেন জোরে জোরে।

"আশেপাশের পাঁচ মাইলের মধ্যে সবার ঘুম ভেঙে গেছে নিশ্চিত," আমি বললাম।

"কিছু না পেয়ে ফিরে যাবার জন্যে এতদূর আসিনি আমরা," কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন বাবা।

পনের সেকেন্ড পর ভেতর থেকে পদশব্দ ভেসে এল। খয়েরি রঙের নাইটগাউন পরা একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

"শুভ সন্ধ্যা," উজ্জ্বল একটা হাসি দিয়ে বললেন তিনি। "আমি দুঃখিত যে, দরজা খুলতে এত সময় লাগল। এখন আর আগের মত পরিস্কার শুনতে পাই না আমি।"

তাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। চিন্তা করতে লাগলাম তিনি কি মি. ওয়েনের স্ত্রী নাকি কেয়ারটেকার। নাকি দুটোই?

তিনি নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন, "আমি ম্যাগি। মি. ওয়েনের টুকটাক কাজে সাহায্য করি।"

সাহায্য বললে কম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ভার্জিনিয়া, এখানকার নিয়মনীতি অন্যরকম।

"মি. ওয়েন আপনাদের জন্যে স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন। আমি আপনাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।"

বাবা আর আমি তার পেছন পেছন গেলাম।

একটা সরু হলওয়েতে প্রবেশ করলাম। খুব মৃদু আলো জ্বলছে চারপাশে। এতে অন্ধকার যেন আরো বেড়ে গেছে। ফোন বের করে সময় দেখলাম।

তিনটা ছয়।

ভয়েস রেকর্ডার অ্যাপটা বের করে রেকর্ডিং চালু করে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম ফোনটা।

"আপনাদের কি চা কিংবা অন্য কিছু বানিয়ে দেব?" ম্যাগি জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি ঠিক আছি," বললাম।

BanglaBook.org

"স্কচ হবে আপনাদের এখানে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালাম।

একবার কাঁধ ঝাকালেন তিনি শুধু।

"অবশ্যই হবে," ম্যাগি বলল। "বেশ ভালো স্কচ আছে মি. ওয়েনের সংগ্রহে," এই বলে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

আমরা কাছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর ফিসফিসিয়ে বললেন, "মি. ওয়েন কথার মাঝখানে অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলেন," এই বলে মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন আঙুল দিয়ে। "যদি উনি হঠাৎ করে যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন, তাহলে দয়া করে এক-দু মিনিট সময় দেবেন ওনাকে। এরপর আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবেন।"

বাবা আর আমি দু-জনেই মাথা নাড়লাম।

ম্যাগি দরজায় নক করে বললেন, "মি. ওয়েন আপনার অতিথিরা এসে গেছেন।"

ভেতর থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ ভেসে আসলে ম্যাগি দরজার নব ঘুড়িয়ে খুলে ফেলল ওটা। বাবা আর আমি একটা বিশাল স্টাডিতে প্রবেশ করলাম। হলওয়ে থেকেও কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে এখানে। চোখ সরু করে টেবিলের ওপাশে বসে থাকা মানুষটাকে দেখতে হল আমার।

মাথা পুরো টাক লোকটার, খালি এখানে ওখানে কয়েক গোছা সাদা চুল। নাক আর কানই ওনার চেহারার প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে অনেকটা। একটু কুঁজো হয়ে বসে আছেন, মনে হচ্ছে, মাথাটা ঘাড়ের ভেতরে ঢুকে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এই কম আলোতেও ওনার নীল চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। যেন একটা কম বয়সি ছেলের মাথা থেকে ওগুলো বের করে মি. ওয়েনের কোটরে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আশেপাশে বই আর বই। নানা রঙের নানা আকারের বই রাখা আছে টাল করে। কোন কোন বইয়ের টাওয়ার তো আমার চেয়েও লম্বা। ওগুলোর মাঝে দিয়ে হেটে যাবার সময় মনে হচ্ছিল যেকোন সময় মাথার ওপর পড়ে যাবে।

"মি. বিনস," ভারি স্বরে বললেন ওয়েন, "আর আপনার পাশের ভদ্রলোকটি কে? আপনার বাবা মনে হয়? মি. বিনস সিনিয়র।"

আমাদের মাঝখানে ছয় ফিটের একটা টেবিল।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম, এরপর সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দন করার জন্যে।

BanglaBook.org

বাবাও একই কাজ করে বললেন, "রিচার্ড বিনস।"

ওয়েন ওনার দূর্বল হাতটা বাবার সাথে মেলালেন। এরপর বললেন "আমি সিডনি।"

এসময় কমলা রঙের একটা বিড়াল এসে লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে গেল।

"আর এ হচ্ছে পিচেস।"

পিচেস হচ্ছে একটা বিশাল কমলা রঙের ট্যাবি বিড়াল। বিশাল মানে বিশাল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বিড়ালদের *কুইন লতিফা*।

টেবিলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়ল বিড়ালটা। গলায় কয়েকটা ভাঁজ পড়ল দেখলাম।

বাবা হাত বাড়িয়ে আদর করে দিলে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ মিয়াও মিয়াও করল।

"আমি জানি আপনার হাতে সময় সীমিত," একবার মাথা নেড়ে বললেন সিডনি। "আসল কথা শুরু করা যাক তাহলে।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা এগার বাজছে।

আমি আমার প্রথম প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করব এমন সময় ম্যাগি ট্রেতে করে দুই গ্লাস বাদামি রঙের তরল নিয়ে প্রবেশ করল ঘরে। একটা বাবার হাতে দিয়ে অন্যটা মি. ওয়েনের সামনে রেখে দিলেন।

কোন কথা না বলে চলে গেলেন এরপর।

বাবা আর মি. ওয়েন দু-জনেই একবার করে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। "খুবই ভালো জিনিস," মি. ওয়েন হেসে বললেন। "এগুলোর কথাই মনে পড়বে বেশি।"

কেন যেন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই মি. ওয়েনের জন্যে। এজন্যেই বোধহয় আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন তিনি। বোঝা একটু হলেও কমানোর জন্যে।

"বেশ দামি মনে হচ্ছে," বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"আসলেই বেশ দামি," এরপরের দুই মিনিট স্কটল্যান্ডের এক ঐতিহ্যবাহি স্কচ প্রস্তুতকারকের ব্যাপারে গল্প করলেন তিনি।

বাবা আমার দিকে তার গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরাতে আমিও এক চুমুক দিলাম। জিনিসটা আসলেও অসাধারণ, কিন্তু আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কিভাবে আমার দুই মিনিট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

"কিন্তু আমরা এখানে স্কচের ব্যাপারে গল্প করতে আসিনি," ওয়েন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এবার, "শুরু করা যাক।"

BanglaBook.org

"আমার মা'র সাথে কোথায় দেখা হয়েছিল আপনার?" জিজ্ঞেস করলাম।

বড় করে একটা শ্বাস নিলেন তিনি। "এলেনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল যখন ওর বয়স ছিল তেইশ, ক্যাম্প পেরিতে। অনেকে 'দ্য ফার্ম' নামেও চেনে জায়গাটাকে। প্রতি বছর সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসাবাদের নতুন নতুন ধরণ নিয়ে একটা লেকচার দিতাম আমি।"

"মানে, টর্চারের নতুন নতুন ধরণ," বললাম তাকে।

"হ্যা, টর্চার।"

"এ সময় আপনি প্রজেক্ট এমকে আলট্রার প্রধান ছিলেন?"

"হ্যা। আমার বন্ধু অ্যালেন এ পদে আমাকে নিয়োগ দিয়েছিল সে সময়েরও প্রায় এক যুগ আগে। কিন্তু ১৯৭১ সাল নাগাদ সরকারের চোখে আমাদের অবস্থান অনেকটাই খারাপ হয়ে গেছিল। দু-বছর পরে অফিশিয়ালি প্রোগ্রামটা বন্ধ করে দেয় অ্যালেন।"

"আপনি এমনভাবে প্রোগ্রামটার ব্যাপারে কথা বলছেন যেন ওটা কোন টর্চার এক্সপেরিমেন্ট না, একটা পুণর্বাসন প্রোগ্রাম।"

"আমি জানি আপনারা আমাকে দানব মনে করেন। কিন্তু আপনার সাথে সে ব্যাপারে তর্ক করার মত সময় কিংবা শক্তি কোনটাই নেই আমার। যা প্রয়োজন মনে হয়েছে করেছি আমি।"

কোন প্রকার অপরাধবোধ ছাড়া একদম স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বললেন তিনি। তার কাছে নিরীহ মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা যুদ্ধের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাদের জীবনের যেন কোন মূল্য নেই।

আমার ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে বলি, আমিও ঐ নিরীহ মানুষদের একজন।

তা না করে লম্বা করে দু-বার শ্বাস নিয়ে বললাম, "১৯৭১ সালে ক্যাম্প পেরিতে একটা লেকচার দিচ্ছিলেন আপনি..."

"হ্যা। গত কয়েক বছরের গবেষণায় কি কি পেয়েছি আমরা ওগুলোই বলছিলাম। সেই লেকচারের সময়ই বুঝে যাই, এলেনা অন্যদের চেয়ে আলাদা।"

"কোন দিক দিয়ে?"

"একটা কারণ হিসেবে বলা যায়, আপনার বাবাও আমার সাথে একমত প্রকাশ করবেন আমি নিশ্চিত, আপনার মা খুবই সুন্দরি ছিলেন দেখতে। চোখগুলোও ভীষণ সুন্দর।"

হ্যা, ঐ চোখগুলো। দুঃস্বপ্নে আমাকে তাড়া করে বেড়ায় ওদুটো।

BanglaBook.org

"কিন্তু শুধু তার চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ হইনি," তিনি বলতে লাগলেন, "আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম ওর কথাবার্তায়। লেকচারের শেষ দিকে সে যা বলেছিল তা সারাজীবন মনে থাকবে আমার। আমি যখন বলছিলাম জিজ্ঞাসাবাদের সময় সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে ভয়, তখন এলেনা হাত উঁচু করে বলে, সে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তার মতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে আশা।"

"আশা?"

"সে বলেছিল, একজন বন্দিকে ভয় দেখিয়ে হয়ত কথা আদায় করা যাবে, কিন্তু তার কাছ থেকে যদি বেঁচে থাকার, তার পরিবারকে দেখার কিংবা প্রচন্ড কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবার আশাটুকু কেড়ে নেয়া হয় তাহলে সে সবকিছু নিজে থেকেই বলা শুরু করবে।"

মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শিহরন বয়ে গেল।

বাবার দিকে তাকালাম।

শক্ত হয়ে বসে আছেন তিনি।

আমার তেইশ দিনের দুঃস্বপ্নের কথা ভাবলাম। নদীতীরে পড়ে আছি, কয়েকদিনের অভুক্ত, ওপিকের মৃতদেহ আমার থেকে দশ ফিট দূরে, ল্যাসি ভেসে গেছে নৌকার সাথে, ইনগ্রিড আর বাবার সাথেও দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অসহায়।

আশাহীন।

সিডনির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আর এ সময় আপনি তাকে নিয়োগ দিলেন নতুন একটা প্রোগ্রামে?"

"হ্যা, স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম," মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললেন তিনি।

"ঘুম কেন?

"কারণ মানুষের আচরণের ওপর প্রায় একশ ষাটটা প্রজেক্ট চালানোর পর আমরা খেয়াল করেছিলাম, যেগুলোতে ঘুম নিয়ে কাজ করা হয়েছিল ওগুলোই ছিল সবচেয়ে সফল। আর এটা অনেক আগে থেকেই জানা যে, বন্দিদের যদি ঠিকমত ঘুমোতে না দেয়া হয় তাহলে অসংলগ্ন আচরণ করা শুরু করে তারা। কিন্তু ঘুম বর্ধিতকরণ আর স্বপ্ন দেখা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে পরীক্ষাগুলো করেছিলাম সেগুলো থেকে ঘুমোতে না দেয়ার চেয়েও ভালো ফলাফল পেয়েছিলাম।"

"স্বপ্ন দেখা নিয়ন্ত্রন বলতে দুঃস্বপ্ন বলতে চাচ্ছেন?"

মাথা নাড়লেন তিনি। এরপরে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে

BanglaBook.org

বলে উঠলেন, "কিভাবে সেটা করি আমরা? আসলে বিজ্ঞান থেকে বেশ তফাত আছে উত্তরটার। তবুও সংক্ষেপে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি আমি," এই বলে গ্লাসে একটা ছোট চুমুক দিলেন তিনি। "দুঃস্বপ্ন তৈরি করা অনেকটা টর্নেডো তৈরি করার চেষ্টার মত, সেটা সরাসরি সম্ভব নয়। কিন্তু সঠিক পরিবেশ যদি সৃষ্টি করতে পারেন আপনি, যেমন গরম বাতাসের সাথে ঠাণ্ডা বাতাসের সমন্বয় ঘটান, তাহলে একটা টর্নেডো সৃষ্টি হতে পারে। দুঃস্বপ্ন তৈরির ক্ষেত্রেও এই একই কাজ করি আমরা। একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করি মস্তিষ্কে।"

ওয়েন আমার আর বাবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে দেখে নিলেন, তার কথাগুলো বুঝতে পারছি কিনা আমরা। দু-জনেই মাথা নাড়লাম।

"তিনটা যৌগ ব্যবহার করি আমরা," ওয়েন বললেন। "গরম বাতাসের মত আমাদের পদার্থটা কিছু নিউরোট্রান্সমিটারের কাজকে স্তিমিত করে দেয়। যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন। আর কিছু নিউরোট্রান্সমিটারকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করে, যেমন মেলাটোনিন।"

মেলাটোনিন কি তা আমার জানা আছে। সতের বছর বয়সে অপারেশন করে আমার পিনিয়াল গ্রন্থি সরিয়ে ফেলা হয়। এই গ্রন্থিটা মস্তিষ্কের মাঝের দিকে অবস্থান করে মেলাটোনিন নিঃসরণ করতে থাকে। আর মেলাটোনিন নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ঘুমকে। আরো ভালোমত বললে ঘুম আর জেগে থাকার চক্রকে। আমার পিনিয়াল গ্রন্থি স্বাভাবিকের চেয়ে তিনগুণ বড় ছিল আর ধারণা করা হয়েছিল, ওটার কারণেই আমি হেনরি বিনস কন্ডিশনে ভুগছি। কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল।

"দ্বিতীয় যে পদার্থটা ব্যবহার করি আমরা ওটা আমাদের অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রনের স্থানে প্রভাব ফেলে, যেমন–ভয়, রাগ, ভালোবাসা, হিংসা..."

"আশা," বাবা বিড়বিড় করে যোগ করে বললেন।

"হ্যা, আশা।"

"আর তৃতীয় যৌগটা কি?" এরপরের প্রশ্নে চলে যেতে চাই আমি। কিন্তু এই বিজ্ঞানের কচকচানির জন্যে পারছি না।

"আহ্, তৃতীয়টা বেশ নামকরা। আমি নিশ্চিত ওটার ব্যাপারে পড়েই এসেছেন আপনি।"

"এলএসডি," মাথা নেড়ে বললাম।

"ঠিক।"

তারমানে, আমার তেইশ ঘন্টার দুঃস্বপ্নটা এভাবেই তৈরি করা হয়েছিল।

BanglaBook.org

"এরপরের কাজ ভিক্টিমের নিজের মস্তিষ্কই করে দেয়," ওয়েন বলতে থাকলেন। "তাদের স্মৃতি, তাদের ভয়," আমার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি, এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মা আপনার সাথে এমনটাই করেছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন। তিনি কি নিজেকে আমার জায়গায় কল্পনা করছেন? বোঝার চেষ্টা করছেন সবকিছু কিভাবে কাজ করল?

"সেটা শুধু কল্পনাই করা সম্ভব আমার পক্ষে," আস্তে করে বললেন তিনি। যেন কিছুটা হতাশ।

ঠিক এসময়ে বুঝলাম কেন তাকে দানব বলা হয়। আমার জন্যে মোটেও দয়া হচ্ছে না তার। তিনি আসলে কৌতূহলি এ ব্যাপারে। আমাকে তিনি কল্পনা করছেন নল লাগানো অবস্থায় একটা ল্যাবের বিছানায় বন্দি হিসেবে। চারপাশে অনেকগুলো মেশিন।

মনে হল উঠে গিয়ে তার বড় নাকটা জোরে টেবিলের সাথে ঠুকে দেই। কিন্তু তা না করে আমার ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকালাম।

তিনটা ছাব্বিশ।

দুঃস্বপ্নটার ব্যাপারে আরো জানতে চাই আমি কিন্তু আমার হাতে সময় বড্ড কম। "বলে যান," আমি বললাম। "আমার মা কেবলই স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চালু করেছেন..."

"হ্যা, হ্যা," তিনি বললেন। এরপর বাবার দিকে নজর দিলেন, "আমাকে ঠিক করে দেবেন যদি ভুল বলি, আপনার সাথে এলেনার দেখা হয়–অবশ্য স্যালি নামে পরিচয় দিত ও তখন...১৯৭৬ সালে।"

বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যা, ঐ বছরের নভেম্বরে একটা কফিশপে ওর সাথে দেখা হয় আমার।"

"তাহলে ততদিনে ওর স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে কাজ শুরু করার প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেছিল। কিন্তু এমকে আলট্রা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এলেনার সাথে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমার খুব কমই যোগাযোগ হত।"

BanglaBook.org

"এর পেছনে টাকা ঢালছিল কে?"

"আমি।"

"আপনি?"

"হ্যা। এমকে আলট্রার বার্ষিক বাজেট **ছিল এক কোটি ডলার**, যা আজকের দিনে প্রায় নয় কোটির মতন হবে।"

"ওখান থেকে টাকা সরাচ্ছিলেন আপনি?"

"ঠিক সরাচ্ছিলাম বলব না। জমা করে রাখছিলাম দুঃসময়ের জন্যে।"

"যাতে বন্ধ হয়ে যাবার পরও কাজ চালিয়ে যেতে পারেন?"

"ঠিক।"

"তা, কত টাকা জমিয়েছিলেন আপনি?"

"তিন কোটি।"

তিন কোটি ডলার। তার মানে আজকের দিনে প্রায় সাতাশ কোটি। "ওগুলোর পুরোটাই কি স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের জন্যে বরাদ্দ করেন আপনি?"

"পাগল নাকি? স্লিপ কন্ট্রোল ছাড়াও বেশ কয়েকটা ব্ল্যাক অপস প্রজেক্ট চালু করেছিলাম আমি অবসর গ্রহণের পরে।"

অপেক্ষা করতে লাগলাম, হয়ত এ ব্যাপারে আরো কিছু বলবেন তিনি। কিন্তু বললেন না। "তো, মা'কে কতটা দিয়েছিলেন আপনি?"

"পঞ্চাশ লক্ষ।"

"আর নিজের জন্যে কতটা রেখে দিয়েছিলেন?" আমি ভাবলাম প্রশ্নটা হয়ত এড়িয়ে যাবেন তিনি।

"যথেষ্ট পরিমাণ," উত্তর দিলেন।

"এই বড় বাড়িটা আর দুটো ছাগল কেনার মত যথেষ্ট পরিমাণ।"

একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, "তার মানে মার্শাল আর ল্যাটিমারের সাথে দেখা হয়েছে আপনাদের?"

"হ্যা।"

"ওরা আসলে পাশের একটা খামার থেকে পথ হারিয়ে কয়েক বছর আগে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু এখনো যাওয়ার নাম নিচ্ছে না। এটা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, আমার একঘেয়ে জীবনে কিছুটা হলেও আনন্দ নিয়ে এসেছে ওরা।"

ওনার ছাগলদুটো সম্পর্কে কোনই আগ্রহ নেই আমার, "তো, মা এই প্রোগ্রামটা চালাচ্ছে আর আপনি পেছন থেকে টাকা ঢালছেন। এসবের মধ্যে আমি কিভাবে জড়িয়ে গেলাম?"

"আসলে, এলেনার সাথে সরাসরি কখনো কথা বলতাম না আমি। কিন্তু তথ্য আদান প্রদান হত আমাদের মাঝে। একটা চিঠিতে তোমার মা উল্লেখ করেছিল, প্রোগ্রামটা কিছু সময়ের জন্যে ছেড়ে দেবে সে," এরপর বাবার দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "একজনের প্রেমে পড়েছিল...কয়েক মাসের মধ্যে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথাও জানায়।"

BanglaBook.org

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমরা বিয়ে করি ১৯৭৭ সালের ১৭ই জুন।"

"হ্যা। প্রায় এক বছর তার সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না আমাদের। এরপরে একদিন এলেনার কাছ থেকে রিপোর্ট পাই, সে আর তার পার্টনার-ভেতরের খবর বেশি কিছু জানতাম না আমি, পার্টনারের নামও না-নাকি ঘুম বর্ধিতকরণের ব্যাপারে বেশ বড়সড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। যে পশুগুলোর ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছিল তারা, শূকর মনে হয়, ওগুলোকে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিছু ট্রায়ালের পর তারা ঐ যৌগটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, ওটা প্রয়োগের ফলে শূকরগুলোকে তেইশ ঘন্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভব হয়।"

আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। "এটা কিন্তু অ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগ করে একদম অচেতন রাখা থেকে ভিন্ন। তেইশ ঘন্টার ঘুমের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত স্বপ্ন দেখাও চলতে থাকবে। বড় আবিষ্কার কিন্তু এটা ছিল না, বড় আবিষ্কারটা হল শূকরগুলো যখন জেগে উঠত তখন ওগুলো একদম হতাশ, অসংলগ্ন আচরণ করত। যে শূকরগুলোকে ঘুমোতে দেয়া হত না তাদের থেকেও তেইশ ঘন্টা ঘুমের পর জেগে ওঠা শূকরগুলোর অবস্থা বেশি করুণ ছিল। এলেনা প্রস্তাব দেয় সেই যৌগটাকে যদি জিজ্ঞাসাবাদের সময় দুঃস্বপ্ন দেখায় যে তরলটা সেটার সাথে মেশানো যায় তাহলে বন্দিরা তেইশ ঘন্টা একটানা দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাবে ঘুমের মধ্যে। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য আদায় করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে।"

"আসলেই সম্ভব হয়েছিল?"

ওয়েন হাত তুলে থামার নির্দেশ করলেন আমাকে, "একটু বেশিই এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি। কেবল কয়েকটা শূকরের পরীক্ষা করেছিলাম আমরা। পরবর্তি ধাপটা হল-"

"মানুষের ওপর পরীক্ষা," তার বাক্যটা আমিই শেষ করে দিলাম।

"হ্যা," তিনি বললেন, "হিউম্যান ট্রায়াল।"

"তাহলে এখানেই আমার ভূমিকা? শূকরগুলোর পরে আমার ওপর ঐ যৌগটা প্রয়োগ করলেন না?"

ওয়েন মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলেন, "আপনার ধারণা ভুল। এলেনা আমার মত ছিল না, মানে তখন পর্যন্ত। অন্য কোন মানুষের ওপর পরীক্ষা করার কোন ইচ্ছেই ছিল প্রকাশ করেনি সে। একটা বাচ্চার ওপর তো নয়ই। সে পরীক্ষা করেছিল নিজের ওপর।"

BanglaBook.org

অবাক হয়ে বললাম, “কি করেছিল?”

“আপনার মা'ই কম্পাউন্ড-২৩ এর প্রথম হিউম্যান ট্রায়াল,” এই বলে কিছুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর যোগ করলেন, “নাকি বলব আপনি এবং আপনার মা।”

চেয়ারে সামনে ঝুঁকে বসলাম।

“এর তিন সপ্তাহ পরে যে চিঠিটা পাই আমি এলেনার কাছ থেকে সেখানে লেখা ছিল কম্পাউন্ড-২৩ এর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এক সপ্তাহ যাবত সে দিনে তেইশ ঘন্টা করে ঘুমিয়েছে। মাঝখানে রাত তিনটার সময় শুধু জেগে উঠেছে এক ঘন্টার জন্যে, এরপর আবার ঘুম,” এটুকু বলে বেশ খানিকক্ষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। এরপর শান্তস্বরে বললেন, “চিঠিতে আরো লেখা ছিল, সে নাকি মাত্র একদিন আগে এটা জানতে পেরেছে, সে আট সপ্তাহের গর্ভবতি।”

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

কেউ যেন একশ কেজি ওজনের হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি বসাল আমার বুকে।

আমার মা যখন কম্পাউন্ড-২৩ নিজের ওপর পরীক্ষা করেছেন তখন আমি তার পেটে!

চিন্তার ঝড় বইতে লাগল আমার মাথায়। এটা ভেবে স্বস্তি লাগছে, মা ইচ্ছে করে আমার ওপর কোন এক্সপেরিমেন্ট চালাননি। আবার একটা কথা আমি সবসময় ভাবতাম, মা যখন আমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করছেন তখন বাবা কোথায় ছিলেন? এখন বুঝতে পারছি। তিনি জানতেনই না এ ব্যাপারে।

বাবার দিকে তাকালাম। চোখ ভিজে উঠেছে ওনার। তার পায়ে আস্তে করে হাত রাখলাম।

"আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না," যদিও আমার কথা তার রাগ কিংবা দুঃখ কোনটাই প্রশমিত করতে পারল না।

"কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার ঐ কন্ডিশনের জন্যে তিনিই দায়ি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত," ওয়েনের উদ্দেশ্যে বললাম। "কারণ ২৩ ঘন্টার দুঃস্বপ্নটা থেকে জেগে ওঠার পর তিনি এরকমই কিছু একটা বলেছিলেন আমাকে।"

"হ্যা, বুঝতে পেরেছিল ও," ওয়েন বললেন। "আপনার মা'র পরের চিঠিটা প্রায় দশ মাস পরে এসেছিল। ওখানে বিস্তারিতভাবে আপনার কথা লিখেছিল এলেনা। ওর ধারণা আপনার মস্তিষ্ক গঠনের কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কম্পাউন্ড-২৩ নিজের শরীরে প্রয়োগ করেছিল সে। যার কারণে আপনার ঘুম আর জাগরণের চক্র পাল্টে যায়। ফলে ২৩ ঘন্টা ঘুমিয়ে মাত্র এক ঘন্টার জন্যে জেগে ওঠেন আপনি।"

"এটা কি ঠিক করা সম্ভব?" আপনা আপনিই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

"একমাত্র একজন ব্যক্তির কাছেই এর উত্তর আছে।"

আমি মাথা নাড়লাম। "তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।"

এরপরের কয়েক মিনিটে আমি বললাম কিভাবে আমাকে প্লেন থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছিলেন মা আর কি করেছিলেন ঐ তেইশ ঘন্টায়।

"নিজের ছেলেকে টর্চার," মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ওয়েন, "যে

BanglaBook.org

এলেনাকে চিনতাম আমি তার পক্ষে এমন কাজ করা কখনোই সম্ভব ছিল না। খুব বড় একজন দেশপ্রেমি ছিল সে। যে দেশ তাকে দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলেছে সেই দেশের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করত না এলেনা। সে যা করেছে, যাকে যাকে টর্চার করেছে তার একটাই উদেশ্য ছিল, দেশের জন্যে কিছু করা।"

আমার মা, একজন দেশপ্রেমি?

তবে একথা সত্য যে, তার ছোটবেলা ভালো কাটেনি। যুগোস্লোভিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়কালীন সেখান থেকে এ দেশে চলে এসে চাচার কাছে মানুষ হন তিনি। আমেরিকা ই তার সব, এমনই হবার কথা।

একবারের স্বাধীনতা দিবসের কথা মনে আছে। ঐ একটা স্বাধীনতা দিবসেই তাকে পাশে পেয়েছিলাম আমি। আমাকে বাইরে আতশবাজি দেখাতে নিয়ে গেছিলেন আর বলেছিলেন, এটা হচ্ছে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।

"আর কিছু না হলেও এ দেশকে খুব ভালোবাসত আপনার মা," বিড়বিড় করে বাবা বললেন পাশ থেকে।

কিছু একটা ঘটেছিল? কি কারণে একজন দেশপ্রেমিক থেকে ওরকম দানবে রূপান্তরিত হলেন তিনি? নাকি ও দুটো সত্ত্বা একই সাথে বিরাজ করত তার মাঝে? আমার উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটাও কি দেশপ্রেমিক? দেশের জন্যে নিরীহ লোকদের মেরে ফেলতেও হাত কাঁপেনি তার?

কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করার মত পরিস্থিতি নেই এখন। ওটা পরের জন্যে তুলে রেখে পরবর্তি প্রশ্নটা করলাম, "আপনি ঐ সাদা ঘরটার ব্যাপারে কিছু জানেন? ওটার অবস্থান কোথায় হতে পারে এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে?"

"এলেনার সাথে প্রায় এক যুগ ধরে কথা হয় না আমার। শেষবার তার সাথে কথা হয়েছিল ৯/১১-এর ঐ ঘটনার পর। তখন প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিল ও।"

প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান?

তিনি যে ফ্ল্যাশড্রাইভটা খুঁজছেন ওটাতে কি এটার সাথে সম্পর্কিত কিছু আছে?

"প্রজেক্ট স্যান্ডম্যানটা আবার কি?"

ওয়েনের মুখটা শক্ত হয়ে গেল। বারবার আশেপাশে দেখতে লাগলেন তিনি।

"তোমরা কারা? প্রেসিডেন্ট রিগ্যান পাঠিয়েছে তোমাদেরকে?"

BanglaBook.org

বাবার দিকে তাকালাম। তিনিও আমার মত বোকা বনে গেছেন।

"কেউ একজন রাশিয়ানদের হাতে সব তথ্য পাচার করে দিচ্ছে। ঐ বিশ্বাসঘাতককে ধরতে হবে আমাদের। না-হলে পাশার ছক পাল্টে যাবে।"

"মি. ওয়েন," আমি নরম স্বরে বললাম। এটার ব্যাপারেই ম্যাগি সাবধান করে দিয়েছিল আমাদের। "লম্বা করে শ্বাস নিন। আমরা আপনার স্টাডিতে বসে আছি। এটা ২০১৫ সাল।"

"তোমরা কারা? রিগ্যানকে বলবে, হারামিটাকে ধরার জন্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি আমি।"

"মি. ওয়েন," বাবা বললেন, "সিডনি!"

ওয়েন কয়েকবার মাথা দোলালেন বিভ্রান্তের মত। তাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। যেন এই তিরিশ সেকেন্ডেই তার বয়স বেড়ে গেছে পাঁচ বছর।

"তো যা বলছিলাম। আপনার মার সাথে প্রায় তের বছর যাবত কথা হয় না।"

এমন সময় দরজার পেছন থেকে জোরে একটা শব্দ হওয়ায় পিচেস লাফ দিয়ে উঠল।

"কিসের শব্দ?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ওয়েন। বেশ কষ্ট হল তার কাজটা করতে।

আরেকবার জোরে আওয়াজ হয়ে দরজাটা খুলে গেল।

ম্যাগি ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, "মি. ওয়েন, আমি জানি না কিভাবে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল।"

"কারা?"

"ছাগল দুটো!"

মার্শাল আর লাটিমার।

"সামনের দরজাটা বন্ধ করেছিলাম," ম্যাগি বললেন জোরে, "এটুকু মনে আছে আমার।"

বাবা আর আমি একে ওপরের দিকে তাকালাম।

"শিট," দু'জন একই সময়ে বলে উঠলাম।

ছাগলের পক্ষে গেট খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু মারডকের পক্ষে সম্ভব।

বাবা আর আমি হলওয়েতে বেরিয়ে আসলাম তাড়াতাড়ি। এসময় কিছু একটা ছুটে ডান পাশের ঘরটাতে ঢুকে গেল।

একটা ছাগল।

এরপর আরেকটা প্রাণীকে দৌড়াতে দেখা গেল। তবে এটা আগেরটার তুলনায় তিনগুণ বড়।

BanglaBook.org

মারডক।

তার পিঠে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে আছে ল্যাসি। দেখে মনে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন সিনেমার কাউবয় ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে।

ওহ্ ঈশ্বর।

জোরে কিছু পড়ার শব্দ হল।

বাবা ওদের পেছনে দৌড় লাগালেন। কিন্তু একটু পরেই আবার ঘুরে আমার দিকে দৌড়াতে লাগলেন তিনি।

আমি ডানদিকের বড় লিভিং রুমটাতে ঢুকে গেলাম। একটা ছাগল কাউচের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ কুশনটা চাবাচ্ছে।

আমার মনে হয় না খুব শিঘ্রই আর ওয়েন ম্যানশনে আসা হবে।

এসময় জোরে একবার বিড়ালের ডাক শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি হলওয়ে ধরে পিচেস ছুটে যাচ্ছে। আর ওর দু'ফিট পেছনে ল্যাসি।

"ওকে ছুঁবি না তুই!" চিৎকার করে উঠলাম।

ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনটা পঞ্চাশ বাজছে।

এরপরের পাঁচ মিনিটে পুরো বাসায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে লাগল ওরা পাঁচজন মিলে : মারডক, মার্শাল, ল্যাটিমার, ল্যাসি আর পিচেস।

ম্যাগি একটা টেবিলের ওপর ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তার অবস্থা বিশেষ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না।

"থামান ওদের," আমাকে দেখে বলে উঠলেন তিনি।

এমন সময় সারাবাড়ি কাঁপানো গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

হলওয়েতে এক হাতে লাঠি আরেক হাতে ডাবল ব্যারেল রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সিডনি ওয়েন। ধোঁয়া উঠছে রাইফেলে নল থেকে।

পিন পতন নীরবতা।

লাটিমার, যেকিনা আবার কাউচের কুশন খাওয়া শুরু করেছিল, মুখ থেকে সেটা ফেলে দিয়ে বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্যালফ্যাল করে।

ওয়েন দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বেরিয়ে যাও সবাই!"

3:34 AM

"ল্যাসি কোথায়?" বাবার গাড়ির প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম।

তিনটা উনষাট বাজছে এখন।

মি. ওয়েনকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি আমাদের সময় দেয়ার জন্যে।

BanglaBook.org

অবশ্য তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না, কথ বলার মুডে আছেন। তারও দোষ নেই আসলে, মারডক আর ছাগলগুলো মিলে তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলেছে।

ভাগ্যিস দুঃসময়ের জন্যে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

"ঐ যে আসছে সে এতক্ষনে," বাবা ড্রাইভার সিটের পাশ থেকে বললেন। তিনি দরজাটা খুলে ধরলে ল্যাসি এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওর মুখে আর সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ থাকলেও খুশির চোটে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। সেই সাথে হাঁপাচ্ছে ভীষণ ভাবে।

"আমি জানতাম না, কমলা রঙের বিড়ালও ভালো লাগে তোর," এটুকু বলে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

3:34 AM

ঘুম ভেঙে নিজেকে প্যাসেঞ্জার সিটেই আবিষ্কার করলাম। বোতাম চেপে সিটটা ওপরে ওঠালাম। দু-রাত এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে শোবার পর সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করছে। হাত পা টানটান করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। আমার ডান হাতের বাহুতে কী যেন লাগানো আছে। মাথার ওপরের লাইটটা বাম হাতে জ্বালিয়ে ওদিকে নজর দিলাম। একটা আইভি নল। সরু নলটা শেষ হয়েছে পেছনের সিটে রাখা একটা স্যালাইনের ব্যাগে। ওটার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খালি।

তলপেটের চাপ থেকে বুঝতে পারলাম এটাই প্রথম ব্যাগ না, আরো কয়েকটা ছিল নিশ্চিত।

আমার জীবনের প্রথম বিশ বছর প্রতি রাতে হাতে একটা আইভি নল লাগানো অবস্থায় ঘুমোতে হয়েছে আমাকে। প্রথম দিকে আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থাতেই বাবা নলটা লাগিয়ে দিতেন আমার হাতে। কিন্তু বেশ কয়েকবার ঘুম থেকে উঠে দেখেছি যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ওটার আশেপাশে। পেশাদার না হবার কারণে শিরা খুঁজে পেতে মাঝে মাঝেই বেগ পেতে হত বাবাকে। তাই ওরকম ক্ষতর সৃষ্টি হত। এরপর থেকে একটা সেমি পারমানেন্ট ক্যাথেটার লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি, যেটা ঘুমোতে যাওয়ার আগে খুব সহজেই নিজে নিজে লাগিয়ে নিতে পারতাম আমি।

তেইশ ঘন্টা যাবত স্যালাইনের নল হাতে লাগিয়ে ঘুমানোর একটা সুবিধা হল জেগে ওঠার পর পানিশূন্যতা অনুভত হয় না আর সজীব মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু একটা সমস্যা আছে। বড় সমস্যা। সেটা হল ভেতরে যা ঢোকে

BanglaBook.org

তা বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ তো থাকতে হবে! তাই জেগে ওঠার পর থেকেই তলপেটে অসহ্য চাপ অনুভব করতাম আমি প্রতিবার।

এই সমস্যার কারণে ধীরে ধীরে স্যালাইন নেয়া কমিয়ে দেই আমি। একসময় পুরোপুরি বন্ধ করে দেই। আমার শরীর দীর্ঘ সময়ের পানি শূন্যতার সাথে মানিয়ে নেয়। আর আমিও একটা আন্দাজ করে নেই, কতটুকু পানি খেলে তেইশঘন্টা বাথরুমে যাওয়া ছাড়াই কাটাতে পারব (ছোট বেলায় ঘুমের মাঝে প্রায়ই বেড শিট পাল্টাতে হত বাবাকে)।

গতকাল মি. ওয়েনের সাথে কথা বলা আর এরপর মারডক আর ল্যাসির পাগলামী নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত এক ফোটা পানি না খেয়ে ঘুমিয়ে গেছিল। বাবা যদি আমার হাতে আইভি নলটা না লাগিয়ে দিতেন তাহলে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা কোনপ্রকারের তরল ছাড়াই কাটাতে হত আমাকে (মি. ওয়েনের ওখানে এক চুমুক স্কচ হুইস্কি বাদে)। আর সেরকম হলে আজকের পুরো একঘন্টা আমাকে কাটাতে হত একটু পরপর তরল খাবার খেয়ে।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। জীবনে কখনো বাথরুমে যাওয়াটা এতটা জরুরি মনে হয়নি আমার কাছে। কিন্তু এখন ভেতর পর্যন্ত যাবার সময় নেই। মূত্রথলি ফেঁটে যাবে মনে হচ্ছে। প্যান্টের চেইন খুলে বাগানের পাশে রাখা ময়লার বাক্সতেই কাজ সেরে নিলাম।

এক মিনিট পরে বাসার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

বাবা রান্নাঘরের টেবিলটায় বসে আছেন। সামনে আবারো একগাদা কাগজপত্র।

"আইভিটার জন্যে ধন্যবাদ বাবা," আমি বললাম।

তিনি হাসলেন জবাবে। "তুমি ঘুমিয়ে যাবার পরে খেয়াল করে দেখি, তোমার জন্যে যে জুসের বোতল নিয়ে গেছিলাম গাড়িতে করে সেটা ছুঁয়েও দেখোনি। কেমন লাগছে এখন?"

"অনেক ভালো। আসলে আরাম লাগছে বলতে পারেন। এত সময় নিয়ে বাথরুম করিনি অনেকদিন! তবে আপনার ময়লার বাক্সটা পাল্টাতে হবে।"

বাবা জোরে হেসে উঠলেন।

"কয় ব্যাগ স্যালাইন লাগিয়েছিলেন আপনি? সাত?"

"মাত্র দুটো।"

"যে জুসের বোতলটা নিয়ে গেছিলেন আমার জন্যে, ওটা আছে এখনও?"

BanglaBook.org

"না, আসার পথে মাস্তান দুটোকে খাইয়ে দিয়েছি।"

"ওরা যে কাণ্ড করেছে, তার পরেও আপনি ওদের খাইয়েছেন?"

জবাবে শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন বাবা।

"বেশি লাই দিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে।"

এই সময় ল্যাসি হেলতে দুলতে প্রবেশ করল রান্নাঘরে। এখনও ঘুম লেগে আছে চোখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। ওর জীবনে আরেকটা স্বাভাবিক দিনের শুরু মাত্র।

"কিরে?"

আমার দিকে তাকাল ও।

মিয়াও।

"ওভাবে তোর দিকে তাকাচ্ছি মানে? ভুলে গেছিস কাল রাতে কি করেছিস তোরা দুটো মিলে?"

মিয়াও।

"শুধু 'দুঃখিত' বললেই হয়ে গেল? তোদের ঐ কাণ্ডের জন্যে দশ মিনিট নষ্ট হয়েছে আমার। সেই দশ মিনিটে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারতাম আমি মি. ওয়েনকে। এখন আর সেটা কোনদিনই সম্ভব না। কি দরকার ছিল ছাগলদুটোকে তাড়া করার?"

মিয়াও।

"ওহ্, এখন তুই আন্তরিকভাবে দুঃখিত? খুব ভালো লাগলো শুনে," এই বলে নিচু হয়ে মাথায় একটা থাপ্পড় দিলাম ওর।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটা ছয় বাজছে।

বাবাকে বললাম, "একটু দেরি হয়ে গেছে আজকে। আমি কাজ করতে করতে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেট হাতড়াতে লাগলেন তিনি। তিনটা জিনিস খুব ভালোমত রান্না করতে পারেন তিনি, স্প্যাগেটি, গ্রিলড চিজ আর প্যানকেক।

"আসলে, ইসাবেল স্যুপ রান্না করে নিয়ে এসেছিল আজকে," বাবা বললেন। "ওটার সাথে আমার বিখ্যাত গ্রিলড চিজ খেতে ভালোই লাগবে।"

ল্যাপটপটা নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলটার পাশের সিটে বসে পড়লাম।

ল্যাসি আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে, মুখ ফুলিয়ে রেখেছে।

আগে কখনো থাপ্পড় দেইনি ওকে। খারাপই লাগলো আমার।

BanglaBook.org

হেটে গিয়ে তুলে নিলাম ওকে। মোচড়ামোচড়ি করতে লাগল সে, কোনমতেই তাকাবে না আমার দিকে।

"তোকে থাপ্পড় মারার জন্যে সরি।"

মিয়াও।

"মোটেও হাতুড়ির বাড়ি বসাইনি।"

মিয়াও।

"বেজবল ব্যাটের বাড়িও ওরকম না," এই বলে গলার নিচে চুলকে দিলাম একটু, "আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

এরপর ওর পেটে কুতকুতি দিতে লাগলাম।

হেসে উঠল ও। মাফ করে দিয়েছে আমাকে। নাকটা চেটে দিল একবার। ল্যাসিকে নামিয়ে দিয়ে বললাম মারডকের সাথে গিয়ে খেলতে। আরো বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রিলড চিজ তৈরি করে ফেলবেন বাবা।

ল্যাপটপে বসে প্রথমেই ফেসবুকে লগইন করে দেখলাম সিডনি ওয়েনের কাছ থেকে কোন মেসেজ এসেছে কিনা।

ইনবক্স ফাঁকা।

ওয়েনের বলা একটা কথা মনে পড়ল এ সময় *এলেনার সাথে প্রায় এক যুগ ধরে কথা হয় না আমার। শেষবার তার সাথে কথা হয়েছিল ৯/১১-এর ঐ ঘটনার পর। তখন প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিল ও।*

গুগলে সার্চ দিলাম 'প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান' লিখে।

কিন্তু 'প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান'-এর জন্যে কোন রেজাল্ট আসল না। তবে 'স্যান্ডম্যান' সম্পর্কে বেশ কয়েকটা রেফারেন্সের লিংক পেলাম।

প্রথমটা হচ্ছে নেইল গেইম্যান নামে এক লেখকের গ্রাফিক নভেল সিরিজ 'স্যান্ডমান'। আর দ্বিতীয়টা 'মেটালিকা' ব্যান্ডের 'এন্টার স্যান্ডম্যান' গানের ইউটিউব লিংক। তৃতীয় আরেকটা রেজাল্ট দেখলাম উইকিপিডিয়ার একটা পেজ নির্দেশ করছে। ওটাতে ক্লিক করলাম :

> স্যান্ডম্যান হচ্ছে উত্তর ইউরোপিয়ান ফোক কালচারের একটি কাল্পনিক চরিত্র। তার কাজ হচ্ছে ঘুমন্ত মানুষের চোখের ওপর বালু ছিটিয়ে ভালো স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করা।

স্যান্ডম্যান।

ঘুম।

BanglaBook.org

স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম!

শব্দ করে শ্বাস ফেললাম।

বাবা রান্নাঘর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল?"

সব বললাম তাকে।

"ওটা তো আমার কাছ থেকেও জানতে পারতে।"

মাঝে মাঝে এটা ভুলে যাই আমি, বাবা প্রায় ৪০০,০০০ ঘন্টা পেয়েছেন এ পৃথিবী সম্পর্কে জানার জন্যে, যেখানে আমার সম্বল ১৫০০০ ঘন্টা।

"প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান নিশ্চয়ই স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের একটি অংশ," উৎসাহের সাথে বললাম। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি তিনি যে ফ্ল্যাশড্রাইভটা খুঁজছেন ওটাতে এ সংক্রান্ত কিছু আছে।"

"ওই সংক্রান্ত কি থাকতে পারে?"

"সেটা বলতে পারব না। যাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে তাদের নাম? কিংবা তাদের মূল পরিচালনা কেন্দ্রের অবস্থান?"

সাদা ঘরটার অবস্থান।

"প্রোগ্রামের পূর্ণ ইতিহাসও থাকতে পারে।"

সেটাই হবে হয়ত!

কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুলিভানের সাথে ফ্ল্যাশড্রাইভটার সম্পর্ক কি? আর মা এটাই বা ভাবলেন কেন, তিনি ওটা আমাকে দেবেন?

আরো তথ্য দরকার আমার।

উইকিপিডিয়ার পেজটা পড়তে থাকলাম।

স্যান্ডম্যান চরিত্রটা ১৮৪১ সালে তৈরি করেছিলেন হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন। এরপরে এই চরিত্রটাকে বিভিন্ন কমিকবুক, গান কিংবা সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে।

ইউটিউবের লিংকটায় ঢুকে *মেটালিকা*র গানটা প্লে করলাম।

ভলিউম বাড়ানোর সাথে সাথে বাবাও গাওয়া শুরু করলেন গানটা :

BanglaBook.org

"Say your prayers, little one
Don't forget, my son
To include everyone
Tuck you in, warm within
Keep you free from sin
Till the Sandman he comes...

একটা শিহরণ বয়ে গেল মেরুদণ্ডের মাঝ বরাবর।

বন্ধ করে দিলাম গানটা।

"কি হল?" বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে জোরে জিজ্ঞেস করলেন। "আমার অনেক ভালো লাগে গানটা। ওটা তোমার–" এটুকু বলে আবার চুলোর দিকে ফিরলেন তিনি। কালো হয়ে গেছে মুখটা।

"গানটা," বললেন বাবা, "তোমার মা'র সবচেয়ে পছন্দের গান ছিল।"

3:34 AM

আরো দশ মিনিট স্যান্ডম্যানের ওপর বিভিন্ন তথ্য পড়লাম ইন্টারনেটে। এর মাঝে বাবা চিজ আর ইসাবেলের টরটিলা স্যুপ দিয়ে গেলে খেতে খেতে পড়তে লাগলাম।

দুই মাস্তানকেও খাবার দিলেন বাবা। মারডক একেবারে নিজেরটুকু সাবাড় করে ল্যাসির প্লেটের দিকে তাকিয়ে দিল। ল্যাসি এখন তৃপ্তি সহকারে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে।

তিনটা পয়ত্রিশের সময় নাইকি জোড়া পরে নিলাম।

এরপরের বিশ মিনিট শক্ত কনক্রিটের ওপর দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম কিভাবে প্রেসিডেন্ট সুলিভানের কাছে ফ্ল্যাশড্রাইভটা পৌছুতে পারে। যে ফ্ল্যাশড্রাইভটাতে কিনা লুকানো আছে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে অংশ নেয়া প্রতিটা ব্যক্তির নাম, ঠিকানা আর ওটার সাথে জড়িত সবকিছু।

হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগল মাথায় : সুলিভান কিভাবে জোগাড় করলেন ওটা? আর যদি পেয়েও থাকেন, তবে সেটা আমাকে দিতে যাবেন কেন? আর মা'রই বা ওটা এত দরকার কেন?

তিনি নিশ্চয়ই এখনও স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের সাথে জড়িত। তিনি কি এই ভয়ে আছেন, ফ্ল্যাশড্রাইভের তথ্যগুলো ফাঁস হয়ে গেলে তাকে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে?

মেলাতে পারলাম না কিছু। সুলিভানের অনেকগুলো নীতির একটা হচ্ছে স্বচ্ছতা। সিআইএ'র অবৈধ ব্ল্যাক সাইটগুলো বন্ধ করার জন্যে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। আর সেটা করেছেনও আমার গার্লফ্রেন্ড আর আমার সহায়তায় (অবশ্য আমি পরে জেনেছি পুরো ঘটনা)। প্রথমে ভেবেছিলাম লে'হাইকে মেরেই ফেলেছেন উনি। কিন্তু রেডের কাছে পরে শুনেছি যে প্রাক্তন সিআইএ পরিচালককে এমন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে যেখান মুক্তি পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। এরকম অবস্থায়

BanglaBook.org

সুলিভান যদি সিআইএ'র আরেকটা গোপন প্রজেক্টের সন্ধান পান, তাহলে সেটার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নিবেন তিনি, আর মা'র জায়গা হবে জেলে লে'হাইয়ের পাশে।

কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে।

আমি।

এসবের মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায়? আমার আর প্রেসিডেন্ট সুলিভানের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে হয়ত বন্ধুত্ব বলা যাবে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ভালো যোগাযোগ আছে সেটা স্বীকার করতেই হবে। তাই বলে আমাকে ওরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্ল্যাশড্রাইভ দেবেন তিনি? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, মা'র এরকম সন্দেহের পেছনে ভিত্তি কি?

সুলিভান নিজে আমাকে বলেছেন, ওরকম কিছু আমাকে দেননি তিনি।

নাহ, বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। কিছুই মিলছে না।

পুরো পার্কটা যখন তিনবার চক্কর দেয়া শেষ করলাম তখন তিনটা পঞ্চান্ন বাজছে। তবে শারীরিকভাবে মোটেও ক্লান্ত লাগছে না আমার। কিন্তু মগজ আর চলতে চাইছে না।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি বাবা নিজের ভাগের গ্রিলড চিজটুকু খাচ্ছেন। বাকি রাতটুকু জেনিফারের কেসটা নিয়ে কাজ করার জন্যে শক্তি যোগাচ্ছেন শরীরে।

"খাবারের জন্যে ধন্যবাদ বাবা, অনেকদিন পরে আপনার হাতের কিছু খেয়ে খুব ভালো লাগল," ওনার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "বেশি ব্যস্ত হয়ে পরেন না কেসটা নিয়ে।"

"ঠিক আছে," এটুকু বলে থামলেন তিনি, পরে যোগ করলেন "ঘুমানোর আগে দু-গ্লাস পানি খেয়ে নিও।"

ঠিক আগের মত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি বাবা টেবিলে ঘুমোচ্ছেন। মাথা একটা হলুদ রঙের নোটপ্যাডের ওপর। তার কাঁধে টোকা দিলে একটু নড়ে উঠলেন। ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম তাকে। মারডক আর ল্যাসি আগে থেকেই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সেখানে।

আবার রান্নাঘরে ফিরে ফ্রিজ থেকে ভুট্টার সালাদ আর একটা স্মুদি নিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে গেলাম। তেইশ ঘন্টার ঘুমের পরেও মাথাটা ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনটা তুলেও আবার নামিয়ে রাখলাম।

হাত বাড়িয়ে বাবার হলুদ রঙের নোটপ্যাডটা তুলে নিলাম কেসটার ব্যাপারে নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন কিনা দেখার জন্যে। গোটা প্যাড জুড়ে বাবার লেখা, কিন্তু সেগুলোর কোনটারই মর্মোদ্ধার করা সম্ভব না। প্রায় ছয় পাতা ভর্তি নোট, ভেন ডায়াগ্রাম, বুলেট লিস্ট। এরকম দাগটানা নোটপ্যাড ব্যবহার করার মানে কি যখন তিনি ওগুলোর ধার ধারেন না? কিছু নোট ডান মার্জিন অনুসরণ করে লেখা হয়েছে তো অন্যটা উল্টোদিক থেকে শুরু হয়েছে। পুরো বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শুধু মার্জিনের পাশে ছোট ছোট ঘোড়ার প্রতিকৃতিগুলো বুঝতে পারলাম। বাবার পুরনো অভ্যাস এটা।

নোটপ্যাডটা নামিয়ে রেখে কাছের কাগজপত্রের স্তূপটা টেনে নিলাম। এগুলো অন্তত ক্রমানুসারে গুছিয়ে রেখেছেন উনি। কফির দাগও নেই তেমন একটা।

পাতাগুলো জেনিফারের ডায়রির অংশ।

ওপরের পাতাটা হাতে নিলাম। আট ইঞ্চি লম্বা আর পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ওটা। এরকম একটা ডায়রি ছোটবেলায় আমাকে কিনে দিয়েছিলেন বাবা, মনে আছে। (চারবার লেখার পর আর লিখিনি। নিজের চিন্তাগুলো লিখে রাখতে ভালোই লাগত, কিন্তু যখনই লেখার মাঝখানে বিরতি নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতাম, খুব অল্প সময় বাকি থাকত আমার হাতে)।

হাতের স্মুদিটা শেষ করে পড়া শুরু করলাম।

3:34 AM

বব আমাকে দারুণ একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছে ষোলতম জন্মদিন

BanglaBook.org

উপলক্ষে। নাইকন, জুম লেন্সসহ। একটা লাল রঙের কেসও আছে ওটার সাথে। ববের ধারণা আমি এখনও লাল রং পছন্দ করি। কিন্তু তাকে এটা বলতে খারাপ লাগছিল, পছন্দ পাল্টে গেছে আমার। সবুজ রং এখন বেশি ভালো লাগে।

কাল সে বলল আমার ঘরের দেয়ালটা চাইলে লাল রং করাতে পারি।

হ্যা বব, আমি তো একজন সিরিয়াল কিলার!

আমি সবুজ রং করাতে চাই ওটা। গাছের পাতার মত ক্যাটক্যাটে সবুজ না, হাল্কা সবুজ। টেনিস বলের মত। দারুণ মানাবে তাহলে।

যাই হোক, পরের সপ্তাহ থেকে আমাকে ঐ বদ মহিলা আর ববের বাসায় ভাগাভাগি করে থাকতে হবে।

বব বলেছে, আমাকে আর মার্কাসকে যে তার বাসায় সপ্তাহে তিনদিন থাকতে দিতে রাজি হয়েছে মা এটাই নাকি অনেক। চাইলে পুরো সময়টা আমাদের নিজের কাছে রাখতে পারতো মা (যেহেতু বব আমাদের সৎ বাবা)।

বলেছি তাহলে কোর্টে আপিল করতাম আমি। আমাদের ভরণপোষণের পুরো দায়িত্ব ববের পাওয়া উচিত। সব দোষ মা'র! তিনি ববের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন পরকিয়া করে।

এটা তার বাথরুমের আয়নায় লিখেও দিয়েছিলাম আমি লিপস্টিক দিয়ে।

হা-হা-হা-হা।

বব বলেছে আমাকে কাজটা করতে (আয়নায় বিশ্বাসঘাতক লিখতে না...বরং মা আর তার মাঝে সময় ভাগাভাগি করে নিতে)। মার্কাসের কথা চিন্তা করে হলেও। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছি। রবিবার থেকে বুধবার।

মা'র সাথে কেন চারদিন?

মার্কাসের জন্যে হলেও সহ্য করতে হবে তাকে।

মার্কাসের জন্যে হলেও সহ্য করতে হবে তাকে।

মার্কাসের জন্যে হলেও সহ্য করতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

আবার ক্যামেরার কথায় ফিরে আসি। এটা আসলেই অসাধারণ। বব আমাকে বিশ রোল ফিল্ম কিনে দিয়েছে যার মধ্যে সাতটা ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছি। তিনটা ওয়াশ করতে দিয়ে এসেছি। বব বলেছে আজ অফিস থেকে আসার পথে দেখবে, ওগুলো হয়ে গেছে কিনা।

ওগুলো হাতে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না। পার্কে একটা মাকড়সার জালের প্রায় তিরিশটা দুর্দান্ত ছবি উঠিয়েছি। শাটার স্পিড আর

আলোর দিক নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম ছবিগুলো তোলার সময়। প্রতিটা ছবি তুলে নোটপ্যাডে টুকেও নিয়েছি ওটার ক্ষেত্রে কি এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তাই ছবিগুলো হাতে পেলে অনেক কিছু শিখতে পারব।

আমার মাথায় আসলেই অনেক বুদ্ধি!

ওহ্, মেগান আর ওর বয়ফ্রেন্ড ডেরিকের পনেরটার মত ছবিও তুলতে হয়েছে আমাকে। মেগান নাকি দু-মাসের অ্যানিভার্সেরি উপলক্ষে ওখান থেকে একটা বাঁধাই করে দেবে ডেরিককে। ঐদিন *ইন্ডিয়ানা জোনস অ্যান্ড দ্য টেম্পল অব ডুম* নামে একটা সিনেমা দেখবে ওরা।

ঐ ছেলেটার সাথে প্রেম করা শুরু করার পর থেকে আগের চেয়ে সিনেমা দেখার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেছে ওর।

শুক্রবারে যাবে ওরা। মেগান বলেছে চাইলে আমিও ওদের সাথে যেতে পারি কাউকে নিয়ে।

হা-হা।

আমি যাব। কাউকে সাথে নিয়ে! স্বপ্ন!

যদিও সেদিন দেখলাম ব্রায়ান ট্রুম্যান আমার দিকে তাকিয়ে আছে ড্যাব ড্যাব করে।

কিন্তু ও তো আমার থেকে ছোট। বয়সে ছোট কারো সাথে ডেটে যেতে পারি না আমি! ওটা বিরুদ্ধে তো মনে হয় হাইস্কুলে একটা আইনও আছে (ছাত্রছাত্রিদের তৈরি)!

যাই হোক, আরো ছবি তুলতে যাই এখন।

3:34 AM

কেউ বিশ্বাসই করবে না! কিন্তু দু-জনকে পরকিয়ারত অবস্থায় দেখে ফেলেছি আজকে।

রবিবারে বব আমাকে মা'র বাসায়, দুঃখিত, বৃদ্ধ মহিলাটার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়।

খুব ভালো ব্যবহার তার। আগে থেকেই দুপুরের খাবার তৈরি করে রেখেছিল। আমাদের নিয়ে নাকি অ্যামিউজমেন্ট পার্কেও যাবে।

হ্যা, ঠিকই পড়েছেন। অ্যামিউজমেন্ট পার্ক।

আমার বয়স ষোল, বারো না। অ্যামিউজমেন্ট পার্কে যাবার বয়স অনেক আগেই পার করে ফেলেছি।

মা বলছিল যেহেতু জন্মদিনের দিন আমার সাথে তার দেখা হয়নি, তাই এটাই আমার জন্মদিনের উপহার।

BanglaBook.org

আমার রেঞ্জ রোভারটার কি হবে? যেটা আমাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিলে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে?

ঐ প্রস্তাবের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে?

রেঞ্জ রোভার তো দূরে থাক, স্কুলের অন্য মেয়েদের মত সাদা রঙের হোন্ডা সিভিকও জুটবে না আমার কপালে। আর ডিভোর্সের পর থেকে টাকা বাঁচাচ্ছে মা। বলেছে এক বছর পরে ভেবে দেখবে।

যাওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার। কিন্তু মার্কাস পার্কের কথা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল। আমার প্রতি ওর রাগ কেবলই একটু কমতে শুরু করেছে।

পার্কে গিয়ে আসলেও মজা হয়েছে। তিনঘন্টার জন্যে এটা প্রায় ভুলেই গেছিলাম, মা'কে ঘৃণা করি আমি। মার্কাসও অনেক মজা করেছে। ওকে এতটা খুশি কখনো দেখিনি আগে। বব যদি থাকতো তাহলে আরো ভালো হত।

আমি, মার্কাস আর বব হয়ত আবার একসাথে ওখানে যাব একদিন।

কিন্তু সেই ঘটনা লেখার জন্যে ছুটে এসে ডায়রি নিয়ে বসিনি আমি।

তো, সবকিছু ভালোমতই চলছিল। আমি আর মার্কাস একটা রোলার কোস্টারে চড়ে ঘুরছি এমন সময় ওপর মা'র দিকে তাকিয়ে দেখি সে তার চেয়ে কম করে হলেও বিশ বছরের ছোট তিনটা ছেলের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে।

আমার বয়সের কাছাকাছি তিনটা ছেলে।

মাথায় রক্ত উঠে যায় আমার।

বাসায় আসার সময় আমি কোন কথা বলছিলাম না দেখে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, কিছু হয়েছে কিনা! কিছু হয়নি! শুধু তুমি আমার সমান তিনটা ছেলের সাথে লাইন মারছিলে!

তাকে বলেছিলাম আমাকে ক্যাপিটালের কাছে নামিয়ে দিতে। দু-ঘন্টার মধ্যে বাসায় ফিরে যাব। রাগ কমানোর জন্যে হাঁটাহাঁটি করা দরকার আমার।

আমার সাথে নিকি ছিল অবশ্য। আমার ক্যামেরাটাকে ঐ নামেই ডাকি এখন।

নাইকন=নিকি

ক্যাপিটাল অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে খুব সুন্দর একটা ফোয়ারা লাগানো আছে। ওটার ছবি তুলছিলাম।

তখনই তাদের চোখে পড়ে আমার।

BanglaBook.org

ফোয়ারার একদম পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল তারা। লোকটার হাতে বিয়ের আঙটি থাকলেও মহিলার আঙুল ছিল একদম ফাঁকা। তারা হাঁটা শুরু করলে পিছু নেই আমি। হৃৎপিণ্ড মনে হচ্ছিল বুক চিড়ে বেরিয়ে আসবে। রোলারকোস্টারে চড়লেও অমন লাগে না।

তিন ব্লক পরে একটা মোটেলে ঢুকে যায় ওরা। প্রায় আধ-রোল ভর্তি ছবি তুলি আমি এসময়। একজন আরেকজনের ওপর থেকে নজর ফেরাতে পারছিল না দু'জনে। এক ঘণ্টা পর ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। তখন বাকি অর্ধেক রোলও শেষ করে ফেলি আমি। স্টুডিওতে দৌড়ে গিয়ে ছবিগুলো ওয়াশ করতে দেই। তিনগুণ খরচ দিতে হয়েছিল।

দু-দিন যাবত একটা কথাই ঘুরেছে মাথায়। ছবিগুলো হাতে পাবার পরে কি করব?

বৃহস্পতিবারের আগে হাতে পাইনি ওগুলো। তাড়াতাড়ি ওয়াশের গুষ্টি কিলাই, যতসব ঠগবাজের দল। ছবিগুলো নিয়ে ববের বাসায় চলে যাই। দারুণ উঠেছিল ছবিগুলো। যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবে, ওদের মধ্যে কিছু একটা চলছে। একজন অবিবাহিত আর আরেকজন বিবাহিত।

মেগান আসার পর ওকে দেখাই ছবিগুলো। ওর মুখের অবস্থা যদি দেখতেন!

আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কি করব ওগুলো দিয়ে। আপনাদের কি ধারণা?

ওদের ব্ল্যাকমেইল করতে চলেছি আমি।

3:34 AM

পাতাগুলো নিচে নামিয়ে রাখলাম। এরপর কি হয়েছিল কল্পনা করতে কষ্ট হচ্ছে না। পরের দিন লোকটার কাছে গিয়ে ছবিগুলো দেখায় সে। এরপর দুশো ডলার দাবি করে। কোন উচ্চবাচ্য না করে এটিএম বুথ থেকে উঠিয়ে ওগুলো দিয়ে দেয় লোকটা।

এরপরের স্তূপটা নিয়ে তিরিশ পাতার মতো চোখ বোলালাম। এখানেও অনেকগুলো ডায়রির পাতা আছে। ওগুলোতে বব, মার্কাস, মেগান আর বদ মহিলাটা সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা। তবে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা আছে মেয়েটার ব্ল্যাকমেইলের স্বীকার ব্যক্তিদের। কোথাও সরাসরি তাদের আসল নাম ব্যবহার করা হয়নি। বরং রাস্তার নামে তাদের বর্ণনা টুকে রেখেছে জেনিফার। থার্ড এবং ম্যাস, কে এবং জুনিপার অথবা ফিফথ এবং পেন, সম্ভবত এই জায়গাগুলোতেই তাদের প্রথম দেখে সে কিংবা ছবি তোলে।

BanglaBook.org

এদের মধ্যে একজনই মেরে ফেলেছে মেয়েটাকে।

যে কেউ হতে পারে। ফাস্ট এবং ম্যাকন অথবা আর এবং ম্যাথিস কিংবা লেক্সিংটন এবং রেস, তাদের কেউ।

এদের কেউ একজন হয়ত বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি জেনিফারকে। বিশ্বাস করেনি যে, তাদের স্ত্রীকে আসল ছবিগুলো দেখাবে না মেয়েটা।

কিন্তু কে?

সেটা জানলে তো আর অমীমাংসিত থাকত না কেসটা।

ডায়রির পাতাগুলো নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর থেকে নীল রঙের মোটা একটা বাইন্ডার খাতা তুলে নিলাম। তদন্তের রিপোর্ট।

জেনিফার নিউবারের কেসটা নিয়ে কাজ করেছিলেন, দু'জন হোমিসাইড গোয়েন্দা তাদের নাম হচ্ছে অ্যালবার্ট জনসন এবং ডেভিন কর্নিশ।

রিপোর্টটা একটা টাইপরাইটারে লেখা হয়েছে। বিশ পাতারও বেশি। ক্রাইম সিনের কয়েকটা ছবিও জুড়ে দেয়া আছে। কিন্তু ওগুলো দেখার ইচ্ছে নেই আমার। বাইন্ডারটা খুলে সরাসরি রিপোর্টটা খুঁজে বের করলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটা সাতাশ বাজছে।

পড়া শুরু করলাম।

3:34 AM

হোমিসাইড ডিটেক্টিভ জনসন এবং কর্নিশ জেনিফারের সৎ বাবা বব গিলিসের সাথে দেখা করেন ১৯৮৫ সালের ১৩ই জানুয়ারি। উনিই আটচল্লিশ ঘন্টা আগে জেনিফার নিখোঁজ জানিয়ে ফোন করেছিলেন।

ডিটেক্টিভ দু-জন যখন তাকে বলেন যে জেনিফারের মৃতদেহ শহরের পশ্চিম পাশে একটা পার্ক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আর তারা ধারণা করছে যে মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে, তখন সেখানেই পড়ে জ্ঞান বব গিলিস। কর্নিশ তাকে ধরে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছয় ফিট এক ইঞ্চি উচ্চতার লোকটার ওজন ছিল অনেক, অবশেষে ডিটেক্টিভ দু-জন ধরে দাঁড় করান তাকে।

BanglaBook.org

জনসন, যে কর্নিশের তুলনায় সাত বছরের বড়, এর আগেও প্রায় পঞ্চাশটা পরিবারের কাছে প্রিয়জনদের মৃত্যুর খবর নিয়ে গেছেন। সাথে সাথে সন্দেহের তালিকা থেকে বব গিলিসের নাম কেটে দেন তিনি।

লোকটাকে যখন এই প্রশ্নগুলো করা হচ্ছিল তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি : জেনিফারের বন্ধু কে কে? কারো সাথে সম্পর্ক ছিল কিনা মেয়েটার? চেনা কোন শত্রু আছে কিনা?

তার মুখ দিয়ে একমাত্র বোধগম্য যে শব্দটা বের হয়েছিল সেটা হচ্ছে 'মেগান।'

মেগান নিউবার হচ্ছে জেনিফারের বেস্ট ফ্রেন্ড এবং চাচাত বোন। দু-জনেই থিওডোর রুজভেল্ট হাইস্কুলে ছাত্রি ছিল, মেগান জেনিফারের চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত।

ডিটেক্টিভরা এর পরে যান জেনিফারের মায়ের বাসায়। ওটাও কলম্বিয়া হাইটসেই। ম্যারি নিউবার অবশ্য বব গিলিসের মত ওরকম ভেঙে পড়েননি। কিছুদিনের মধ্যেই ডিভোর্স কার্যকর হয়ে যায় তাদের মধ্যে। ডিটেক্টিভ জনসন ধারণা করেন ঐ মহিলার পক্ষেও তার মেয়েকে খুন করা সম্ভব নয়। যদিও এর পরে বিভিন্ন কেসে এর চেয়েও খারাপ অবস্থার সাক্ষি হয়েছেন তিনি।

ম্যারি নিউবার অকপটে স্বীকার করেন, মেয়ের সাথে তার সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। তাকে পরকিয়ারত অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলে সে। আর এজন্যে সম্ভবত তাকে ভীষন ঘৃণাও করত জেনিফার।

এটাকে খুন করার জন্যে যথেষ্ট জোরালো মোটিভ বলে মনে হয়নি ডিটেক্টিভদের কাছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের সময় মার্কাস, জেনিফারের ছোট ভাই, বন্ধুদের বাসায় খেলতে গেছিল। ওরকমটা না হলে অস্বস্তিতেই পড়তে হত দুই ডিটেক্টিভকে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানেন, কোন খুনের পর সবচেয়ে বড় ঝড়টা যায় ছোট ভাই-বোনদের ওপর দিয়ে। অনেক সময়ই সত্যটা মেনে নিতে পারে না তারা।

ডিটেক্টিভরা মেগানদের বাসায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে গেলে পুরোটা সময় মেগানের বাবা-মা, রে এবং জোয়ান–তাদের মেয়ের দু-পাশে বসে থাকেন।

তাদেরকেও কিছু প্রশ্ন করেন ডিটেক্টিভরা।

জনসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মি. রে, আপনি তো ম্যারির প্রথম স্বামী জনের ভাই?"

"জি।"

"তার কি হয়েছিল?"

"জেনিফারের চার বছরের সময় মাছ ধরতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় মারা যায় সে। তার কথা অতটা মনে পড়ত না মেয়েটার।"

"তিনি একজন ভালো বাবা ছিলেন?"

"যতদূর জানতাম, ভালোই বলা চলে। তখন অবশ্য ওহাইও'তে থাকার কারণে ওর সাথে অতটা দেখা সাক্ষাত হত না আমার। আমাদের এখানে

BanglaBook.org

চলে আসার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে ম্যারি এবং বাচ্চাদের দেখাশোনা করা।"

"জনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি কারো?"

"না, একটা মাছ ধরে তোলার পর ভুলবশত হার্পুনটা তার গলায় বিধে যায়। তীরে পৌছার আগেই রক্তক্ষরণে মারা যায় সে।"

কর্নিশ একটু হেসে ওঠে ঘটনাটা শুনে।

জনসন তার পার্টনারের কান্ডজ্ঞানহীনতা ঢাকার জন্যে তাড়াতাড়ি জেনিফারকে প্রশ্ন করা শুরু করেন।

"জেনিফারকে শেষ কখন দেখেছিলে তুমি?"

জবাবে মেগান কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দেয়, জানুয়ারির দশ তারিখ দুপর সাড়ে তিনটায় শেষবারের মত মেয়েটাকে দেখে সে।

"ওর কি কোন ভালো বন্ধু কিংবা বয়ফ্রেন্ড আছে?"

"না, বেশিরভাগ সময় আমি এবং আমার বয়ফ্রেন্ড ডেরেকের সাথেই থাকতো ও। গত সপ্তাহেও একসাথে পরপর দু-রাত সিনেমা দেখতে গেছিল আমরা।"

"তাই? কি সিনেমা দেখেছিলে তোমরা?"

"শুক্রবারে আমরা দেখি *ডিউন* আর শনিবার *বেভারলি হিলস কপ*।"

"এডি মারফি ছিল সিনেমাটাতে, তাই না?"

"হ্যা, ভালোই মজা পেয়েছিলাম আমরা," জোর করে হেসে উত্তর দিয়েছিল মেয়েটা।

"তোমাদের দু-জনের সাথে থাকতে জেনিফার অস্বস্তিবোধ করেনি?" কর্নিশ জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"না, একদমই না।"

"আর ডেরিক। ভালো ছেলে ও, নাকি? জেনিফারকে কিছু করার কথা না তো তার?"

"না, মোটেও না। কিন্তু আমি জানি এসবের জন্যে কে দায়ি।"

"কে?!"

"জেনিফার যাদের ব্ল্যাকমেইল করত, তাদেরই কেউ একজন।"

ডিটেক্টিভ দুজন এবং মেগানের বাবা-মা সবার চোখ কপালে উঠে গেছিল কথাটা শোনার পর।

"ব্ল্যাকমেইল?" ডিটেক্টিভদের আগে মেয়েটার বাবাই প্রশ্ন করে বসেন, "কিসের ব্ল্যাকমেইল?"

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে সবকিছু খুলে বলে মেগান।

BanglaBook.org

3:34 AM

"ডায়রিটা পড়লেই তো হত," জোরে বলে উঠলাম, যদিও আমি নিশ্চিত, পরবর্তিতে কোন এক পর্যায়ে তারা পড়েছিলেন সেটা। সম্ভবত পড়ার আগে আঙুলের ছাপ নেয়ার জন্যে পাতাগুলো ল্যাবে পাঠাতে হয়েছিল তাদের। নয়তো জেনিফারের লাশ পাওয়া যাবার অনেক পরে পাতাগুলোর সাথে কেসটার যোগসাজশ খুঁজে পান ডিটেক্টিভরা।

আরো এক ডজন পাতা ওল্টালাম।

তিনটা ছেচল্লিশ বাজছে এখন।

3:34 AM

দশ মাসের মধ্যে যে পঁচিশজন ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করে জেনিফার, তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয় ডিটেক্টিভ জনসন এবং কর্নিশ।

থার্ড এবং এফ।

ফোরটিনথ এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার।

আর সেকেন্ড এবং ম্যাস।

এদের খুঁজে পান কারণ তারা যে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে জেনিফারকে দেয় সেগুলো একদম এই নামের রাস্তাতেই অবস্থিত। জেনিফারের ডায়রিতে উল্লেখিত লোকগুলোর শারীরিক বর্ণনার সাথে ব্যাংকের এটিএম বুথের সিকিউরিটি টেপের ভিডিও মিলিয়ে দেখে ভদ্রলোকদের সনাক্ত করেন ডিটেক্টিভরা। ব্যাপারটা অসম্ভব হত যদি তাদের পুরো এক বছরের ভিডিও টেপ দেখতে হত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনবারই জেনিফার উল্লেখ করে দিয়েছিল, ঐ সময়ে মেগান আর তার বয়ফ্রেন্ড কোন সিনেমা দেখতে গেছিল।

এতে করে ডিটেক্টিভদের সুবিধা হয় সময়সীমা দশ মাস থেকে দুই সপ্তাহে নামিয়ে আনতে।

আর তিনজন ভদ্রলোকই, জ্যাক নিউবর্ন, চেজ উইঙ্গেলবেরি এবং মন্টেল হারম্যান, স্বীকার করেন, জেনিফার নিউবার তাদের ব্ল্যাকমেইল করেছিল।

জ্যাক নিউবর্ন এবং মন্টেল হারম্যান বলেন, ছবিগুলো দেখিয়ে দু'শো পঞ্চাশ ডলার দাবি করার সাথে সাথে জেনিফারকে টাকা দিয়ে দেন তারা। এরপরে তাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ করেনি মেয়েটা। চেজ

BanglaBook.org

উইঙ্গেলবেরি এটিএম থেকে টাকা বের করেও পরে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে **বলেন**, ইচ্ছে করলে আমার স্ত্রীকে গিয়ে এখনই বলতে পারো তুমি। ও **জানে** আমার স্বভাবের কথা।

নিউবর্ন, একজন বড় ব্যাংকার এবং চার সন্তানের জনক, ব্যাংকের কাজে লন্ডনে ছিলেন জেনিফারের মৃত্যুর সময়।

হারম্যানও সিয়াটলে ছিলেন ব্যবসার কারণে। তাদের কথা মিলিয়ে দেখা হয়েছিল।

উইঙ্গেলবেরির অ্যালিবাই ছিল তার স্ত্রী জেন। যদিও জিজ্ঞাসাবাদের সময় মনে হয়নি, তিনি আগে থেকে কিছু জানতেন স্বামীর পরকিয়ার ব্যাপারে।

জনসন এবং কর্নিশ বুঝতে পেরেছিল মহিলা মিথ্যা কথা বলছেন।

অবশেষে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর মহিলা বলেন, জেনিফারের খুন হবার রাতে বাসায় ফেরেনি তার স্বামী। আসলে দু-দিন যাবত বাসার বাইরে ছিলেন উইঙ্গেলবেরি। আর ঠিক ঐ দুই দিন ধরেই নিখোঁজ ছিল জেনিফার।

বাসায় আসার পর জেন যখন উইঙ্গেলবেরিকে জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় ছিল দু-রাত, তখন মিথ্যে কথা বলে লোকটা। বলে যে, বাবা মার ওখানে ছিল। কিন্তু তার মা'র সাথে জেনের এর আগের রাতেই কথা হয়েছিল ওটমিলের একটা রেসিপির ব্যাপারে।

চেজ উইঙ্গেলবেরিকে কর্মস্থল থেকে ধরে আনা হয়।

বারো ঘন্টা একটানা জিজ্ঞাসাবাদের পর সবকিছু স্বীকার করে সে। বলে, "হ্যা, কুত্তিটাকে খুন করেছি আমি। আমাকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টার এক সপ্তাহ পর একদিন রাস্তায় ক্যামেরা হাতে ঘুরতে দেখি তাকে। সাথে সাথে মুখ চেপে ধরে ট্রাকে নিয়ে তুলি। দু-দিন একটা মোটেলে নিয়ে আটকে রেখে ধর্ষণ করার পর একটা ল্যাম্প দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে পার্কে ফেলে রেখে যাই।"

১৯৮৫ সালের জানুয়ারির ২৭ তারিখে চেজ উইঙ্গেলবেরিকে গ্রেফতার করা হয় জেনিফার নিউবারকে খুনের দায়ে।

দু-দিন পর তার স্ত্রী দুই লক্ষ ডলার সমমূল্যের বন্ডের বিনিময়ে জামিনে ছুটিয়ে আনেন তাকে। সে-রাতে প্রথমে উইঙ্গেলবেরিকে গুলি করেন তিনি। এরপর নিজের মাথায় গুলি চালান।

3:34 AM

BanglaBook.org

"এটা কি হল?" বলে রিপোর্টটা টেবিলে নামিয়ে রাখলাম আমি।

এই মহিলা নিজের স্বামীকে জামিনে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেন, এরপর আত্মহত্যা করেন।

ব্যাপারটা কৌতুহলোদ্দিপক। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত বোধ করছি অন্য একটা কারণে।

ইনগ্রিড বলেছিল এটা একটা অমীমাংসিত কেস।

কিন্তু তা নয়!

এটার তো সমাধান হয়ে গেছিল।

তাহলে কেন এটা নিয়ে কাজ করছে সে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১০

"ইনগ্রিডকে যখন এয়ারপোর্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে কি আপনাকে জেনিফারের খুনির গ্রেফতার হবার ব্যাপারে কিছু বলেছিল?"

বাবা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্যান্ডি ক্রাশ খেলছেন।

তিনটা তিন বাজছে ঘড়িতে।

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললেন, "হ্যা, তা বলেছিল। কিন্তু অনেকেরই ধারণা মিথ্যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল লোকটা। বারো ঘন্টা এক নাগাড়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাকে। সহ্য করতে না পেরে হয়ত স্বীকার করে বসেছিল উইঙ্গেলবেরি। তখনকার দিনের প্রযুক্তি তো আর এখনকার মত এত উন্নত ছিল না।"

"কিন্তু লোকটা তো বলেছিল, জেনিফারকে দেখার পর একটা ট্রাকে তুলে মোটেলে নিয়ে ধর্ষণ করে সে দু-দিন ধরে। এরপর মাথায় ল্যাম্প দিয়ে বাড়ি মেরে ফেলে যায় পার্কে। আর সেই আঘাতেই মৃত্যু হয় মেয়েটার।"

"আরেকটা বাইন্ডার খাতা পড়ে দেখনি তুমি, তাই না?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলাম।

"ওটার মধ্যে সব ফরেনসিক রিপোর্ট আছে। উইঙ্গেলবেরির স্বীকারোক্তির সাথে কিছুই মেলেনি রিপোর্টের। ধর্ষণের কোন আলামত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর লোকটার গাড়িতেও অপহরণ করে নিয়ে যাবার কোন ক্লু পাওয়া যায়নি। তখনকার দিনে অবশ্য ডিএনএ টেস্টের ব্যবস্থা ছিল না, তবে কোন চুল কিংবা কাপড়ের ছেড়া অংশও পাওয়া যায়নি। ঐ এলাকার আশেপাশের মোটেলগুলোতে উইঙ্গেলবেরির ছবি দেখানো হলে কেউ চিনতে পারেনি তাকে, আর ঐ নামে কোন রুমও ভাড়া নেয়া হয়নি।"

আমি মাথা নাড়লাম। তাহলে স্বীকার করল কেন?

কল্পনায় নিজেকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে চিন্তা করলাম। বারো ঘন্টা ধরে দু'জন ডিটেক্টিভ একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন বারবার। একদিক দিয়ে চিন্তা করলে, মা আমার সাথে যা করেছেন তার চেয়ে খুব বেশি পার্থক্য নেই ওটার। অবশ্য দু-জন ডিটেক্টিভ মা'র মত 'জিজ্ঞাসাবাদের আধুনিক পদ্ধতি' ব্যবহার করেননি নিশ্চয়ই। তবে তখনকার দিনে থানার বন্দিদের সাথে

BanglaBook.org

এখনকার তুলনায় অনেক খারাপ ব্যবহার করা হত। আর সেটা নিয়ে কারো মাথাব্যথাও ছিল না তেমন। কে জানে, হয়ত ক্রমাগত লাথিগুঁতো আর লাঠির বাড়ি দিতে দিতে কাহিল করে ফেলা হয়েছিল লোকটাকে।

মা যদি আমাকে আরেকবার ঐ তেইশ ঘন্টার দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করতেন তাহলে আমিও ফ্ল্যাশড্রাইভভটার ব্যাপারে সব কিছু স্বীকার করে নিতাম। মিথ্যে হলেও বলতাম–হ্যা, প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন ওটা আমাকে। ঐ রাসায়নিকটা শরীরে প্রবেশ করানো থামাতে যে কোন কিছু করতে পারতাম আমি।

চেজ উইঙ্গেলবেরিও হয়ত এমনটাই ভেবেছিল। শুধু নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল সে।

"কেসটা নিয়ে কাজ করছেন না কেন?" বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথাটা একদিক কাত করলেন জবাবে। এরকমটা আগেও করতে দেখেছি তাকে, কোন শখের প্রতি আগ্রহ উঠে গেলে এই ভঙ্গি করেন তিনি।

"না, মানে ইয়ে..."

"হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি।"

"তুমিই তো একটু আগে বললে, সমাধান হয়ে গেছে কেসটার।"

"আর আপনিও তো বললেন, লোকটা খুন করেনি জেনিফারকে।"

শব্দ করে একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন তিনি। গোয়েন্দাগিরির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন বোঝাই যাচ্ছে। এই দু-দিনে হয়ত আবার নতুন কোন কিছু নিয়ে আগ্রহি হয়ে উঠেছেন।

তার ঘরের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম।

মেঝেতে মারডক আর ল্যাসি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও এখানেই ঠাণ্ডার ওপর শুয়ে পড়েছে ওরা। উপরের ঘরে যাবার চেষ্টাও করেনি।

"কি রে? খুব টায়ার্ড নাকি দু-জনেই?" এই বলে ফ্রিজ থেকে দুটো পপসিকল আইস্ক্রিম বের করে ওদের সামনে রেখে দিলাম।

"কাঠিসুদ্ধ খেয়ে ফেলিস না এবারও," মারডকের বিশাল মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম।

ও মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে কাঠিসুদ্ধ গিলে ফেলল একেবারে।

এরপর অনেকটা সময় নিয়ে ইনগ্রিডের উদ্দেশ্য একটা ইমেইল লিখলাম। বললাম ওকে কতটা মিস করছি, ওর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা খুব কঠিন ঠেকছে এখন। বেশি বড় হল না অবশ্য ইমেইলটা, কিন্তু ওটাকেই ঠিকঠাক করতে দশ মিনিট চলে গেল।

BanglaBook.org

তিনটা পনেরতে পাঠিয়ে দিলাম মেইলটা।

ল্যাপটপের ওপর দিয়ে জেনিফারের ডায়রির পাতাগুলোর দিকে তাকালাম। ইচ্ছে করছে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে মেয়েটার অসাধারণ রসবোধ সম্পন্ন লেখাগুলোতে ডুব দেই। ষোল বছরের একটা মেয়ের চোখ থেকে দেখি দুনিয়াটাকে কিছুক্ষণ।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

চেজ উইঙ্গেলবেরির মিথ্যে স্বীকারোক্তি দেবার ঘটনাটা পড়ার পর থেকে বারবার ঐ সাদা ঘরটার কথা মনে হচ্ছে। ওটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। মাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারও আগে খুঁজে বের করতে হবে ঐ ফ্ল্যাশড্রাইভটা।

কিন্তু কিভাবে?

একটা গোলকধাঁধায় আটকে গেছি আমি এ মুহূর্তে। সিডনি ওয়েনকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে বলেছি তাকে যে চিঠিগুলো মা পাঠিয়েছিলেন, ওগুলোর কয়েকটা যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন। এখন পর্যন্ত কোন রিপ্লাই আসেনি তার কাছ থেকে।

তিনি বোধহয় এখন নতুন কাউচ, কুশন, কার্পেট আর যা যা কিছু নষ্ট করেছে পাঁচ দস্যি মিলে সেগুলো কেনায় ব্যস্ত। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে মা কার কার সাথে কাজ করছিলেন। ওয়েন বলেছিলেন, তার কয়েকজন পার্টনার ছিল। তাদের কাউকে খুঁজে বের করতে পারলে হয়ত কোন তথ্য জানা যেতে পারে।

এ সময় সামনের দরজায় কীসের যেন শব্দ হল।

মারডক আর ল্যাসি দু-জনেই লাফিয়ে উঠে দরজার সামনে চলে গেল। মারডক তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে আর ল্যাসির গলা দিয়ে অদ্ভুত রকম শব্দ করছে।

"চেঁচামেচি বন্ধ কর," আমি বললাম ওদের উদ্দেশ্যে।

করল না ওরা।

"খবরের কাগজ দিয়ে গেছে, প্রতি সকালেই আওয়াজটা শুনিস তোরা।"

দরজাটা খোলার পর দু-জন ক্ষান্ত দিল।

বাঁচা গেল, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হয়েছিল।

নিচু হয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। ওয়াশিংটন পোস্টের সংখ্যাটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলাম আগের চেয়ে কত ছোট হয়ে গেছে খবরের কাগজের আকার। বাবার সাথে যখন থাকতাম তখন আরো চওড়া

BanglaBook.org

ছিল এগুলো। ওটা নিয়ে বাবার ঘরে রেখে দেয়ার জন্যে যাচ্ছি এমন সময় একটা কথা মনে হল হঠাৎ।

খবরের কাগজ!

মা তার বুটের ভেতরেও খবরের কাগজ ঢুকিয়ে রেখেছিলেন।

আর সে দুটো খবরের কাগজও ওয়াশিংটন পোস্টের। ১৯৮০ সালের সংস্করণটায় সিআইএ আর এমকে আল্ট্রা সম্পর্কে পড়ে এতটা উত্তেজিত হয়ে গেছিলাম যে, ১৯৮৪ সালেরটা ধরেও দেখিনি। যতদূর মনে পড়ে ওটা জানুয়ারি মাসের কোন তারিখের ছিল, আমার মা চলে যাবার এক বছর আগেকার। তার মানে দ্বিতীয় পত্রিকাটাও কোন এক কারণে রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

রান্নাঘরে দৌড়ে গিয়ে একটা ফ্ল্যাশলাইট হাতে নিলাম। ল্যাসি আমার পায়ে থাবা দিয়ে গুঁতোতে লাগল।

মিয়াও।

"আবার বাগানের শেডে যেতে হবে আমাকে।"

মিয়াও।

"হ্যা, এতদিনে হয়ত খরগোশটার ব্রেকআপ হয়ে গেছে ওর বয়েফ্রেন্ডের সাথে," হেসে বললাম।

মারডককে জিজ্ঞেস করলাম আসতে চায় কিনা। কিন্তু রান্নাঘরের মেঝেতে ততক্ষনে ঘুমিয়ে গেছে সে।

ল্যাসিকে কোলে নিয়ে শেডের দিকে রওনা দিলাম।

3:34 AM

জানি না কেন ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটন পোস্টটা আবার বুটের মধ্যে ঠেসে রেখেছিলাম আমি।

ওগুলো বের করে শেডের ধুলোময় মেঝেতেই বসে পড়লাম। ল্যাসি আর শেডের খরগোশটা দূরে এক কোণায় আলাপ জুড়ে দিয়েছে কোন এক ব্যাপারে। বোধয়হ তাদের ফেসবুকের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস নিয়ে।

দু-পায়ের মাঝখানে ফ্ল্যাশলাইটটা রেখে ওটার আলোয় খবরের কাগজটা দেখা শুরু করলাম। এটা ১৯৮৪ সালের জানুয়ারির ৯ তারিখের সংখ্যা। সেদিন ছিল সোমবার। হেডলাইনের জায়গার লেখা, "আবারো হেরেছে রেডস্কিনস।"

আমার বাবা রেডস্কিনসদের খুব বড় ভক্ত, তাহলে কি তিনিই রেখে দিয়েছিলেন কাগজটা? নাকি মা'ও রেডস্কিনসের ভক্ত ছিলেন? মনে আছে,

BanglaBook.org

একবার বাবা বলেছিলেন, মা আমেরিকান ফুটবল খেলাটা তেমন একটা পছন্দ করতেন না। ইউরোপিয় বংশোদ্ভূত হওয়াতে ইউরোপিয়ান সকার বেশি ভালো লাগত তার কাছে।

দ্বিতীয় পাতাটা খুললাম। এটাতে একটা আর্টিকেল আছে যার শিরোনাম 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার।' নাইজেরিয়ার দুইশ দুর্নীতিগ্রস্ত মিলিটারি অফিসারকে গ্রেফতারের ব্যাপারে লেখা আছে নিচে।

আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। আরো কয়েক পাত ওল্টানোর পরেও তেমন কিছু একটা চোখে পড়ল না। হাল ছেড়ে দেব এমন সময়ে বুটের একদম সামনের অংশে দলা পাকিয়ে রাখা একটা পাতা চোখে পড়ল।

বের করে সোজা করলাম ওটাকে।

এখানকার আর্টিকেলটার শিরোনাম 'রাশিয়ান ওয়ার ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে এক কয়েদি।'

সাথে সাথে বুঝে গেলাম, কেন মা রেখে দিয়েছেন খবরের কাগজটা। ওখানে লেখা, ১৯৮১ সালের ১৩ই এপ্রিল এক সিআইএ এজেন্ট নিখোঁজ হয়ে যান সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। মুজাহিদদের তিনি শিখাচ্ছিলেন কিভাবে কার্যকর উপায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়। সবাই তাকে মৃত ধরে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে তিনি ইরানের আমেরিকান দূতাবাসে হঠাৎ করে উদয় হন। তাকে আসলে রাশিয়ার একটা ওয়ার ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয়েছিল গত কয়েক বছর ধরে। সিআইএ ঐ এজেন্টের নাম প্রকাশ করেনি। কিন্তু আমি জানি তিনি কে।

আমার মা'র রিসার্চ পার্টনার।

3:34 AM

ভেতরে এসে মার ফাইলটা খুললাম।

তারিখগুলো মিলিয়ে দেখলাম, মিলে গেল ওগুলো।

মা আফগানিস্তানে গেছিলেন ১৯৮১ সালের এপ্রিলের ১৫ তারিখে। সিআইএ এজেন্টের নিখোঁজ হবার দু-দিন পরে। ওখানে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর পরে মে'তে ফিরে আসেন তিনি। এটা কোন কাকতলিয় ঘটনা হতেই পারে না।

মা যেমন হন্ডুরাসের সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষন দিতে গেছিলেন, এ লোকটাও আফগান বাহিনীকে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

BanglaBook.org

আমার মা প্রথমে আফগানিস্তানে যাননি, কারণ তিন বছরের একটা ছোট ছেলে ছিল তার, তাছাড়া স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের দেখাশোনাও করতে হচ্ছিল। কিন্তু তার পার্টনার নিখোঁজ হবার পরপরই আফগানিস্তানে ছুটে যান তিনি তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করার জন্যে। সেই সাথে বন্দি সোভিয়েত সৈন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।

ল্যাপটপটা খুললাম।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই লোকটাই স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে তার পার্টনার ছিলেন। তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। সিআইএ হয়ত তখন ঐ এজেন্টের নাম ওয়াশিংটন পোস্টের কাছে প্রকাশ করেনি কিন্তু পরবর্তি তিরিশ বছরে তার নাম অবশ্যই বের হয়েছে।

গুগলে সার্চ দিলাম ১৯৮৪ সালে রাশিয়ান/সোভিয়েত ওয়ার ক্যাম্প থেকে পালানো সিআইএ এজেন্ট।

সরাসরি রেজাল্ট এসে গেল কয়েকটা। তার নাম আসলেই জানা গেছে পরে। সিআইএ এজেন্ট ডেভিড সুলিভান।

প্রেসিডেন্ট কনর সুলিভানের বাবা।

3:34 AM

আমি এতদিন খুঁজছিলাম, প্রেসিডেন্টের সাথে আমার মা'র ব্যাপারটার যোগাযোগ কোথায়। পেয়ে গেছি এর উত্তর। স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে মা'র পার্টনার হচ্ছে কনর সুলিভানের বাবা।

লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। পাজলের টুকরোগুলো মিলে যেতে শুরু করেছে। ইন্টারনেটে ডেভিড সুলিভানের ব্যাপারে খোঁজ নিতে লাগলাম আমি। স্ক্রিনে বেশ কয়েকটা ছবি ভেসে উঠলে একটাতে ক্লিক করে বড় করলাম। আশা করেছিলাম, তিনিও হয়ত তার ছেলের মতন উঁচা-লম্বা হবেন। কিন্তু সেরকমটা নয়, কনরের লম্বা হওয়ার দিকটা এসেছে তার মা'র তরফ থেকে। তবে তাদের দু-জনেরই চোখের রঙই একরকম ধূসরাভ। শুধু তাই নয়, চোয়ালের গঠন এবং চুলের ধরণেও মিল আছে।

তার জীবনবৃত্তান্তে ক্লিক করে পড়তে থাকলাম।

ডেভিড সুলিভানের জন্ম ১৯৩৮ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে। ক্যালটেক থেকে রসায়ন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। সিডনি ওয়েনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫০ সালে সিআইএ'র টেকনিক্যাল সার্ভিসের স্টাফের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। সিডনি ওয়েনের শুরুটাও এখান থেকেই হয়েছিল।

BanglaBook.org

মি. ওয়েন আমাকে বলেছিলেন, "এর পরে একদিন এলেনার কাছ থেকে রিপোর্ট পাই, সে আর তার পার্টনার–ভেতরের খবর বেশি কিছু জানতাম না আমি, পার্টনারের নামও না–নাকি ঘুম বর্ধিতকরণের ব্যাপারে বেশ বড়সড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে।"

মিথ্যেবাদি।

ডেভিড সুলিভান ১৯৫৯ সালে অ্যাঞ্জেলা নামে এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন। এর তিন বছর পরে জন্ম নেয় তাদের একমাত্র সন্তান।

কনর সুলিভান।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট।

১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের 'জিজ্ঞাসাবাদের কার্যকর পদ্ধতি' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে যান তিনি। ১৯৮১ সালের ১৩ই এপ্রিল নিখোঁজ হন। এর তিন বছর পরে রাশিয়ার ক্যাম্প থেকে পালাতে সক্ষম হন।

ফিরে আসার পর তাকে বীরের মর্যাদা দেয়া হয় আর তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ঐ বছরের নভেম্বরে ভার্জিনিয়ার সিনেট নির্বাচনে অংশ নিয়ে একটা পদে জয়ি হন ডেভিড। সেই পদ তিনি ধরে রেখেছিলেন প্রায় দুই যুগ।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ডেভিড সুলিভান এবং তার স্ত্রী সিনেটের এক মিটিঙে অংশ নিতে নিউ ইয়র্কে গেছিলেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারের ১০৭ তলায় অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্টে তারা যখন সকালের নাস্তা সারছিলেন তখন একটা প্লেন আছড়ে পড়ে ঐ বিল্ডিঙের ওপর। তারাসহ আরো ৬৯ জন সিনেট সদস্য মারা যান ঐ ঘটনায়।

"শিট," জোরে বলে উঠলাম আমি।

এটা আমি জানতাম না, টুইন টাওয়ারে একটা রেস্টুরেন্টও ছিল। এতগুলো লোক সকালের নাস্তা খেতে ব্যস্ত। মিটিঙের ফাঁকে কফি খাওয়ায় মগ্ন। সবাই মারা গেছিল। আর তাদের মধ্যে ছিলেন কনর সুলিভানের বাবা-মা।

বাবা এ সময় ঢুকলেন রান্নাঘরে।

আমাকে ওরকম উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছ তুমি?"

"আপনি কি জানতেন, কনর সুলিভানের বাবা-মা ৯/১১-এর ঘটনায় মারা গেছিলেন?"

"অবশ্যই। প্রেসিডেন্ট তখন সিটি কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন। আর

BanglaBook.org

তার মা-বাবার মৃত্যুর ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে–আসলে কাজে লাগিয়ে বললে খারাপ শোনায়–মা-বাবার ওরকম দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কারণেই আলোচনার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন কনর সুলিভান। এজন্যেই পরের বছরের গভর্নর নির্বাচনে বিরাট সমর্থন পান তিনি, যা তাকে জয়ি হতে অনেকটাই সাহায্য করে," বললেন বাবা।

"তার জীবনবৃত্তান্ত পড়ার সময় এই কথাটা কিভাবে চোখ এড়িয়ে গেছিল বুঝলাম না।"

জেসি ক্যালোমেটিক্স খুন হবার পরে প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে আমার বাসার সামনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে যেতে দেখে তার সম্পর্কে উইকিপিডিয়ায় খোঁজ নিয়েছিলাম আমি। অবশ্য দু-মিনিটের বেশি নজর বুলাইনি। তার চেহারার সাথে বাইরে দেখা লোকটার চেহারা মেলানোর প্রতিই বেশি আগ্রহ ছিলাম তখন।

বাবা ফ্রিজের দরজা খুলে দুধের বোতলটা বের করে বললেন, "তোমার বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবছিলাম আসলে। জেনিফার নিউবারের কেসটার ওপর হাল ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। ওটার শেষ দেখে ছাড়ব আমি।"

"সেটাই ভালো হবে," যান্ত্রিক ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। আমি এখন চিন্তা করছি ডেভিড সুলিভানের মৃত্যু নিয়ে, মা'র ব্যাপারে তার সাথে কথা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ল্যাপটপের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

তিনটা ছাপ্পান্ন বাজছে।

এত তাড়াতাড়ি সময় চলে গেল? দরজার কাছ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসায় ওদিকে তাকালাম। তাড়াহুড়োর কারণে ল্যাসির কথা ভুলেই গেছিলাম আমি। কাঁচের দরজাটা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে আসলাম।

"তাহলে?" জিজ্ঞেস করলাম, "তোর বান্ধবির রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস কি?"

মিয়াও।

হেসে উঠলাম জোরে।

ইট'স কমপ্লিকেটেড।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড।

এটা ছাড়া বর্ণনা করার মত করার মত অন্য কোন উপমা মাথায় আসছে না আমার।

সিনেমাটার একটা দৃশ্যে দেখা যায় জেনিফার কনলি, রাসেল ক্রো'র অফিসে ঢুকে দেখে অনেকগুলো কাগজ দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রেখে সুতো দিয়ে একটার সাথে অন্যটার যোগাযোগ দেখানো হয়েছে। বাবার রান্নাঘরের টেবিলটার বিপরীতদিকের দেয়ালেরও একই অবস্থা।

"এগুলো কি?" বাবাকে আরেকটা কাগজ দেয়ালে লাগাতে দেখে বললাম।

উনি ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত। চেহারাটা লাল হয়ে আছে।

"এসবের মানে কি? কি করছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"অবাক লাগছে?" বড় করে হেসে বললেন তিনি, "দারুণ দেখাচ্ছে না?"

ঠিক দারুণ শব্দটা মাথায় ঘুরছে না আমার এখন। বরং পাগলামি বলা যায়। "কতক্ষণ ধরে এগুলো করছেন আপনি?"

"তোমার সাথে শেষবার দেখা হওয়ার পর থেকে।"

"ঘুমাননি?"

"না," একটা বড় কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন তিনি।

"কয় কাপ কফি শেষ করেছেন?"

"অনেক, অনেক কাপ," হাত দিয়ে মুখের চারপাশটা মুছে জবাব দিলেন, "কিন্তু থামা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। মনে হচ্ছে বড় কিছু আবিষ্কারের পথে আছি।"

আমাকে বসার জন্যে ইশারা করলেন তিনি।

তার কাছ থেকে দুই মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে ফ্রিজ থেকে ইসাবেলের তৈরি করা একটা বারিটো বের করে মাইক্রোওয়েভে গরম করতে ঢুকিয়ে দিলাম। ওটা গরম হতে হতে দেড় মিনিটের মত ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে নিলাম। পরে আর সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এরপর বারিটোটা বের করে টেবিলে বাবার পাশে গিয়ে বসলাম।

BanglaBook.org

"তুমি তৈরি?" কথা বলার সময়ও তার পুরো শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

"হ্যা।"

"কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমি?"

চিন্তা করলাম কিছুক্ষণ। মা এবং ফ্ল্যাশড্রাইভভটা খোঁজার ব্যাপারে একটা কানাগলির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছি আমি। সিডনি ওয়েন আমার মেসেজের রিপ্লাই দিচ্ছেন না, আর ডেভিড সুলিভান মৃত। এ মুহূর্তে করার মত কিছু নেই আমার হাতে।

"বন্ধ করার সময় হলে আমি আপনাকে বলব।"

"ঠিক আছে," চওড়া একটা হাসি দিয়ে বললেন তিনি। "তো, তোমাকে যেমন বলেছিলাম, ডিটেক্টিভরা ডায়রির পাতাগুলো তারিখ অনুযায়ি সাজাতে ভুল করেছিলেন। পাতাগুলো কে সাজিয়েছিল জানি না, কিন্তু ১৯৮৪ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর ব্যাপারে তার কোন ধারণাই ছিল না। এর একটা কারণ অবশ্য হতে পারে, ডায়রির লেখাগুলোতে কোন তারিখ উল্লেখ করেনি মেয়েটা।"

আমি মাথা নাড়লাম।

"জেনিফারকে কে খুন করেছে সে-ব্যাপারে আমি তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট দাঁড় করিয়েছি। প্রথমটায়, এমন কেউ ওকে খুন করেছে যাকে সে আগে ব্ল্যাকমেইল করেছিল। দ্বিতীয়টায়, বর্তমানে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হচ্ছে এমন কেউ। আর তৃতীয়টায়, জেনিফারের ব্ল্যাকমেইলের শিকার হতে যাচ্ছে এমন কারো হাতে খুন হয়েছে মেয়েটি। বুঝতে পারছ আমি কি বলছি?"

বারিটোতে একটা বড় কামড় বসিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার যে, ওর হাতে আগে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হওয়া কেউ খুনটা করেছে। মানে, মেয়েটার বয়স ছিল কম আর খুব বেশি টাকাও দাবি করেনি সে কারো কাছ থেকে। একজনের কাছে দ্বিতীয়বার ফিরেও যায়নি সে। ঐ গর্দভ উইঙ্গেলবেরি কিন্তু স্বীকার করেছিল, টাকা না দেয়া সত্ত্বেও ছবিগুলো তাকে দিয়ে দিয়েছিল জেনিফার?"

"আমি এ ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হতে পারছি না। কেউ কেউ তো রাগ পুষেও রাখতে পারে।"

"তা রাখতে পারে, কিন্তু মেয়েটার ডায়রি মোতাবেক বেশিরভাগ লোকই চুপচাপ মেনে নিয়েছিল ঘটনা। দুইশ ডলার দিয়েই মিটমাট করে ফেলেছে তারা ব্যাপারটা। আর মনে হয় না পরবর্তি জীবনে কখনও

BanglaBook.org

পরকিয়া করার সাহস হয়েছে তাদের। সে হিসেবে জেনিফার নিউবার কিন্তু অনেক বিয়ে ভেঙে যাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

আমি মৃদু হেসে উঠলাম।

"আরেকটা জিনিস, এদের মধ্যে কেউ যদি মেরেও ফেলে জেনিফারকে, তাহলে দু-দিন আটকে রাখার মানে কি?"

এতক্ষণে ধরতে পারছি বাবা কি বোঝাতে চাচ্ছেন। বললাম, "আর যৌন নির্যাতনেরও কোন প্রমাণ মেলেনি, তার মানে ঐ সময়টুকু তাকে অক্ষত অবস্থায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল কোন কারণে।"

"আমি মনে করি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল ওকে।"

"যে ছবিগুলো তুলেছিল সে, ওগুলোর জন্যে?"

"ঠিক।"

"তাহলে ছবিগুলো দিয়ে দিল না কেন ও? মানে, ওগুলো দিয়ে দিলে তো কোন ক্ষতি হত না।"

"হ্যা, কিন্তু এমন কি হতে পারে না, এবারের ঘটনাটা হয়ত পরকিয়া সংক্রান্ত ছিল না? হয়ত বিপজ্জনক কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে গেছিল মেয়েটা।"

"আপনি কি ওর পুরো ডায়রিটা পড়েছেন?" জিজ্ঞেস করলাম। "ও কি কোথাও অমন কোন ইঙ্গিত দিয়েছিল? মাদক, অস্ত্র কিংবা কোন মাফিয়া চক্রের ব্যাপারে কিছু লিখেছিল?"

"না, কিন্তু ডায়রির অনেকগুলো পাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ ছিড়ে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি ওগুলো।"

"তারমানে, ডায়রির যে পাতাগুলো দরকার আমাদের ওগুলো এই কাগজের গাট্টির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কম?"

"হ্যা।"

"বিশেষ ভরসা পেলাম না কথাটা শুনে।"

"আসলে এ মুহূর্তে আমাদের হাতে যা আছে সেগুলো দিয়েই কাজ চালাতে হবে আর আশা করতে যেন কিছু একটা চোখে পড়ে যায়।"

"আর সেজন্যেই *অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড*-এর মত করে দেয়ালটা সাজিয়েছেন আপনি?"

"হ্যা," হেসে বললেন বাবা। "দয়া করে ওভাবে বল না তো।"

"দেখে প্রথমে ওটার কথাই মাথায় এসেছে আমার।"

আবার হেসে উঠলেন তিনি, এরপর বললেন, "অবশ্য সিনেমার কথা বলে ভালোই করেছ। কারণ অনেকগুলো সিনেমার সাহায্য নিয়েই তারিখ

BanglaBook.org

অনুযায়ি সাজিয়েছি আমি পাতাগুলো। ডায়রিটা পড়ে আমার মনে হয়েছে শেষ দিকে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের তখনও ব্ল্যাকমেইল করেনি জেনিফার, পরের জন্যে জমিয়ে রেখেছিল।"

রান্নাঘরের দেয়ালের দিকে তাকালাম আবার। ডায়রির পাতাগুলো তিনটা, চারটা করে একসাথে লাগিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো আছে, একবারে অতটুকু করেই লিখেছিল জেনিফার। প্রায় চল্লিশটার মতন হবে কমপক্ষে।

"ডায়রিতে কতবার লিখেছিল জেনিফার?"

"আশিবারের মত। কিন্তু যেগুলোতে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হওয়া কিংবা হতে যাওয়া কারো সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কেবল ওগুলোই দেয়ালে লাগিয়েছি আমি।"

"আর সুতোগুলো?"

"অনেক ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তির কথা একাধিক বার লিখেছে জেনিফার। এই যেমন এই লোকটা, যাকে জেনিফার 'ফোর্থ অ্যান্ড লেক্স' বলে ডাকত, তার কথা লেখা আছে ডায়রির তৃতীয় এবং সপ্তম এন্ট্রিতে। প্রথমবার ছবি তুলেছিল জেনিফার এবং পরের বার ওকে টাকা দিয়েছিল লোকটা। তাই ওদুটো সুতো দিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়েছি।"

"লাল আর নীল রঙের কাগজগুলো কি নির্দেশ করছে?"

"লাল দিয়ে বোঝানো হয়েছে এসব ঘটনার ক্ষেত্রে টাকা পেয়েছিল জেনিফার আর নীলগুলো নির্দেশ করছে যেগুলোতে টাকা পায়নি।"

"সবুজগুলো?"

"সবুজগুলোতে প্রতিটি ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আর ওখানে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্পর্কে আর কোথায় কোথায় লিখেছে জেনিফার সেটা টুকে রেখেছি।"

"ওয়াও, বেশ খেটেছেন দেখছি। আপনাকে আগে কখনো এতটা-"

"গুছিয়ে কাজ করতে দেখনি, তাই তো? জানি আমি। এবার বুঝলে তো, কত বুদ্ধি আমার মাথায়?।"

"এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করা বাকি," বললাম আমি। "তো, কতজন লোক টাকা দিয়ে দিয়েছিল?"

"সাতাশজন ওর দাবি মিটিয়ে দিয়েছিল। চারজন বলেছে ও একটা ঠগ, আর নয়জন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।"

"কোন মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল করেছিল ও?"

"প্রথমদিকে করেনি। কিন্তু পরে কয়েকজনকে করেছে। জেনিফারের

BanglaBook.org

মতে মহিলাদের 'নাকি কান্না' সহ্য হত না ওর। পুরুষেরা টাকা দিয়ে ব্যাপারটা তাৎক্ষনিক মিটিয়ে ফেলত। কিন্তু মহিলারা অপরাধবোধ থেকে ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করত কেন পরকিয়া করতে বাধ্য হয়েছিল তারা। আর সেটা জেনিফারের ভালো লাগত না।"

"অবশ্য ডায়রির অনেকগুলো পাতা নেই আমাদের কাছে। ওখানে আরো অনেকের সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে।"

"ঠিক।"

"আচ্ছা। আপনি যে ক্রমানুযায়ি সাজিয়েছেন ডায়রির এন্ট্রিগুলো, ডিটেক্টিভরা কি ভিন্নভাবে সাজিয়েছিলেন?"

"খুব একটা ভিন্নভাবে না, কিন্তু হ্যা, বেশ কয়েক জায়গায় পরিবর্তন করেছি আমি। ডিটেক্টিভারা যেভাবে পাতাগুলো সাজিয়েছিলেন তা অন্য একজায়গায় লিখে রেখেছি, যাতে পরে গোছাতে সমস্যা না হয়। আমার ধারণা ডায়রির ব্যাপারটাতে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি তখন। কারণ বেশ কয়েকটা তথ্য ওনাদের চোখ এড়িয়ে গেছিল।"

"মেগান আর বয়ফ্রেন্ডের দেখা সিনেমাগুলো থেকে ধারণা নিয়ে আপনি ঠিকভাবে সাজিয়েছেন এন্ট্রিগুলো?"

"শুধু যে সিনেমাগুলো থেকে সাহায্য নিয়েছি তা নয়। মেগান আর ডেরিকের অ্যানিভার্সেরিগুলো, জেনিফার আর জেমসের সম্পর্ক, এগুলো থেকেও ধারণা পেয়েছি।"

না হেসে পারলাম না। "দাঁড়ান," আমি বললাম। "এই জেমসটা আবার কে?"

"জেনিফারের বয়ফ্রেন্ড।"

আবারও হাসলাম। কথাটা শুনে ভালো লাগছে।

"ওর ব্যাপারে পড়িনি আমি। আর মেগানও জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওর কথা উল্লেখ করেনি।"

"ছেলেটা ডেরিকের কাজিন। জেমসের সাথে জেনিফারের সম্পর্কটা ছিল দু-মাসের। এরপর জেমস আর তার পরিবার সাউথ আফ্রিকায় চলে যায়।"

"তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, জেনিফার এবং মেগান চাচাত বোন ছিল এবং তাদের সম্পর্ক হয়েছিল ডেরিক এবং জেমস নামের দুই চাচাত ভাইয়ের সাথে।"

"হ্যা।"

"জেমসকে কখনো সন্দেহ করা হয়নি?"

BanglaBook.org

"ও তো সাউথ আফ্রিকায় ছিল তখন।"

"আচ্ছা।"

এসময় উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা স্মুদি বের করে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরের চার মিনিট রান্নাঘরের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বাবার সাজানো কাগজগুলো দেখতে লাগলাম। আমার আগ্রহ ছোট সবুজ রঙের কাগজগুলো আর ওতে লেখা মূল ঘটনার সারসংক্ষেপের ওপর। ক্রমানুসারে পড়তে লাগলাম :

কে অ্যান্ড ফাস্ট

লোকটার পরনে স্যুট এবং লাল টাই।

গাড়ি পর্যন্ত পিছু নেয়, এক মহিলাকে চুমু খাওয়ারত **অবস্থায় ছবি** তোলে।

মেগান আর ডেরিক *কারাটে কিড* সিনেমা দেখতে যায়

এইচ অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক

মহিলার পরনে কালো স্কার্ট

লোকটার সাথে দেখা করে একটা মোটেলে

ডেরিক জেনিফারকে জেমসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়

চারজন মিলে *রিভেঞ্জ অব দ্য নার্ডস* দেখতে যায়।

রিজ অ্যান্ড ফোর্থ

সাদা টি-শার্ট এবং জিন্স পরিহিত কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক

দু-জন কমবয়সি মেয়ের সাথে দেখা করে

জেনিফারকে ছবি তুলতে দেখে চিৎকার করে ওঠে

পালিয়ে যায়

ব্ল্যাকমেইল করে না

জেনিফার আর জেমসের প্রথম ডেট।

পার্পল রেইন সিনেমাটা দেখে

জেনিফারের প্রথম চুমু!

BanglaBook.org

হেসে উঠে বললাম, "জেনিফারের প্রথম চুমু লেখার পর আশ্চর্যবোধক চিহ্নটা দেয়া কি খুবই জরুরি ছিল?"

"মেয়েটার জীবনে ওটা অনেক বড় একটা ঘটনা," বাবা বড় করে হেসে বললেন।

"আপনার প্রথম চুমুর স্মৃতি কার সাথে?"

"জেনি, ফিফথ গ্রেড।"

কথা বলতে বলতে যেন সেই দিনটায় ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার?"

"আমার সাথে প্রমে যাওয়ার জন্যে যে মেয়েটাকে ঠিক করেছিলেন আপনি...আপনার কলিগের মেয়ে।"

"হ্যা, মনে পড়েছে। কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? জিল?"

"হ্যা, জিল রুটেন।"

"মার্গারেট রুটেনের মেয়ে। অতোটা সুন্দরি ছিল না মেয়েটা," বাবা হেসে বললেন। "দুঃখিত সে ব্যাপারে।"

"চেষ্টা যে করেছিলেন সেটাই অনেক।"

এক সহকর্মির মেয়েকে রাত তিনটায় এক ঘন্টার জন্যে অচেনা এক ছেলের প্রম ডেট হতে রাজি করানোটা নিশ্চয়ই সহজ কাজ ছিল না।

"মার্গারেট ওর মেয়ের বিয়ের কিছু ছবি পোস্ট করেছিল ফেসবুকে। অনেক সুন্দর লাগছিল তখন জিলকে। আসলে ছোটবেলায় সবার চেহারা অমনই থাকে।"

এইটুকু বলে বাবা কিছুক্ষণের বলে রান্নাঘর থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা ষোল বাজছে।

কিছুক্ষণ পরে বড় একটা স্যুটকেস হাতে ফিরে এলেন তিনি। এরপর ওটা খুলে ওয়াশিংটন ডিসির ভাঁজ করে রাখা একটা ম্যাপ বের করলেন। লিভিংরুমের দেয়াল থেকে দুটো বাঁধানো ছবি নামিয়ে ওখানে ম্যাপটা সেঁটে দিলেন টেপ দিয়ে।

এবার সবুজ রঙের একটা পিন হাতে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দশ সেকেন্ড পর পিনটা বসিয়ে দিলেন ম্যাপের ওপর। বললেন, "এখানেই পাওয়া গেছিল জেনিফার নিউবারের মৃতদেহ," এরপরে পিনের বাক্স থেকে আরো কয়েকটা সবুজ পিন নিয়ে ম্যাপের ওপর বসিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "এটা হচ্ছে স্কুল, যেখানে শেষ দেখা গেছিল ওকে...এটা ওর বাবার বাসা...আর এটা ওর মা'র বাসা।"

এরপর আমার হাতে পিনের বাক্সটা দিয়ে রান্নাঘরে টেবিলটার কাছে চলেন।

"আমার মনে এভাবে কল্পনা করতে সহজ হবে যে, কোন কোন জায়গায় ছবিগুলো তুলেছিলো মেয়েটা।"

BanglaBook.org

"চেষ্ট করে দেখা যেতে পারে।"

এরপরে বাবা জেনিফারের ডায়রি দেখে দেখে রাস্তার ঠিকানাগুলো বলতে লাগলেন রান্নাঘর থেকে আর আমি কয়েক রঙের পিন দিয়ে সেগুলো ম্যাপের ওপর চিহ্নিত করতে থাকলাম। কয়েক রঙের পিন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হল কোন কোন ব্ল্যাকমেইল থেকে মেয়েটা টাকা পেয়েছিল আর কোনটা থেকে পায়নি সেগুলো পৃথক করা। আর যেগুলো সম্পর্কে জানা যায়নি সেগুলোও অন্য রঙের একটা পিন দিয়ে নির্দেশ করার ব্যবস্থা করলাম। ওয়াশিংটন ডিসির বেশিরভাগ রাস্তাই সংখ্যার নামে নামকরণ করা হয়েছে। ওগুলো বাদে বড় যে নামগুলো ছিল সেগুলোকে জেনিফার ছোট করে নিয়েছে সুবিধামত।

লেক্সিংটন হয়ে গেছে লেক্স।

ম্যানচেস্টার হয়ে গেছে ম্যান।

ম্যাসাচুসেটস হয়ে গেছে ম্যাট।

সবশেষে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল :

সেকেন্ড অ্যান্ড আর (2nd and R)। লাল। টাকা দিয়েছিল।

থার্ড অ্যান্ড এইচ (3rd and H)। লাল।

ডি অ্যান্ড ম্যাস (D and Mas)। লাল।

এইচ অ্যান্ড নর্থ ক্যাপিটাল (H and North capital)। হলুদ। জানা যায়নি।

সেভেনথ অ্যান্ড কেনটাকি (7th and Kentucky)। লাল।

জি অ্যান্ড ম্যান (G and Man)। হলুদ।

প্লাইমাউথ অ্যান্ড স্প্রুস (Plymouth and Spruce)। নীল। টাকা দেয়নি।

সেকেন্ড অ্যান্ড লেক্স (2nd and Lex)। লাল।

"সেকেন্ড অ্যান্ড লেক্সে কি আছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"উইলমোর মোটেল। অবৈধ সম্পর্কের জন্যে বেশ উর্বর জায়গা মনে হচ্ছে।"

আরো ঠিকানা বলতে থাকলেন বাবা।

দশটা।

পনেরটা।

এভাবে একসময় পুরো চার ফিটের ম্যাপটা লাল, নীল এবং হলুদ পিনে ভরে উঠল।

শেষ পাঁচটা জোরে জোরে বললেন তিনি :

BanglaBook.org

এল অ্যান্ড থার্টিনথ (L and 13th)। লাল।

এস অ্যান্ড ম্যান (S and Man)। হলুদ।

থার্ড অ্যান্ড কেন্টাকি (3rd and Kentucky)। লাল।

ফোর্থ অ্যান্ড এ (4th and A)। নীল।

ফোর্থ অ্যান্ড কন্সটিটিউশন (4th and Constitution)। হলুদ।

"সবগুলো শেষ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যা," হেটে এসে বললেন তিনি।

এরপর দু-জন মিলে ম্যাপের দিকে দেখতে লাগলাম এতক্ষণ কাজ করার ফলাফল।

"উইলমোরে পাঁচটা পিন," বললাম।

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বাবা, "হ্যা, তবে ওখানকার সবাই টাকা দিয়ে দিয়েছিল।"

"তাই তো দেখছি।"

"হলুদগুলোর প্রতি মনোযোগ দেই আমরা।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে একদম শেষটা, মানে ফোর্থ এবং কন্সটিটিউশনের কারণেই মারা গেছিল মেয়েটা?"

"হতে পারে। ওখানে কিন্তু এক মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল জেনিফার।"

"সেই মহিলা হয়ত কোন লোককে টাকা দিয়েছিল জেনিফারকে মেরে ফেলার জন্যে কিংবা নিজেই হয়ত করেছিল কাজটা। শারীরিক দিক দিয়ে দূর্বল ছিল মেয়েটা।"

তিনি একবার কাঁধ ঝাকালেন ঠিকই তবে চেহারা দেখে মনে হল না আমার কথা মনে ধরেছে তার।

"তাহলে নয়টা হলুদ পিন দেখতে পাচ্ছি," আঙুল দিয়ে ওগুলো নির্দেশ করতে করতে বললেন বাবা। আট নম্বরটার কাছে গিয়ে থামলেন, শেষের দিক থেকে দ্বিতীয়।

"এস অ্যান্ড ম্যান।"

"আমরা কি জানি সেখানে কি আছে? কোথায় গেছিল তারা?"

রান্নাঘরের দেয়াল থেকে ঐদিনের এন্ট্রির সাথে লাগানো সবুজ প্যাডের কাগজটা খুলে নিয়ে আসলেন তিনি।

এরপর আমার হাতে ওটা দিলেন পড়ার জন্যে :

এস অ্যান্ড ম্যান।

স্যুট পরিহিত লোকটা ক্যাপিটাল বিল্ডিং থেকে বের হল।

BanglaBook.org

জেনিফারের মতে তিনি একজন কংগ্রেস সদস্য।

এক ভদ্রমহিলার সাথে দেখা করেন।

মেগান এবং ডেরিকের সাথে *নাইটমেয়ার অন এল্‌ম স্ট্রিট* সিনেমাটা দেখতে যায়।

সবুজ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। কী যেন একটা অন্যরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছি না।

একজন কংগ্রেস সদস্য?

এটা একটা বড় ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু মন সায় জানাল না সে ব্যাপারে।

রাস্তাটা!

এস এবং ম্যান (S and Man)।

এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার এভিনিউ।

কিছু সময়ের জন্যে মনে হল কী যেন একটা চোখে পড়ি পড়ি করেও ধরা পড়ছে না। ওখানে বাবার সাথে বেশ কয়েকবার গেছি আমি। পর্যটকদের জন্যে আকর্ষণীয় বেশ কয়েকটা জিনিস আছে সেখানে।

কিন্তু এস অ্যান্ড ম্যানের ব্যাপারটায় এমন লাগছে কেন?

"শিট," হঠাৎ করে বলে উঠলাম।

"কি?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"এস এবং ম্যান (S and Man)।"

"হ্যা, কি হয়েছে?"

"শব্দ তিনটা।"

"মানে? কি বলতে চাচ্ছ?" বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

"S and Man এটুকু একসাথে উচ্চারণ করুন।"

"ওহ্ ঈশ্বর!" চিৎকার করে উঠলেন তিনি, "স্যান্ডম্যান!"

"এটাই," আমিও একই স্বরে বললাম। "এটাই প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

"তোমার কি আসলেও মনে হচ্ছে এটাই?" বাবা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন। "এই স্যান্ডম্যান প্রজেক্টের ব্যাপারেই কি সিডনি ওয়েন কথা বলেছিলেন?"

"চিন্তা করে দেখুন একবার," আমি বললাম। "ম্যাগি আমাদের কি বলে সাবধান করেছিল, মনে আছে? মি. ওয়েন মাঝে মাঝে কিছু শব্দ শুনে আবার পুরনো আমলে ফিরে যান। অসংলগ্ন আচরণ করা শুরু করেন?"

"হ্যা, তো?"

আমি পকেট থেকে ফোন বের করে ঐদিনের রেকর্ডিংটা খুঁজতে লাগলাম। যে মুহূর্তটা শুনতে চাচ্ছি ওখানে পৌঁছুতে কিছুক্ষণ লাগল। এরপর প্লে করলাম :

আমি   আপনি ঐ সাদা ঘরটার ব্যাপারে কিছু জানেন? ওটার অবস্থান কোথায় হতে পারে এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে?

মি. ওয়েন   এলেনার সাথে প্রায় এক যুগ ধরে কথা হয় না আমার। শেষবার তার সাথে কথা হয়েছিল ৯/১১-এর ঐ ঘটনার পর। তখন প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিল ও।

আমি : প্রজেক্ট স্যান্ডম্যানটা আবার কি?

মি. ওয়েন   [অনেক জোরে] তোমরা কারা? প্রেসিডেন্ট রিগ্যান পাঠিয়েছে তোমাদেরকে? কেউ একজন রাশিয়ানদের হাতে সব তথ্য পাচার করে দিচ্ছে। ঐ বিশ্বাসঘাতককে ধরতে হবে আমাদের। না-হলে পাশার ছক পাল্টে যাবে।

আমি   মি. ওয়েন...লম্বা করে শ্বাস নিন। আমরা আপনার স্টাডিতে বসে আছি। এটা ২০১৫ সাল।

মি. ওয়েন   তোমরা কারা? রিগ্যানকে বলবে, হারামিটাকে ধরার জন্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি আমি।

বাবা : মি. ওয়েন...[জোরে] সিডনি।

বন্ধ করে দিলাম।

"ঠিক বলেছ তুমি," বাবা বললেন। "**প্রজেক্ট স্যান্ডমান, এটুকু শোনার** পরেই ওরকম করা শুরু করেছিলেন উনি।"

BanglaBook.org

আমিও সায় জানালাম। "একদম রিগ্যানের আমলে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"মানে, আশির দশকের সময়টা।"

"আর জেনিফার নিউবার খুন হয় ১৯৮৫ সালে।"

বাবা একবার জোরে শ্বাস নিয়ে বললেন, "ঐ সময়েই কিন্তু তোমার মা চলে গেছিলেন।"

এ কথা আমার মাথায় আসেনি আগে। "তাই তো।"

"জেনিফার নিউবার খুন হয় ১৯৮৫ সালের ১২ই জানুয়ারি। তার চারদিন পরে তোমার মা'র সাথে শেষ দেখা হয়েছিল আমার।"

মার সাথে আমার শেষ দেখা হয় ষষ্ঠ জন্মদিনের দিন, কিন্তু ওটা জেনিফারের মৃত্যুর একমাস আগের ঘটনা। এরপরেই কাজের কথা বলে চলে গেছিলেন তিনি।

আর দেখা পায়নি তার কখনো।

"১৬ই জানুয়ারি, ১৯৮৫," বাবা বললেন, "তোমার মা বাসায় এসে বাক্সগুলো গুছিয়ে আমাকে বলে, সে চলে যাচ্ছে। আরো বলে, পরে ফোন করে একটা ঠিকানা দিলে সেই ঠিকানায় বাক্সগুলো পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু কোন ঠিকানা পাইনি আমি।"

"মিলে যাচ্ছে সবকিছু।"

ওনার চোখদুটো কপালে উঠে গেল।

দৌড়ে গিয়ে দেয়াল থেকে এস অ্যান্ড ম্যান (S-and-Man) লেখা ডায়রির এন্ট্রিটুকু খুলে নিয়ে এলেন। এরপর জোরে জোরে পড়া শুরু করলেন :

"তাকে ক্যাপিটাল বিল্ডিং থেকে অনুসরণ করা শুরু করি আমি। স্যুট পরা আরো কয়েকজন লোকের সাথে ছিলেন তিনি। টেলিভিশনের লোকজনও ছিল। ভিডিও করছিল এমন একজন লোককে জিজ্ঞেস করি, কি হচ্ছে সেখানে। জবাবে সে বলে প্রথমবারের মত নির্বাচিত হওয়া কংগ্রেস সদস্যদের সাক্ষাৎকারের কাজ চলছে। একজন কংগ্রেস সদস্য! দেখতে মোটামুটি ভালোই তিনি। কিন্তু বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন, এজন্যেই তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেই আমি।"

"এরপর এক পাতা নেই," পড়ার মাঝখানেই বললেন বাবা। "কিংবা দুই পাতাও হতে পারে, কে জানে? এরপর আবার শুরু হয়েছে।"

...সাবওয়েতে উঠে পড়লেন তিনি। আমি জানি তাকে অনুসরণ করা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু থামতেও পারছি না। থার্ড অ্যান্ড এইচে নেমে তিন চারটা দোকান ঘুরে দেখলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কেউ পিছু নিয়ে

BanglaBook.org

থাকলে তার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে অমনটা করছেন। কিন্তু ষোল বছরের একটা মেয়েকে নিশ্চয়ই চোখে পড়বে না তার। শেষ দোকানটায় ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ পরে এক সুন্দরি মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি লেন্সের জুম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলার চেহারার কয়েকটা ছবি নিলাম। ইশ! আমার চোখ যদি ওনার মত হত! উজ্জ্বল সবুজ রঙের!"

"এটাই তোমার মা," বাবা বললেন।

আমিও সায় জানিয়ে তাকে বললাম, "পড়তে থাকুন।"

"আমি আশা করেছিলাম, লোকটা মহিলাকে একটা চুমু দেবে, কিন্তু সে-রকমটা করলেন না তিনি। তারা বোধহয় পরকিয়া করছে না, কিন্তু কোন একটা ব্যাপার তো আছেই। দু-জনেই একটু পর পর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখছেন। এরপর হেটে তিন ব্লক দূরে এস অ্যান্ড ম্যানের (S and Man) কাছে একটা অফিস বিল্ডিঙে পৌছে গেলেন তারা। ডজনখানেক ছবি তুললাম। এই ছবিগুলো থেকে দুইশ ডলারের অনেক বেশি কামাই করতে যাচ্ছি আমি।"

"স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম," আমি বললাম।

"হতে পারে," বাবাও সায় দিলেন।

"হতে পারে মানে কি? এই কংগ্রেস সদস্যও নিশ্চয়ই জড়িত ছিলেন এসবের সাথে। তিনিই হয়ত টাকার যোগান দিচ্ছিলেন অথবা তথ্য পাচার করছিলেন।"

"তোমার মা একজন সিআইএ এজেন্ট ছিলেন। যেকোন ব্যাপারে তারা দেখা করতেই পারে।"

"আরো কয়েকটা পাতা থাকলে ভালো হত। এর পরে কি ঘটেছিল জানা যেত।"

"আমার ধারণা তাদের দ্বিতীয়বার অনুসরণ করেছিল জেনিফার। সে কি খুঁজে পেয়েছিল তা আমরা কোনদিন জানতে পারব বলে মনে হয় না।"

"যা-ই খুঁজে পাক না কেন, খুন হবার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল।"

3:34 AM

BanglaBook.org

তদন্তের রিপোর্টগুলোতে একটা জিনিস কিছুক্ষণ দেখে বাবাকে আমার ধারণাটুকু খুলে বললাম :

"কোন এক অজ্ঞাত কারণে ওনাদের দু-জনকে একসাথে দেখতে পাওয়ার কথা ছিল না কারো। কিন্তু জেনিফার তাদের ছবি তুলে ফেলে। কংগ্রেস সদস্যকে ব্ল্যাকমেইল করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু এবারে লোভি

হয়ে ওঠে সে। হয়ত কয়েক হাজার ডলার দাবি করে বসে। লোকটা তাকে বলে দু-দিন পরে টাকা হাতে পাবে সে। কিংবা এক দু-সপ্তাহের কথাও বলতে পারে। জেনিফার ধৈর্যশীল। আর তার হাতে অফুরন্ত সময়। তাই ঐ সময়ের মাঝে আরো কয়েকজনকে ব্ল্যাকমেইল করে সে।

যখন তাকে টাকা দেয় না কংগ্রেস সদস্য তখন হুমকি দেয় সে। বলে, ছবিগুলো খবরের কাগজ কিংবা অন্য কোন অফিসে পাঠিয়ে দেবে। কংগ্রেস সদস্য আর মহিলাটা সিদ্ধান্ত নেয়, জেনিফার বড় ঝুঁকি হয়ে উঠছে তাদের কাজে। জেনিফারকে টাকা দিয়ে দিলেও পরবর্তিতে আবার ঝামেলা করতে পারে সে। এখানেই মা'র অভিজ্ঞতা কাজে আসে। তিনি জিজ্ঞাসাবাদে বিশেষজ্ঞ একজন। অন্যদের কাছ থেকে জবাব আদায় করাই তার পেশা।"

একটু আগে তদন্ত রিপোর্টে জেনিফারের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনটা পড়ে দেখেছি আমি। রক্তপরীক্ষাও করা হয়েছিল।

"ল্যাবে জেনিফারের রক্তে অল্প পরিমাণ এলএসডি ড্রাগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়," বাবাকে বললাম।

বাবার মুখ হা-হয়ে গেল কিছুক্ষনের জন্যে। এরপর বললেন, "মেয়েটাকে টর্চার করেছিল তোমার মা। এজন্যেই দু-দিন যাবত নিখোঁজ ছিল সে। তোমার সাথে যা করেছে ওটা ঐ মেয়েটার সাথেও করেছিল।"

তা ঠিক, কিন্তু একটা বড় পার্থক্য আছে।

আমাকে মেরে ফেলেননি তিনি।

3:34 AM

ধাঁধার আরেকটা উত্তর মেলাতে হবে।

ফোন তুলে ইনগ্রিডের নম্বরে ডায়াল করলাম। কোন জবাব না পেয়ে আবারো ফোন করলাম। চার বার রিং হবার পর জড়ানো স্বরে উত্তর ভেসে আসল ওপাশ থেকে, "হ্যালো।"

"কি খবর, জান।"

"আমি আশা করিনি, আজ ফোন করবে তুমি।"

"তোমার মা'র শরীর এখন কেমন?"

"কালকের মতই। তাকে স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে যেতে হবে। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন এক সময় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।"

"যাক, শুনে ভাল লাগছে," এটুকু বলে থামলাম, এরপর বললাম, "কিন্তু সে জন্যে ফোন দেইনি আমি।"

ফোনের এপাশ থেকেও বুঝতে পারলাম, সোজা হয়ে বসছে ও, "কোন

BanglaBook.org

সমস্যা? ল্যাসির কিছু হয়েছে?"

"না, ওরকম কিছু না। সবাই ঠিকই আছে," জোরে একবার শ্বাস নিলাম, "আমি এটা জানার জন্যে ফোন করেছি, জেনিফার নিউবারের কেসের ব্যাপারে কে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তোমাকে?"

জোরে হাসির আওয়াজ ভেসে আসলো, "ঐ কেসটার ব্যাপারে তোমাকেও জড়িয়েছে নাকি তোমার বাবা?"

"হ্যা।"

"আমি তো তাকে বলেছিলাম, এটার মীমাংসা হয়ে গেছে। যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সে-ই খুনি। পরে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে তার স্ত্রী।"

"হ্যা, জানি আমি। কিন্তু এখন অত বিস্তারিত কিছু বলার সময় নয়। আমাকে বল, তোমাকে এই কেসটা নিয়ে কাজ করতে বলেছে কে?"

আমার গলার একাগ্রতাটুকু ধরতে পারল ও, "আমার ক্যাপ্টেন।"

"কিন্তু এটা তো তার আওতার মধ্যে পড়ে না। ওয়াশিংটন ডিসিতে হয়েছিল খুনটা।"

"আমাকে বেশি কিছু বলেননি তিনি। শুধু বলেছিলেন অন্য সব কেস বাদ দিয়ে এটার ওপর নজর দিতে হবে। কেসটার সমাধান হয়ে গেছিল আগেই, তবুও কয়েক সপ্তাহ এটা নিয়ে যদি ঘাঁটাঘাটি করি আমি, তাহলে নাকি তার খুব সুবিধা হবে।"

"আমি চাই তুমি বের কর, কে তাকে এই কেসটা নিয়ে কাজ করতে বলেছে।"

"ঠিক আছে। তাকে কাল ফোন দেব আমি।"

"না। আমার এখনই জানা দরকার।" আগে কোনদিন ওকে এরকম কিছু করতে বলিনি।

"কি ব্যাপার বল তো?"

"আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে বাবা সব কিছু বলবেন তোমাকে। আমার হাতে আর মাত্র চার মিনিট সময় আছে। দয়া করে কাজটা কর, ইনগ্রিড। আমার জন্যে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু কথা দাও তোমার বাবা ফোন করে সব কিছু খুলে বলবে আমাকে।"

"কথা দিলাম।"

ফোন কেটে গেল।

বাবা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম একবার।

BanglaBook.org

এরপর ঘড়ি দেখলাম।

তিনটা ছাপ্পান্ন।

তিনটা সাতান্ন।

তিনটা আটান্ন।

বাবা বললেন, "তোমার বোধহয় শুয়ে পড়া-"

আমার ফোন বেজে উঠল। ধরে স্পিকার চালু করে দিলাম।

"পেয়েছ তাকে?"

"হ্যা। এতরাতে ঘুম থেকে জাগানোয় খুশি হননি মোটেও। জিজ্ঞেস করেছি, কে তাকে কেসটা নিয়ে কাজ করতে বলেছিল।"

"কি বললেন?"

"সরাসরি বলতে পারেননি। তার বস, ভার্জিনিয়া পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে নাকি অর্ডার পেয়েছিলেন।"

"ধুর।"

"চিন্তার কোন কারণ নেই। ক্যাপ্টেনকে দিয়ে তার বসকে ফোন করিয়েছি আমি।"

"করেছেন তিনি?"

"হ্যা। তার বদলে আমাকে আরো কিছু কাজ করতে হবে অবশ্য। তবে ফোনটা করেছিলেন তিনি।"

"ভার্জিনিয়া পুলিশ কমিশনারকে কে এই কেসটা নিয়ে কাজ করতে বলেছে?"

"প্রেসিডেন্ট সুলিভান।"

3:34 AM

পরদিন ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকে দেখি ইনগ্রিড বসে আছে বাবার সাথে। ল্যাসি ওর কোলে আর মারডক চেয়ারের নিচে।

আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠল ইনগ্রিড। ল্যাসি বেচারা মাটিতে পড়ে গেল।

"হেনরি," বলে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল সে।

অনেকক্ষণ ওকে ধরে রাখলাম শক্ত করে। ওকে কতটা মিস করছিলাম এই কয়দিন সেটা কেবল আমিই জানি।

"তুমি এখানে কি করছ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি গতরাতে ঘুমুতে যাবার পর তোমার বাবা ফোন করে সব খুলে বলেন আমাকে। তখনই পরের ফ্লাইটটাতে বুকিং দেই আমি।"

BanglaBook.org

"তোমাকে ছাড়া ওদিকটা সামলাতে পারবেন তো তোমার বাবা?"

"হ্যা। মা'কে আজ বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আর আমার ফুপিও আছেন ওখানে। কাল এমনিতেও চলে আসতাম আমি। তাছাড়া তোমাকে ছাড়া থাকতে আর ভালো লাগছিল না।"

একটা লম্বা চুমু খেলাম আমরা।

"গোটা ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান, তোমার মা, ব্যাপারগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

"কিন্তু বিশ্বাস করছ তো?"

"হ্যা, তোমার বাবা আমাকে সব বুঝিয়ে বলার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি।"

"আর প্রেসিডেন্ট সুলিভানের ব্যাপারটা?"

"ওনার সাথে এসবের সম্পর্ক কি তা ঠিক জানি না, কিন্তু উনিই এই কেসের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছেন। ওনার কারণেই সব বের হয়ে এসেছে।"

"তাকে ফোন করব আমি।"

"পাবে বলে মনে হয় না। এখন রাশিয়ায় এক কনফারেন্সে ব্যস্ত তিনি," বাবা বললেন।

ফোন বের করে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নম্বরে কল করলাম। কেউ ধরল না। একবার ভাবলাম ভয়েস মেসেজ পাঠাই "কি খবর সুলিভান? আমার গার্লফ্রেন্ডকে হঠাৎ করে তিরিশ বছরের পুরনো একটা কেস নিয়ে কাজ করতে বললেন কেন? যার সাথে আবার আমার মা'ও জড়িত।" কিন্তু কিছু না বলেই কেটে দিলাম। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে নিয়ে ইনগ্রিড আর বাবার সাথে টেবিলে বসলাম আমি।

"তো, কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছি আমরা," বাবা বললেন। "১৯৮৫ সালের সব কংগ্রেস সদস্যদের একটা তালিকা বানিয়েছি। আর জেনিফারের লেখা অনুযায়ি, শুধুমাত্র প্রথমবার নির্বাচিত সদস্যদের নাম লিখেছি ওতে।"

"কতজন হয়েছে?"

"সাতাশ।"

"তাদের কারো সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন?"

"হ্যা। অনেকে চলে গেছে এখান থেকে, অনেকে মারা গেছে আর অনেকে দেশের বাইরে পাড়ি জমিয়েছে।"

"কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি আমরা,"

BanglaBook.org

ইনগ্রিড বলল। "এই যেমন যাদের চেহারা আর শারীরিক গঠন জেনিফারর বর্ণনার সাথে মেলে না।"

"কয়জন বাকি আছে শেষ পর্যন্ত?"

"বারো জন।"

"ভালো কাজ দেখিয়েছো দু-জন মিলে। প্রায় ত্রিশ কোটি থেকে বারোজনে নেমে এসেছে সংখ্যাটা। এদের কেউই খুন করেছে জেনিফারকে।"

"হ্যা। কিন্তু তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো দেশ জুড়ে। আরকানসাস, কলোরাডো, আইওয়া। আর এতদিন আগের তাদের সবার অ্যালিবাই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখাও সম্ভব নয় এখন। প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনাটা।"

"আমি একটা জিনিস বুঝছি না, তখনকার ডিটেক্টিভরা এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়নি কেন? রিপোর্টে লেখা আছে, জেনিফারের বর্ণনা দেয়া মাত্র তিনজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পেরেছিল তারা। কিন্তু একজন কংগ্রেস সদস্যকে খুঁজে বের করা তো তুলনামূলক সোজা কাজ।"

"আমি নিশ্চিত তারা সেটা করত, যদি না উইঙ্গেলবেরি অত তাড়াতাড়ি সবকিছু স্বীকার করে না নিত। জেনিফার খুন হবার দু-সপ্তাহের মাথায় স্বীকারোক্তি দেয় সে। এরপর নিজেও মাথায় গুলি লেগে মারা যায়।"

ইনগ্রিড ঠিকই বলেছে। উইঙ্গেলবেরির সবকিছু স্বীকার করে নেয়ার পর কেসটা নিয়ে আর কাজ করা দরকার বলে মনে করেনি ডিটেক্টিভরা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললাম, "আমাদের ছবিগুলো খুঁজে বের করতে হবে।"

ইনগ্রিড আর বাবা দু-জনেই আমার দিকে তাকালেন।

"ছবিগুলো?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"মেয়েটাকে দু-দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর মেরে ফেলা হয়। তার মানে, ছবিগুলো তাদের দেয়নি সে।"

বাবা সায় দিলেন আমার কথায়।

"কিন্তু কেন?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল। "মেয়েটা তো ওর ব্ল্যাকমেইলের শিকার সবাইকেই ছবি দিয়ে দিত। এমনকি যারা ওকে টাকা দিত না তাদেরকেও ফেরত দিয়ে দিত ছবিগুলো।"

"হয়ত লোভি হয়ে উঠেছিল সে। গাড়ি কেনার জন্যে টাকার দরকার ছিল তার। এবার হয়ত অনেক বেশি টাকা দাবি করেছিল।"

BanglaBook.org

"হ্যা। কিন্তু ওকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার সাথে সাথেই তো টাকার কথা ভুলে ছবিগুলো কোথায় আছে বলে দিত।"

যুক্তি আছে কথায়।

আমার সাথে যা করা হয়েছে, সেরকমটা যদি জেনিফারের সাথেও করা হয়ে থাকে, তেইশ ঘন্টার দুঃস্বপ্ন, তাহলে মুখ খুলতে বাধ্য মেয়েটা।

একটাই ব্যাখা আছে এর।

"তার কাছে হয়ত ছিলই না ছবিগুলো," আমি বললাম। "সে হয়ত এমন কাউকে ছবিগুলো দিয়েছিল যার ক্ষতির কথা ভেবে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল।"

তিনজনই একে অপরের তাকাতে লাগলাম। মাত্র দু-জন মানুষকে ছবিগুলো দিয়ে থাকতে পারে জেনিফার।

মেগান।

অথবা ওর ভাই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

"তোকে মোটেও এড়িয়ে চলছি না আমি," ল্যাসিকে বললাম।

মিয়াও।

"তোর যদি আমার ব্যবহারে ওরকম মনে হয়ে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত। পরে না-হয় সুতো দিয়ে কিছুক্ষণ খেলব আমরা।"

মিয়াও।

"তোকে খেলার লোভ দেখিয়ে লাভ হবে না?"

আমি ল্যাসির সামনে একটা সুতো দোলানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়তে লাগলাম। ওর ছোট মাথাটা দুলতে লাগল সামনে পেছনে। এরপর অদৃশ্য সুতোটার উদ্দেশ্যে থাবা দিল সে।

মিয়াও।

"আমি জানি তুই এই জিনিসটার কাছে অসহায়।"

মিয়াও।

"আসলেও এটা একটা অসুখ।"

উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসারটার কাছে গেলাম।

এখন তিনটা দুই বাজছে।

"এই জিনিসটা তোকে আগামি মাসে জন্মদিন উপলক্ষে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন দিলেও কোন ক্ষতি নেই।"

লাফিয়ে উঠে বসল ও বিছানায়।

"চোখ বন্ধ কর।"

কথা শুনল ও।

আমাজন ডট কমের বাক্সটা থেকে জিনিসগুলো বের করলাম। তিনদিন আগে ডেলিভারি দিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু আমি ল্যাসির জন্মদিনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। হাতদুটো পিঠের পেছনে নিয়ে গেলাম।

"এখন চোখ খুলতে পারিস।"

খুলল ও।

পেছন থেকে হাত সামনে নিয়ে এসে ঝুনঝুনি লাগানো চারটা বলের একটা প্যাকেট দেখালাম ওকে। চারটা চার রঙের।

মিয়াও।

BanglaBook.org

“নাহ্, এটা স্বপ্ন না। সত্যিই ঘটছে,” এই বলে ওর সামনে প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলাম বিছানার ওপর। “সবগুলোই তোর।”

চারটা বলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও। চোখ ভিজে উঠছে আস্তে আস্তে।

“কাঁদছিস নাকি?”

মিয়াও।

“তাই? অ্যালার্জির কারণে চোখে পানি এসে গেছে? কিসে অ্যালার্জি তোর শুনি।”

উত্তর দিল না।

“খোল ওটা।”

নেটের প্যাকেটটা খামচি দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে বলগুলো মেঝেতে পড়ে গেল। পুরো ঘর ওগুলোর মিহি শব্দে ভরে উঠেছে।

ল্যাসি লাফ দিয়ে নেমে প্রথমে নীল বলটার কাছে ছুটে গেল, এরপর থেমে লালটার কাছে। এরপর সবুজ। এরপর আবার হলুদ। চারটা নিয়ে একই সাথে খেলতে চাচ্ছে সে।

হঠাৎ জোরে একটা শব্দ হয়ে আমার ঘরের দরজাটা অর্ধেক খুলে গেল। মারডক ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে।

এই সময় আমার মনে পড়ল কেন আসলে আগামি মাসে অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার পর ল্যাসিকে বলগুলো দিতে চেয়েছিলাম আমি।

মারডক।

বলগুলো দেখলে ল্যাসি খুশিতে পাগলের মত আচরণ শুরু করে আর মারডক হয়ে যায় বদ্ধ উন্মাদ।

“ভুলেও ওকাজ করিস না,” মারডকের উদ্দেশ্যে বললাম।

আমাকে পাত্তাও দিল না ও।

নীল রঙের বলটা ওর বিশাল মুখে নিয়ে গিলে ফেলল একেবারে।

এরপর সবুজটা।

এরপর হলুদ।

এরপর লাল।

এই ঘটনাকেই ল্যাসি পরবর্তি জীবনে ‘মারডক কাণ্ড’ বলে উল্লেখ করবে।

যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল মারডক। ল্যাসির চোয়াল ঝুলে পড়েছে। অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল ও।

BanglaBook.org

মিয়াও।

"ওর সাথে চিল্লাচিল্লি করতে পারব না আমি।"

বড় একটা শ্বাস নিয়ে বিছানার নিচে ঢুকে গেল ও।

3:34 AM

"এটাই ও," বাবা বললেন। "এটাই জেনিফারের ভাই।"

আমি কম্পিউটার স্ক্রিনের ছবিগুলোর দিকে তাকালাম। মার্কাস নিউবারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ওজন একটু বাড়তির দিকে এবং মাথা টাক হতে শুরু করেছে। তার লিংকড ইন প্রোফাইল অনুযায়ি, মার্কাস তিন সন্তানের বাবা আর একটা অটোমোবাইল কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। ডেলওয়ার সিটিতে বসবাস করেন তিনি।

"ইনগ্রিডের সাথে কথা হয়েছে? জিজ্ঞেস করলাম। "ও কি যোগাযোগ করেছে তার সাথে?"

জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বাবা বললেন, "সারাদিনে ওর সাথে কথা হয়নি আমার।"

"মেগানের ব্যাপারে কি হল? তাকে খুঁজে পেয়েছেন?"

"হ্যা। তবে তাকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন কাজ ছিল। বেশ কয়েকবার নাম পরিবর্তন করেছে মেয়েটা। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টে ওর যে একটা পুরনো ছবি ছিল সেটার সাথে গুগলের ইমেজ সার্চের একটা ছবির মিল খুঁজে পেয়েছি।"

ব্রাউজারে আরেকটা পৃথক ট্যাবে ক্লিক করলেন তিনি। ওটা মেগান নিউবারের (এখন যার নাম মেগান ক্রেইন) ফেসবুক পেজ।

প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করে বড় করলেন বাবা।

বেশ আকর্ষণীয় চল্লিশোর্ধ এক মহিলার ছবি ভেসে উঠল। বাদামি চুল আর বাদামি চোখ।

আরো তিনটা ছবি দেখালেন বাবা। কোন স্বামী কিংবা সন্তান নেই। তবে একটা বড় লোমশ কুকুর আছে অবশ্য।

"এটা বোধহয় গোল্ডেন ডুডল জাতের কুকুর," বাবা বললেন।

"কুকুরের জাতের ওপর পিএইচডি করেছেন নাকি?"

"না," হেসে বললেন বাবা। "আমার প্রতিবেশীদের একটা আছে ওরকম কুকুর। ডুডল ওর নাম। মারডকের বন্ধু।"

"ওনারা গোল্ডেন ডুডল জাতের কুকুরটার নাম রেখেছে ডুডল?"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি।

দু-জনেই হেসে উঠলাম, এরপর শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মেগান থাকেন কোথায়?"

"আশেপাশেই কোথাও। আমি নিশ্চিত ইনগ্রিডের ওকে খুঁজে বের করতে সমস্যা হবে না।"

ইনগ্রিডের কথা মনে হতে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম যে ওর কোন মেসেজ এসেছে কিনা।

ফোনের স্ক্রিন ফাঁকা। কোন মেসেজ বা কল আসেনি।

তার মানে, প্রেসিডেন্টও ফোন করেননি।

পুতিনের সাথে আড্ডায় ব্যস্ত!

বড় করে একটা হাই তুললেন বাবা। এরপর আমাকে বললেন, অনেক ক্লান্ত বোধ করছেন, তাই এখন শুতে যাবেন। ইনগ্রিড যদি মেসেজ কিংবা ফোন দিয়ে কিছু জানায় তাহলে সাথে সাথে তাকে জানাতে বলে গেলেন।

আমি বললাম যে জানাব।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি সব চকচক করছে। তার মানে ইসাবেল এসেছিল গতকাল।

আঙুলগুলো একবার ফুটিয়ে ফ্রিজ খুললাম।

লাসানিয়া!

"ইয়েস!"

দুটো বড় অংশ কেটে নিয়ে গরম করতে দিলাম। এরপর আমার ঘরে গিয়ে বিছানার নিচে উঁকি মারলাম চাদর তুলে।

ল্যাসি কাত হয়ে শুয়ে আছে।

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লেজ ধরে টেনে বের করলাম ওকে। একবার নড়লও না ও।

ওর পাল্‌স দেখলাম।

নাহ্, এখনও জীবিত।

"তোকে খুশি করার মত একটা জিনিস আছে আমার কাছে।"

মিয়াও।

"নাহ্, মারডককে কুচি কুচি করে কেটে হাঁসদের খাইয়ে দেইনি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

"তোর জন্যে লাসানিয়ার বড় একটা অংশ গরম করতে দিয়েছি।"

নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল ও।

BanglaBook.org

"আমি জানি তোর লাসানিয়া খেতে অনেক ভালো লাগে।"

মিয়াও।

"গারফিল্ডটা আবার কে?"

মিয়াও।

"সত্যিই জানি না আমি," দাঁড়িয়ে উঠে বললাম। "যাই হোক, ক্ষিধে পেলে আমার সাথে এসে খেতে পারিস এখন।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এক মিনিট পর, আমি বড় এক বাটি লাসানিয়া আর দুধের বোতল নিয়ে টেবিলে বসে আছি। টেবিলের নিচে আরেকটা ছোট বাটিতে ল্যাসির জন্যে লাসানিয়া আর ওর প্লেট ভর্তি করে দুধ রাখা।

ল্যাপটপ খুলে গুগল আর্থে লগইন করলাম। ইনগ্রিডকে নিয়ে আলাস্কা যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগে প্রতিদিন দশ মিনিট করে গুগল আর্থে সেখানকার ভৌগলিক অবস্থা দেখতাম আমি।

ডাউনটাউন ডিসির ম্যাপটা বের করলাম। এরপর মাউস দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশেপাশের জায়গাগুলো দেখতে লাগলাম। এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের মোড়টার কাছে এসে থেমে গেলাম।

রিয়াল টাইম ইমেজ চালু করে জুম করে দেখতে লাগলাম রাস্তাটা। মোড়টা অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর অফিসের কেন্দ্রস্থল।

মোড়ের একপাশে একটা গ্যাস স্টেশন, একটা অফিস বিল্ডিং আর অন্য পাশে আরেকটা অফিস বিল্ডিং এবং একটা ওয়েন্ডি'স ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের অন্য বিল্ডিংগুলোতে নজর বোলানো আরম্ভ করলাম। চিন্তা করতে লাগলাম সম্ভাব্য কোন বিল্ডিংটাতে ঢুকেছিলেন আমার মা এবং সেই কংগ্রেস সদস্য। গত ত্রিশ বছরে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে জায়গাটার। নতুন নতুন কোম্পানি এসেছে, পুরনোগুলো চলে গেছে।

এটা কি সম্ভব, এই বিল্ডিংগুলোর কোন একটাতে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের হেড কোয়ার্টার অবস্থিত? ১৯৮৫ সালে হয়ত সেখানেই ছিল, কিন্তু এখন নিশ্চয়ই ওখান থেকে জায়গা বদল করা হয়েছে। হোয়াইট হাউজের দুই মাইলের মধ্যে থেকে তো নিশ্চয়ই একটা অবৈধ প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে না? তাই না?

নাহ্, স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের হেড কোয়ার্টার মিশিগানে–যেখানে আমাকে খুঁজে পাওয়া গেছিল। কিংবা আরো কাছে কোথাও। কানাডাতেও হতে পারে।

BanglaBook.org

একটা শব্দ শুনে টেবিলের নিচে তাকালাম।

ল্যাসি পাথরের মূর্তির মত বসে আছে সেখানে। হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে লাসানিয়ার বাটির দিকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে পনের রাউন্ড বক্সিং খেলে এসেছে এতক্ষণ।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, ওর জন্যে আরেক প্যাকেট বল অর্ডার করেছি আমি। আর আগামি সপ্তাহেই আমাদের বাড়িতে ফেরত যেতে পারব আমরা।

এ কথা শুনে একটু খুশি হয়ে উঠল ও। অল্প অল্প করে কামড় বসাতে লাগল লাসানিয়ার বাটিতে।

আমাজনে ওর বল অর্ডার করে গুগলে গিয়ে 'গারফিল্ড' লিখে সার্চ দিলাম। উইকিপিডিয়ায় ঢুকে কয়েকটা স্যাম্পল কমিক স্ট্রিপ পড়লাম গারফিল্ড কমিক্সের। গারফিল্ড হচ্ছে একটা কমলা রঙের বিড়াল যার লাসানিয়া দেখলে হুঁশ থাকে না। এ সংক্রান্ত মজার মজার কয়েকটা কৌতুকও আছে।

"বুঝতে পেরেছি, গারফিল্ডের সাথে লাসানিয়ার কি সম্পর্ক," ল্যাসিকে বললাম।

হাসল ও।

তিনটা আটান্নর সময় ল্যাসিকে নিয়ে বিছানায় চলে গেলাম। বালিশে মাথা দিতেই কিছু একটা কোঁচকানোর আওয়াজ কানে আসল।

জেগে ওঠার সময় খেয়াল করিনি নিশ্চয়ই।

বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে একটা সাদা খাম বের করে আনলাম। ওটার ওপর হেনরি লিখে দিয়েছে কেউ। ইসাবেলের হাতের লেখা চিনতে অসুবিধা হল না। আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় নিশ্চয়ই ওটা ওখানে রেখে দিয়েছিল সে।

খুলে ভেতরে কাগজটা বের করলাম। বড় একটা সাদা কাগজ। ওপরে লেখা 'ডিএনএ টেস্টিং ল্যাব অব আমেরিকা।'

বাবা যেদিন ইনগ্রিডকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছিলেন সেদিন তার ঘরে ঢুকে চিরুনি থেকে কয়েকটা চুল সংগ্রহ করি আমি। এরপর আমার নিজের কতগুলো চুল তুলে নেই। সেগুলোই একটা খামে ভরে বাগানে একটা ঝোপের মধ্যে রেখে দেই ইসাবেলের জন্যে।

কাগজটায় লেখা শব্দগুলো পড়ে বড় করে একবার ঢোক গিললাম।

সেখানে লেখা : পিতৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

RangaBook.org

অধ্যায় ১৪

আমার বাবা আমার আসল বাবা নন। আমার বাবা আমার আসল বাবা নন। আমার বাবা আমার আসল বাবা নন। এই ছয়টি শব্দই বারবার আমার মাথায় ঘুরছে। এগুলো ছাড়া যেন আমার শব্দ ভান্ডারে অন্য কোন শব্দ নেই।

আমার..

বাবা..

আমার...

আসল...

বাবা নন!

নাইটস্ট্যান্ডের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

তিনটা পাঁচ।

গত পাঁচ মিনিট ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই ছয়টা শব্দই ভাবছি।

ল্যাসির দিকে তাকালাম, আমার বুকের ওপর ঘুমিয়ে আছে ও। ওকে কথাটা বলতে চাই আমি। বলতে চাই, অন্য ঘরে যে লোকটা আছেন তিনি আমার বাবা নন। তিনি একজন ঠগ। অচেনা এক লোক।

"বিছানা থেকে নামবে না নাকি আজকে?"

আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকালাম। এক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের দরজায়। ধূসর চুল, চশমা নেমে এসেছে নাকের ওপর, ফ্লানেলের শার্ট আর খাকি হাফপ্যান্ট।

"হ্যা, নামব। এই কয়েকটা জিনিস চিন্তা করছিলাম।"

"তোমার জন্যে খাবার তৈরি করে রেখেছি আমি।"

হেসে মাথা নেড়ে বললাম, "বাহ্। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

ল্যাসিকে আমার বুকের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে পরবর্তি পাঁচ মিনিট ধরে ঝর্ণার নিচে দাঁড়িয়ে গোসল করলাম। আমার জীবনের দীর্ঘতম গোসল। অবশেষে যখন কাপড় চোপড় গায়ে চাপালাম তখন তিনটা পনের বাজছে।

আমার দিনের এক চতুর্থাংশ শেষ হয়ে গেছে।

বাবা, দুঃখিত, রিচার্ড নামের লোকটা টেবিলে আমার জন্যে খাবার সাজিয়ে রেখেছে।

BanglaBook.org

স্প্যাগেটি, গার্লিক ব্রেড আর একজগ ভর্তি দুধ। তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। চোখ বড় বড় করে। রাগে ফুসে উঠছি ভেতর ভেতর।

তারপর হঠাৎ করে আমার নিজের ওপর নিজেরই রাগ হতে লাগল। এই মানুষটার ওপর কীভাবে রাগ করব আমি। তিনি হয়ত আমার জন্মগত পিতা নন, তবুও তিনিই তো আমার বাবা। তাই না?

মনে হচ্ছে সব বলে দেই।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বসবে না তুমি–"

তার কথার মাঝখানেই দরজাটা খুলে গেল। ইনগ্রিড ভেতরে ঢুকল হাঁপাতে হাঁপাতে।

"আপনারা বিশ্বাসই করবেন না," ও বলল।

3:34 AM

দশ দিনের মধ্যে প্রথমবারের মত ঘুম ভেঙে হেনরিকে পাশে পেল ইনগ্রিড। ওর পাশে ঘুমোতে খুব ভাল লাগছিল। ওর দেহের উত্তাপ এরকমভাবে অনুভব করেনি সে কতদিন! বুকের ওপর তাকিয়ে দেখে ল্যাসি ঘুমিয়ে আছে সেখানে। উঠে বসে ওকে হেনরির বুকে শুইয়ে দিল সে।

এরপরে ওদের দু-জনের মাথায়ই আলতো করে চুমু দিয়ে বিছানা থেকে উঠে কাপড় পরে নিল। জিনস আর ধূসর রঙের টপ। হোমিসাইড ডিটেক্টিভ ইনগ্রিড।

দশ মাইল দূরের আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যাবার পথে ফোনে বাবার সাথে কথা বলা শুরু করল সে। ওর মা'কে কেবলই রিলিজ দেয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে আর তিনি তাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন। ইনগ্রিডের মায়ের শরীর এখন কিছুটা ভালো। তবে কথা বলার সময় হলেই মুষড়ে পড়ছেন। একটা শব্দ উচ্চারণ করতে হলেও অনেক কষ্ট করতে হয় তাকে। বিকেলবেলা স্পিচ থেরাপিস্টের সাথে তার প্রথম বৈঠক। ইনগ্রিড ওর মা'র সাথেও কিছুক্ষণ আলাপ করল। বলল, আর কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগের মত জোর গলায় ওদের সাথে কথা বলতে পারবেন তিনি।

ও পাশ থেকে তার মা-ও জড়ানো গলায় কিছু বললেন। তবে কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে অসুবিধা হল না ইনগ্রিডের। সে বলল, "আমিও আপনাকে অনেক ভালোবাসি।"

দশ মিনিট পরে আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পার্কিংলটে গাড়ি থামাল।

ক্যাপ্টেনের অফিসে যাওয়ার পথে কম করে হলেও পনের জন ওর

BanglaBook.org

কাছে ওর মা'র শারীরিক অবস্থা জানতে চাইল। প্রত্যেককেই একই উত্তর দিল সে মা'র শরীর এখন কিছুটা ভালো। হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। ইনগ্রিডকে আগে কখনো এতগুলো মানুষের আলিঙ্গন সহ্য করতে হয়নি।

ক্যাপ্টেনের অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে শব্দ করে হাফ ছাড়ল। ক্যাপ্টেন জেমস মার্শাল তার ডেস্কের পেছনে বসে আছেন। উঁচা-লম্বা সুদর্শন একজন মানুষ। ছোট করে আর্মি স্টাইলে ছাটানো চুল।

"আর একটা লোকও যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে–"

"তোমার মা'র শরীর এখন কেমন?" বড় করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

ইনগ্রিড হাত নেড়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল। "আর হ্যা, দু-রাত আগে ভোর চারটার সময় ফোন করে ঘুম থেকে টেনে তোলার জন্যে আবারো ধন্যবাদ। আমার স্ত্রীও ব্যাপক খুশি হয়েছেন ব্যাপারটাতে।"

"আপনি একজন পুলিশ ক্যাপ্টেন। রাত-বিরাতে ফোন পেতে পেতে আপনার এতদিনে অভ্যাস হয়ে যাবার কথা।"

"কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ল্যান্ডলাইনে তো ফোন আসার কথা নয়।"

"আমি কি আসলেই ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছিলাম নাকি?" ইনগ্রিড হেসে জিজ্ঞেস করল।

"তা না-হলে কি?"

"দুঃখিত সেজন্যে।"

"মনে থাকে যেন, আমার স্ত্রী'র আগামি চ্যারিটি পার্টিতে আসছ তুমি।"

"অবশ্যই যাব।"

"ওহ্, আরেকট কথা। আমি তোমার কাছে একশ ডলার পাই। ন্যাশনাল টিকেটটার পেছনে অতই খরচ হয়েছিল আমার।"

"কিসের ন্যাশনাল টিকেট?"

"ভার্জিনিয়া পুলিশ কমিশনারকে ভোর চারটায় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে প্রশ্ন করার মাশুল।"

ইনগ্রিড ওর ওয়ালেট থেকে একটা একশ ডলারের নোট বের করে ডেস্কের ওপর রেখে বলল, "আমার বাবা দু-দিন আগে দিয়েছিলেন আমাকে এই টাকাটা। কিছু জিনিস কেনার জন্যে।"

মার্শাল হেসে উঠলেন।

ইনগ্রিড মনে মনে আশা করছিল, ক্যাপ্টেন হয়ত টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি ওটা ভাঁজ করে নিজের ওয়ালেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

BanglaBook.org

"তাহলে?" তিনি বললেন, "তুমি কি ছুটি থেকে একেবারে ফিরে এসেছ? নাকি আবার আটলান্টা চলে যাবে?"

"নাহ্। আর ছুটি কাটাতে ইচ্ছে করছে না। আপনাকে জেনিফারের কেসটার ব্যাপারে কিছু তথ্য জানাতে এসেছি। ওটা নিয়েই কাজ করব আমি।"

"ফোন কলটার সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে নাকি?"

"হ্যা।"

এরপরের তিরিশ মিনিট সে মার্শালকে সব কিছু খুলে বলল। লোকটাকে ইনগ্রিড প্রায় দশ বছর যাবত চেনে। সে যখন নতুন জয়েন করেছিল তখন তিনিই ওর প্রথম পার্টনার ছিলেন। দু-বছর পর সার্জেন্ট পদে প্রমোশন হয় তার। আর কিছুদিন আগে ওদের ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ পান। ইনগ্রিড জানে মার্শালকে সবকিছু খুলে বলাটা নিরাপদ। কথা ফাঁস হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

"বিশ্বাসই হয় না," তিনি বললেন।

"আমি জানি।"

"এটা প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে যে, ঐ কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কারও মেয়েটার খুন হবার সাথে কোন সম্পর্ক আছে।"

"হ্যা।"

"এজন্যেই কি সুলিভান কেসটার পেছনে লেগেছে? স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বন্ধ করার জন্যে?"

"হতে পারে। তার কাছে হয়ত তথ্য ছিল, হেনরির মা খুনের সাথে জড়িত। এজন্যেই তিনি চেয়েছেন আমার হাতে কেসটা পড়ুক। তাহলে এসব কিছু বের হয়ে আসবে।"

"তাহলে সরাসরি তোমাকে ফোন করলেন না কেন? কিংবা হেনরিকে করলেও তো হত। ওর সাথে তো তার ভালো যোগাযোগ আছে। তাই না?"

"হেনরির জন্যে বিষয়টা একটু স্পর্শকাতর। আর আমি যদি আলাদাভাবে কেসটা নিয়ে কাজ করে হেনরির মা সম্পর্কে কিছু জানতে পারি তাহলে প্রেসিডেন্টের কাছে থাকা তথ্যগুলো কতটুকু সঠিক তাও যাচাই হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা। তাহলে এখন কি করতে চাও তুমি?"

ইনগ্রিড তাকে বলল, ওদের ধারণা জেনিফারের তোলা ছবিগুলো এখনও কোন নিরাপদ জায়গাতেই আছে। হয়ত তার চাচাত বোন মেগান কিংবা ভাই মার্কাসের কাছে।

Banglabook.org

"এটা একটু অতিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না? তিরিশ বছর আগের ঘটনার কথা বলছি আমরা।"

"এটাই আমাদের একমাত্র আশা।"

"ঠিক আছে। আমার কাছে কি সাহায্য চাও তুমি?"

"একা কাজ করতে পারব না আমি," ইনগ্রিড বলল। "বিলিকে দরকার আমার।"

মার্শাল একটা লম্বা শ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, "ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলবে আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি এ নিয়ে।"

"কিসের আলোচনা?"

3:34 AM

হাত উঁচু করে ওকে থামার ইঙ্গিত দিলাম।

"তোমার কি মনে হয় প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে কথাটা সত্যি?" জিজ্ঞেস করলাম। "মানে, সুলিভান তোমাকে কেসটার কাজে লাগিয়েছে কারণ তার কাছে মার জড়িত থাকার ব্যাপারে তথ্য ছিল?"

"হতেও পারে," ইনগ্রিড বলল, "ভেবে দেখ একবার, তুমি প্রেসিডেন্টকে ফোন করে তোমার অপহরণ হবার ঘটনা সব জানিয়েছিলে। এরপর এটাও বলেছিলে, তোমার কাছ থেকে একটা ফ্ল্যাশড্রাইভের অবস্থান জানতে চেয়েছেন তিনি। যেটা তার মতে প্রেসিডেন্ট তোমাকে দিয়েছেন। আসলে ওরকম কোন ফ্ল্যাশড্রাইভ তোমাকে দেননি প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এতে হয়ত তোমার মা'র ব্যাপারে আরো খোঁজ নিতে গিয়ে তিরিশ বছরের পুরনো এই খুনের সাথে তার জড়িত থাকার ব্যাপারে কোন তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। আর সেটা যাচাই করে দেখার জন্যে একটা উপায়ই এসেছে তার মাথায়। সেজন্যেই ভার্জিনিয়ার পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে আমার ক্যাপ্টেনকে ফোন করিয়েছেন যাতে আমাকে কেসটা দেয়া হয়।"

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

"প্রেসিডেন্ট সুলিভান তোমাকে কলব্যাক করেছে এখনও?"

"না।"

"তিনি এখনও রাশিয়ায়," বাবা বললেন। "আমেরিকা-রাশিয়ার আরেকটি স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তা বন্ধ করার চেষ্টায় আছেন।"

BanglaBook.org

হঠাৎ করে আমার মনে হল, সামনে বসে থাকা লোকটা আমার আসল পিতা নন। জোর করে দূরে ঠেলে দিলাম চিন্তাটা।

ইনগ্রিডকে বললাম, "এরপর?"

3:34 AM

"ক্যাপ্টেন রাজি হয়ে গেছেন এত সহজে?" বিলি জিজ্ঞেস করল প্যাসেঞ্জার সিট থেকে।

"হ্যা। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, সাসপেন্ড থাকা অবস্থায় কিভাবে একটা কেসে কাজ করছ তুমি, তখন এ ব্যাপারে সবকিছু অস্বীকার করবেন তিনি।"

"তাহলে আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও।"

ইনগ্রিড পাশে ফিরে বিলির দিকে তাকিয়ে দেখল, সে আসলেই মজা করছে কিনা। হ্যা, মজাই করছে।

ও যখন বিলির বাসায় যায় তখন উত্তেজনায় ফেঁটে পড়েছিল বিলি। খুশিতে কেঁদেই ফেলেছিল প্রায়। গত আধঘন্টা যাবত ইনগ্রিড ওকে কেসটার আদ্যোপান্ত খুলে বলেছে।

"তাহলে, কার বাসায় আগে যাব আমরা?"

"মেগানের। শহরের উত্তরদিকে একঘন্টার দূরত্বে তার বাসা। এরপরে আমরা ডেলওয়ারে গিয়ে খুঁজে দেখব ভাইটাকে পাওয়া যায় কিনা।"

"আর এই কাজ তোমার পক্ষে একা করা সম্ভব ছিল না, কারণ?"

"কারণ তুমি একটা গর্দভ আর তোমার কাছে অনেকে খুব সহজেই মুখ খোলে। যেটা আমাকে দেখলে করে না।" কথাটা সত্যি, কিন্তু এর সাথে ইনগ্রিডের সুন্দর চেহারার একটা যোগসাজশ আছে। ইনগ্রিড যত ভালোমতই চেষ্টা করুক না কেন, মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে কেন যেন প্রতিযোগি ভাবেন তারা। মুখ খোলে না। আর পুরুষদের ব্যাপারটা তো আরো জঘন্য। ওর সাথে লাইন মারার তালে থাকে বেশিরভাগ। বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে সবকিছু। সরাসরি কোন জবাব পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু বিলির ব্যাপারটা অন্যরকম। হাসিখুশি চেহারার ছেলেটার সামনে সবাই আন্তরিকভাবে কথা বলা শুরু করে। এমনটা আগে কারো ক্ষেত্রে দেখেনি ও।

"আমি বলে কথা," বড় করে হেসে বলল বিলি। ওর ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

"আর তোমাকে মিস করছিলাম কাজে।"

BanglaBook.org

"আহ্-হা।"

ইনগ্রিড আসলেই মিস করছিল ওকে।

বিলি ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত। গতানুগতিকের চেয়ে অনেক বেশি সুদর্শন। ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা ওর জন্যে পাগল বলতে গেলে। তাদের সবার সাথেই ইতিমধ্যে একবার করে ডেট করা হয়ে গেছে বিলির। কিন্তু ইনগ্রিডের চোখে ছেলেটা ছোট ভাইয়ের মত। কথায় কথায় ওকে বডি স্প্রে ব্যবহার করার কথা মনে করিয়ে দেয় সে। হেনরিও পছন্দ করে ছেলেটাকে। যে দু-বার দেখা হয়েছে দু-জনের, খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে।

বিশ মিনিট পর একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের সামনে গাড়ি পার্ক করল ইনগ্রিড। মেগান ক্রেইনের নম্বরে ফোন করল। তিনবার রিং হবার পর ফোন ধরল মেগান। ইনগ্রিড নিজের পরিচয় দিয়ে বলল কিছু প্রশ্ন আছে তার। জিজ্ঞেস করল ওদের সময় দিতে পারবেন কিনা তিনি।

পারবেন।

"আপনি কি এখন বাসাতেই আছেন?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল। যদিও উত্তরটা তার জানা। পার্কিংলটে মেগানের নিশান আলটিমা গাড়িটা দেখেছে সে।

"হ্যা।"

"আমরা বাইরেই আছি। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনার দরজার সামনে পৌঁছে যাব।"

ইনগ্রিড আর বিলি যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুল তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মেগান।

ওদের দু-জনের সাথে হাত মেলালেন তিনি।

"এটা কি জেনিফার সম্পর্কিত কিছু?" মেগান জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যা।"

"কিন্তু ওর খুনি তো তিরিশ বছর আগেই ধরা পড়েছিল।"

"জি, ঠিক বলেছেন। তবে অন্য কিছু ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি আমরা।"

"ঠিক আছে। যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব," বিলির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

"আমাদের আসলেই খুব সুবিধে হবে তাহলে," বিলি হেসে বলল।

মেগান ওদের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

"সবকিছু একদম আউলিয়ে আছে," তিনি বললেন, "কিছুদিন ধরেই ডিভোর্স হয়েছে আমার, তাই কিছু জিনিস বের করতে হবে বাসা থেকে।"

ইনগ্রিড ব্যাপারটা না খেয়াল করে পারল না যে ইচ্ছে করে ডিভোর্স

BanglaBook.org

শব্দটা জোরে বললেন তিনি। বিলির প্রতি একটা অদৃশ্য ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে রাখলেন যে, জায়গা খালি আছে তার জীবনে।

ওরা কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করায় দু-জনেই না করে দিল। লিভিংরুমে গিয়ে বসল তিনজনে। এটা সেটার ব্যাপারে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইনগ্রিড কাজের কথা তুলল, "জেনিফার, মানে আপনার চাচাত বোন, সে তো টাকার জন্যে অন্যদের ব্ল্যাকমেইল করছিল, তাই না?"

"হ্যা। আমি ওকে আগেই সাবধান করে বলেছিলাম, খারাপ কিছু ঘটতে পারে," লম্বা করে একটা শ্বাস নিলেন তিনি, "আর ঘটেওছিল।"

"সে যে ছবিগুলো তুলেছিল ওগুলোর কি হল?"

"যাদের ছবি তাদেরকেই ফেরত দিয়ে দিত ও। টাকা পাক আর না পাক। আর আমাকে এটাও বলেছিল, এক ছবি এক কপিই প্রিন্ট করত ও। বাড়তি ছবি দিয়ে ওর কিছু করার ছিল না।"

"তাহলে আপনাকে কখনো কোন ছবি দেয়নি সে? কয়েকদিনের জন্যে হলেও?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"কখনোই না?"

"কখনোই না।"

"হয়ত আপনার ঘরে কিংবা আপনার কোন আসবাবের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আপনাকে কিছু বলেনি সে?" ইনগ্রিড বলল।

"তা হতে পারে। কিন্তু ওরকম হলেও এতদিনে ছবিগুলো পেয়ে যেতাম আমি," ঘরের অন্য পাশে রাখা বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। "দু-বার ডিভোর্স হয়েছে আমার আর চারবার বাসা পাল্টেছি। এতদিনে পেয়েই যেতাম কোন লুকোনো ছবি থাকলে।"

"আপনার পুরনো বাসায়?"

"সেটার ব্যাপারে বলতে পারব না। তবে সেটা অসম্ভব কিছু না। আমাদের সাথে বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিল জেনিফার। তাছাড়া যেকোন সময়ে আমাদের বাসায় আসতে পারত ও। মা-বাবা একটা চাবি বানিয়ে দিয়েছিলেন ওকে যখন ওর বয়স দশ বছর ছিল।"

"আপনার বাবা-মা কি এখনও ওখানেই থাকেন?"

"না, ছয় বছর আগে ফ্লোরিডায় চলে গেছেন তারা।"

"এখন যারা থাকেন তাদের চেনেন আপনি?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"সেরকমভাবে চিনি না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন তিনি। "তবে আপনারা চাইলে খোঁজ নিয়ে দেখতে সমস্যা হবে না।"

BanglaBook.org

ইনগ্রিড কষ্ট করে হাসি চাপল। সে যদি একা আসত তাহলে মেগান হয়ত এতটা সহযোগিতা করতেন না। কিন্তু বিলি আসাতে কোনকিছুতেই না বলছেন না।

"খুব ভালো হয় তাহলে," বিলি বলল।

মেগান বলল, ফোন করে খবর নিয়ে ওদের জানাবে। বিলি তার একটা কার্ড দিলে হাসিমুখে সেটা নিলেন তিনি। আরো কিছু টুকটাক কথা বার্তা বলে ডেলওয়ারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

প্রায় একঘন্টা লাগল ওখানে পৌছুতে।

যাবার পথে পুরোটা রাস্তাই ঘুমিয়ে কাটাল বিলি আর ইনগ্রিড ক্লাসিক রক রেডিও শুনতে লাগল। বিলির চরম অপছন্দ রক গান। হিপহপ পছন্দ করে ও।

বিকেল চারটা পয়ত্রিশ নাগাদ একটা বাণিজ্যিক এলাকায় গাড়ি পার্ক করল ও। আমেরিকা অটো কর্পোরেশন। সেক্রেটারিকে মার্কাস নিউবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে একটা ছোট হলওয়ে পেরিয়ে তার অফিস রুমে নিয়ে আসল ওদের। মার্কাস নিউবার ফোনে কথা বলছিলেন। ইন্টারনেটে যে মানুষটার ছবি দেখেছিল ইনগ্রিড তার সাথে তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না। টাক মাথা, একটু বেশিই স্বাস্থ্যবান। সাদা রঙের একটা পোলো শার্ট তার পরনে।

মার্কাস ফোনে কথা বলা শেষ করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

অবশেষে ফোন রেখে ইনগ্রিডের দিকে তাকালেন তিনি, "আপনারা কি আইআরএস থেকে এসেছেন?"

ইনগ্রিড আর বিলি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করল।

"না, আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছি আমরা," ইনগ্রিড বলল।

"ওহ্! বেশি গতিতে গাড়ি চালিয়েছি নাকি আমি?"

"জি না, আপনার বোনের কেসটার ব্যাপারে একটু দরকার ছিল।"

তার মুখটা কালো হয়ে গেল।

"সে তো ওয়াশিংটনে ডিসিতে খুন হয়েছিল। আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে এই কেসের কি সম্পর্ক? তাছাড়া খুনিকে তো পেয়েছিল ওরা। পরে তার স্ত্রী গুলি করে মেরেছে তাকে। একদম ন্যায়বিচার হয়েছিল।"

তাকেও মেগানের মত একই কথা বলল ইনগ্রিড, "অন্য কিছু ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি আমরা।"

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদের বসতে ইশারা করল মার্কাস।

ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এটা আগে থেকেই জানতেন, আপনার বোন ব্ল্যাকমেইল করছিল অনেককে?"

"না, পুলিশ আমাদের বলার পরে জেনেছি।"

"আমাদের বলতে?"

"আমি আর আমার মা।"

"কোথায় তিনি এখন?"

"আগের বাসাতেই।"

"আবার বিয়ে করেছেন?"

"না, কিন্তু একজন থাকে তার সাথে।"

"তাহলে আপনার বোন কখনোই আপনাকে ছবিগুলো দেখায়নি?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"আপনার কোন জিনিসপত্রের মধ্যে তো লুকিয়েও রাখতে পারে। কিংবা তার নিজের জিনিসপত্রের মাঝে।"

"পুলিশের লোকজন ওর জিনিসপত্র নিয়ে ব্যাপক ঘাটাঘাটি করেছিল তখন। আর আমার জিনিস পত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।"

"তার ডায়রিতে লেখা, আপনি নাকি প্রায়ই ওটা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেন?"

"আপনাদের কাছে ওর ডায়রিটা আছে?"

"ক্রাইম-সিনে ডায়রির কয়েকটা পাতা পাওয়া গেছিল।"

"ওহ, আচ্ছা," এটুকু বলে বড় করে একবার শ্বাস নিলেন, এরপর বললেন, "আমি কি ঐ ডায়রির পাতাগুলো পেতে পারি? এতদিন পরে ওর গলার আওয়াজ শুনতে ভালোই লাগবে।"

"আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব," ইনগ্রিড বলল। এরপর আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওনার ডায়রি পড়তেন?"

"না," মৃদু হেসে বললেন তিনি।

"কিন্তু ওটার খোঁজ করতেন মাঝে মাঝে?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"তা বলতে পারেন," কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন মার্কাস। "প্রথমবার একদম হঠাৎ করেই চোখের সামনে পড়ে গেছিল ওটা। ওর গোলাপি রঙের কেঁচিটা খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলাম। অল্প কিছু দূর পড়েছিলাম।"

"তারমানে, একটু হলেও পড়েছিলেন?" স্বাভাবিকের চেয়ে একটু

BanglaBook.org

জোরেই বলে ফেলল ইনগ্রিড।

"শুধু ওকে খেপিয়ে তোলার জন্যে।"

ইনগ্রিড মাথা নাড়ল জবাবে।

মার্কাস বলতে থাকলেন, "স্কুল থেকে আসার পরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পল নামের একটা ছেলেকে কেন চুমু দিতে চায় ও। ভয় পেয়ে গেছিল বেচারি।"

"এরপরে নিশ্চয়ই আরো ভালো করে লুকিয়ে রাখতেন তিনি ওটা?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা। তবে আরো পাঁচ ছয়বার ওটা খুঁজে পেয়েছিলাম আমি।"

"এরপর?"

"এরপর আর কক্ষনো খুঁজে পাইনি।"

"এটা কবেকার কথা?"

"ও মারা যাবার আগের বছরের এপ্রিলে শেষ দেখেছিলাম ডায়রিটা, যতদূর মনে পড়ছে।"

"ঐ সময়ের আশেপাশেই ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে সে।"

"ঠিক," মার্কাস বললেন, "কারণ ওটা সম্পর্কে কিছু পড়িনি আমি ডায়রিতে।"

"হয় ওটা সবসময় নিজের কাছে রাখত জেনিফার," বিলি বলল।

"নয়তো ভালো দেখে একটা লুকোনোর জায়গা পেয়ে গেছিল সে," ডায়রিতে যা পড়েছিল সেটা মনে করে বলল ইনগ্রিড।

"হ্যা, এটা ডায়রিতে লিখেছিল মেয়েটা," বাবা পাশ থেকে জোরে বলে উঠলেন। "লোকজনকে ব্ল্যাকমেইল শুরু করার আগে দিয়ে লিখেছিল, ডায়রিটা লুকোনোর জন্যে আদর্শ একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে।"

"জানি আমি," ইনগ্রিড বলল। "আসলেই জায়গাটা কোন কিছু লুকোনোর জন্যে একদম আদর্শ স্থান।"

"আপনি কি জানেন, তিনি কোথায় লুকিয়ে রাখতেন ডায়রিটা?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

"নাহ্," মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মার্কাস। "আমি অনেক ভালো করে খুঁজে দেখেছিলাম। প্রায় বিশ বার পুরো বাড়িতে চক্কর লগিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে," বিলি আস্তে করে হেসে বলল।

"কি?" জিজ্ঞেস করলেন মার্কাস।

"আপনার নিজের ঘরে খুঁজে দেখেছিলেন কখনো?"

ওনার চোখগুলো কপালে উঠে গেল, "আমার ঘরে?"

BanglaBook.org

"আমি নিশ্চিত ওখানেই লুকিয়েছিলেন তিনি। নিজের ঘরে খুঁজে দেখার কথা তো কখনো মনে হয়নি আপনার, তাই না?"

"না, তা হয়নি।"

"চলুন তাহলে," চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ইনগ্রিড।

"কোথায়?"

"আপনার মা'র বাসায়।"

3:34 AM

মার্কাসের সাদা টয়োটা গাড়িটাকে প্রায় ষাট মাইল অনুসরণ করে ওয়াশিংটন ডিসি তে তার মা'র বাসায় পৌছুল ইনগ্রিড আর বিলি। একটা পুরনো আবাসিক এলাকায় বাসাটা।

জেনিফারের মা তাদের সাথে দরজার সামনে দেখা করলেন। খুব একটা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না তার শারীরিক অবস্থা। কম বয়সে মেয়েকে হারানোর বেদনা থেকেই কিনা, চেহারা ভেঙে পড়েছে একেবারে। চুল সব একদম সাদা। হয়ত মেয়েকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া বিপজ্জনক শখটার জন্যে নিজেকেই দায়ি করেন তিনি। প্রতিটা নিশ্বাস নিতে কষ্ট করতে হচ্ছে তাকে।

"এসবের মানে কি?" বুকের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি।

মার্কাস তাকে এক কোণায় নিয়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ভেতরে চলে গেলেন তিনি। গোটা সময়ে আর তার দেখা পাওয়া যায়নি।

"আসুন আমার সাথে," এই বললে ওদের বাসার ভেতরে নিয়ে গেল মার্কাস। একটা সরু হলওয়ে আর লিভিংরুম পার হয়ে অবশেষে একটা ঘরের সামনে এসে বললেন, "এটাই ছিল আমার ঘর।"

ঘরের মাঝখানটাতে একটা বিছানা। দেয়াল ঘেষে একটা ড্রেসার, বুকশেলফ আর একটা ছোট টেবিল রাখা।

"খুব একটা পরিবর্তন হয়নি," তিনি বললেন। "একই বিছানা, একই ড্রেসার, একই টেবিল। দেয়ালে অবশ্য কিছু পোস্টার লাগানো ছিল, ওগুলো তুলে ফেলা হয়েছে পরে। বাকি সব একদম আগের মতই।"

"আপনি যদি জেনিফারের জায়গায় হতেন আর আপনাকে এ ঘরে একটা ডায়রি লুকিয়ে রাখতে বলা হত, তাহলে কোথায় লুকোতেন সেটা?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

জবাবে শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন মার্কাস। এরপর তিনজন মিলে খোঁজা শুরু করল গোটা ঘরে। ক্লোজেট, বিছানা, আসবাব পত্রের নিচে, কার্পেট উঠিয়ে

BanglaBook.org

সবজায়গায় দেখা হল। ছাদে আলগা ফুটো আছে কিনা তা-ও পরীক্ষা করে দেখল বিলি। প্রতিটা কোণায় কোণায় খুঁজেও কিছু চোখে পড়ল না।

বিশ মিনিট পরে তিনজন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

"কিছুই নেই এখানে," মার্কাস বললেন।

"যাই হোক, ধন্যবাদ আপনাকে," লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল ইনগ্রিড।

"দাঁড়ান," বিলি বলল এ সময়, "বুকশেলফও কি আগেরটাই আছে?"

মার্কাস মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

"আর বইগুলো?"

আবারো মাথা নাড়লেন তিনি, "হ্যা, একটা এনসাইক্লোপিডিয়ার সেট। ওগুলো এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করিনি। এখনকার দিনে সব কিছু তো ইন্টারনেট থেকেই জানা যায়।"

ইনগ্রিড বুকশেলফটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ছাব্বিশটা বইয়ের সেট। ইংরেজি প্রতিটা অক্ষরের জন্যে একটা বই। কোনটা চিকন, আবার কোনটা অনেক মোটা। ইনগ্রিড একটা একটা করে বইগুলো নামাতে লাগল। বিলিও সাহায্য করতে লাগল ওকে। 'V' লেখা বইটা শেলফ থেকে বের করে খুলল ওটা।

ইনগ্রিডকে দেখাল। কাগজ কেটে একটা প্রকোষ্ঠ বানান হয়েছে। একদম ডায়রির মাপের। বিলি মার্কাসকে দেখাল বইটা।

"ওখানে দেখার কথা মাথায়ই আসেনি কখনো," তিনি বললেন। "সামনে কখনো দেখতাম সেই সম্ভাবনাও কম।"

কিন্তু জেনিফারের ডায়রি লুকিয়ে রাখার জায়গা আবিষ্কারের উচ্ছাসটা কিছুক্ষনের মধ্যেই উবে গেল। খালি ওটা, কিছুই নেই।

বেশ খানিকক্ষণ সবাই চুপ করে থাকার পরে হঠাৎ মার্কাস বলে উঠলেন, "ববের ওখানে।"

বিলি আর ইনগ্রিড ওনার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

"বব আর মা'র মধ্যে যখন ডিভোর্স হয়েছিল তখন নতুন বাসায় ওঠার পর একদম এই এনসাইক্লোপিডিয়ার সেটটাই কিনেছিলেন তিনি। এমনকি ও বাসায় আমাদের ঘরগুলোও এখানকার মত করে সাজানো হয়েছিল, যাতে আমাদের মানিয়ে নিতে সহজ হয়।"

"তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে, আপনার সৎবাবার বাসায় হুবহু এরকম দেখতে আরেকটা এনসাইক্লোপিডিয়ার সেট আছে?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"হ্যা," মাথা নেড়ে বলল মার্কাস।

তিনজনের মাথাতেই একই জিনিস ঘুরছে এখন। জেনিফার যদি এ বাসায় এনসাইক্লোপিডিয়ার মাঝে ডায়রিটা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে, তাহলে ওখানেও একই কাজ করতে অসুবিধে কোথায়?

3:34 AM

বব তার নতুন স্ত্রীর সাথে শহরের বাইরে গেছেন একটা কাজে, কিন্তু মার্কাসের কাছে বাসার বাড়তি চাবি আছে।

তিনি ঠিক কথাই বলছিলেন, ববের বাসায় তার ঘরটা একদম আগের ঘরটার আদলে তৈরি করা হয়েছিল। তবে এখানে মার্কাসের ঘর থেকে এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো স্টাডিতে নিয়ে গেছেন বব।

ইনগ্রিড 'V' লেখা বইটা শেল্‌ফ থেকে বের করে খুলল ওটা।

এরপর মার্কাস আর বব দু-জনকেই দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল। কাগজ কেটে কোন প্রকোষ্ঠ বানানো হয়নি।

3:34 AM

"ওটার ভেতরে ডায়রি লুকানোর জায়গা বানায়নি মেয়েটা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"না," ইনগ্রিড বলল। "অন্তত 'V' লেখা বইটার ভেতরে কিছু ছিল না।" এরপর ব্যাগের চেইন খুলে ভেতর থেকে একট বই করল ও। "কিন্তু 'ডি'-তে ডায়রি," হেসে বলল।

আমি হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, "ছবিগুলো ছিল ভেতরে?"

ইনগ্রিড মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে আমার হাতে তুলে দিল বইটা। কম করে হলেও দুই ইঞ্চি মোটা এনসাইক্লোপিডিয়াটা। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে মোটা বই।

"আগেই সাবধান করে দিচ্ছি," ইনগ্রিড বলল, "ভেতরের ছবিগুলো হয়ত ভালো লাগবে না তোমাদের।"

"আমার মনে হয় না এতদিন যা ঘটেছে তার চেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।"

"তোমার জন্যে হয়ত না," বাবার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করে বলল ইনগ্রিড।

বইটা খুলে ফেললাম আমি। আয়তাকার একটা প্রকোষ্ঠ বানানো হয়েছে কাগজ কেটে। অনায়াসে একটা ডায়রি ঢুকিয়ে রাখা যাবে ওটাতে। কিন্তু

BanglaBook.org

এখন ও জায়গার রাখা আছে চার বাই ছয় ইঞ্চির অনেকগুলো ছবি। প্রথম ছবিটা তুলে দেখতে লাগলাম। তিরিশ বছরের পুরনো, অনেকটাই মলিন হয়ে এসেছে রঙ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক লোক এবং মা হেটে যাচ্ছে। তাদের এরপরের ছবিগুলো একটা সরু গলিতে, চুম্বনরত অবস্থায়।

তিনি আসলেই পরকিয়া করছিলেন।

আমি লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ছবিগুলো বাবার হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি হয়ত ঘটনাটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, যখন ইনগ্রিড তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। বুঝতে পেরেছিলেন, কি দেখতে হতে পারে তাকে।

প্রতিটা ছবি দেখার পর তার নিঃশ্বাস আগের চেয়ে ভারি হতে লাগল।

"আমি দুঃখিত," ইনগ্রিড বলল। "ছবিগুলো দেখার পর মনে হয়েছে, ওগুলো না খুঁজে পেলেই ভালো হত।"

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় একটা মাথায় আসল আমার। মা'র সাথে এই লোকটার সম্পর্ক তো আমার জন্মের আগে থেকেই থাকতে পারে?

ছবির লোকটার দিকে তাকালাম। উনি আমার বাবাও হতে পারেন।

ছবিগুলো আবার আমার হাতে নিলাম। এর আগেরবার অত মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। নিজের মা'কে অন্য একটা লোকের সাথে চুম্বনরত অবস্থায় দেখার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু এবার ভালোমত দেখলাম।

এক পাশ থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা, কিন্তু তবুও পরিস্কার বুঝতে পারলাম। এ লোকটা কংগ্রেসের সদস্য নন। একজন সিনেটর তিনি।

সিনেটর ডেভিড সুলিভান।

"ওহ্ ঈশ্বর," নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বের হয়ে গেল কথাটা।

"কি হল?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

ইন্টারনেটে দেখা ডেভিড সুলিভানের কথা মনে করলাম। ওনার চোখের মণিগুলো ধূসরাভ, ওনার ছেলের মতন। আর একদম আমার মত।

প্রেসিডেন্ট সুলিভান হয়ত আমার ভাই!

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ইনগ্রিড আর বাবা দু-জনের আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন, আগের কথাটা ব্যাখা করে বলব।

বাবার দিকে তাকালাম। কি বলব তাকে আমি? তাকে কি এটা বলব : আমি জানি আপনি কেবলই আবিষ্কার করেছেন, আপনার স্ত্রীর অন্য একজন লোকের সাথে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এটাই বোধহয় আপনাকে জানানোর মোক্ষম সময় যে, আমি জেনে গেছি আপনি আমার আসল বাবা নন।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বরং এটা বললাম, "আপনারা কি জানেন ছবির লোকটা কে?"

ইনগ্রিড মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "বিলি আর আমি তাকে আমাদের তালিকার কংগ্রেস সদস্যদের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। কিন্তু কারো সাথে ওনার চেহারার কোন মিল নেই।"

"এর কারণ তিনি কংগ্রেস সদস্য ছিলেন না, উনি ছিলেন একজন সিনেটর। ছবির লোকটা ডেভিড সুলিভান, প্রেসিডেন্টের বাবা।"

"প্রেসিডেন্টের বাবা?" ইনগ্রিড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এরপর একটা ছবি তুলে নিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যা," আমি বললাম। "উনি আর আমার মা স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে একসাথে কাজ করতেন।"

ওকে ডেভিড সুলিভানের জীবন বৃত্তান্ত খুলে বললাম। ওনার চাকরি জীবন, অপহরণ, সিনেটর পদে নির্বাচনে এবং টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনায় মৃত্যু, কিছুই বাদ দিলাম না।

"তারা একসাথে চাকরি করত!" বাবা বললেন। "তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের বিয়ের পুরোটা সময়ই তার সাথে সম্পর্ক ছিল তোমার মা'র।"

"হতে পারে," বললাম তাকে, যদিও আমি প্রায় নিশ্চিত সে ব্যাপারে। এমনকি তাদের বিয়ের আগে থেকেই হয়ত ডেভিড সুলিভানের সাথে সম্পর্ক ছিল মা'র।

"তোমার কি মনে হয়, প্রেসিডেন্ট এটা জানে?"

"বুঝতে পারছি না, কিন্তু এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, কেন তিনি তোমাকে এই কেসটার কাজ দিতে বলেছিলেন। হয়ত তার বাবা তাকে আগেই জানিয়েছিলেন।"

BanglaBook.org

"কি জানিয়েছিলেন? তারা একটা বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে টর্চার করে মেরে ফেলেছিলেন?"

বাবা একটা গভীর করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জেনিফারের মৃত্যুর পর ডেভিড সুলিভান তার পরিবারের সাথেই ছিলেন, কিন্তু তোমার মা কিন্তু চলে গেছিলেন আমাদের ছেড়ে।

"আপনার ধারণা এতে করে মা'র দোষ প্রমাণিত হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "আপনার ধারণা এটাই প্রমাণ করে, মা খুন করেছেন জেনিফারকে?"

মা'কে যতই ঘৃণা করি না কেন আমি, আমার সাথে উনি যা-ই করে থাকুক না কেন—মনের মধ্যে এখনও একটা সুপ্ত আশা আছে, তিনি হয়ত অতটাও খারাপ নন যতটা সবাই ধারণা করে। ষোল বছরের এক মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারেন না তিনি। এটা আমার পক্ষে মেনে নেয়া কষ্টকর যে, আমার ডিএনএ এর অর্ধেকটা এসেছে এমন একটা মানুষের কাছ থেকে যার পক্ষে এরকম কিছু করা সম্ভব। ভাবতেও তো খারাপ লাগছে।

"আসলে, তোমার মা আর সিনেটর ডেভিড সুলিভান, দু-জনেরই কিন্তু হারাবার অনেক কিছু ছিল," ইনগ্রিড বলল। "দু-জনেই বিবাহিত ছিলেন, সন্তানও ছিল। সম্পর্কটার কথা প্রকাশ পেয়ে গেলে কর্মক্ষেত্রেও অনেক প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হত তাদেরকে।"

"আর এসব প্রশ্নের কোন একটার জবাব খুঁজতে গেলে হয়ত অবৈধ স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের কাহিনী বের হয়ে আসত," আমি বললাম।

"ঠিক, আমিও সেটাই ভাবছিলাম," ইনগ্রিড বলল।

"তারমানে, জেনিফার যখন তাদের ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করেছিল তখন তার এ ব্যাপারে ধারণাও ছিল না, তার নতুন শিকারদের কতকিছু হারানোর ভয় আছে। ওকে টাকা দিয়ে দিলেও তারা এ ভরসা পাবেন না যে, পরবর্তিতে কোন ছবি প্রকাশ হবে না।"

"এজন্যেই তাকে অপহরণ করে ছবিগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

"কিন্তু মেয়েটা ছবিগুলো তার ভাইয়ের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল," বাবা বললেন। "মার্কাসের যাতে কোণ ক্ষতি না হয় এজন্যে মুখ খোলেনি সে।"

"তো, জেনিফার কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানালে তার শরীরে কম্পাউন্ড-২৩ ইনজেক্ট করা হয়," আমি বললাম। "তেইশ ঘন্টা দুঃস্বপ্ন

BanglaBook.org

দেখার পর সে হয়ত মুখ খুলবে এমন আশায়। বলে দেবে, ছবিগুলো কোথায় আছে।"

"কিন্তু সে তা করেনি। তখনও বেশ শক্ত ছিল। এরপর ওর মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি মেরে পার্কে ফেলে রেখে যায় তারা," ইনগ্রিড যোগ করল।

"খুনের পর তারা সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলেন আর মা এখান থেকে হন্ডুরাসে তিন বছরের জন্যে চলে যান। যখন তিনি ফেরত আসেন ততদিনে সব কিছু মিটে গেছে।"

"তিনি স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের পরিচালনা কেন্দ্রটা অন্য কোথাও নিয়ে যান। মিশিগান কিংবা আরো দূরে কোথাও।"

আমি সায় দিলাম।

"তাহলে এসবের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "তোমাকে কেন অপহরণ করল? আর ফ্ল্যাশড্রাইভের ব্যাপারটাই বা কি?"

পুরো জিনিসটা বুঝতে আমার তিরিশ সেকেন্ড লাগল, "সিডনি ওয়েনের সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাদের জানান, মার সাথে তার শেষবার যোগাযোগ হয়েছিল ৯/১১-এর ঐ ঘটনার সময়।"

"হ্যা, সিনেটরের মৃত্যুর পরপর," ইনগ্রিড বলল।

"তার স্ত্রীও মারা গেছিলেন। ফলে তাদের যাবতিয় সম্পত্তির মালিক হয় তাদের একমাত্র সন্তান।"

"কনর সুলিভান," বাবা বললেন।

"আমার ধারণা, ওসব সম্পত্তির মধ্যে হয়ত কোন সেফ ডিপোজিট বক্সে কিংবা অন্য কোথাও লুকানো আছে একটা–"

"ফ্ল্যাশড্রাইভভ," ইনগ্রিড বলল।

হাসলাম আমি।

"প্রেসিডেন্টের কাছে হয়ত ফ্ল্যাশড্রাইভটা আছে কিন্তু সেটা সম্পর্কে হয়ত কোন ধারণাই নেই তার।"

"কিন্তু ওটাতে আছে কি?"

আমি জানি কি আছে ফ্ল্যাশড্রাইভটাতে। বাবা ঠিকই বলেছিলেন।

"আমার মা'র স্বীকারোক্তি," বললাম আমি। "তিনিই খুন করেছেন জেনিফার নিউবারকে।"

এতদিনে যা যা জেনেছি সবকিছু একসাথে চিন্তা করতে লাগলাম। মা'র ফাইল, মি. ওয়েনের সাথে সাক্ষাৎকার, আমার অপহরণ, জেনিফারের খুন, ডেভিড সুলিভানের মৃত্যু, প্রেসিডেন্টের সম্পৃক্ততা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললাম, "আমার ধারণা এভাবে হয়েছিল সবকিছু,

BanglaBook.org

ডেভিড সুলিভান আর আমার মা বেশ আগে থেকেই স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে কাজ করতেন আর সেখান থেকেই তাদের সম্পর্কের শুরু," বাবার দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলাম।

"এরপর ডেভিড সুলিভান যখন রাশিয়ান ক্যাম্প থেকে পালিয়ে ফেরত আসলেন তখন পুরনো সম্পর্কটা আবার জাগিয়ে তোলেন। ইতিমধ্যে তিনি একজন সিনেটর হয়ে গেছেন, তাই সম্পর্কের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি হত তার। কিন্তু জেনিফার যখন তাদের ব্ল্যাকমেইলের জন্যে ছবি দেখাল তখন এর চেয়েও অনেক বড় একটা ব্যাপার ঝুঁকিতে পড়ে যায়, যেটা তাদের দু-জনেরই বিপদ ডেকে আনত। তা হচ্ছে স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাওয়া, যেটা নিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছিলেন গোপনে গোপনে।

"তারা জেনিফারকে জানায়, তার দাবি করা টাকা মিটিয়ে দেয়া হবে। হয়ত এবার অনেক বেশি চেয়েছিল মেয়েটা, দশ কিংবা বিশ হাজার। এক সপ্তাহ পরে তাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কোথাও আটকে রেখে ছবিগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু মেয়েটা তার ভাইয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছু বলেনি।

"মা রেগে গিয়ে কিছু একটা দিয়ে তার মাথার পেছনে বাড়ি মারেন। হয়ত তাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল না তার, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মারা যায় জেনিফার। এমনও হতে পারে, সে সময় হয়ত ডেভিড সুলিভান সেখানে উপস্থিতই ছিলেন না। কিন্তু জেনিফারের মৃতদেহ লুকোতে সাহায্যের দরকার হয় মা'র। আর সেটা করতে রাজি হন ডেভিড, কিন্তু এক শর্তে। মা'কে এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিতে হবে যে, মেয়েটার মৃত্যুর জন্যে একমাত্র তিনি নিজেই দায়ি। এই স্বীকারোক্তিটা হয়ত ভিডিও ক্যামেরায় টেপ করেন ডেভিড সুলিভান।

"এরপর জেনিফারের মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করে তারা সিদ্ধান্ত নেন সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলার। এর দু-দিন পর মা বাসায় এসে কিছু জিনিস নিয়ে হন্ডুরাসের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তিন বছরের জন্যে। ডেভিড সুলিভান মা'র স্বীকারোক্তিটা ভিডিও টেপ কিংবা তার কম্পিউটারে কোন এক জায়গায় রেখে দেন। দু-সপ্তাহ পরে চেজ উইঙ্গেলবেরি নামে একজন গ্রেফতার হয় জেনিফারকে খুনের দায়ে। বারো ঘন্টার টানা জিজ্ঞাসাবাদ সহ্য করতে না পেরে মিথ্যে স্বীকারোক্তি দেয় সে। পরদিন তাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে তার স্ত্রী। কিন্তু সুলিভান স্বীকারোক্তিটা রেখে দেন তার কাছে এই ভেবে যে, পরে যদি কোনদিন ছবিগুলো ফাঁস

BanglaBook.org

হয়ে যায় তখন কাজে লাগবে সেটা। ফ্ল্যাশড্রাইভভ আবিষ্কৃত হয় ৯০-এর দশকে, কিন্তু সিআইএ'র কাছে এই প্রযুক্তি তার অনেক আগে থেকেই ছিল। তিনি স্বীকারোক্তিটা একটা ফ্ল্যাশড্রাইভে ভরে রাখেন। এরপর তার আর তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির মালিক হন তাদের একমাত্র ছেলে।

"আমার মা ততদিনে ফেরত এসেছেন আমেরিকায়। সিডনি ওয়েনকে ফোন করে 'প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখেন, তিনি সে সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা। কিন্তু ওটা সম্পর্কে কিছুই শোনেননি তিনি। তখন মা অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন কনর সুলিভানের হাতে ফ্ল্যাশড্রাইভটা পড়বে। তাহলে গ্রেফতার হত হবে তাকে। কিন্তু ওরকম কিছুই ঘটে না। তাই কাজ চালিয়ে যেতেন থাকেন তিনি। সিআইএ'র তৎকালীন পরিচালকের মতে ২০০৭ সালে এক সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মেরে ফেলেন তিনি, এরপরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিআইএ'র সব গোমড় ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেন। তারপরই নিখোঁজ হয়ে যান।

"কনর সুলিভান ২০১২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এতদিনে পালিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন মা। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসতে চান তিনি, কিন্তু জেনিফারের খুনের ব্যাপারটা তার মাথার ওপর খড়গের মত ঝুলছে। এসময় হয়ত তিনি কোনভাবে খবর পান, আমার আর প্রেসিডেন্টের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক আছে, যেহেতু কয়েকবার আমার বাসায় এসেছেন তিনি। ফলে তিনি ভাবেন প্রেসিডেন্টের আমার সাথে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্য হল ফ্ল্যাশড্রাইভটার ভেতরে কি আছে তা আমাকে জানানো। কেউ একজন হয়ত তাকে এ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেন যে, ফ্ল্যাশড্রাইভটা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু সেই কেউ একজনটা কে তা জানি না আমি।

"আমি আর ইনগ্রিড যে আলাস্কা ঘুরতে যাচ্ছি এটা মা জেনে যান। তিনি আগে যে চাকরি করতেন তার পক্ষে এসব তথ্য বের করা তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। আমার ক্রেডিট কার্ড ট্র্যাক করেই তা করা সম্ভব খুব সহজে। তিনি বুঝতে পারেন, এটাই মোক্ষম সুযোগ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার। আমরা প্লেনে ওঠার পর ল্যাসি আর ইনগ্রিডকে অচেতন করে আমাকে মিশিগান কিংবা অন্য কোথাও অপহরণ করে নিয়ে যান। যেখানে আমার জীবনের সবচেয়ে ফালতু তেইশ ঘন্টাব্যাপি দুঃস্বপ্নটা দেখি আমি, মানে দেখতে বাধ্য করা হয়," জোরে একবার শ্বাস নিলাম এ পর্যায়ে, "কিন্তু তাকে কিছুই বলতে পারি না আমি কারণ ফ্ল্যাশড্রাইভভটা

BanglaBook.org

সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আমার। ততক্ষণে আমার বাসায় লোক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তল্লাশি চালানোর জন্যে।"

মিয়াও।

ল্যাসির দিকে তাকালাম। "আর হ্যা, ল্যাসির বলগুলো চুরি করার জন্যে।"

বলতে থাকলাম, "পরদিন সকালে এক কৃষকের টমেটো ক্ষেতে পাওয়া যায় আমাকে। কয়েকদিন পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিআইএ'র পরিচালক, রেড আর ইনগ্রিড। ফলে প্রেসিডেন্ট জানতে পারেন, আমি এমন একটা ফ্ল্যাশড্রাইভভের খোঁজ করছি যেটা তিনি আমাকে দিয়েছেন। আসলে আমাকে কিছুই দেননি তিনি। তার বাবার সম্পত্তির মধ্যে কোন ফ্ল্যাশড্রাইভভের কথাও জানা নেই তার। কিন্তু ডেভিড সুলিভানের বলা একটা কথা হয়ত মনে পড়ে যায় কনরের। ১৯৮৫ সালে খুন হওয়া এক মেয়ের কথা। হয়ত তার বাবা এটা তাকে বলে যান যে, আমার মা খুন করেছিলেন মেয়েটাকে। তখন তিনি ধারণা করেন, এই ঘটনার মাধ্যমেই আমরা সকলে একে অপরের সাথে যুক্ত। তাই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে এমন ব্যবস্থা নিতে বলেন যাতে ইনগ্রিডের হাতে কেসটা পড়ে। তিনি জানতেন, ইনগ্রিড যদি কেসটা পুনঃতদন্ত করে আমার মা'র সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় তাহলে আমি সেটা অবশ্যই জানতে পারব।"

সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বাবা, ইনগ্রিড, ল্যাসি, মারডক।

কিছুক্ষণ পর বাবা বললেন "আমার ধারণা ঠিকই বলছ তুমি, ।"

"আমারও তাই ধারণা," ইনগ্রিড বলল।

মিয়াও।

সবাই একমত।

"তাহলে এখন পরবর্তি পদক্ষেপ কি?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

"প্রেসিডেন্ট সুলিভানের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের," আমি বললাম। "আমার ধারণা তার কাছেই কোথাও ফ্ল্যাশড্রাইভটা আছে। কিন্তু সেটা জানেন না তিনি।"

"কিন্তু তিনি এখন রাশিয়ায়," বাবা বললেন।

"জানি আমরা," আমি আর ইনগ্রিড একই সাথে জবাব দিলাম।

3:34 AM

পরের তিনদিন ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘরে দৌড় লাগালাম, কিন্তু প্রতিবারই বাবা আর ইনগ্রিড মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল।

BanglaBook.org

ফোন করেননি প্রেসিডেন্ট।

আমার জেগে থাকার সময়টুকু এটা সেটা বলে কাটানোর চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বেশিরভাগ সময় ফোনটার দিকেই তাকিয়ে আছি।

চতুর্থ দিনে হাল ছেড়ে দিলাম আমরা।

"আমাদের বোধহয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দেয়া উচিত," ইনগ্রিড বলল। "ফ্ল্যাশড্রাইভভে কি আছে এটা জানতে পেরেও কতটা উপকার হবে আমাদের সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার।"

ওর কোথায় যুক্তি আছে। আমার মা এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পলাতক আগামিদের একজন। একসময় হয়ত দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি, কিন্তু এখন দেশের সব বড় বড় সংস্থাগুলো তাকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশের বাইরেও অন্তত ডজনখানেক গোয়েন্দা সংস্থার পলাতক আগামি তালিকার একদম ওপরের দিকে তার নাম। এমন তো আর হবে না যে, তিরিশ বছরের পুরনো একটা খুনের ঘটনা প্রকাশ পাবার কারণে তাকে খোঁজার গতি বাড়িয়ে দেবে সংস্থাগুলো।

নাকি হবে অমনটা?

একজন সন্দেহজনক আগামিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন সময়ে মেরে ফেলা এক কথা আর ঠাণ্ডা মাথায় ষোল বছরের একটা মেয়েকে মেরে ফেলা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঘটনা।

আর জেনিফারের পরিবারের কথাও চিনতে করতে হবে মেগান, মার্কাস আর তার মা। তাদেরকে দ্বিতীয়বার সেই কষ্টের স্মৃতির পুণরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সেটা কি ঠিক হবে?

না।

অবশ্যই না। আর যেহেতু প্রেসিডেন্ট সুলিভান আমাকে ফোন করছেন না, তারমানে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তার হাতে। তিনি এ মুহূর্তে দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

তবে একটা আশা এখনও কাজ করছে আমার মনে, আমরা যদি ফ্ল্যাশড্রাইভটার অবস্থান জানতে পারি তাহলে মা হয়ত যোগাযোগ করবেন আমার সাথে।

ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলাম। সর্বোচ্চ বিশ হাজার ঘন্টা এক ঘন্টা একসাথে কাটাতে পারব আমরা। তা-ও যদি এটা ধরে নেই, নব্বই বছর বাঁচব আমি আর আমার জেগে থাকার প্রতিটি মিনিট ওর সাথে কাটবে। কিন্তু আমি যদি একজন স্বাভাবিক মানুষ

BanglaBook.org

হতাম, হেনরি বিনসে না ভুগতাম, তাহলে সংখ্যাটা হত তিন লক্ষ ঘন্টা।

ওকে এখনও এটা বলিনি, সুখি একটা পরিবার গড়তে চাই আমি। বাবা হতে চাই।

"তোমার কি মনে হয় হেনরি?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল। "এই কেসটা পেছনে ফেলে নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠা উচিত না আমাদের?"

"হ্যা," মিথ্যে বললাম আমি।

3:34 AM

ঘটনাটা যখন ঘটল তখন ল্যাসি আমার কোলে। পর দিনই আলেক্সান্দ্রিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবার কথা আমাদের।

তিনটা বত্রিশ বাজছে।

বাবা ঘুমুচ্ছেন। ইনগ্রিড দাঁত ব্রাশ করে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের দু-জনের সাথে আমার অ্যাপার্টমেন্টের কন্ট্রাক্টরের দেখা করার কথা আগামিকাল সকাল সাড়ে সাতটায়। সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন তিনি।

"কালকে বাসায় ফিরে যেতে পারবি শুনে কেমন লাগছে?" ল্যাসিকে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াও।

"হ্যা, ওখানে যাওয়া মাত্র তোর বলগুলো হাতে পাবি।"

মিয়াও।

"মারডকের জন্যে একটা রেখে যেতে চাস? বাহ্, তোর তো ভাল উন্নতি হয়েছে দেখছি।"

"মিয়াও।

"ওহ্, এসিড দিয়ে ভরতে চাস ওটাকে?" না হেসে পারলাম না। "আমি তো ভেবেছিলাম ও তোর ভালো বন্ধু।"

"মিয়াও।"

"এই রজারটা আবার কে?"

ইনগ্রিড এসময় ঘুমোনোর কাপড়ে রান্নাঘরে ঢুকল। লম্বা একটা চুমুর পর বলল, "আমার শুয়ে পড়তে হবে এখন। তোমার বাবার সাথে কাল সকালে গিয়ে সবকিছু বুঝে নেব। তাহলে আগামিকাল তুমি ঘুম থেকে ওঠার পর ওখানে চলে যেতে পারব আমরা। আর আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি চালালে ওখানে গিয়ে অনেক কিছু করার সুযোগও পেতে পার," ভ্রু নাচিয়ে কথাগুলো বলল।

BanglaBook.org

"ব্যাপারটা কল্পনা করতেও ভাল লাগছে আমার।"

হেসে আমাকে আরেকবার চুমু দিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল ও।

আধ সেকেন্ড পর ল্যাসিও আমার কোল থেকে নেমে ও পথে হাটা দিল। নিশ্চয়ই ইনগ্রিডের বুকের ওপর গিয়ে ঘুমোবে বদটা।

ফ্রিজ থেকে একটা স্মুদি বের করে ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়লাম। এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের গুগল আর্থের ইমেজটা বের করলাম।

"আপনারা দু-জন যাচ্ছিলেন কোথায়?" জোরেই বললাম কথাটা।

স্মুদি খেতে খেতে এস স্ট্রিটটা ভালোমত দেখতে লাগলাম জুম করে। এরপরে আবার ম্যানচেস্টার এভিনিউয়ের ওপর দিয়ে মাউস ঘুরিয়ে ঐ রাস্তাটা দেখা শুরু করলাম। রাস্তাটার মাঝের দিকে দুইতলা ছোট একটা বিল্ডিং আছে। ওটার বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা Overseas Private Investment Corporation।

আবার সামনের দিকে দেখলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু কিছুই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না।

ব্রাউজারটা বন্ধ করে *গেম অব থ্রোন্স* চালু করলাম। প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে সিরিজটা দেখা হচ্ছে না আমার। এখনো তিন নম্বর সিজনের প্রথম পর্বে আমি। প্লে বাটনে চাপ দিলাম। এক মিনিট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম মনোযোগ নেই আমার।

এখনও ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের ঐ বিল্ডিংটা নিয়েই ভাবছি।

Overseas Private Investment Corporation

এই নামটা কেন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

গেম অব থ্রোন্স বন্ধ করে গুগলে কোম্পানিটার নামে সার্চ দিলাম।

কোন ওয়েব পেজ দেখাল না।

অদ্ভুত।

আমি 'ডিসি বিজনেস' ওয়েবসাইটটায় ঢুকে Overseas Private Investment Corporation লিখে সার্চ দিলাম আবার। কোম্পানিটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

এটুকুই লেখা ওখানে।

গভীর একটা শ্বাস নিলাম।

১৯৭৩।

BanglaBook.org

১৯৭৩।

এই সালেই প্রজেক্ট এমকে আলট্রা বন্ধ হয়ে যায় আর স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চালু হয়।

এই বিল্ডিঙেই কি তাহলে যাচ্ছিলেন ডেভিড সুলিভান আর আমার মা? এখানেই কি স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের হেডকোয়ার্টার?

তাহলে কি আমরা ভুল ধারণা করেছিলাম? ওটা সরানোই হয়নি ওখান থেকে? এর ভেতরেই কি সাদা ঘরটা? এখানেই কি বন্দি করে রাখা হয়েছিল আমাকে?

না।

হতেই পারে না এটা।

তাহলে কেন Overseas Private Investment Corporation শব্দগুলো বারবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আমার?

এই নামটা কি আগে কখনো শুনেছি আমি? হয়ত অবচেতনভাবে?

এরকমটা আগেও হয়েছে আমার সাথে। ইনগ্রিড হয়ত আমার ঘুমের মধ্যে কিছু একটা বলেছে আর পরের দিন সেটা মনে পড়ছে আমার। কিংবা ল্যাসির সাথে আমার মারামারির বিষয়টা। ওকে স্বপ্নের মধ্যেই আক্রমন করেছিলাম আমি। জবাবে নখ দিয়ে খামচে দেয় ও আমাকে আর সেটা আমার স্বপ্নের অংশ হয়ে যায়।

আমার স্বপ্ন।

আমার দুঃস্বপ্ন!

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

"শিট!"

এটা আগেও ভেবেছিলাম, ওর নামটা কোথা থেকে পেয়েছিলাম স্বপ্নে। অবচেতন মনে কিভাবে এমন একটা নামে ডাকার সিদ্ধান্ত নেই ওকে, যেটা আগে কখনো শুনিইনি আমি?

কিন্তু তখন একটু অন্যভাবে বানান করি আমি নামটা। C-এর জায়গায় K কল্পনা করি।

OPIK

আসলে সেটা হবে OPIC।

Overseas Private Investment Corporation

আমার স্বপ্নের ছোট্ট এস্কিমো ছেলেটা। ওপিক।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

আমাকে যখন অপহরণ করা হয়েছিল তখন হয়ত মা কিংবা তার দলের অন্য কারো মুখে বিল্ডিংয়ের নামটা শুনেছিলাম ঘুমন্ত অবস্থায়। নিশ্চয়ই তারা কোম্পানির পুরো নামটা সংক্ষেপ করে নিয়েছে সুবিধার জন্যে।

একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমরা? ওপিক।

অবচেতন মনে সেই নামটা নিয়ে ভাবার কোন এক পর্যায়ে স্বপ্নে ছোট ছেলেটার দেখা পাই আমি। আর তাকে সেই নামেই ডাকি আমি। যদিও স্বপ্নে পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটেছিল। ওপিকই ওর নিজের নামটা আমাকে বলেছিল। তবে গোটাটাই আমার মস্তিষ্কের কারসাজি।

যাই হোক, সেই স্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি না আমি এখন। আমার মাথায় ঘুরছে এর চেয়েও জরুরি একটা কথা।

সাদা ঘরটা এই ওয়াশিংটনেই!

এখন সব কিছু মিলে যাচ্ছে। মা এবং ডেভিড সুলিভানের অবৈধ সম্পর্কটাকে জেনিফার কেন 'এস অ্যান্ড ম্যান' নাম দিয়েছিল তা বুঝতে পারছি। ওপিক বিল্ডিংটা সেই আমলেও ছিল এবং ওটা এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের মাঝখানে অবস্থিত।

তাছাড়া মা'র পছন্দের গানটা হচ্ছে মেটালিকার 'এন্টার স্যান্ডম্যান।' ওখান থেকেই বোধহয় স্যান্ডম্যান চরিত্রটার নাম পেয়েছিলেন তিনি। আর যেহেতু সিআইএ তাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের নামের আগে প্রজেক্ট জুড়ে দেয়, তাই তিনি গোটা প্রোগ্রামটার নাম রেখেছিলেন 'প্রজেক্ট স্যান্ডম্যান।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা একচল্লিশ বাজছে।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এরপর ফ্রিজ থেকে দুটো স্যান্ডউইচ বের করে একটা ক্যারিয়ারে ভরে নিলাম। বড় একটা আইসপ্যাক রেখে দিলাম ওগুলোর ওপরে। চব্বিশ ঘন্টা হয়ত ঠাণ্ডা থাকবে না, কিন্তু নষ্ট হবে না অন্তত। দুই বোতল পানি ক্যারিয়ারে রেখে দেয়ালে ঝোলনো বাবার গাড়ির চাবিটা নিয়ে নিলাম।

গ্যারেজে ঢুকব এমন সময় আবার ফেরত এসে বাবার হলুদ প্যাডটার একটা পাতা ছিড়ে ছোট একটা মেসেজ লিখলাম ইনগ্রিড এবং তার উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

এক মিনিট পরে গ্যারেজের দরজা খুলে গাড়ি চালিয়ে বের হয়ে আসলাম বাসা থেকে।

এরপরের পনের মিনিট যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালালাম। ওপিক বিল্ডিঙটার তিন ব্লক দূরে নিরিবিলি একটা রাস্তায় পার্ক করে রাখলাম ওটাকে। উইন্ডশিল্ড বাদে বাবার গাড়ির সবগুলো জানালার কাঁচই টিন্টেড। ওদিক দিয়ে ভেতরে কেউ কিছু দেখতে পাবে না। আর সামনে দিয়ে অতি আগ্রহি কেউ যদি উঁকি দেয় তাহলে আমাকে পেছনের সিটে ঘুমন্ত অবস্থায় পাবে। তবে আশা করছি অমনটা হবে না।

তিনটা উনষাটের সময় আমার ফোনটা বন্ধ করে দিলাম। আগামিকাল ওপিক বিল্ডিঙটার ভেতরে ঢুকতে চলেছি আমি। আর আমার কল্পনা যদি ঠিক হয়। সাদা ঘরটার দেখা পাব আমি।

আর দেখা পাব আমার মা'র।

3:34 AM

রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা গাড়িটা কারো মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি করেনি। আর কেউ যদি ভেতরে উঁকিও দিয়ে থাকে তাহলে ভেবেছে, একজন ক্লান্ত রাজনীতিবিদ হয়ত ঘুমিয়ে নিচ্ছেন কিছুক্ষণের জন্যে। এই এলাকায় এটা একদমই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

ক্যারিয়ার থেকে স্যান্ডউইচ দুটো বের করলাম, এখনও বেশ ঠাণ্ডাই আছে ওগুলো। তাড়াতাড়ি ওদুটো শেষ করে বোতল বের করে পানি খেয়ে নিলাম।

ফোন চালু করতে ভয় পাচ্ছি।

আমি নিশ্চিত বাবা আর ইনগ্রিড মিলে অন্তত পঞ্চাশবার কল করেছে আমাকে এতক্ষণে। আমার লেখা মেসেজটা পড়া সত্ত্বেও (যেখানে আমি লিখেছি, একটা ব্যক্তিগত কাজে দু-দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি আমি) তারা সব কাজ বাদ দিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু ওদের দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখার অপরাধবোধটা হেরে যাচ্ছে মা'কে খুঁজে বের করে তাকে প্রশ্ন করার অদম্য ইচ্ছেটার কাছে। আমি এটা প্রমাণ করতে চাই, তাকে খুঁজে পেতে অন্য কারো সাহায্য প্রয়োজন হয়নি আমার।

নিজের লড়াই নিজেই লড়তে জানি আমি।

ছয় মিনিট পরে এস স্ট্রিট এবং ম্যানচেস্টার অ্যাভিনিউয়ের মোড়টার কাছে এসে রাস্তার পাশেই গাড়িটা পার্ক করে রাখলাম।

আমার পরনে জিন্স এবং গাঢ় নীল রঙের একটা টি-শার্ট। অন্ধকারে

BanglaBook.org

সহজে কারো চোখে পড়ব না, তাছাড়া আমার চেহারা দেখে চোর বলেও মনে হয় না।

এক মিনিট হেটে দোতলা বিল্ডিংটার সামনে পৌছে গেলাম। একটা পাথুড়ে সিঁড়ি কাঠের দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হ্যান্ডেল ধরে টান দিলাম।

তালা দেয়া।

হেটে বিল্ডিংটার অন্যপাশে চলে আসলাম। একটা কাঁচের জানালা আছে এদিকটাতে। ভেতরে উঁকি দিলাম। এর আগে কখনো একটা ইনভেস্টমেন্ট ফার্মে যায়নি আমি। কিন্তু ওগুলোতেও নিশ্চয়ই ভেতরের মতই সারি সারি টেবিল আর চেয়ার পাতা থাকে। এই বিল্ডিংটাকে নিশ্চয়ই এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখে সন্দেহ না করতে পারে। কিন্তু বিল্ডিঙের মাটির নিচে আরো কয়তলা আছে কে জানে!

জানালাটা ধরে নাড়াচাড়া করলাম। কিন্তু এটা ভেতর থেকে বন্ধ। একটু দূরে আরেকটা জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম ওটাও বন্ধ করে রাখা হয়েছে ভেতর থেকে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা এগারো।

এবার ঘুরে বিল্ডিঙের পেছনের দিকে চলে আসলাম। এদিকে আরেকটা দরজা আছে। কিন্তু দরজার হ্যান্ডেলের নিচে একটা প্যানেল বসানো।

ওখানে ১২৩৪ চাপলাম। কাজ হল না।

আমাকে ভেতরে ঢুকতেই হবে। এই বিল্ডিংটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতটা শক্তিশালী হবার কথা নয়। অন্তত পুলিশের কাছে রিপোর্ট যাবে এমন কোন সিস্টেম বসানো নেই। কারণ তারা চাইবে না চোর ধরতে এসে পুলিশ আসল সত্যটা আবিষ্কার করে বসুক। তবুও কোন একটা ব্যবস্থা তো আছেই, হাজার হলেও সিআইএ'র একটা প্রোগ্রামের হেডকোয়ার্টার এটা। আমি যদি জোর জবরদস্তি করে কোনভাবে ভেতরে ঢুকি তাহলে কিছু মানুষের কাছে খবর যাবেই। আর তাদের একজন হচ্ছেন আমার মা।

একটা ভারি জিনিস খুঁজে পেতে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগল আমার। ওটা ছুঁড়ে মারব এমন সময় মনে হল পুলিশের কাছে হয়ত সরাসরি খবর যাবে না কিন্তু কেউ যদি কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পায় তবে পুলিশে ফোন দিতে পারে। তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব। পাশেই দুটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, লোক থাকতে পারে ওগুলোর ভেতর।

রাস্তায় গিয়ে পার্ক করে রাখা বড়সড় একটা গাড়ি বেছে নিয়ে জোরে জোরে ঝাঁকালাম।

BanglaBook.org

তীব্র স্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠল।

দৌড়িয়ে ওপিক বিল্ডিঙের পাশে এসে জোরে ঢিল ছুঁড়ে জানালাটা ভেঙে ফেললাম।

গাড়ির অ্যালার্মের ওপর দিয়ে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে আমার নিজেরই কষ্ট হল। তবে এই অ্যালার্ম খুব বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করবে না। পুরো শহর জুড়ে প্রায় সারাক্ষনই এরকম আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। আমার একঘন্টার জ্ঞানেও এই কথা ভালোমতই জানি আমি।

চোখা কাঁচগুলো সরিয়ে জানালা গলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

পকেট থেকে ছোট ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে জ্বালিয়ে নিলাম। কয়েকটা ডেস্ক ড্রয়ার আর দুটো ফাইল ক্যাবিনেট খুলে দেখলাম ভেতরে কি আছে। একটা স্বাভাবিক অফিসে যা থাকার কথা, ওগুলোই চোখে পড়ল। চারটা ছোট অফিস রুম আছে এই তলায়। সবগুলোতে ঢুকে প্রাথমিক তল্লাশি চালালাম। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না। এমনকি প্রিন্টারগুলোতেও কালির কার্টিজ আছে দেখলাম।

ওপর তলায় যাওয়ার একটা সিঁড়ি দেখে ওটা বেয়ে উপরে উঠে এলাম। এখানকার অবস্থাও একদম নিচের তলার মতই।

"ধুর।"

আমার ধারণা ভুল মনে হচ্ছে। এটা বোধহয় আসলেই একটা ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম। যার মানে, এখানে চুরি করে ঢোকার পরপরই রিপোর্ট চলে গেছে পুলিশের কাছে। আর পুলিশের গাড়িগুলো নিশ্চয়ই এখন তীরবেগে এদিকে ছুটছে।

তারা চলে আসার আগেই ভাবলাম পালিয়ে যাই। এখনও বাবার বাসায় পৌছোনোর মত সময় আছে আমার হাতে। যেকোন একটা গল্প বানিয়ে না-হয় বলে দেয়া যাবে। কারণ সত্য কথাটা বলতে লজ্জাই লাগবে আমি ভেবেছিলাম, সাদা ঘরটার অবস্থান বের করে ফেলেছি আর ওখানে গিয়ে মা'র সাথে দেখা হবে আমার। তখন তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করব আমি। আর তিনি সব উত্তর বলতে দেবেন আমাকে। বলবেন, কিভাবে এই হেনরি বিনস কন্ডিশন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

গোটা ব্যাপারটার অবাস্তবতায় হেসে উঠলাম। নিচে নামতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে। প্রায় অর্ধেকটুকু নেমেছি এমন সময় গাড়ির অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার জানামতে বেশিরভাগ গাড়ির অ্যালার্ম পাঁচ মিনিট পর বন্ধ হয়। হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে।

ভাঙা জানালাটার কাছে গিয়ে মাথা বাইরে বের করলাম পুলিশের সাইরেন শোনার জন্যে। কিন্তু কোন আওয়াজ কানে আসল না। নাকি রাতের বেলা সাইরেন বাজায় না?

"ধুর, হেনরি," নিজেকেই বললাম আমি। লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লাম। "তোমার হাতে এখনও তেতাল্লিশ মিনিট আছে, পুলিশ আসার কথা থাকলে এতক্ষণে এসে পড়ত।"

"ঠিক বলেছ," একটা গলার আওয়াজ ভেসে আসল অন্ধকারের বুক চিড়ে। "আসার কথা থাকলে ঠিকই এসে পড়ত।"

ঘুরে তাকালাম।

ঘরের মাঝখানে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তার ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললাম।

সিডনি ওয়েন।

3:34 AM

হেটে ওনার কাছে গেলাম।

কুজো ভঙ্গিটা নেই হয়ে গেছে তার। হাতের ছড়িও উধাও। গতবারের তুলনায় অন্তত বিশ বছর কম মনে হচ্ছে এখন তার বয়স।

"আপনি?" আমি বললাম।

একবার কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, এরপর বললেন, "আর কাকে আশা করেছিলে?"

"যাকেই আশা করি না কেন, অন্তত আপনাকে করিনি।"

"তোমার মা'কে?"

"হতে পারে," শীতল স্বরে বললাম।

"এলেনা কয়েকদিন আগেও এখানে ছিল। সেটা তো তুমি ভালোমতই জানো। দুঃখের ব্যাপার হল, তুমি ছাড়া পাওয়ার পর এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ও।"

"এখন কোথায় তিনি?"

"যতদূর জানি বারমুডায়, কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না ও।"

"দেখান আমাকে," মাথা নেড়ে বললাম আমি।

উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

"সাদা ঘরটা দেখতে চাই আমি।"

"ওহ্, সাদা ঘর? ওটাকে তো ঐ নামে ডাকি না আমরা," হেসে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

"তাহলে কি নামে ডাকেন?"

"কোন নাম নেই। শুধুই একটা ঘর।"

"কিন্তু এখানে তো এটা?"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"দেখান আমাকে।"

"বেশ, আসো আমার সাথে।"

তাকে অনুসরণ করে একটা অফিস ঘরে চলে এলাম আমি। ভেতর ঢুকে পর্দাগুলো নামিয়ে দিলেন প্রথমে, এরপর একটা ফ্যান চালু করলেন। অবশেষে একটা পেপারওয়েট তুলে ডেস্কের বিপরীত দিকে সরালেন ওটা। আস্তে করে একটা আওয়াজ হয়ে ডেস্কটা তিন ফিট সামনে সরে আসল। একটা ধাতব ঢাকনা ছিল ওটার নিচে।

ম্যানহোলের ঢাকনা। নিচু হয়ে ওটা সরাতে লাগলেন। তার বয়সি একজন লোকের জন্যে অনেক খাটুনির একটা কাজ। কিন্তু খুব সহজেই ওটা করলেন তিনি। অথচ প্রথমবার তাকে দেখার পর মনে হয়েছিল খুব বেশিদিন দুনিয়ার আলো দেখার সৌভাগ্য হবে না তার।

একটা মই দেখা যাচ্ছে। নিচের ধূসর অন্ধকার চিড়ে নেমে গেছে ওটা।

"ম্যানহোল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি কি আশা করেছিলে? আরো আধুনিক কিছু?"

"সেরকমই কিছু।"

হেসে মই বেয়ে নামতে লাগলেন তিনি। আমি অনুসরণ করলাম তাকে। আমাকে বললেন ঢাকনাটা চাপিয়ে দিতে। দিলাম, কিন্তু অর্ধেক। বলা তো যায় না, যদি পালানোর দরকার পড়ে?

মই বেয়ে দশ ফিট নিচে নেমে শক্ত কংক্রিটের ওপর লাফিয়ে পড়লাম। মৃদু আলোতে বেশ পরিস্কারই লাগল জায়গাটা।

"এটা একটা পুরনো ড্রেনেজ লাইন," তিনি ব্যাখ্যা করলেন। "ষাটের দশকে ওয়াশিংটনের পুরো ড্রেনেজ ব্যবস্থা আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। তখন এই সোয়া মাইলের মত জায়গাটুকু বাদ দিয়ে দেয়া হয়।"

"এজন্যেই ১৯৭৩ সালে ওপিক বিল্ডিংটা কিনে নেন আপনারা। নিচের পরিত্যক্ত ড্রেনেজ লাইনের জন্যে।"

"সেরকমই বলতে পারো।"

"ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কারকর্মিরা এখানে আসতে পারে না?"

"না, দু-পাশেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একমাত্র ঢোকার রাস্তাটা ওপরে।"

BanglaBook.org

"এরপর পুরো জায়গাটা পরিস্কার করে নেন আপনরা?"

"অবশ্যই, না-হলে কাজ করব কিভাবে? তবে এখনও গন্ধের একটা রেশ পাওয়া যায়, খেয়াল করেছ বোধহয়?"

আসলেই পাওয়া যাচ্ছে। পচা শ্যাওলার গন্ধ।

কয়েক কদম হেটে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সিকিউরিটি প্যানেল বক্সে পাসওয়ার্ড চেপে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভেতরে একটা করিডোর।

আমিও তার পেছন পেছন ভেতরে ঢোকার সময় দরজার কাছে হোঁচট খেলাম।

"সাবধানে," তিনি বললেন।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। তবে তার আগে ফ্ল্যাশলাইটটা দরজার চৌকাঠের কাছে রেখে দিলাম যাতে পুরোপুরি বন্ধ না হয় ওটা। ব্যাপারটা চোখে পড়ল না মি. ওয়েনের।

করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা ধাতব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। দেখে মনে হচ্ছে একটা বিশাল ল্যাবরেটরি। কম্পিউটার, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট আর মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিতে ভর্তি ওটা। অবশ্য বেশিরভাগ মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিই আমার চেনা, এমআরআই, সিটি, ইসিজি। জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ওগুলোর ভেতরে ঢুকতে হয়েছে আমাকে একবার করে।

কোণার দিকে একটা বিছানা আর ফ্রিজ রাখা। তার মানে, আমার সাথে দেখা করার পর থেকে এখানেই থাকছিলেন সিডনি ওয়েন। অপেক্ষায় ছিলেন কখন ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব আমি আর অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি বিশাল জানালা। জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। একদম সাদা ওটুকু।

এটাই সেই সাদা ঘর। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল বুক চিড়ে।

অবশেষে খুঁজে পেয়েছি।

ঘুরে দাঁড়ালাম। ওয়েন একটা ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে আছেন।

তারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "আপনি বলেছিলেন, আমার মা'র সাথে আপনার তের বছর আগে শেষ কথা হয়েছে। মিথ্যে বলেছিলেন আপনি।"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন তিনি, "হ্যা, মিথ্যে বলেছিলাম।"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বললাম, "আপনি কি তার আর ডেভিড সুলিভানের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানতেন?"

BanglaBook.org

"হ্যা, জানতাম।"

"আর এটাও জানতেন, আমার মা জেনিফার নিউবারকে খুন করেছেন?"

একটা বাঁকা হাসি দিলেন তিনি।

জানতেন।

"খুলে বলুন আমাকে," বললাম।

"৯/১১-এর ঘটনার পরে, মানে ডেভিড সুলিভানের মৃত্যুর কিছুদিন পরে এলেনা আমার সাথে যোগাযোগ করে জানতে চায়, ডেভিড আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছে কিনা। একটা প্রজেক্টের নাম বলে ও, প্রজেক্ট স্যান্ডমান।"

হাসলাম আমি। ঠিক ধারণা করেছিলাম।

"ডেভিডের সাথে আমার অনেক দিন ধরে কোন যোগাযোগ নেই। সে রাশিয়ান ক্যাম্পটা থেকে পালানোর পর কোন কথাই বলিনি আমরা। তোমার মা'কে সেটা জানাই আমি। বলি যে, আমাকে কিছু পাঠায়নি সে। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে একটা কুরিয়ার পাই আমি।"

"একটা ফ্ল্যাশড্রাইভভ ছিল ওটার ভেতরে," আমি বললাম।

মাথা নাড়লেন তিনি।

"হ্যা, একটা ফ্ল্যাশড্রাইভভ। প্রজেক্ট স্যান্ডমান লেখা কেবল একটা ফাইলই ছিল ওটার ভেতরে।"

"জেনিফার নিউবারকে খুন করার ব্যাপারে আমার মা'র স্বীকারোক্তি।"

তাকে দেখে মনে হল অবাক হয়েছেন কথাটা শুনে। বললেন, "ঠিক ধরেছ।"

"ওটা কি লিখিত স্বীকারোক্তি নাকি একটা ভিডিও?"

"একটা ভিডিও।"

"আর ওটাতে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনিই খুন করেছেন জেনিফারকে?"

মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিলেন মি. ওয়েন, "দেখবে তুমি ওটা?"

BanglaBook.org

3:34 AM

"আমার নাম এলেনা জানেভ," আমার মা বললেন। "আজ ১৯৮৫ সালের জানুয়ারির ১৫ তারিখ," একটা খবরের কাগজ ক্যামেরার সামনে ধরে তার প্রমাণ দেখালেন তিনি।

আমার স্মৃতিতে তার চেহারাটা যেরকম একদম সেরকমই দেখাচ্ছে তাকে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ তাকে আমি শেষবারের মত দেখেছিলাম এই ভিডিওটা তৈরি হবার তিন সপ্তাহ আগে। তার বাদামি চুলগুলো পনিটেইল করে পেছনের দিকে বাঁধা। চোখদুটো উজ্জ্বল সবুজ।

তার গলার কাছটাতে খামচির দাগ আর কপালে একটা ক্ষত। এটা প্রমাণ করে, জেনিফার নিউবার তাকে বাঁধা দিয়েছিল মারা যাবার আগে।

"তিনদিন আগে জেনিফার নিউবার নামের ষোল বছরের এক মেয়েকে খুন করি আমি। তাকে খুন করার কারণ হচ্ছে সে আমাকে অন্য একজন লোকের সাথে সম্পর্করত অবস্থায় দেখে ফেলে, তার কিছু ছবি তুলে আমাকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টাও করে। এটা আপনারা জানতে পারবেন ক্রাইম সিনের চারপাশে ছড়িয়ে রাখা তার ডায়রির পাতাগুলো পড়ে। ব্ল্যাকমেইল করা জেনিফারের শখ ছিল। দু-সপ্তাহ আগে আমার কাছে এসে ছবিগুলো দেখিয়ে দশ হাজার ডলার দাবি করে সে। অন্যথায় সেগুলো আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবার হুমকি দেয়।"

আমি ঘুরে ওয়েনের দিকে তাকালাম।

মাথা নাড়লেন তিনি। যেন বলছেন–হ্যা, তোমার মা এতটাই খারাপ।

আর সেটা সত্যিও বটে।

তিনি ওয়েনের চেয়েও খারাপ। ওয়েন মানুষ মেরেছেন আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থে। কিন্তু আমার মা খুন করেছেন নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে।

মা বলতে থাকলেন "পাঁচদিন আগে টাকা দেয়ার নাম করে জেনিফারের সাথে দেখা করি আমি। এরপর তার শরীরে চেতনানাশক ইনজেক্ট করে আমার গাড়িতে উঠিয়ে একটা মোটেলে নিয়ে যাই।"

মিথ্যেবাদি।

তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন আপনি। এই সাদা ঘরটাতে।

"ছবিগুলোর ব্যাপারে দু-দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেও ব্যর্থ হই আমি। এক পর্যায়ে রাগের চোটে একটা টেবিল ল্যাম্প দিয়ে মেয়েটার মাথায় জোরে বাড়ি দেই। এতেই মৃত্যু হয় তার। এরপর তার মৃতদেহ ম্যাককেইন পার্কে রেখে ওখান থেকে কেটে পড়ি।"

ভিডিওটা শেষ হয়ে গেল।

এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকলাম।

আমার অর্ধেক ডিএনএ এসেছে এক মানুষরূপি এক দানবের কাছ থেকে।

কিন্তু বাকি অর্ধেকটুকু এসেছে কার কাছ থেকে?

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে ওয়েনের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, "ডেভিড সুলিভান কি আমার বাবা?"

"কিভাবে বুঝলে তুমি?" হেসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আমি তাকে বললাম কিভাবে আমার মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ জাগে, আমার বাবা আসলে আমার জন্মগত বাবা নন। আর এজন্যে তার চুল নিয়ে ডিএনএ ল্যাবে পরীক্ষার জন্যে পাঠাই আমি। ফলাফলে আমার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

"যদি চাও তাহলে আমি এখনই বলে দিতে পারব তোমার আসল বাবা কে," ওয়েন বললেন।

"আপনি পারবেন?" প্রশ্নটা করলেও ভেতরে ভেতরে জানি, কাজটা আসলেও পারবেন তিনি। ডেভিড সুলিভানের ডিএনএ স্যাম্পল আছে নিশ্চয়ই তার কাছে।

"শুধু তোমার রক্ত নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখা লাগবে। আমাদের ডিএনএ ডাটাবেজ অনেক উন্নত।"

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালে তিনি একটা ড্রয়ার খুলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বের করে নিলেন। হাতে একটা গ্লোভস পরে আমার দিকে এগিয়ে এলেন রক্ত নেয়ার জন্যে।

তিরিশ সেকেন্ড পর তার হাতের ছোট্ট ভায়াল ভর্তি আমার রক্ত।

"দশ মিনিটের মত লাগবে," বললেন তিনি।

আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা বত্রিশ।

তিনটা পঞ্চান্নের ভেতরে গাড়ির কাছে ফেরত যেতে হবে আমাকে। তাহলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অন্তত দুয়েক মাইল এগোতে পারব।

ওয়েন একটা মেশিনের কাছে গিয়ে ভায়ালটা ঢুকিয়ে দিলেন। একটা সুইচে চাপ দিলে তীব্র বেগে ঘুরতে লাগল ওটা।

তিনি ডেস্কটার কাছে ফেরত আসলে বললাম, "একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি, আপনার কাছেই যদি ফ্ল্যাশড্রাইভটা থেকে থাকে, তাহলে মা এটা ভাবলেন কেন, ওটা আমার কাছে আছে?"

মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন তিনি।

"আপনিই এটা বলেছেন তাকে!"

"ডেভিডের কাছ থেকে প্রথম যখন ফ্ল্যাশড্রাইভটা পাই আমি, তখন একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ধরতে বেশি সময় লাগেনি। সে এলেনার স্বীকারোক্তিটা ভিডিও করে যাতে জেনিফার

BanglaBook.org

নিউবারের খুনের সত্যটা কখনো ফাঁস হলে কেউ যেন তাকে না দোষ দিতে পারে। যদিও আমার ধারণা জেনিফারকে জিজ্ঞাসাবাদ আর তার মৃতদেহ পার্কে ফেলে রেখে আসার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল সে। আগে থেকেই এমন একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিল যাতে তার মৃত্যুর পরে ফ্ল্যাশড্রাইভটা আমার হাতে এসে পড়ে। এর মানে সবসময়ই একটা ভয় কাজ করত তার মনের ভেতর। সে হয়ত ভাবত, তোমার মা তাকে ফ্ল্যাশড্রাইভটার জন্যে খুনও করে ফেলতে পারেন।

"এলেনা আমার সব কুকর্ম সম্পর্কে জানে। ও যদি কোনদিন এসব ব্যাপারে মুখ খোলে, তাহলে বাকি জীবনটা জেলখানায় কাটাতে হবে আমাকে। তাই ভিডিওটা রেখে দেই আমি যাতে বিপদের সময় তার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি।

"ফ্ল্যাশড্রাইভভটা পাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর এলেনাকে ফোন করে জানাই, ভিডিওটা দেখেছি আমি। কিন্তু ওটা রাখার কোন ইচ্ছে নেই আমার। তাই ডেভিডের ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ফ্ল্যাশড্রাইভভটা।"

"কনর সুলিভান?"

"ঠিক।"

এবার সব পরিস্কার হতে শুরু করেছে আমার কাছে, "আসলে সেটা তাকে দেননি আপনি, তাই না?"

"না, দেইনি।"

"কিন্তু এতে আপনার লাভট কি? প্রেসিডেন্টকে এর সাথে জড়িয়ে? মিথ্যে কথা বলে?"

"সেই সময় কনর প্রেসিডেন্ট ছিল না। ভার্জিনিয়ার গভর্নর ছিল ও। কিন্তু সে-কথা বাদ, আমি কাজটা করেছিলাম যাতে তোমার মা ভাবে, ভিডিওটার দুটো কপি আছে। তাহলে কোন প্রকার চুক্তি করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।"

"কিসের চুক্তি? আমার মা'কে দেশের সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থা হন্য হয়ে খুঁজছে। কি এমন থাকতে পারে তার কাছে যে, চুক্তি করতে রাজি হবে সরকার?"

"ফাইলগুলো।"

কিছুক্ষণ ভাবার পরে বুঝতে পারলাম কিসের কথা বলছেন তিনি। ধারণা করা হয়, এমকে আলট্রার সব ফাইল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়।

"মা'র কাছে নিশ্চয়ই ফাইলগুলোর কপি আছে?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আর ওগুলো প্রমাণ করবে, কতটা অমানবিক কাজ করা হয়েছে প্রজেক্ট এমকে আলট্রার এক্সপেরিমেন্টগুলোতে।"

"ভাগ্যজোড়ে যদি মৃত্যুদণ্ড না-ও পাই, বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাতে হবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু এসবের সাথে আমার সম্পর্কটা কি?"

"ছয় মাস আগে আমি এলেনাকে ফোন করে বলি, আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে," আমাকে বোঝানো শুরু করলেন ওয়েন।

"যেটা অবশ্যই আরেকটা মিথ্যে কথা।"

"হ্যা, এখনও দিব্যি সুস্থ আমি," হেসে বললেন তিনি।

"তাকে এটাও বলি, প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ হয়েছে আমার আর তখন তাকে ফ্ল্যাশড্রাইভটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি আমি। জবাবে কনর আমাকে জানায়, এটাও আমার বানানো কথা অবশ্যই, ওটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করছিলেন না তিনি। কারণ তার সরকার ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে স্বচ্ছতা। এজন্যে ফ্ল্যাশড্রাইভটা অন্য কাউকে দিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন একজন লোকের নামই মাথায় আসে তার।"

"আমি।"

"ঠিক।"

"কিন্তু এত সব কিছু কিসের জন্যে?"

একটা গভীর শ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার মা ভেবেছিলেন ছয়মাসের ভেতরেই মারা যাব আমি, সেই সাথে আমার কাছে থাকা তার স্বীকারোক্তির ভিডিওটাও হারিয়ে যাবে। তখন সেটার একমাত্র কপি থাকবে তোমার কাছে। ওটা যদি হাতিয়ে নিতে পারেন তিনি তাহলে সিআইএ'র সাথে চুক্তি করা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না তাকে। আর সিআইএ-ও লুফে নিবে সুযোগটা। এমকে আলট্রার ফাইলগুলো পাওয়ার জন্যে যে কোন কিছু করতে রাজি তারা। তোমার মা'র বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ খারিজ করে দেয়া হবে।"

"আমাকে অপহরণ করেন তিনি। টর্চার করেন। কম্পাউন্ড-২৩ ব্যবহার করেন এই আশায় যে, সব উগড়ে দেব," বললাম আমি।

"কিন্তু তুমি তো ফ্ল্যাশড্রাইভের ব্যাপারে কিছুই জানো না, কারণ ওরকম কিছু দেয়নি তোমাকে প্রেসিডেন্ট।"

"বাল," মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখটা। এই লোকটার অসুস্থ একট খেলার গুটি আমি।

"আমি জানতাম তোমাকে এলেনা ছেড়ে দেয়ার পর আমার কাছে উত্তরের জন্যে আসবে তুমি। এরপর যখন আমার সাথে দেখা করলে তখন তোমাকে এমন কিছু কথা বলি আমি যাতে করে গোটা ব্যাপারটা নিজে থেকেই ধরতে পার।"

"কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব হত না, যদি না আমি জেনিফার নিউবারের কেসটা নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ–"

হাসলেন তিনি, "মৃত্যুপথযাত্রি ব্যক্তির আরেকটা শেষ ইচ্ছে।"

"প্রেসিডেন্টকে কি বলেছিলেন আপনি? কিভাবে তাকে দিয়ে ভার্জিনিয়ার পুলিশ কমিশনারের কাছে ফোন করালেন? কিভাবে একদম ইনগ্রিডকেই কেসটা পাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন?"

"একদম সহজ। কনরকে গত ত্রিশ বছর ধরে চিনি আমি। আমাকে আঙ্কেল সিডনি বলে ডাকে সে। তাকে ফোন করে বলি, জেনিফার নিউবারের মা আমার পুরনো বন্ধু। আর আমাকে সে অনুরোধ করেছে যাতে তার মেয়ের কেসটা একবার পুনঃতদন্ত করা হয়। এ-ও বলে দেই, কেসটা যাতে ওয়াশিংটনের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বদলে আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সামলায় এবার। ইনগ্রিডের নামটাও উল্লেখ করে দেই, কারণ এটা জানতাম, সে তোমার সাথেই থাকছে বেশ কিছুদিন ধরে।"

"সব বুঝলাম। কিন্তু এতসব করার কি দরকার ছিল? এর উদ্দেশ্যটা কি? আপনি কি একটা পাগল?"

"পুরো জীবন সিআইএ'র সাথে কাজ করে একটা ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করেছি আমি।"

কিছুক্ষণ ভাবলাম। এরপর বললাম, "মানুষকে নিয়ন্ত্রণ।"

"একদম ঠিক।"

তার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

"আমি চাইছিলাম যাতে এখানে আস তুমি," তিনি বললেন। "চাইছিলাম যাতে এটা ভাব, এখানে আসলে তোমার মা'র দেখা পাবে।"

"কেন?"

"কারণ আমি জানতাম, একা আসবে তুমি।"

মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোতের ধারা নেমে গেল।

দরজার দিকে তাকালাম। তিরিশ ফিট দূরে ওটা।

BanglaBook.org

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা বিয়াল্লিশ।

একবার ভাবলাম, দৌড় দেই। কিন্তু কেন যেন ওয়েনের প্রচ্ছন্ন হুমকিটার পরও তেমন ভয় পাচ্ছি না আমি। হাজার হলেও, নব্বই বছরের একজন বুড়ো উনি।

কি এমন করা সম্ভব তার পক্ষে?

এ সময় মেশিনটা শব্দ করে উঠলে ওয়েন উঠে গেলেন ওটার দিকে। একটু পরে ফেরত আসলে হাতে একটা কাগজ নিয়ে। ওটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "একদম মিলে গেছে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে ফলাফলগুলো দেখে বললাম, "তাহলে ডেভিড সুলিভানই আমার বাবা।"

ওয়েন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "ডেভিড সুলিভানের ডিএনএ স্যাম্পলের সাথে তোমার ডিএনএ স্যাম্পল ম্যাচ করিনি আমি।"

নিঃশ্বাস আটকে গেল।

"আমারটার সাথে করেছি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৭

এতটা সহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

এই লোকটা আমার বাবা!

সামনে ঝুঁকে একটু আগে যা খেয়েছিলাম সব উগড়ে দিলাম কংক্রিটের মেঝেতে। "আপনি আমার বাবা!" হাত দিয়ে ঠোঁটের চারপাশটা মুছে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল যেদিন আমি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে লেকচার দিয়েছিলাম সেদিন। ঐ রাতটা একসাথে ওর ব্যারাকে কাটাই আমরা।"

"আর কবে শেষ হয়েছিল ওটা?"

"যখন সে বুঝতে পারল, তুমি ওর পেটে তখনই সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলে। ও চায়নি আমি তার সন্তানের পিতা হই।"

"আপনি কি জানতেন, আপনিই আমার জন্মগত পিতা?"

"হ্যা।"

"আর তিনিও জানতেন?"

"ও একবার পিতৃত্ব পরীক্ষা করেছিল যখন তুমি ছোট ছিলে," জবাব দিলেন তিনি।

"আপনিও আমার জীবনের অংশ হতে চাননি?"

"সেরকম কোন ইচ্ছে ছিল না আমার," মা'র মত শীতল স্বরেই জবাব দিলেন তিনি। "কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম আমি। রিচার্ড আমার চেয়ে অনেক ভালো একজন বাবা।"

"সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে না!" চিৎকার করে উঠলাম।

এসময় তার হুমকিটার কথা মনে পড়ল। "তো, আমাকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি? আমার জন্যে দরদ উথলে পড়ছে এখন? বাবার দায়িত্ব পালন করতে চান?"

"না," তিনি বললেন, "তোমার সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চাই শুধু।"

"কি? কি জানতে চান আপনি? আমার বাবা-মা দু-জনেই খুনি এটা জানতে পেরে আমার কেমন লাগছে সেটা? আমার ইচ্ছে করছে এখন আপনাকে খুন করতে।"

BanglaBook.org

খুব কষ্ট করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলালাম।

"আমি সাইক্রিয়াট্রিস্ট নই," হেসে বললেন তিনি। "তাই তোমার এখন কেমন লাগছে সেটা শোনার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাই তোমার মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে।"

সবগুলো মেশিনের দিকে ইশারা করে দেখালেন তিনি।

"আমার গায়ে একটা টোকাও দিতে পারবেন না আপনি," এই বলে আমাদের মাঝের দূরত্বটা কমিয়ে আনতে লাগলাম। আর একটা কথা বললে তার টেকো মাথাটা মেঝের সাথে ঠুকে দেব সর্বশক্তিতে।

কিছুই বললেন না তিনি। শুধু একটা পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক করে ওনার ঘড়ির দিকে তাকালেন।

আমি আমারটার দিকে তাকালাম।

তিনটা উনপঞ্চাশ।

আর এগারো মিনিট, এরপর আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারবেন তিনি।

3:34 AM

জেগে উঠলাম।

একটা টেবিলের সাথে বেধে রাখা হয়েছে আমাকে।

সাদা ঘরটাতে।

চিৎকার করতে লাগলাম। দরজা খুলে গেল। ওদিকে তাকালাম।

"শুভ সকাল," ওয়েন বললেন।

"হারামির বাচ্চা।"

"খুব খারাপ মুডে আছ দেখছি। ঘুম হয়নি ঠিক মত, নাকি?"

"কাল রাতে আমার সাথে কি করেছিলেন?"

ওয়েন হাসল কেবল, এরপর যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই চলে গেলেন দ্রুত।

তিনবার লম্বা শ্বাস নিলাম। সৌভাগ্যবশত কাল রাতে আমার শরীরে কম্পাউন্ড-২৩ ইনজেক্ট করে হয়নি। যার কারণে দুঃস্বপ্নও দেখিনি আমি। তবে আরেকটা রাত সেভাবে যাবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।

বামদিকের দেয়ালের দিকে তাকালাম, আসলে ওটা একটা আয়না।

সেদিকে তাকিয়ে বললাম, "কাপুরুষের বাচ্চা, সাহস থাকলে সামনে আয়।"

মোচড়ামোচড়ি করতে লাগলাম আমি।

BanglaBook.org

আমার মনে হচ্ছে, এই বুঝি মা হাতুড়িটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে ফ্ল্যাশড্রাইভটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে।

এবার উত্তর আছে আমার কাছে। তাকে বলব তার এক সময়ের প্রশিক্ষক, প্রেমিক আর তার একমাত্র সন্তানের বাবার কাছে আছে ওটা। আরো বলব, তিনি একজন খুনি। ষোল বছরের একটা মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছেন। তবে ফ্ল্যাশড্রাইভটার অবস্থান জানাবোনা তাকে। হাতের যতগুলো হাড্ডিই ভাঙুক না কেন, সে ব্যাপারে টু শব্দটিও করব না।

দরজা খুলে ওয়েন ভেতরে ঢুকলেন আবার। তার হাতে একটা আইপ্যাড।

আমার যে টেবিলটায় শুয়ে আছি তার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, "তোমার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা অসাধারণ।"

আইপ্যাডটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তিনি।

"স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তোমার মস্তিষ্কের সিন্যাপ্সগুলো প্রতি মিলিসেকেন্ডে বারো গুণ বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করে! এমনকি আমার মস্তিষ্কের তুলনায়ও অনেক অনেক বেশি!"

আমার পায়ের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি কখনও জানতে ইচ্ছে করেনি? জানতে ইচ্ছে করেনি কেন এত বুদ্ধিমান তুমি? কিভাবে এত কম সময় জেগে থেকেও অন্য মানুষের তুলনায় তোমার বুদ্ধি এতটা বেশি?"

সত্যি কথা বলতে আমার মনে ঠিক একই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খেয়েছে অনেকবার। মাঝেই মাঝেই এটা নিয়ে ভাবি আমি।

"ভালো লাগল শুনে," এই বলে আইপ্যাডটার স্ক্রিনের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিলাম।

একটা টিস্যু দিয়ে স্ক্রিনটা পরিস্কার করে বললেন তিনি, "আসল মজা তো আজ রাতে শুরু হবে। যখন আমি দেখব তোমার মস্তিষ্ক কম্পাউন্ড-২৩ এর উপস্থিতিতে কিভাবে কাজ করছে।"

আরেকবার ২৩ ঘন্টার দুঃস্বপ্নের কথা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল।

"না...না...দয়া করে অমন করবেন না..." অনুনয় করতে লাগলাম কাতর স্বরে।

হেসে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি, বললেন, "চিন্তা কর না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এরপর চলে গেলেন তিনি দশ মিনিটের জন্যে। নানারকম চিন্তা ঘুরতে লাগল আমার মাথায়।

BanglaBook.org

ওয়েন আগে বলেছিলেন দুঃস্বপ্ন তৈরি করা অনেকটা কৃত্রিমভাবে টর্নেডো সৃষ্টি করার মতই। একটা অশান্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে মনের মধ্যে। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক যেহেতু স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক ভালো কাজ করে তাই সেটাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারা সম্ভব আমার নিজের পক্ষেই। শান্ত থাকতে হবে। কোন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না।

আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। আমার বাবা–আমার আসল, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বাবা, ল্যাসি, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, মারডক, বোকা কিন্তু বিশ্বস্ত এক অনুচর; আর ইনগ্রিড। এখান থেকে যদি বেঁচে ফিরতে পারি আমি তাহলে ওকে দেখা মাত্র বিয়ের প্রস্তাব দেব। বলব, ওকে ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমাদের বাকি জীবনটা একসাথে কাটাতে চাই।

কল্পনা করতে লাগলাম, আমি, ইনগ্রিড, ল্যাসি আর ছোট্ট একটা ছেলে–সবাই শুয়ে আছি এক বিছানায়। সময় নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করছে না, আমিও না।

দরজা খুলে গেলে কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে আসলাম।

"এখনই কাজ শুরু করতে চাই আমি," ওয়েন বললেন। গোলাপি রঙের তরল ভর্তি একটা সিরিঞ্জ তার হাতে। "আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

হেটে আমার একদম পাশে চলে এলেন তিনি।

"ওহ্, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি," তিনি বললেন। "আমার পিচেস ওর বার্ষিক চেক-আপের জন্যে ডাক্তারের কাছে গেছিল গত সপ্তাহে। বল তো কি ঘটেছে?"

আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন না তিনি।

"ও প্রেগন্যান্ট," বললেন তিনি। "তোমার বিশ্বাস হয় এটা? আমার পিচেস কিনা প্রেগন্যান্ট? তোমার ঐ হতচ্ছাড়া বিড়ালটার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই তো?"

এই রকম পরিস্থিতিতেও না হেসে পারলাম না, "হ্যা, ওরই কাজ এটা," হাসতেই থাকলাম। "আপনার ঐ হোঁতকা বিড়ালটার এই অবস্থার জন্যে ও-ই দায়ি।"

চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল তার। এই প্রথম তাকে একটু রেগে উঠতে দেখলাম।

"এখন পিচেস আরো মোটা হয়ে যাবে," হিস্টেরিয়াগ্রস্তের মত কথাটা বললাম।

Banglabook.org

সিরিঞ্জটা নিচে নামিয়ে আনতে লাগলেন তিনি।

একবার চিৎকার করে উঠে বাম হাতে জোরে উপরে উঠিয়ে আনলাম।

দুঃস্বপ্নে আমার দু-হাতই অনেক শক্ত করে বাঁধা ছিল, কিন্তু ওয়েন আমার ডান হাতে তুলনায় বাম হাতটা একটু ঢিল করে বেঁধেছেন।

গত দশ মিনিট করে একটু একটু করে ঐ হাতটা বাঁধন থেকে বের করে আনছিলাম আমি। অর্ধেকটুকু বের করার পর মনে হচ্ছিল আমার কোণার আঙুলটা বুঝি ভেঙেই যাবে। হাল ছেড়েই দিচ্ছিলাম প্রায়, কিন্তু সিরিঞ্জটা নেমে আসতে দেখতে হ্যাচকা টান লাগাই। বুড়ো আঙুলে অসহ্য ব্যথা উপেক্ষা করে হাতটা বের করে আনতে সক্ষম হই।

বাড়ি মেরে সিরিঞ্জটা তার হাত থেকে ফেলে দিয়ে ওয়েনের শার্টের নিচের দিকটা ধরে জোরে টান দিলাম। বাম হাতটা বাদে শরীরের বাকি অংশ এখনও বাঁধা আমার। কিন্তু ঐ হাতেই যেন শরীরের সব শক্তি ভর করেছে।

টেবিলের দিকে টানতে শুরু করলাম আমি তাকে। আমাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন তিনি, হাতে থাপ্পড় দিলেন কয়াকটা। কিন্তু একটা বাচ্চার চেয়েও কম শক্তি তার গায়ে।

টেনে আমার গায়ের ওপর ফেলে দিলাম তাকে। এবার শার্টের নিচের দিক ছেড়ে কলারটা ধরলাম শক্ত করে। ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু পারলেন না। কলার ধরে তার মাথাটা উপরে উঠিয়ে জোরে নিচে নিয়ে আসলাম। আমার কপাল বরাবর। তার মুখটা জোরে গুঁতো খেল ওখানে। হাড্ডি ভাঙার শব্দ পেলাম।

আমার নিজেরও মাথা ঘুরতে লাগল।

মাথা ঝাঁকিয়ে যখন স্বাভাবিক হলাম, ওয়েন অচেতনভাবে পড়ে আছেন আমার ওপর। বাম হাত দিয়ে তাকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিলাম। চার ফিট নিচে কংক্রিটের ওপর পড়ে গেলেন। গলার বাধনটা খুললাম আগে, এরপর ডান হাত, এরপর দুই পা। লাফিয়ে নেমে গেলাম টেবিল থেকে।

ওয়েন চিত হয়ে পড়ে আছেন। নাক ভেঙে এক দিকে বেঁকে আছে। গলগল করে রক্ত পড়ছে ওখান থেকে। এসময় একটু নড়ে উঠলে তার শরীর হাতিয়ে দেখলাম যে বন্দুকটা আছে কিনা। নেই ওটা তার সাথে।

"আ..." গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

তাকে উঠিয়ে টেবিলটার ওপর শুইয়ে দিলাম। এরপর বেধে ফেললাম শক্ত করে।

BanglaBook.org

সাদা ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

মেডিক্যাল সাপ্লাই ক্যাবিনেটে কিছু গজ আর টেপ খুঁজে পেলাম। ওগুলো দিয়ে বেধে নিলাম বাম হাতটা। বন্দুকটা কম্পিউটার টেবিলের ওপর রাখা। কোমরে গুঁজে নিলাম ওটা।

তিনটা উনিশের সময় আবার সাদা ঘরটাতে প্রবেশ করলাম।

ওয়েনের জ্ঞান ফিরে এসেছে এতক্ষণে।

"কি করছ তুমি!" আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

"টেবিলে বাঁধা অবস্থায় থাকতে একটু অন্যরকম লাগছে, তাই না? সবসময় তো উল্টোটাই ঘটে," আমি বললাম।

মেঝে থেকে সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে তার উপর ঝুঁকলাম।

"মা'র সাহস ছিল নিজের ওপর এটা পরীক্ষা করে দেখার। কিন্তু আমার ধারণা আপনি কখনোই অতটা সাহসি ছিলেন না। এবার সময় এসেছে, দেখি কতটা সহ্য করতে পারেন আপনি। আপনার এত বছরের সিআইএ'র ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার দরুন দুঃস্বপ্নে কি সব দেখবেন তা ভাবতেই ভালো লাগছে।"

"দয়া করে ইনজেক্ট কোরো না ওটা, দোহাই লাগে তোমার," অনুনয় করতে লাগলেন তিনি।

আমি সিরিঞ্জ নামিয়ে আনলাম। চিৎকার করে ছয়টা শব্দ বললেন তিনি।

শুনে থমকে গেলাম। "কি?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"তোমাকে সুস্থ করে তুলতে পারব আমি," তিনি বললেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৮

"সুস্থ করে তুলবেন?" জিজ্ঞেস করলাম। "সুস্থ করে তুলবেন মানে কি?"

হাপরের মত নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি। সেই ফাঁকে কোনমতে চিঁ-চিঁ করে বললেন, "তোমার ঘুম আর জাগরণের চক্র ঠিক করে দিতে পারব আমি।"

"আপনি তো বলেছিলেন একমাত্র আমার মা ছাড়া আর কেউ জানে না আমাকে ঠিক করে তোলা সম্ভব কিনা।"

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। বললেন, "তোমার মস্তিষ্ক অনেকটা কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের মত। শুধু সব কিছু মুছে ফেলতে হবে স্মৃতি থেকে।"

তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। এরপর সিরঞ্জটার দিকে তাকিয়ে ইনগ্রিডের কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলাম। যেখানে চাইলেও ওর সাথে প্রতিদিন এক ঘন্টার বেশি কাটানো সম্ভব না আমার পক্ষে।

"সত্যি কাজ করবে ওটা," তিনি বললেন।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সাবধানে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে রাখলাম ক্যাপ লাগিয়ে। তার কথা পুরোটা শুনতে তো সমস্যা নেই।

"এমন কিছু আগে করেছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলাম।

গলাটা উঁচু করলেন তিনি। এরপর বাঁধা থাকা অবস্থাতেই যতটা সম্ভব মাথা নেড়ে বললেন, "এমকে আলট্রার কিছু সাবপ্রজেক্টে আমরা বেশ কয়েকজন সাবজেক্টের স্মৃতি মুছে দিয়েছি। এদের অনেকেরই অবসেসিভ-কম্পালসিভ-ডিজঅর্ডার, কিংবা মাল্টিপাল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার ছিল। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক যখন একদম আগের অবস্থায় ফিরে গেল, তখন ওসব কন্ডিশনও দূর হয়ে গেছিল।"

"কিন্তু আমার কন্ডিশনের সাথে পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের অনেক তফাৎ।"

"না, আসলে অতটা তফাৎ নেই। তোমার কন্ডিশনটা অনেকটা অবসেসিভ-কম্পালসিভ-ডিজঅর্ডারের মতনই। মস্তিষ্ককে শিখতে হয় ওটাকে। আর তোমার মস্তিষ্ক শিখেছে, রাতে কেবল এক ঘন্টার জন্যে জেগে উঠতে হবে। ওটা কোন জিনগত বৈশিষ্ট্য না, যেমনটা তোমার চোখের মণির রং একটা জিনগত বৈশিষ্ট্য।"

BanglaBook.org

“কিন্তু মা যখন কম্পাউন্ড-২৩ নিজের শরীরে প্রয়োগ করেন তখন আমি তার পেটে ছিলাম।”

“সেটা কোন ব্যাপার না। তোমার কন্ডিশনটা তবুও শিখতে হয়েছে তোমার মস্তিষ্ককে। কম্পাউন্ড-২৩ শিখিয়েছে সেটা, ওটারই প্রভাবে এমনটা হয়েছে।”

“তো, এখন কোনভাবে সব স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে? আপনি কি আমাকে ইলেক্ট্রো-শক-থেরাপি দেয়ার কথা ভাবছেন? আগেই বলে রাখি, ছোটবেলায় অনেকবার ওভাবে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি।”

“না,” একবার কেশে উঠে বললেন তিনি। “ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক-রেডিয়েশন দরকার এ ক্ষেত্রে।”

কিছু না বুঝে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন তিনি, “ব্যাপারটা ব্যাখা করা বেশ জটিল, কিন্তু সংক্ষেপে বলছি। রেডিও তরঙ্গ আর আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গ দুটোই একধরণে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক-রেডিয়েশন। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।”

“এরপর? বলতে থাকুন।”

“আমাদের মস্তিষ্ক যখন পূর্বের কোন স্মৃতি মনে করে তখন হাজারটা নিউরন একসাথে কাজ করে, তোমার ক্ষেত্রে হয়ত কয়েক লক্ষ। ফলে বেশ শক্তিশালী একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। আমরা এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি যেটা সেই তরঙ্গকে নকল করবে। এরপর ঘনীভূত তরঙ্গ মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু জায়গায় আঘাত করলে ফলাফল স্বরূপ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। এই পদ্ধতিকে বলে ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন।”

“ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন,” ওনার কথাটারই পুণরাবৃত্তি করলাম। জীবনে অনেক মেডিক্যাল টার্ম শুনেছি আমি, এটা ওগুলোর মধ্যে নয়।

“আমরা মস্তিষ্ককে লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ দিয়ে আঘাত করে উদ্দীপ্ত করতে থাকবো। এক পর্যায়ে এটা আর নিতে পারবে না মস্তিষ্ক। তখন অনেকটা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে যত স্মৃতি আছে সব মুছে ফেলবে। তারপর সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের জন্যে। এরপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে কিন্তু কোন স্মৃতি থাকবে না।”

“সব স্মৃতি মুছে ফেলবে বলতে?”

“যা যা শিখেছিল তোমার মস্তিষ্ক, যা স্মৃতি জড়ো করেছিল, সব।”

“তারমানে, আবার একটা বাচ্চার মত আচরণ করা শুরু করব আমি?”

BanglaBook.org

"হ্যা এবং না।"

"মানে?"

"এটা ঠিক, তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে, সম্ভবত একটা বাচ্চার চেয়েও খালি, কিন্তু সেটার গঠন কিন্তু আগের মতই থাকবে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের যেমন থাকে।"

"তারমানে আমার মস্তিষ্ক খালি থাকলেও অনেক দ্রুত সবকিছু আবার শিখতে পারব আমি?"

"হ্যা। যাদের ওপর এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করা হয়েছিল তারা দু-মাসেরও কম সময়ে কথা বলতে শিখেছে। আর চারমাসের মধ্যে লিখতে শিখেছে। তিন বছরের মধ্যে বেশিরভাগের মস্তিষ্কই আগের মত কর্মক্ষম হয়ে উঠেছিল।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আবার কথা বলা শিখতে হবে, লেখা শিখতে হবে, দাঁত ব্রাশ করা শিখতে হবে, ভাবতে কেমন যেন লাগছে। কিন্তু অন্যদিকে হাতে সময়ের অভাব থাকবে না আমার। একটা স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্ক আবার আগের মত কর্মক্ষম হতে যদি তিন বছর সময় লাগে আমার ক্ষেত্রে হয়ত সময় লাগবে দুই বছর। সেই দুই বছর অবশ্যই কষ্ট করতে হবে আমাকে কিন্তু এর পরে যত বছর বেঁচে থাকব একজন স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারব।

২০,০০০ ঘন্টার বিপরীতে ৩০০,০০০ ঘন্টা।

কিন্তু কথা বলা আর হাটতে শেখার চেয়েও বড় ব্যাপার আছে এখানে।

"আমার সব স্মৃতি চলে যাবে?"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন তিনি।

ইনগ্রিড।

বাবা।

ল্যাসি।

মারডক।

তাদের সবার কথা ভুলে যাব আমি। ভুলে যাব যে, তাদের চিনতাম একসময়। কান্না পেতে লাগল এই কথা ভেবে। আমি কি স্বার্থপরের মত আচরণ করছি ওয়েনের প্রস্তাবটা ভেবে দেখে?

না, অবশ্যই না।

ইনগ্রিড আর বাবা ভালোবাসেন আমাকে। তারা চাইবেন আমি যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠি। চাইবেন আমি যেন এক ঘন্টার বদলে ষোল ঘন্টা কাটাই তাদের সাথে প্রতিদিন।

BanglaBook.org

তাছাড়া আমি একজন বাবা হতে চাই, নিজের জন্যে না হলেও, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে কাজটা করতেই হবে আমাকে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা ছাব্বিশ।

"ঠিক আছে," তার উদ্দেশ্যে বললাম, "রাজি আমি।"

3:34 AM

বাম হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেছে আমার। তাই এক হাত দিয়ে তিনটা ইমেইল লিখতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগল।

প্রথম দুটো বাবা আর ইনগ্রিডের উদ্দেশ্যে। সেখানে তাদের ব্যাখা করলাম কেন এবং কি করতে চলেছি আমি। প্রথম দিকে আমার সাথে মানিয়ে নেয়া হয়ত কঠিন হবে কিন্তু তাদের ধৈর্য ধরতে হবে, আর আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। কথা দিলাম, তাদের দু-জনকে আগের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসতে শিখব আমি। ধন্যবাদ জানালাম এত সুন্দর সুন্দর সব স্মৃতি উপহার দেয়ার জন্যে। কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করতে চাই আমি।

তিন নম্বর ইমেইলটা আমার উদ্দেশ্যে লেখা।

সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ে সাদা ঘরটায় ফিরে আসলাম।

তিনটা ছেচল্লিশ বাজছে।

ওয়েনের বাঁধনগুলো খুলে দিলাম। তার দিকে পিস্তল তাক করে বললাম, "উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলেই গুলি খাবেন।"

ল্যাবে এসে আমাকে একটা মেশিনের দিকে যেতে ইশারা করলেন ওয়েন। অনেকটা এমআরআই মেশিনের মতন দেখতে ওটা।

"পিস্তলটা সরিয়ে রাখতে হবে তোমাকে। মেশিনের ভেতরে ধাতব কোন কিছু নেয়া যাবে না।"

তাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, কিন্তু করলাম। ব্যক্তি ওয়েনকে নয়, বিজ্ঞানী ওয়েনকে। তার চোখের কৌতুহলটা ধরতে পারছি আমি। আমাকে নিয়ে যে কোন কিছু করতে পারেন তিনি, কিন্তু এ মুহূর্তে তার মাথায় একটা কথাই ঘুরছে, আমাকে ঠিক করে তুলতে পারবেন কিনা।

বন্দুকটা কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

"ঘড়িটাও খুলে ফেলতে হবে," তিনি বললেন।

ওটা খুলে বন্দুকটার পাশে রেখে দিলাম আমি।

তিনটা পঞ্চাশ বাজছে এখন।

BanglaBook.org

এই ভেবে হেসে উঠলাম, এটাই বোধহয় আমার জীবনের শেষবারের মত সময় দেখা। জেগে ওঠার পর সময়ের কোন কমতি থাকবে না আমার কাছে।

"শুয়ে পড়," আদেশ দিলেন তিনি।

শুয়ে পড়লাম।

জীবন্ত হয়ে উঠল মেশিনটা।

"ঠিক আছে," ওয়েন বললেন। "শুরু করলাম।"

"বিদায়, হেনরি বিনস," নিজেকেই ফিসফিস করে বললাম আমি।

3:34 AM

চোখ খুললাম।

আমাকে ঘিরে অনেকগুলো অবয়ব আর শব্দ।

কিছু একটা ঝুঁকল আমার ওপর।

কিছু একটা স্পর্শ করল আমাকে।

"হেনরি।"

এই শব্দটার কোন অর্থ নেই আমার কাছে।

"হেনরি।"

কি হচ্ছে এসব?

কোথায় আমি?

"হেনরি?"

শব্দের উৎসটা আমাকে ধরে নাড়াতে লাগল।

"তোমাকে চিনতে পারছে না ও," একটা গলার স্বর বলে উঠল।

"ওকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের," আরেকটা গলার আওয়াজ।

আমি নড়ছি।

উপরের দিকে।

মাথা ঝাঁকালাম।

নিচের দিকে তাকালাম।

আমাকে যে দু-জন ধরে তোলার চেষ্টা করছে তাদের দেখলাম।

"তুমি কি জান আমরা কে?" তাদের একজন জিজ্ঞেস করল।

মাথা ওপরে নিচে নাড়ালাম আমি। জানি আমি। "হ্যা," বললাম।

ইনগ্রিড আর বাবা অবাক হয়ে গেলেন।

সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। গতরাতে মেশিনটার ভেতরে তিরিশ সেকেন্ড কাটানোর জন্যে এমন হচ্ছে।

BanglaBook.org

আস্তে আস্তে কালকের ঘটনা সব মনে পড়তে লাগল। মেশিনে শুয়ে আছি আমি। অনেক জোরে শব্দ হচ্ছে।

আমি আমার সব স্মৃতির কথা ভাবছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরতরে মুছে যাবে ওগুলো : বাবা আমাকে শিখাচ্ছেন কিভাবে পোকার খেলতে হয়, আমাকে ম্যাকডোনাল্ডসে নিয়ে খাওয়াচ্ছেন, গাড়ি চালানো শেখাচ্ছেন। প্রথম যেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে ল্যাসিকে আমার বুকের ওপর আবিষ্কার করলাম, ওকে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, মারডকের সাথে খেলছি যখন ও একটা ছোট্ট কুকুর ছানা ছিল। ইনগ্রিড, ওর সাথে প্রথম দেখা, প্রথম চুমু, সব ভাসতে লাগল চোখের সামনে।

নাহ, এই স্মৃতিগুলো ভোলা কোনভাবেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তার জন্যে যত কষ্টই করতে হোক না কেন আমার সারাজীবন।

লাফিয়ে মেশিনটা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।

"কি করছ?" ওয়েন চিৎকার করে উঠলেন।

"আমি যেমন আছি, ঠিক আছি," বললাম।

"না, আবার ওখানে যাও তুমি। আমাদের দেখতে হবে, পদ্ধতিটা কাজ করে কিনা।"

"আমি কোন এক্সপেরিমেন্ট নই," এই বলে তার চেহারা বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম।

এরপর বন্দুকটা নিয়ে তার দিকে তাক করলাম।

"মেশিনের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন," আদেশ দিলাম।

"অসম্ভব।"

তার মাথার একদম পাশ ঘেঁষে গুলি করলাম।

"আরেকবার বলব না আমি।"

চুপচাপ মেশিনের ভেতর ঢুকে গেলেন তিনি।

পরবর্তি সাত মিনিট তার দিকে বন্দুক তাক করে রাখলাম।

তিনটা ঊনষাটের সময় হলওয়েতে এসে শুয়ে পড়লাম। এখানেই কিছুক্ষণ আগে আমাকে খুঁজে পেয়েছে ইনগ্রিড আর বাবা।

"কাজটা করিনি আমি," ওদের বললাম।

"ধন্যবাদ ঈশ্বর," উপরের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বাবা।

"হয়ত অনেকগুলো বাড়তি ঘন্টা পেতাম কিন্তু সেগুলোর জন্যে সারাজীবনের স্মৃতিগুলোকে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার পছন্দের মানুষগুলোকে ভুলে যেতে পারব না।"

BanglaBook.org

তিনজন তিনজনকে শক্ত করে ধরে রাখলাম অনেকক্ষণ।

এরপর চোখ মুছে ইনগ্রিডকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই জায়গাটা খুঁজে পেতে কি কষ্ট হয়েছে?"

দু-বার নাক টানল ও, এরপর বলল, "না, তোমার নির্দেশনাটা অনেক সহজ ছিল।"

ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পেছনের অফিসটাতে চলে যাবে। ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে নিচে নামবে। একটা দরজা খুঁজে পাবে যার চৌকাঠে ফ্ল্যাশলাইট রাখা আছে।

এরপরের পনের মিনিটে ওদের সব খুলে বললাম আমি ওপিকের ব্যাপারটা কিভাবে মাথায় আসল, কিভাবে ভেতরে ঢুকলাম, এরপর ওয়েনের সাথে সাক্ষাত, কিভাবে সব কিছু পূর্ব পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তিনি, এমনকি ইনগ্রিড যাতে জেনিফার নিউবারের কেসটা পায় সেটাও, আর পুরোটাই আমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্যে।

বললাম কিভাবে আমাকে বেধে রেখেছিলেন তিনি, কিভাবে মুক্তি পেলাম।

"তোমার হাত," ইনগ্রিড বলল।

"হ্যা, গজ কাপড়ের নিচে আঙুলগুলো কি অবস্থায় আছে সেটা জানতেও চাই না এমুহূর্তে। বুড়ো আঙুলটা ভেঙে গেছে এটুকু নিশ্চিত আমি।"

"তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।"

মাথা নাড়লাম, এরপর আবার বলা শুরু করলাম আমার কাহিনী। ওদের বললাম কিভাবে একদম শেষ মুহূর্তে ওয়েন বলেন, আমাকে ঠিক করে তুলতে পারবেন তিনি, কিভাবে ওদের ইমেইলগুলো পাঠিলাম যাতে ওরা এটা জানতে পারে, কোথায় আছি আমি আর আমার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু মেশিনে ঢুকে আবার সবকিছু পুনর্বিবেচনা করি আমি। এরপর কিভাবে ওয়েনকে মেশিনের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করি।

"ওয়েনের কি অবস্থা?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল।

"ভালো প্রশ্ন।"

দরজা খুলে ল্যাবে প্রবেশ করলাম আমরা।

ওয়েন সেখানে বাচ্চাদের মত গোল হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন। টাক মাথার কারণে তাকে একদম নবজাতক শিশুর মতনই দেখাচ্ছে।

"বেনজামিন বাটন," বাবা বললেন।

আমি সিনেমাটা দেখিনি, কিন্তু তিনি ঝুঝিয়ে দিলেন আমাকে, ওতে

BanglaBook.org

একটা বাচ্চা জন্ম নেয় বুড়ো মানুষের আদলে। এরপর সময়ের সাথে বয়স কমতে থাকে তার।

"অনেকটা ওরকমই অবস্থা," ইনগ্রিড তার কথা শেষ হবার পর বলল।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

"সিডনি?"

নীল চোখগুলো বড় করে আমার দিকে তাকালেন তিনি। ভীত। বিভ্রান্ত। মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করলেন একবার।

"একে নিয়ে এখন কি করব আমরা?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল। "তাকে তো এখানে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না।"

"তাকে কি আপনি বাসায় নিয়ে যেতে চান বাবা?" জিজ্ঞেস করলাম। "আমি আর ইনগ্রিড চলে যাবার পর মারডক আর আপনি নতুন একটা সঙ্গ পাবে তাহলে।"

"এই এক জীবনে যথেষ্ট ডায়পার বদল করেছি আমি," হেসে বললেন তিনি।

এসময় একবার মনে হল, মেঝেতে শুয়ে থাকা নব্বই বছরের বাচ্চাটা আমার জন্মগত পিতা।

কিন্তু সেটা কখনোই মানতে পারব না আমি।

আমার পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি ছোটবেলায় আমার সব ডায়পার বদলে দিয়েছেন...তিনিই আমার বাবা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৯

"এই নে, মাস্তান," বিছানার ওপর ল্যাসির দিকে চারটা বল ছুঁড়ে দিয়ে বললাম আমি।

খুশিতে ডগমগ হয়ে লাফাতে লাগল ও। কোনটা নিয়ে আগে খেলবে বুঝতে পারছে না।

হেসে উঠলাম শব্দ করে। গত তিন দিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

ওপিক বিল্ডিংটা থেকে বের হয়ে আমি বাবার কাছে থেকে এক মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম ইনগ্রিডের সাথে একান্তে কিছু কথা বলার জন্যে।

ওকে বলেছিলাম, আমার হাতে সামনের দিনগুলোতে আর যতগুলো ঘন্টাই থাকুক না কেন ওগুলোর প্রত্যেকটা ওর সাথে কাটাতে চাই আমি। জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাকে বিয়ে করবে কিনা।

শুনে প্রথমে কেঁদে দিয়েছিল ও। এরপর হ্যা বলে আবার কান্না।

আমরা যখন গাড়ির কাছে পৌছলাম তখন বাবা ড্রাইভিং সিটে এবং ল্যাসি আর মারডক পেছনের সিটে। দু-জনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাকে দেখে আর ল্যাসি বারবার আমার চোখের সামনে ওর থাবা মেলে ধরে জিজ্ঞেস করছিল কয়টা আঙুল আছে ওখানে।

ইনগ্রিড আর আমি আমাদের এনগেজমেন্টের কথা বললে সবাই আরো উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে উদযাপন করি আমরা। আমি অর্ডার করেছিলাম একটা চিজ বার্গার, লার্জ ফ্রাইস,বড় একটা কোক আর চকলেট মিল্কশেক। ল্যাসি, বাবা আর ইনগ্রিডও একই জিনিস অর্ডার করেছিল।

মারডক নিয়েছিল আটটা ম্যাকবার্গার।

ওগুলো খেতে খেতেই চারটা বেজে গেছিল, আমি ঘুমিয়ে যাবার পরে বাবা আমাকে হাসপাতালের জরুরি বভাগে নিয়ে যান। এরপরের বিশ ঘন্টায় আমার বাম হাতে সার্জারি করে বুড়ো আঙুলের ছিড়ে যাওয়া পেশিগুলো আগের অবস্থানে নিয়ে আসা হয়। এরপর আরেকটা সার্জারি করে আমার কোণার আঙুলে দুই জায়গায় পিন বসানো হয়, দুই জায়গায় ভেঙে গেছিল ওটা।

ডাক্তাররা বলেছেন আমার বাম হাত হয়ত একদম আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না, কিন্তু দু-মাসের মধ্যে আগের মত কাজ করতে পারব।

BanglaBook.org

হাসপাতালে দ্বিতীয় দিনে রাত তিনটা দশ মিনিটে আমার ফোন বেজে উঠেছিল।

প্রেসিডেন্ট সুলিভান কল করেছিলেন।

প্রথমেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ব্যস্ততার কারণে ফোন করতে পারেননি আমাকে। তবে রাশিয়ার ব্যাপারটা খুবই জটিল অবস্থায় থাকার কারণে দম ফেলার ফুরসতও পাচ্ছিলেন না।

কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নেই আমি। তাকে জানাইনি, তার বাবা এবং আমার মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একসময় আর তার আঙ্কেল সিডনি, পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষদের মধ্যে একজন। পুতিন নামের লোকটা তাকে এমনিতেও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখেছে।

সুলিভান বলেছিলেন, সিডনি ওয়েন তাকে ফোন করে জেনিফার নিউবারের কেসটা পুনঃতদন্তের আহ্বান জানান। মৃত্যুপথযাত্রি লোকটার কথা ফেলতে পারেননি তিনি। তবে একটু অবাক হয়েছিলেন ইনগ্রিডের নাম শুনে, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছিলেন, ইনগ্রিডের চেয়ে ভালোমত কেসটা নিয়ে কেউ কাজ করতে পারবে না, তাই ভার্জিনিয়া পুলিশ কমিশনারকে ওর নাম বলে দেন। আরো বলেছিলেন ওয়েনকে আসলে অত ভালো চোখে দেখতেন না তিনি, কারণ লোকটা একসময় এমকে আলট্রা প্রোগ্রামের প্রধান ছিলেন। কিন্তু তার বাবার ঐ মানুষটার জন্যে একটা আলাদা ধরণের সম্মানবোধ ছিল তাই তিনিও হৃদ্যতা বজায় রাখতেন তার সাথে।

আমি তাকে আমার এবং ইনগ্রিডের এনগেজমেন্টের ব্যাপারে জানালে কথা দেন, বিয়েতে আসবেন তিনি। আর সিডনি ওয়েন ওরফে বেনজামিন বাটনকে হাসপাতালে যাবার পথে একটা ফায়ার স্টেশনের সামনে রেখে আসি আমরা।

আমার বুদ্ধি।

স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এবং ওপিক বিল্ডিংটার ব্যাপারে সিআইএ'র বর্তমান পরিচালকের কাছে সবকিছু খুলে বলেছে ইনগ্রিড। প্রেসিডেন্টকে সব খুলে বলা না বলা এখন তার ব্যাপার, অবশ্য ইনগ্রিড তাকে বলেছে, ব্যাপারটা যত কম লোক জানবে তত ভালো।

গত রাতে আমি আর ইনগ্রিড মিলে বাসাটাকে আগের মত করে সাজিয়ে তুলেছি, মানে এক ঘন্টায় যতটুকু সম্ভব আর কি। কিন্তু আজ থেকে আবার পুরোদমে ডিউটিতে ফিরে যেতে হয়েছে ওকে। বিলিকেও নির্ধারিত সময়ের দু-দিন আগেই নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে অফিস থেকে। ওরা দু-জন এখন নতুন একটা খুনের কেস সামলাতে ব্যস্ত।

BanglaBook.org

আর জেনিফার নিউবারের কেসটার ব্যাপারে আমরা তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নেই যে ওটাকে আগের অবস্থাতেই রেখে দেয়া ভালো হবে। কেস ফাইলগুলো আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে, তবে ডায়রির পাতাগুলো হারিয়ে গেছে। ওগুলো হয়ত কেউ ডেলওয়ারের ঠিকানায় কুরিয়ার করে দিয়েছে।

আরো দুই মিনিট ল্যাসিকে ওর বলগুলো নিয়ে খেলতে দেখলাম। এরপর বললাম, "তুই না-হয় একটা দিয়ে খেল আর বাকি তিনটা আলমারিতে তুলে রাখি পরে খেলার জন্যে।"

মিয়াও।

"হলুদটা রাখবি? তুই নিশ্চিত সে-ব্যাপারে?"

মিয়াও।

"সবুজ? এটাই তোর শেষ উত্তর?"

মিয়াও।

"আচ্ছা আমি পছন্দ করে দিচ্ছি একটা।"

ডান হাত দিয়ে লাল, সবুজ আর হলুদ বলটা তুলে নিলাম, নীলটা রেখে দিলাম ওর কাছে। বাম হাত এখনও ব্যান্ডেজ করা আমার। বলগুলো আলমারির সেইফে তুলে রাখলাম। সেইফটাতে আরো দুটো জিনিস আছে এ মুহূর্তে, আমার মা'র ফাইলটা আর একটা ফ্ল্যাশড্রাইভভ। ওপিক বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসার আগে ফ্ল্যাশড্রাইভভটা কম্পিউটার থেকে খুলে নিয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা অদ্ভুত যে, এই ফ্ল্যাশড্রাইভের জন্যেই আমার অ্যাপার্টমেন্টটা পুরো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।

"ফ্ল্যাশড্রাইভভটা কোথায়?" মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"আমার সেইফে!" এখন যদি প্রশ্ন করতেন তাহলে এই উত্তরটাই পেতেন। আরো বলতাম, "পারলে এসে নিয়ে যান!"

আমার অ্যাপার্টমেন্টটাতে এখন সর্বাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা লাগানো হয়েছে। ওগুলো সাধারণ মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন না আপনি। কিন্তু আমার চেনা পরিচিতদের মাঝে প্রেসিডেন্ট একজন হওয়াতে সমস্যা হয়নি কোন। এরপর যদি মা'র লোকেরা আবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে খুব সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

সেইফটা বন্ধ করে আবার বিছানার কাছে ফিরে আসলাম। ল্যাসিকে দেখে মনে হল কী যেন একটা বলতে চাই আমি ওকে। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম। তখন নীল বলটা হাতে তুলে নিলাম। ওর মনোযোগ আকর্ষণের এটাই একমাত্র উপায়।

মিয়াও।

"এক সেকেন্ড," বললাম আমি। "তোকে একটা খবর জানানো হয়নি।"

মিয়াও।

"ওয়েনের বাসার কমলা রঙের বিড়ালটার কথা মনে আছে তোর? বড় একটা ট্যাবি বেড়াল?"

মিয়াও।

"না, বার্থা না ওর নাম। পিচেস।"

মিয়াও।

"হ্যা, তার আরেকটু কম খাওয়াদাওয়া করা উচিত," বললাম। "জানিস? ও প্রেগন্যান্ট।"

ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

"তুই বাবা হতে যাচ্ছিস।"

কেশে উঠল ও। যেন ওর পিতৃত্বের সংবাদটা আটকে গেছে গলার মধ্যে। এরপর কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল। অবশেষে আমার দিকে তাকাল।

মিয়াও।

"বিয়ে? না, তোকে বিয়ে করতে হবে না ওকে।"

মিয়াও।

"আমি আর ইনগ্রিড বিয়ে করব কারণ একে ওপরকে ভালোবাসি আমরা আর একসাথে সংসার করতে চাই।"

মিয়াও।

"তুই একটা বিড়াল। বিড়ালরা বিয়ে করে না।"

মিয়াও।

"জানি না বাচ্চাগুলোর কি হবে। মনে হয় ওদেরকে বিলিয়ে দেয়া হবে।"

মিয়াও।

"তোর একটা চাই? তুই তো নিজের খেয়ালই রাখতে পারিস না ঠিকমত। আমি না থাকলে তিরিশ মিনিটই টিকতে পারতি না দুনিয়ায়।"

মিয়াও।

"তুই কি এটা আসলেও জিজ্ঞেস করছিস আমাকে? আরেকটা বিড়াল চাই কিনা আমার? না, একটাকে সামলাতেই জান বের হয়ে যায়।"

মিয়াও।

BanglaBook.org

"ছেলে চাই। কেন, ছেলে কেন?"

মিয়াও।

"জাস্টিন টিম্বারলেকের মত করে বড় করে তুলতে চাস ওকে?"

মিয়াও।

"তুই আর জাস্টিন টিম্বারলেক একদম একই স্বভাবের? বিশ্বাস কর, তোদের মধ্যে অনেক তফাৎ।"

মিয়াও।

"ওটা কি নাচ ছিল নাকি? আমি তো ভাবলাম মৃগি রোগিদের মত কাঁপছিস।"

মিয়াও।

"আর্চিবল্ড? আমি তোর ছেলের নাম মোটেও আর্চিবল্ড রাখতে দেব না। শহরের সব বেড়াল ওকে নাম নিয়ে খেপাবে পরে।"

মিয়াও।

"আচ্ছা দুই সপ্তাহ পরে ওয়েনের কেয়ারটেকারকে ফোন করে দেখব কি ব্যবস্থা করা যায়।"

মিয়াও।

"না, পিচেসকে বিয়ের প্রস্তাব দিবি না তুই।"

মিয়াও।

"ম্যাকডোনাল্ডসে যেতে বিয়ের প্রস্তাবের দরকার হয় না। চাইলে এখনই নিয়ে যেতে পারি আমি তোকে ওখানে।"

মিয়াও।

"মজা করছিলাম। ঠিক আছে, সামনের সপ্তাহে।"

মিয়াও।

"আচ্ছা, বাবা আচ্ছা! আমরা যাব ওয়েনের বাসায়। জিজ্ঞেস করে দেখব তোকে একটা দেবে কিনা।"

মিয়াও।

"বললাম তো আর্চিবল্ড রাখতে দেব না বাচ্চাটার নাম।"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"আর্চি? এটা খারাপ না।"

মিয়াও।

"হ্যা, এখন তোর বলটা ফেরত দিতে পারি আমি।"

মেঝেতে ছুঁড়ে মারলে লাফিয়ে পড়ল ও বলটার ওপর।

শোবার ঘর থেকে বের হয়ে খেয়াল করলাম রান্নাঘরে একটা বিশাল

ঝুড়ি রাখা। প্রায় তিনফিট লম্বা এবং প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে পুরোটা। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম কি আছে এক বোতল শ্যাম্পেইন, কিছু দামি চিজ (ওগুলোর নাম উচ্চারণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে), স্ট্রবেরি, সুইস চকোলেট, এক টিন ক্যাভিয়ার আর কিছু চিপস।

নিঃসন্দেহে, হাজার ডলারের ওপরে জিনিস আছে ঝুড়িটায়।

বাক্সটার সাথে লাগানো কার্ডটা তুলে নিলাম। সেখানে লেখা :

হেনরি এবং ইনগ্রিড,
তোমাদের এনগেজমেন্টের জন্যে অভিনন্দন। খুব খুশি হয়েছে শুনে। বিয়েতে অবশ্যই আসছি!
কনর।
বি:দ্র বিয়ে কবে?

হেসে উঠলাম।

ইচ্ছে করছে ঝুড়িটা খুলে চিজ আর কয়েকটা চিপসের প্যাকেট এখনই সাবাড় করে দেই। কিন্তু ইনগ্রিড যখন ধৈর্য ধরতে পেরেছে আমারো তাই করা উচিত। তার বদলে ফ্রিজ থেকে গত দিনের বেঁচে যাওয়া থাই খাবার বের করে গরম করেতে দিলাম। ইসাবেল এখনো ওর জাদুময়ি খাবারগুলো দিয়ে ফ্রিজ ভরে তুলতে পারেনি।

ওগুলো গরম হতে হতে আমি ব্যায়াম করতে লাগলাম। আবার স্বাভাবিক রুটিনে ফিরে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে আমার।

খাবারগুলো টেবিলে নিয়ে এসে ল্যাপটপটার সামনে বসে পড়লাম। সেদিনের পর আর ল্যাপটপ খোলার সময় পাইনি।

স্টক মার্কেটে একবার ঢুকে সব ঠিক ঠাক করে আমার ইমেইল অ্যাড্রেস এ লগইন করলাম।

দুটো নতুন ইমেইল এসেছে।

তার মধ্যে একটা ihaveHenryBins@gmail.com থেকে। আমি যে নিজেকে একটা ইমেইল পাঠিয়েছিলাম সেটা ভুলেই গেছি।

ওটা খুলে পড়তে লাগলাম।

প্রিয় হেনরি,
তুমি নিজেই এই ইমেইলটা লিখেছ। আশা করি আবার পড়তে শিখতে তোমার খুব বেশি সময়

BanglaBook.org

লাগেনি। উপায় থাকলে পঞ্চাশ পাতার একটা ইমেইল লিখতাম, গত সাইত্রিশ বছরের সব স্মৃতি বর্ণনা করে। বোঝাতাম কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু হাতে একদমই সময় নেই আমার। এক হাত দিয়ে লিখতে হচেছ আমাকে তাই সময়ও অনেক বেশি লাগছে।

একটা কাজ করবে প্রথমেই। গুগলে গিয়ে 'হেনরি বিনস' লিখে সার্চ দেবে। এটা তুমিই। তোমার নামেই এই কন্ডিশনটার নামকরণ করা হয়েছে। খুব অদ্ভুত, তাই না? এটা অসম্ভব মনে হচেছ না, একসময় কেবল এক ঘন্টা জেগে থাকতে তুমি? আর এখন তো তোমার হাতে অফুরন্ত সময়। আগে সারাদিনের সব কাজ কিন্তু তোমাকে এই এক ঘন্টার ভেতরেই করতে হত। তবুও শুধু বেঁচেই থাকোনি তুমি, বরং অন্য আরো অনেক ব্যক্তির চেয়ে ভালোমত উপভোগ করেছ জীবনটাকে। আর সেটা একজন মানুষকে ছাড়া কক্ষনোই সম্ভব হত না, তোমার বাবা।

সময় থাকলে তার অবদানের কথা সব খুলে বলতাম তাকে। তিনি তার সারা দিন ব্যয় করতেন কিভাবে তোমার একঘন্টাকে শিক্ষণীয় এবং একই সাথে মজার করে তুলবেন। তাকে সবসময় সম্মান করবে এবং ভালোবাসবে, একদম তোমার সর্বোচচটা দিয়ে। আর ইনগ্রিড? দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরি মেয়ে না ও? কিভাবে ওর মত একটা মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছি আমরা সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সেরা উপহার হচেছ ও। আমার ধারণা ও তোমাকে এতদিনে সব খুলে বলেছে কোথায় আর কিভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল আমাদের, কিভাবে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলি আমরা। তাকে বিয়ে করবে তুমি, বাকি জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তার সাথে কাটাবে। প্রতিটা সেকেন্ডের যে কি মূল্য, সেটা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না নিশ্চয়ই?

আর ল্যাসির ব্যাপারে কি বলব? হ্যা, কথা বলে ও।

BanglaBook.org

জানি, একটু অদ্ভুত ব্যাপারটা। বিড়ালটা একটু দুষ্ট স্বভাবের বটে কিন্তু তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। লাসানিয়া পছন্দ করে ও, গারফিল্ড কমিক্স পড়তে আর কার্টুন দেখতে ভালোবাসে। আর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে পেট চুলকে দেয়া আর ঝুনঝুনি লাগানো বল।

লাল রঙের একটা খাম রাখা আছে তোমার বাবার বাসায়। ওটার ভেতরে তোমার মা'র ফাইলটা রেখে দিয়েছি। তাকে খুঁজে বের করবে তুমি।

দ্বিতীয় আরেকটা ইমেইল এসেছে।

এটার প্রেরক Izzy43457ii@gmail.com

ইসাবেলকে মাঝে মাঝে 'ইজি' বলে ডাকি আমি। এটা বোধহয় সেই পাঠিয়েছে। কিন্তু ওর এই ইমেইল অ্যাড্রেসটার দেখিনি কখনো আগে।

ইমেইলটা পুরো পড়ার পর বুঝতে পারলাম কেন এই ইমেইল অ্যাড্রেসটা অতুন করে তৈরি করেছে সে। ও চায়নি কেউ ইমেইলটা ট্রেস করতে পারুক।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে আবার ইমেইলটা পড়লাম :

হেনরি...আমি ইসাবেল। গতকাল স্যুট পরা দু-জন লোক এসেছিল আমার বাসায় আর উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করছিল। তারা ঐ চুলের স্যাম্পলটার ব্যাপারে জানতে চাইছিল যেটা আমি টেস্টের জন্যে পাঠিয়েছিলাম ডিএনএ ল্যাবে। তাদের মতে ঐ চুলটা যে ব্যক্তির তাকে নাকি গত চল্লিশ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। একটা কার্ড দিয়ে গেছে আমাকে। সিআইডি নামের একটা এজেন্সির কার্ড। গুগল করে দেখেছি আমি, ইউএস আর্মি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কম্যান্ড এর একটা অংশ এটা।

হেনরি, আমার মনে হয় তোমার বাবাকে খুঁজছে ওরা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG